Boighar.com

- বিসিএস - ব্যাংক - নন-ক্যাডার - মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা
- প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা - শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা

40th BCS preliminary

Januray 2019 Edition

বইঘর নিবেদন

A2B INFOBOX

নির্বাচিত বইসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলন

নির্বাচিত বইসমূহ

- উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা
- লাল নীল দীপাবলি
- মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
- অসমাপ্ত আত্মজীবনী
- কারাগারের রোজনামচা
- বাংলাদেশের সংবিধান
- উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি ও সুশাসন - ১ম পত্র
- উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি ও সুশাসন - ২য় পত্র
- মাধ্যমিক বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
- মাধ্যমিক বিজ্ঞান
- মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান
- উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- মাধ্যমিক ভূগোল (নতুন সিলেবাস)
- মাধ্যমিক ভূগোল (পুরাতন সিলেবাস)

বোনাস

- সাম্প্রতিক বাংলাদেশ
- সাম্প্রতিক বিশ্ব
- জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮
- গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারসমূহ ইত্যাদি

মুহাম্মদ মাহফুজুল আলম
হাসনা আখতার হাসি

A2B PUBLICATIONS

AAA BOIGHAR

বিসিএস, নন – ক্যাডার, ব্যাংক, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাসহ প্রতিযোগিতামূলক যেকোন পরীক্ষার প্রিলিমিনারি অংশের প্রস্তুতির জন্য নির্বাচিত বইসমূহ থেকে নির্বাচিত তথ্যের সেরা সংকলন

A2B INFOBOX

নির্বাচিত বইসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলন

(৪০তম বিসিএস সংস্করণ)

Boighar.com

রচনা ও সংকলনে

মুহাম্মদ মাহফুজুল আলম

সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান), ৩৫তম বিসিএস

এক্স – অফিসার, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড।

হাসনা আখতার হাসি

অফিসার, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড।

A2B PUBLICATIONS

A2B INFOBOX
নির্বাচিত বইসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলন

- প্রথম প্রকাশ — আগস্ট ২০১৭
- দ্বিতীয় প্রকাশ — জানুয়ারি ২০১৯
- প্রকাশনায় — A2B Publications
- গ্রন্থস্বত্ব — লেখকদ্বয়
- প্রচ্ছদ — শরীফ উদ্দিন শিশির

প্রধান পরিবেশক

মামুন বুক হাউস
৭৩, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত,ঢাকা।
ফোন - ০১৭০৭-১৪৪১২২, ০১৯৭৭- ৯৯৩২৩১।

প্রাপ্তিস্থান

Boighar.com

নিউ বুকল্যান্ড, শাহানশাহ মার্কেট, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
দোলনচাঁপা, শাহানশাহ মার্কেট, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
প্রাইম বুক ডিপো, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় লাইব্রেরিসমূহ।

নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

দ্বিতীয় প্রকাশে আমাদের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

প্রথমেই মহান আল্লাহর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা আমাদের স্বপ্নের পরিকল্পনা A2B INFOBOX নির্বাচিত বইসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলন বইয়ের দ্বিতীয় প্রকাশের কাজটি শেষ করতে পেরেছি বলে। প্রত্যাশিত সময়ে চাকরিপ্রার্থীদের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে খুব স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব করছি।

A2B INFOBOX নির্বাচিত বইসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলন বইটির প্রথম প্রকাশে আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি অবিশ্বাস্য রকমের সাড়া। তাই দ্বিতীয় প্রকাশে চেষ্টা করেছি আপনাদের প্রত্যাশা ও পরামর্শ অনুসারে বইটিকে গুণগত মানে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে।এবার নির্বাচিত বইয়ের সংখ্যা ১১টি থেকে বাড়িয়ে ১৫টি করেছি। সাম্প্রতিক অংশে যুক্ত করেছি পরিক্রমা ২০১৮। আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে।

A2B INFOBOX নির্বাচিত বইসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলন বইয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাছাইয়ের কাজটি পুরোটাই মৌলিক। বইটি বিসিএস প্রিলির সিলেবাসের ১৩৫ নম্বর কাভার করবে। তাই প্রস্তুতির জন্য বইটি নিশ্চিতভাবেই সহায়ক হবে ইন শা আল্লাহ।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের পাশে ছিলেন **জনাব সাখাওয়াত হোসেন, জনাব কবির খান** ভাইয়াসহ আরো অনেকে। সবার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ।

বইয়ে তথ্যগত ও বানানে ত্রুটি থাকলে আশাকরি সবাই তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যেকোন ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা বইটির মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। আর যেকোন ধরনের আপডেট পাবেন ACCESS TO BCS A2B গ্রুপ ও A2B Publications পেইজে। বইটি নিজে সংগ্রহ করুন ও অন্যদেরও জানান।

ধন্যবাদান্তে -

মুহাম্মদ মাহফুজুল আলম

হাসনা আখতার হাসি

দ্বিতীয় প্রকাশে কৃতজ্ঞতা

- **মেহেদী হাসান কাউছার** – বিসিএস (এডমিন), ৩৬তম বিসিএস
- **জাফর ইকবাল আনসারী** - লেখক, Exam Aid Bank Written Math
- **মোঃ রেজওয়ানুল হক পলাশ** – ইন্সপেক্টর (মেট্রোলজি উইং), BSTI
- **মোঃ এনামুল হক** – অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
- **জাহিদুর রহমান আবীর** – সাব - রেজিস্ট্রার, ৩৫তম বিসিএস
- **বিধান দেব** – সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ বিভাগ), BGFCL
- **মোহাম্মদ মোস্তফা রাশেদ** – অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
- **এ বি এম সোহরাওয়ার্দী হাসান** – অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
- **তৌহিদুজ্জামান সোহেল** – ৩৬তম বিসিএস (নন – ক্যাডার)
- **এ এস এম মনোয়ার হুসাইন** – ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- **ইউসুফ আল মেহেদী** – বিবিএ (ম্যানেজমেন্ট), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
- **মোঃ নাজমুল ইসলাম**
- **ডা. আবু সুফিয়ান**
- **সৈয়দ আজমাইন মাহতাব**
- **মোঃ রবিউল হোসাইন**

“Strategy Ensures the Result.”

চাকরির প্রস্তুতিকে আরো শানিত করতে
যুক্ত থাকুন আমাদের গ্রুপ ও পেইজে ...

- গ্রুপ **ACCESS TO BCS – A2B**
- পেইজ **A2B Publications**

Boighar.com

উৎসর্গ

যাদের কল্যাণে এতোদূর আসা
আমাদের সেই প্রিয় বাবা- মাকে

A2B INFOBOX সূচিপত্র

ক্রম	নির্বাচিত বই / বিষয়	বিসিএস প্রিলিমিনারির সংশ্লিষ্ট বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা	বাংলা সাহিত্য	০১
২	লাল নীল দীপাবলি	বাংলা সাহিত্য	৭০
৩	মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ	বাংলা ব্যাকরণ	৯৭
৪	মাধ্যমিক বিজ্ঞান	সাধারণ বিজ্ঞান	১৩২
৫	মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫২
৬	মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি	১৯৮
৭	উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি	২০৯
৮	অসমাপ্ত আত্মজীবনী	বাংলা ও বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২২৬
৯	কারাগারের রোজনামচা	বাংলা ও বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২৪০
১০	মাধ্যমিক বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২৪৪
১১	উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	২৬৮
১২	উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২৮৯
১৩	বাংলাদেশের সংবিধান	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০৫
১৪	মাধ্যমিক ভূগোল (নতুন সিলেবাস)	ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৩১৬
১৫	মাধ্যমিক ভূগোল (পুরাতন সিলেবাস)	ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৩৩২
১৬	জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩৪২
১৭	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩৪৪

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

১৮	**সাম্প্রতিক বাংলাদেশ** ❒ এক নজরে পরিক্রমা ২০১৮ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১ ❒ স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৮ ❒ একুশে পদক ২০১৮ ❒ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭ ❒ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ ❒ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও মন্ত্রণালয়ের তালিকা	বাংলাদেশ বিষয়াবলি Boighar.com	৩৪৬
১৯	**সাম্প্রতিক বিশ্ব** ❒ এক নজরে পরিক্রমা ২০১৮ ❒ বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮ ❒ বিভিন্ন রিপোর্ট - সমীক্ষা ও বাংলাদেশ ❒ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ও ভেন্যু ❒ আলোচিত বই ও রচয়িতা ❒ নোবেল পুরস্কার ২০১৮ ❒ নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানগণ ❒ নবনিযুক্ত সংস্থাপ্রধানগণ ❒ নতুন সদস্য যুক্ত হওয়া কিছু সংগঠন	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	৩৬৫

যুক্ত থাকুন ......

ACCESS TO BCS - A2B পরিবারের সাথে ......

A2B Publications কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ

- ❒ **A2B বিসিএস লিখিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**
  (৩৮তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় সর্বাধিক কমন এসেছে এই বই থেকে)
- ❒ **A2B FOCUS WRITING+**
  - **Bangla Focus Writing**
  - **English Focus Writing**
  - **Letter & Applications**
  - **Short Notes**
  - **Recent Solutions**

  (স্বল্প সময়ে ব্যাংকের লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনার কৌশলসহ)
- ❒ **A2B INFOBOX**
  (নির্বাচিত বইসমূহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলন)

শীঘ্রই আসছে ...

- ❒ **A2B TOPIC BASED MODEL TEST**
- ❒ **A2B বিসিএস প্রিলিমিনারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা

লেখক পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিমবঙ্গ।
পিতৃ-মাতৃ পরিচয়	পিতা - ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা- ভগবতী দেবী।
পদবি ও উপাধি	পদবী - বন্দ্যোপাধ্যায়। উপাধি হলো - বিদ্যাসাগর।
শিক্ষা জীবন	ঈশ্বরচন্দ্র নিজ গ্রামে পাঠশালার পাঠ শেষ করে আট বছর বয়সে পিতার সাথে কলকাতায় আসেন। সেখানে শিবচরণ মল্লিকের বাড়িতে এক বছর অধ্যায়ন সম্পন্ন করে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে নিরবচ্ছিন্ন বারো বছর অধ্যায়ন করে ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। এসকল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে লাভ করেন "বিদ্যাসাগর" উপাধি।
কর্ম জীবন	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেড পন্ডিত হিসাবে যোগদান করেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে তিনি সরকার কর্তৃক বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত হলে তার তত্ত্বাবধানে কুড়িটি মডেল স্কুল এবং পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নিজ অর্থ ব্যয়ে মেট্রোপলিটন কলেজ (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) স্থাপন তার অনন্য কীর্তি।
সাহিত্যকর্ম	বেতাল পঞ্চবিংশতি (প্রথম গ্রন্থ), সংস্কৃত ব্যাকরণের

	উপক্রমণিকা, বর্ণ পরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ), শকুন্তলা, সীতার বনবাস, আখ্যান মঞ্জুরী, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি।
অন্যান্য অবদান	ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম গদ্যে যতি চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়।
মৃত্যু	২৯ জুলাই, ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ২৬ জুন, ১৮৩৮খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - কাঁঠালপাড়া, চব্বিশপরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
পিতৃ পরিচয়	পিতা – যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পেশা - ডেপুটিকালেক্টর।
শিক্ষা জীবন	মাধ্যমিক - এন্ট্রান্স (১৮৫৭), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চতর - বি.এ (১৮৫৮), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বিএল (১৮৬৯), প্রেসিডেন্সিকলেজ।
কর্ম জীবন	পদবী - ম্যাজিস্ট্রেট। কর্মস্থল - যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মেদিনীপুর, বারাসাত, হাওড়া, আলীপুর, ইত্যাদি।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস - দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা,মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, কৃষনকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ, Rajmohon's Wife, সীতারাম প্রভৃতি। প্রবন্ধগ্রন্থ - লোকরহস্য, বিজ্ঞান রহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন প্রভৃতি। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা – ৩৪।
কৃতিত্ব	তাঁর রচিত'‘দুর্গেশনন্দিনী” (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃত। ‘বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকার সম্পাদনা এবং ‘সংবাদ

	প্রভাকর' পত্রিকার কবিতা প্রকাশ (১৮৫২)।
খেতাব ও সন্মাননা	সাহিত্য সম্রাট – সাহিত্যের রস বোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। ঋষি – হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব। রায় বাহাদুর – ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত খেতাব।
মৃত্যু	৮এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

মীর মশাররফ হোসেন

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ১৩ নভেম্বর, ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম - মীর মোয়াজ্জেম হোসেন।
সাহিত্যকর্ম	নাটক - বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ, এর উপায় কি। গদ্য নিয়তি কি অবনতি, উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিয়ার বস্তানী, ফাস কাগজ প্রভৃতি। মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস – বিষাদ -সিন্ধু।
কৃতিত্ব	মুসলিম রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমন্বয়ধর্মী ধারার প্রবর্তক।
মৃত্যু	১৯শে ডিসেম্বর, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রমথ চৌধুরী

ছদ্মনাম	বীরবল।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ৭ আগস্ট, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - যশোর।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম - দূর্গাদাস চৌধুরী। পিতৃ নিবাস - পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম।
শিক্ষাজীবন	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. (১৮৯০)।
কর্ম জীবন	ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক।

	সম্পাদনা - বাংলা সাহিত্যের চলিত ভাষারীতির প্রথম মুখপত্র 'সবুজপত্র' সম্পাদনা করেন তিনি।
সাহিত্যকর্ম	গদ্যগ্রন্থ - চার ইয়ারী কথা, বীরবলের হালখাতা, রায়তের কথা, তেল-নুন-লকড়ি প্রভৃতি। কাব্যগ্রন্থ - সনেট পঞ্চাশৎ।
কৃতিত্ব	চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক।
মৃত্যু	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ (শান্তি নিকেতন)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছদ্মনাম	ভানুসিংহ ঠাকুর।
জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ – ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান - জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতার নাম – সারদা দেবী।
শিক্ষা জীবন	রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নর্মাল স্কুল, বেঙ্গলএকাডেমী, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিষ্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের তার কোন ত্রুটি হয়নি।
কর্ম জীবন	১৮৮৪ সালে পিতার আদেশে বিষয় কর্মপরিদর্শনে নিযুক্ত হোন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশুনা করেন এবং এইসূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুরে দীর্ঘসময় অবস্থান করেন। বিশ্বভারতী নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ - মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশচ, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষলেখা প্রভৃতি।

	উপন্যাস - চোখেরবালি, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা প্রভৃতি। নাটক - অচলায়তন, চিরকুমারসভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, মুক্তধরা, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি। গল্পগ্রন্থ - গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প, তিনসঙ্গী, লিপিকা, সে, কৈশোরক প্রভৃতি। প্রবন্ধগ্রন্থ - বিচিত্রপ্রবন্ধ, শিক্ষা, কালান্তর, সভ্যতার সংকট প্রভৃতি। ভ্রমণকাহিনী - জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	গীতাঞ্জলি এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমন্বয়ে স্বঅনুদিত Song Offerings গ্রন্থের জন্য প্রথম এশীয় হিসাবে নোবেল পুরস্কার (১৯১৩)। ডি-লিট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৬)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪০)।
মৃত্যু	৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮খ্রিস্টাব্দ)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলী জেলা, পশ্চিমবঙ্গ।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম - মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মাতার নাম - ভুবনমোহিনী দেবী।
সাহিত্যকর্ম	গল্প - মন্দির (এটি কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁর রচিত প্রথম গল্প)। উপন্যাস দেবদাস, পল্লি সমাজ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, দেনাপাওনা ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ - ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিলিট ডিগ্রী প্রদান - ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে।
মৃত্যু	১৬ জানুয়ারী, ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ৯ ডিসেম্বর , ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ জন্মস্থান - পায়রাবন্দ গ্রাম, মিঠাপুকুর, রংপুর।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – জহিরুদ্দিন আবু আলী হায়দার সাবের। মাতার নাম – রাহাতুন্নেসা চৌধুরী।
সাহিত্যকর্ম	গদ্য গ্রন্থ - মতিচুর, অবরোধবাসিনী, ড্যালিসিয়া হত্যা, নূর ইসলাম প্রভৃতি। উপন্যাস - পদ্মরাগ, সুলতানারস্বপ্ন।
মৃত্যু	৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ।

কাজী আবদুল ওদুদ

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ- ২৬ এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান- বাগমারা গ্রাম, পাংশা থানা, রাজবাড়ি। (মামার বাড়ি)
কর্ম জীবন	১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান ঢাকা কলেজ) বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি বাংলা সরকারের টেক্সট বুক কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কলকাতা যান। এছাড়াও “সংকল্প” ও “তরুণপত্র “ নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।
সাহিত্যকর্ম	গল্প - মীরপরিবার। উপন্যাস - নদীবক্ষে, আজাদ। প্রবন্ধ - নবপর্যায় (১ম ও ২য় খন্ড), রবীন্দ্রকাব্য পাঠ, সমাজ ও সাহিত্য, শ্বাশতবঙ্গ, আজকার কথা, নজরুল প্রতিভা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বাংলার জাগরণ প্রভৃতি। অভিধান সংকলন - ব্যবহারিক শব্দকোষ।
কৃতিত্ব	‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ কর্তৃক পরিচালিত ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন তিনি।
মৃত্যু	১৯ মে, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ (কলকাতায়)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - মুরারিপুর গ্রাম (মামার বাড়িতে), চব্বিশ পরগণা। পৈত্রিক নিবাস – একই জেলার ব্যারাকপুর গ্রাম।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম- মৃণালিনী দেবী।
শিক্ষা জীবন	মাধ্যমিক - ম্যাট্রিক (বনগ্রামস্কুল)। উচ্চমাধ্যমিক - আই.এ (কলকাতা রিপন কলেজ)। উচ্চতর - বিএ পাস (কলকাতা রিপন কলেজ)।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস – পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতি, দৃষ্টিপ্রদীপ, আদর্শ হিন্দু হোটেল, দেবযান, অশনী সংকেত ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ - মেঘমল্লার, মৌরিফুল, যাত্রাবদল, কিন্নরদল ইত্যাদি। আত্মজীবনীমূলক রচনা - তৃণাঙ্কুর।
পুরস্কার ও সম্মাননা	ইছামতি উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ।
মৃত্যু	১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

কাজী মোতাহার হোসেন

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ৩০ জুলাই, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – লক্ষ্মীপুর, কুমারখালি, কুষ্টিয়া। পৈত্রিক নিবাস – বাগমারা, পাংশা, বৃহত্তর ফরিদপুর।
কর্ম জীবন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। সম্পাদনা করেন - শিখা পত্রিকা। 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	প্রবন্ধ সংকলন - সঞ্চয়ন ও নির্বাচিত প্রবন্ধ। সমালোচনাগ্রন্থ - নজরুল কাব্য পরিচিতি। পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ - গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস, আলোক বিজ্ঞান।
মৃত্যু	৯ অক্টোবর, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।

বনফুল

নাম	আসল নাম - বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় । ছদ্মনাম - বনফুল।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ১৯ জুলাই, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - মণিহারপুর, পূর্ণিয়া, বিহার।
পেশা	ডাক্তারি।
সাহিত্যকর্ম	উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - জঙ্গম, স্থাবর, হাটে বাজারে, ভুবন সোম, গল্প সংগ্রহ, কিছুক্ষণ, রাত্রি, ডানা ইত্যাদি। নাটক – মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অবলম্বনে রচিত নাটক "শ্রী মধুসূদন" তাঁর বিখ্যাত রচনা।
পুরস্কার ও সম্মাননা	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিলিট উপাধি লাভ। এছাড়া রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, জগত্তারিণী স্বর্ণপদকসহ বহু পদক ও সম্মানে তিনি ভূষিত হন।
মৃত্যু	৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ (কলকাতায়)।

কাজী নজরুল ইসলাম

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ২৫শে মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান - বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – কাজী ফকির আহমেদ। মাতার নাম – জাহেদা খাতুন।
শিক্ষা জীবন	প্রাথমিক শিক্ষা – গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। মাধ্যমিক – প্রথমে রানী গঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুল, পরে মাথরুন উচ্চ ইংরেজী স্কুল, সর্বশেষ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত।
কর্ম জীবন	প্রথম জীবনে জীবিকার তাগিদে রুটির দোকানে, কবি দলে এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীর বাঙালী পল্টনে যোগদান করেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ - অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, সাম্যবাদী,

	সর্বহারা, ফণি মণসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা, দোলচাপা, ছায়ানট, সিন্ধু-হিন্দোল, চক্রবাক। উপন্যাস - বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা। গল্পগ্রন্থ- ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, জিনের বাদশা। নাটক - ঝিলিমিলি, আলেয়া, পুতুলের বিয়ে। প্রবন্ধগ্রন্থ - যুগ-বাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, ধূমকেতু, রুদ্র- মঙ্গল। গানের সংকলন বুলবুল, চোখের চাতক, চন্দ্রবিন্দু, নজরুলগীতি, সুরলিপি, গানের মালা, চিত্তনামা ইত্যাদি। সম্পাদিত পত্রিকা - ধূমকেতু, লাঙল, দৈনিক নবযুগ।
পুরস্কার ও সন্মাননা	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ। ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ। রবীন্দ্রভারতী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পৃথকভাবে কবিকে ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করা হয়।১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কবিকে একুশে পদক প্রদান এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।
মৃত্যু	মৃত্যু - ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ। সমাধিস্থান - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

জন্ম পরিচয়	জন্মসাল - ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রাম।
কর্ম জীবন ও কৃতিত্ব	চট্রগ্রাম কলেজে অধ্যাপনা। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' এর অন্যতম কান্ডারি। ।
সাহিত্যকর্ম	প্রবন্ধগ্রন্থ - সংস্কৃতিরকথা অনুবাদগ্রন্থ সভ্যতা (ক্লাইভ বেলের Civilization গ্রন্থের অবলম্বনে), সুখ (ব্রাটান্ড রাসেলের Conquest of Happiness

	গ্রন্থের অনুবাদ)
মৃত্যু	১৮সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬খ্রিষ্টাব্দ।

আবুল ফজল

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ১ জুলাই, ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম - ফজলুর রহমান।
কর্ম জীবন	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ছাত্রজীবনেই যুক্ত হয়েছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের' সাথে।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস - চৌচির, রাঙ্গা প্রভাত। গল্পগ্রন্থ - মাটির পৃথিবী, মৃতের আত্মহত্যা। প্রবন্ধ – সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন, সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা। সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র, মানবতন্ত্র, একুশ মানে মাথা নত না করা, দিনলিপি, রেখাচিত্র, দুর্দিনের দিনলিপি।
পুরস্কার	বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার।
মৃত্যু	৪ মে, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ (চট্টগ্রামে)।

সৈয়দ মুজতবা আলী

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ । জন্মস্থান - করিমগঞ্জ, আসাম। (পিতার কর্মস্থল) পিতৃ নিবাস – বৃহত্তর সিলেট জেলায়।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম - সৈয়দ সিকান্দার আলী।
শিক্ষা জীবন	সৈয়দ মুজতবা আলীর শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে শান্তিনিকেতনে। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্ম জীবন	আফগানিস্তানের কাবুলে কৃষিবিজ্ঞান কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।
দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য	আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মানসহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিলো। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর ছিলো বিশেষ পাণ্ডিত্য।
সাহিত্যকর্ম	উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ – দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনি, শবনম, কত না অশ্রুজল প্রভৃতি।
মৃত্যু	১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ (ঢাকায়)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম	পিতৃপ্রদত্ত নাম –প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকনাম - মানিক। সাহিত্যিকনাম - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ১৯ মে, ১৯০৮খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - দুমকা, সাঁওতাল। পিতৃনিবাস- ঢাকার বিক্রমপুরে।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম – নীরদাসুন্দরী দেবী।
কর্ম জীবন	সহ –সম্পাদক - বঙ্গশ্রী পত্রিকা। পাবলিসিটি এসিসট্যান্ট - ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অর্গানাইজার দপ্তর। যুগ্ম সম্পাদক - প্রগতি লেখক সংঘ।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস –জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা, পদ্মা নদীর মাঝি, শহরতলী, অহিংসা, চিহ্ন, চতুষ্কোণ, সোনার চেয়ে দামী, স্বাধীনতার স্বাদ, ইতিকথার পরের কথা, আরোগ্য, হরফ, হলুদ নদী সবুজ বন। গল্পগ্রন্থ –আতসীমামী ও অন্যান্যগল্প, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, টিকটিকি, সমুদ্রের স্বাদ, হলুদ পোড়া, আজ কাল পরশুর

	গল্প, হারানো নাতজামাই, মাটির মাশুল, ছোটবড়, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ফেরিওয়ালা, উত্তরকালে গল্প সংগ্রহ, শ্রেষ্ঠগল্প। প্রবন্ধগ্রন্থ - লেখকেরকথা।
মৃত্যু	৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ, কলকাতা।

আবু জাফর শামসুদ্দিন

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ১১ মার্চ, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - কালিগঞ্জ, গাজীপুর।
শিক্ষা জীবন	তিনি ছিলেন স্ব-শিক্ষিত।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস - ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, পদ্মা মেঘনা যমুনা, সংকর সংকীর্তন, প্রপঞ্চ, দেয়াল। গল্পগ্রন্থ - শেষ রাত্রির তারা, এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা, আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর রচিত "আত্মস্মৃতি" ও অসামান্য গ্রন্থ।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমী পুরস্কার , একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
মৃত্যু	২৪ আগস্ট, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ (ঢাকায়)।

Boighar.com

শওকত ওসমান

প্রকৃত নাম	শেখ আজিজুর রহমান
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ -২ই জানুয়ার, ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – সবল সিংহপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস - বনি আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি, চৌরসন্ধি, রাজা উপাখ্যান, নেকড়ে অরণ্য, পতঙ্গ পিঞ্জর, জাহান্নাম হইতে

	বিদায় ইত্যাদি। ছোটগল্পগ্রন্থ - পিঁজরাপোল, প্রস্তর ফলক, জন্ম যদি তব বঙ্গে ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি।
মৃত্যু	১৪ই মে, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।

আবদুল হক

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১০ অক্টোবর ১৯১৮। জন্মস্থান – উদয়ননগর, গোমস্তাপুর থানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা – সহিমুদ্দিন বিশ্বাস মাতা – সায়েমা খাতুন।
কর্মজীবন	সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। বাংলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ।
উপাধি	‘কলম সৈনিক’ উপাধি পান। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রথম লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান।
সাহিত্যকর্ম	প্রবন্ধ - ক্রান্তিকাল, সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, চেতনার এলবাম ও বিবিধ প্রসঙ্গ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সাহিত্য ও স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব, নিঃসঙ্গচেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ইত্যাদি।
পুরস্কার	বাংলা একাডেমি পুরস্কার।
মৃত্যু	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ (ঢাকায়)।

শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ১৭ মার্চ, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - টুঙ্গিপাড়া , গোপালগঞ্জ।
পিতৃ- মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – শেখ লুৎফর রহমান।

	মাতার নাম - সায়েরা খাতুন।
শিক্ষা জীবন	বিএ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। আইন বিষয়ে অধ্যয়ন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
কর্ম জীবন	রাজনীতি।
সাহিত্যকর্ম	অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা।
পুরস্কার	জুলিওকুরি পুরস্কার (১৯৭২)।
উপাধি	বাংলাদেশের জাতির জনক
মৃত্যু	১৫আগস্ট, ১৯৭৫খ্রিষ্টাব্দ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ১৫ আগস্ট, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - ষোলশহর, চট্টগ্রাম। পিতৃ নিবাস নোয়াখালী।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা – সৈয়দ আহমদ উল্লাহ। মাতা – নাসিম আরা খাতুন।
কর্ম জীবন	সহসম্পাদক – দ্য স্টেটম্যান। সম্পাদক - কনটেমপোরারি। সহকারী বার্তা সম্পাদক – ঢাকা বেতার কেন্দ্র। বার্তা সম্পাদক – করাচি বেতার কেন্দ্র (.১৯৫০খ্রিস্টাব্দ) । প্রেস এটাশে – পাকিস্তান দূতাবাস। তথ্য অফিসার - ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য অফিস, দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক, ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, প্যারিস। তিনি পাকিস্থান সরকারের চাকরি হতে অব্যহতি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় হন।
সাহিত্যকর্ম	ছোটগল্প - নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প। উপন্যাস - লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো। নাটক - বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, উজানের মৃত্যু।

পুরস্কার ও সম্মাননা	আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক (মরণোত্তর)
মৃত্যু	১০অক্টোবর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ (প্যারিস, ফ্রান্স)।

মুনীর চৌধুরী

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ২৭ নভেম্বর, ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - মানিকগঞ্জ শহর।
সাহিত্যকর্ম	মৌলিক নাটক - কবর (জেলখানায় বসে রচনা করেন), রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, দণ্ডকারণ্য, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য। অনুবাদ নাটক - কেউ কিছু বলতে পারে না, রূপার কৌটা, মুখরা রমণী বশীকরণ। প্রবন্ধ ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ মীর- মানস, তুলনামূলক সমালোচনা, বাংলা গদ্যরীতি ইত্যাদি।
মৃত্যু	১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক দালালদের হাতে অপহৃত ও পরে নিহত।

শামসুদদীন আবুল কালাম

প্রকৃত নাম	আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল - ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - বরিশাল জেলার নলছিটি থানার কামদেবপুর।
কর্ম জীবন	সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	ছোটগল্প - শাহেরবানু, পথ জানা নেই, অনেক দিনের আশা, দুই হৃদয়ের তীর প্রভৃতি। উপন্যাস - কাশবনের কন্যা, কাঞ্চনমালা, সমুদ্রবাসর, কাঞ্চনগ্রাম ইত্যাদি।

পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট ডিগ্রি লাভ করেন এবং রোমেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।
মৃত্যু	১০ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ (ইতালির রোমে)।

আবদুল্লাহ আল-মূতী

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ – ১ জানুয়ারি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান- ফুলবাড়ি গ্রাম, সিরাজগঞ্জ জেলা।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা - শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দিন। মাতা - হালিমা শরফুদ্দিন।
কর্ম জীবন	প্রধান সম্পাদক - বিজ্ঞান বিশ্বকোষ। সভাপতি - বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। সভাপতি - বাংলা একাডেমি।
সাহিত্যকর্ম	বিজ্ঞান, পরিবেশ ও শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা -২৮ টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বিজ্ঞান ও মানুষ, এ যুগের বিজ্ঞান, বিপন্ন পরিবেশ, বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা, সাগরের রহস্যপুরী, মেঘ বৃষ্টি রোদ, এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে, আবিষ্কারের নেশায়, রহস্যের শেষ নেই, জানা অজানার দেশে, তারার দেশের হাতছানি, আমাদের বিজ্ঞান কোন পথে, আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ, মহাকাশে কী ঘটছে, পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার, একুশে পদক, ড. কুদরাত-এ-খুদা স্বর্ণপদক, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি।
মৃত্যু	৩০ নভেম্বর, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ (ঢাকায়)।

শওকত আলী

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা – খোরশেদ আলী সরদার মাতা – মোসাম্মত সালেমা খাতুন।
কর্মজীবন	তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে শিক্ষকতা করেন। সর্বশেষ সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - পিঙ্গল আকাশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, উত্তরের ক্ষেপ, লেলিহান সাধ ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে - একুশে পদক।
মৃত্যু	২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ (ঢাকায়)।

আনিসুজ্জামান

জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। জন্ম স্থান – কলকাতা।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা – ডা. এ. টি. এম. মোয়াজ্জেম। মাতা – সৈয়দা খাতুন।
শিক্ষা জীবন	প্রবেশিকা - ঢাকার প্রিয়নাথ স্কুল থেকে (১৯৫১)। আইএ – জগন্নাথ কলেজ থেকে (১৯৫৩)। স্নাতক সম্মান, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
কর্ম জীবন	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক।
সাহিত্যকর্ম	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, স্বরূপের সন্ধানে, আঠারো শতকের চিঠি, পুরোনো বাংলা গদ্য,

	বাঙালী নারী, সাহিত্যে ও সমাজে, বাঙালি সংস্কৃতি ও অন্যান্য, ইহজাগতিকতা ও অন্যান্য, সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির সাধক, চেনা মানুষের মুখ, আমার একাত্তর, কাল নিরবধি , বিপুলা পৃথিবী।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিলিট। ভারত সরকারের পদ্মভূষণ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

পিতৃদত্ত নাম	আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস
জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ - ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান - গোটিয়া, গাইবান্ধা (মামার বাড়ি)। পিতৃনিবাস - নারুলি, বগুড়া।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – বি. এম. ইলিয়াস। মাতার নাম – মরিয়ম ইলিয়াস।
শিক্ষা জীবন	ম্যাট্রিক – বগুড়া জিলা স্কুল। ইন্টারমিডিয়েট – ঢাকা কলেজ। এম. এ (বাংলা) – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্ম জীবন	কর্ম জীবনে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	গল্পগ্রন্থ – অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোয়ারি, দুধে ভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল। উপন্যাস - চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াবনামা। প্রবন্ধ গ্রন্থ - সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু। পাঁচটি ছোট গল্প গ্রন্থে সংকলিত আছে ২৮টি গল্প। এছাড়া রয়েছে ২টি উপন্যাস ও ১টি প্রবন্ধ সংকলন।
মৃত্যু	৪ জানুয়ারী, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ (ঢাকায়)।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – সিলেট শহর। পিতৃনিবাস – নেত্রকোনা জেলা।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ। মাতার নাম – আয়েশা আখতার খাতুন।
শিক্ষা জীবন	এস.এস.সি (১৯৬৮) – বগুড়া জিলা স্কুল। এইচ.এস.সি (১৯৭০) – ঢাকা কলেজ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পিএইচডি ডিগ্রি – ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন।
বর্তমান কর্মস্থল	অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
সাহিত্যকর্ম	কপোট্রনিক সুখ দুঃখ (১ম রচনা), আমি তপু, আমার বন্ধু রাশেদ, বৃষ্টির ঠিকানা, প্রোজেক্ট নেবুলা, টুকুনজিল, রবো নগরী, মহাকাশে মহাত্রাশ, নিঃসঙ্গ গ্রহচারী, ফোবিয়ানের যাত্রী, নিতু ও তার বন্ধুরা, একজন অতিমানবী,ক্রমিয়াম অরণ্য, দীপু নাম্বার টু।
পুরস্কার	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (২০০৪)।

দ্বিজ কানাই

পরিচয়	মধ্য যুগের কবি। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমান অনুযায়ী, দ্বিজ কানাই সতেরো শতকের কবি। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের অধিবাসী।
সাহিত্যকর্ম	মহুয়া পালা।

গী দ্য মোপাসাঁ

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ৫ই আগস্ট, ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – নর্মান্ডি শহর, ফ্রান্স।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা – গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ। মাতা – লরা লি পয়টিভিন।
সাহিত্যকর্ম	গল্প – নেকলেস।
মৃত্যু	৬ই জুলাই, ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ২০ জুন, ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – ধলঘাট গ্রাম, পটিয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – চন্দ্রকুমার দস্তিদার। মাতার নাম – কুমুদিনী দস্তিদার।
কর্ম জীবন	পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী। মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার কারণে তিনি কারাবরণ করেন।
সাহিত্যকর্ম	প্রকাশিত গ্রন্থ – কবিয়াল রমেশ শীল, স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, বীরকন্যা প্রীতিলতা। অনুবাদগ্রন্থ – শেখভের গল্প, মোপাসাঁর গল্প।
মৃত্যু	১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

পরিচয়	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কবি। পিতৃ নিবাস - ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত বলা হয়।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – হৃদয় মিশ্র। মাতার নাম – দৈবকী।
সাহিত্যকর্ম	জমিদার রঘুনাথ রায়ের স্বভাবকবি রূপে তারই প্রেরণায় "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্য রচনা করেন।
উপাধি	১. রঘুনাথ রায় তাকে উপাধি দেন "কবিকঙ্কন" উপাধিতে। ২. মুকুন্দরামকে বলা হয় দুঃখবাদী কবি। ৩. মুকুন্দরামকে সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত বলা হয়।

আলাওল

জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল – আনুমানিক ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – ফতেহাবাদ পরগনার জালাল পুরে।
কর্ম জীবন	তরুণ বয়সে জলপথে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময়ে তার পিতা ও তিনি জলদস্যুদের কবলে পড়েন। এই আক্রমণে তার পিতা নিহত হন। তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়ে আরাকানে উপস্থিত হন। আরাকানে প্রথমে তিনি রাজার সেনাদলে কাজ পান এবং ক্রমে রাজদরবারের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন এবং রাজসভাসদভুক্ত হন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্য – পদ্মাবতী (কোরেশী মাগন ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় রচনা করেন), সয়ফলমূলক বদিউজ্জামান, হপ্ত পয়কর, সিকান্দার নামা, নীতিকবিতা, তোহফা। সংগীতবিষয়ক কাব্য – রাগতালনামা।
মৃত্যু	১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ৬ মার্চ, ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ায়।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম – হরিনারায়ণ দাশগুপ্ত।
উপাধি	তার কবিতায় মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ উভয়ের লক্ষণ পাওয়া যায় বলে তিনি বাংলা সাহিত্যে " যুগসন্ধিক্ষণের কবি" হিসাবে পরিচিত।
কর্ম জীবন	সম্পাদক - ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	তার মৃত্যুর পর বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের সম্পাদনায় তার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – রামচন্দ্র গুপ্ত সংগৃহীত 'কবিতার সংকলন', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহ', কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'সংগ্রহ'।
মৃত্যু	২৩ জানুয়ারি, ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – রাজনারায়ণ দত্ত। মাতার নাম – জাহ্নবী দেবী।
শিক্ষা জীবন	প্রাইমারি – মায়ের তত্ত্বাবধানে গ্রামেই। এরপর কলকাতার লালবাজার গ্রামার স্কুল, হিন্দু কলেজ এবং পরবর্তীতে বিশপস কলেজে ভর্তি হন। বিশপস কলেজে তিনি গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষায় শিক্ষার সুযোগ পান। তিনি বহুভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন।
কর্ম জীবন	প্রথম জীবনে আইন পেশায় জড়িত হলেও লেখালেখি করেই

	পরবর্তীতে জীবিকা নির্বাহ করেন। ১৮৪৩ সালে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং পিতৃপ্রদত্তনামেরপূর্বে 'মাইকেল' যুক্ত করেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ-কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলি। ইংরেজি কাব্য গ্রন্থ – The Captive Lady, Vision of the Past। নাটক – শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, মায়াকানন (অসমাপ্ত)। প্রহসন – একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ । ইংরেজী নাটক ও নাট্যানুবাদ - রিজিয়া, রত্নাবলী, শর্মিষ্ঠা। গদ্য অনুবাদ - হেক্টর বধ। তিনি বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের প্রবর্তক। তার প্রবর্তিত ছন্দের নাম – অমিত্রাক্ষর ছন্দ।
মৃত্যু	২৯ জুন, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ।

কায়কোবাদ

প্রকৃতনাম	মুহাম্মদ কাজেম আলী কুরায়শী।
জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল – ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম।
কর্ম জীবন	পেশায় তিনি আগলা গ্রামের পোস্ট মাস্টার ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্য – বিরহবিলাপ (মাত্র বারো বছর বয়সে রচনা করেন), কুসুমকানন, শিবমন্দির, অমিয়ধারা, মহররম শরীফ এবং শ্মশান-ভস্ম।
উপাধি	১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক 'কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন।
মৃত্যু	২১ জুলাই, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ।

অক্ষয়কুমার বড়াল

জন্ম পরিচয়	জন্ম সাল – ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – কলকাতার চোরাবাগান এলাকায়।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম – কালীচরণ বড়াল।
শিক্ষা জীবন	কলকাতার হেয়ার স্কুল।
কর্ম জীবন	ব্যাংক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ - প্রদীপ (প্রথম কাব্যগ্রন্থ), কনকাঞ্জলি, ভুল, এষা, শঙ্খ । অক্ষয়কুমারের প্রথম কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় প্রভাব রয়েছে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং এর।
মৃত্যু	১৯ জুন, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ২৬ জুন, ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – পাতিলপাড়া গ্রাম, বর্ধমান জেলা, পশ্চিমবঙ্গ।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম – দ্বারকনাথ সেনগুপ্ত।
কর্ম জীবন	পেশায় তিনি একজন প্রকৌশলী ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – মরীচিকা (তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ), মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম, ত্রিযামা, নিশান্তিকা প্রভৃতি। অনুবাদ- হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, কুমারসম্ভব প্রভৃতি। অনুবাদ – হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, কুমারসম্ভব।
মৃত্যু	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ।

জীবনানন্দ দাশ

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে। জন্মস্থান – বরিশাল।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – সত্যানন্দ দাশ। মাতার নাম – কুসুমকুমারী দাশ (বিখ্যাত কবি)।
শিক্ষা জীবন	ম্যাট্রিক ও আইএ – ব্রজমোহন স্কুল, বরিশাল। বিএ অনার্স – কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ। এম.এ. – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্ম জীবন	সম্পাদনা- দৈনিক স্বরাজ।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – ঝরা পালক, ধূসর পান্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা ইত্যাদি। Boighar.com উপন্যাস – মাল্যবান ও সুতীর্থ। প্রবন্ধগ্রন্থ – কবিতার কথা।
বিশেষ তথ্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্যকে 'চিত্ররূপময়' বলেছেন। বুদ্ধদেববসু তাঁকে 'নির্জনতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
মৃত্যু	২২ অক্টোবর, ১৯৫৪খ্রিষ্টাব্দ (কলকাতায়)।

জসীম উদদীন

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১ জানুয়ারী, ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – তাম্বুলখানাগ্রাম, ফরিদপুর (মাতুলালয়)। পিতৃনিবাস – গোবিন্দপুরগ্রাম, ফরিদপুর।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – আনসার উদ্দীন মোল্লা। মাতার নাম – আমিনা খাতুন।
শিক্ষা জীবন	ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ পাস করার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।
কর্ম জীবন	কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। পরে সরকারের প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগে উচ্চপদে আসীন হন।

সাহিত্যকর্ম	সমাদৃত গ্রন্থ – সোজনবাদিয়ার ঘাট, বালুচর, ধানখেত, রঙ্গিলা নায়ের মাঝি।
অন্যান্য	জসীম উদদীন কবর কবিতা রচনা করেন – ছাত্রবস্থায়। জসীম উদদীনের কবিতা 'নকশীকাথারমাঠ' কাব্যটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
উপাধি	জসীম উদদীন 'পল্লীকবি' নামে অধিক সমাদৃত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক 'ডিলিট' উপাধি প্রদান করেন।
মৃত্যু	১৪ মার্চ, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।

সুফিয়া কামাল

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ২০ জুন, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – শায়েস্তাবাদ, বরিশাল। পিতৃ নিবাস – কুমিল্লা।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – সৈয়দ আব্দুল বারী। মাতার নাম – সৈয়দা সাবেরা খাতুন।
শিক্ষা জীবন	স্বশিক্ষায় শিক্ষিত।
কর্ম জীবন	সাহিত্য সাধনা ও নারী আন্দোলনে ব্রতী।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – সাঁঝের মায়া, মায়াকাজল, উদাত্তপৃথিবী, মন ও জীবন, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, প্রশান্তি ও প্রার্থনা। গল্পগ্রন্থ – কেয়ার কাঁটা। ভ্রমনকাহিনী – সোভিয়েতের দিনগুলি। স্মৃতিকথা – একাত্তরের ডায়েরী। শিশুতোষ গ্রন্থ – ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে।
মৃত্যু	২০ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ।

শাহ্ আবদুল করিম

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – ধল গ্রাম, দিরাই উপজেলা, সুনামগঞ্জ।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – ইব্রাহীম আলী। মাতার নাম – নাইওরজান বিবি।
সাহিত্যকর্ম	গ্রন্থসমূহ – আফতাব সংগীত (১৯৪৮ সালে তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ এটি), গণসংগীত, কালনীর ঢেউ, ধলমেলা, ভাটির চিঠি, কালনীর কূলে প্রভৃতি।
পুরস্কার	একুশে পদক (২০০১)।
মৃত্যু	১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

আহসান হাবীব

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ২ জানুয়ারি, ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – শংকরপাশা, পিরোজপুর।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা – হামিজুদ্দিন হাওলাদার। মাতা – জমিলা খাতুন।
কর্ম জীবন	সহকারী সম্পাদক – দৈনিক তকবীর, মাসিক, বুলবুল। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক – মাসিক সওগাত। স্টাফ আর্টিস্ট – কলকাতা, আকাশবাণী। সাংবাদিকতা – দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক কৃষক, দৈনিক ইত্তেহাদ, সাপ্তাহিক প্রবাহ। সাহিত্য সম্পাদক – দৈনিক পাকিস্তান (পরবর্তীকালে দৈনিক বাংলা)।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – রাত্রিশেষ, ছায়াহরিণ, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, দুই হাতে দুই আদিম পাথর, সারা দুপুর, আশায় বসতি, বিদীর্ণ দর্পনে মুখ প্রভৃতি। গদ্যগ্রন্থ – অরণ্যে নিলীমা, রানী খালের সাঁকো প্রভৃতি। শিশুতোষগ্রন্থ – বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, ছুটির দিন দুপুরে।
মৃত্যু	১০ জুলাই, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।

ফররুখ আহমদ

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১০ জুন, ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – মাঝআইল গ্রাম, মাগুরা জেলা।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম – সৈয়দ হাতেম আলী।
কর্ম জীবন	কর্মজীবনে তিনি বহু বিচিত্র পেশা গ্রহণ করেন । তবে শেষ পর্যন্ত বহুকাল তিনি বেতারে 'স্টাফ রাইটার' হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ফররুখ আহমেদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ), সিরাজাম মুনীরা। কাব্যনাট্য – নৌফেল ও হাতেম। সনেট সংকলন – মুহূর্তের কবিতা। কাহিনিকাব্য – হাতেম তায়ী।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার এবং মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন।
মৃত্যু	১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ।

সিকানদার আবু জাফর

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – তেঁতুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা।
কর্ম জীবন	চাকরি – রেডিও পাকিস্থানের সাব আর্টিস্ট। সাংবাদিক – নবযুগ (কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত) পত্রিকায় কাজ করেছেন। সহযোগী সম্পাদক – দৈনিক ইত্তেফাক। প্রধান সম্পাদক – দৈনিক মিল্লাত। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক – মাসিক সমকাল। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক অভিযান' পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – প্রসন্ন প্রহর, বৈরী বৃষ্টিতে, তিমিরান্তিক, কবিতা, বৃশ্চিক লগ্ন, বাংলা ছাড়ো।

	নাটক – মাকড়সা, শকুন্ত উপাখ্যান, সিরাজউদ্দৌলা, মহাকবি আলাওল। উপন্যাস – মাটি আর অশ্রু, পূরবী, নতুন সকাল। কিশোর উপন্যাস – জয়ের পথে, নবী কাহিনী। অনুবাদ – রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম, সেন্ট লুইয়ের 'সেতু', বার্নার্ড মালামুডের 'যাদুর কলস'। গান – মালব কৌশিক।
মৃত্যু	৫ আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১৫ আগস্ট, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ (৩০ শে শ্রাবণ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান – কালী ঘাট, কলকাতা। পিতৃনিবাস – কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। মাতার নাম – সুনীতি দেবী।
কর্ম জীবন	দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতার' কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক।
সাহিত্যকর্ম	ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ প্রভৃতি। ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে 'আকাল' নামক কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা।
মৃত্যু	১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩মে (২৯শেবৈশাখ, ১৩৫৪বঙ্গাব্দ)

শামসুর রাহমান

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ২৩ অক্টোবর, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে।

	জন্মস্থান – মাতুলটুলি, ঢাকা। পিতৃনিবাস – পাড়াতলী গ্রাম, রায়পুরা, নরসিংদী।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – মুখলেসুর রহমান চৌধুরী। মাতার নাম – আমেনা খাতুন।
শিক্ষা জীবন	মাধ্যমিক – পোগোজ স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক – ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। উচ্চতর – বিএ, এমএ (ইংরেজি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্ম জীবন	সাংবাদিক – দৈনিক মর্ণিং নিউজ। সম্পাদক – দৈনিক বাংলা। সভাপতি – বাংলা একাডেমি।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে, বন্দি শিবির থেকে, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এক ফোঁটা কেমন অনল, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় প্রভৃতি। উপন্যাস – অক্টোপাস, নিয়ত মন্তাজ, অদ্ভুত আঁধার এক, এলো সে অবেলায়। প্রবন্ধ – আমৃত্যু তার জীবনানন্দ। শিশুতোষ – এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দিবো, গোলাপ ফুটে খুকির হাতে, রংধনু সাঁকো, লাল ফুলকির ছড়া। অনুবাদ- ফ্রস্টের কবিতা, হ্যামলেট, ডেনমার্কের যুবরাজ। সম্পাদনা – হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা।
মৃত্যু	১৭ আগস্ট, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে।

হাসান হাফিজুর রহমান

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১৪ জুন, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – জামালপুর(নানা বাড়িতে)। পিতৃ নিবাস – কুলাকান্দি গ্রাম, ইসলামপুর থানা, জামালপুর।

পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – আব্দুর রহমান। মাতার নাম – হাফিজা খাতুন।
কর্ম জীবন	শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা ,সরকারের পররাষ্ট্র অধিদপ্তরে চাকরি ইত্যাদি নানা পেশায় জড়িত ছিলেন।
সাহিত্যকর্ম	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' তিনিই সম্পাদনা করেন। ষোল খন্ডে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দলিল সংকলন ও সম্পাদনা করেন তিনি। কাব্যগ্রন্থ – বিমুখ প্রান্তর, আর্ত শব্দাবলি, অন্তিম শরের মতো, যখন উদ্যত সঙ্গীত, বজ্রে চেরা আঁধার আমার, শোকার্ত তরবারি প্রভৃতি।
মৃত্যু	১ এপ্রিল, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ৬ মে, ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – রামনগর, রায়পুরা থানা, নরসিংদী।
কর্ম জীবন	সরকারি কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এছাড়া মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাসে সংস্কৃতি উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – মানচিত্র, ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ, সূর্যজ্বালার সোপান, লেলিহান পাণ্ডুলিপি, নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ, আমি যখন আসবো, সাজঘর ইত্যাদি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনেস্কো পুরস্কার।
মৃত্যু	৩ জুলাই, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – বাহেরচর- ক্ষুদ্রকাঠি গ্রাম, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম – আব্দুল জব্বার খান।
শিক্ষা জীবন	মাধ্যমিক – ময়মনসিংহ জিলা স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক – ঢাকা কলেজ। উচ্চতর – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা – Later Poems of Yeats, The influence of Upanishads, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য। ডিপ্লোমা – উন্নয়ন অর্থনীতি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্ম জীবন	লেকচারার – ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সচিব – বাংলাদেশ সচিবালয়। মন্ত্রী – কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার (১৯৮২) রাষ্ট্রদূত – ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র (১৯৮৪)। মহাপরিচালক – FAO, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল। চেয়ারম্যান – বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ। ফেলো – হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স এবং জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – সাত নরীর হার, কখনো রং কখনো সুর, কমলের চোখ, আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা, আমার সময়, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ প্রভৃতি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯)।
মৃত্যু	১৯শেমার্চ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে।

সৈয়দ শামসুল হক

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – কুড়িগ্রাম।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম – সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন।
শিক্ষা জীবন	ম্যাট্রিক – ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। উচ্চ মাধ্যমিক – জগন্নাথ কলেজ। উচ্চতর শিক্ষা – ইংরেজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্ম জীবন	প্রযোজক – বাংলা বিভাগ, বিবিসি।
সাহিত্যকর্ম	উপন্যাস – এক মহিলার ছবি, অনুপম দিন, সীমানা ছাড়িয়ে, নীলদংশন, স্মৃতিমেধ, মৃগয়ায় কালক্ষেপ, নির্বাসিতা, নিষিদ্ধ লোবান, বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগন প্রভৃতি। ছোটগল্প – শীত বিকেল, রক্ত গোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান প্রভৃতি। কাব্যগ্রন্থ – বিরতিহীন উৎসব, অপর পুরুষ, পরাণের গহীন ভিতর, প্রতিধ্বনিগণ, রজ্জুপথে চলেছি, একদা এক রাজ্যে, বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা, অগ্নি ও জলের কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা প্রভৃতি। কাব্য নাটক – পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, গণনায়ক, নূরলদীনের সারাজীবন, এখানে এখন, ঈর্ষা প্রভৃতি। শিশু কিশোরদের জন্য – সীমান্তের সিংহাসন, আনু বড় হয়, হডসনের বন্দুক প্রভৃতি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আদমজি সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, নাসির উদ্দিন স্বর্ণ পদক প্রভৃতি।
মৃত্যু	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১২ মার্চ, ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ।

	জন্মস্থান – গোবিন্দগ্রাম, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ (তৎকালীন পাবনা)।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা – এম. শাহজাহান আলী। মাতা – খালেকুন্নেসা।
কর্ম জীবন	কর্ম জীবনে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালে তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – আপন যৌবন বৈরী, যেহেতু জন্মান্ধ, আক্রান্ত গজল। গীতি সংকলন – আমি সাগরের নীল। প্রবন্ধগ্রন্থ – শিল্পীর রূপান্তর, কথা ও কবিতা।
পুরস্কার ও সম্মাননা	সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি লাভ করেন আলাওল সাহিত্য পুরস্কার ও একুশে পদক। Boighar.com
মৃত্যু	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ (ঢাকায়)।

আল মাহমুদ

নাম	প্রকৃত নাম – মির আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। সাহিত্যিক নাম – আল মাহমুদ।
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১১ জুলাই, ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। জন্মস্থান –ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌরাইল গ্রামে।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতার নাম – আব্দুর রব মির। মাতার নাম – রওশন আরা মির।
কর্ম জীবন	পরিচালক – বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সম্পাদক – দৈনিক গণকন্ঠ, দৈনিক কর্ণফুলী।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – লোক - লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, বখতিয়ারের ঘোড়া, মায়াবী পর্দা দুলে উঠো, অদৃষ্টবাদীদের

	রান্নাবান্না, মিথ্যেবাদী রাখাল, দ্বিতীয় ভাঙন, নদীর ভিতরে নদী, আরব্য রজনীর রাজহাঁস ইত্যাদি। উপন্যাস – ডাহুকী, নিশিন্দা নারী, আগুনের মেয়ে, কবি ও কোলাহল, পুরুষ সুন্দর, উপমহাদেশ ইত্যাদি। প্রবন্ধ – কবির আত্মবিশ্বাস, দিনযাপন, নারী নিগ্রহ প্রভৃতি। গল্পগ্রন্থ – পানকৌড়ির রক্ত, গন্ধবণিক সৌরভের কাছে পরাজিত, প্রেমের গল্প, ময়ূরীর মুখ ইত্যাদি। শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ – পাখির কাছে ফুলের কাছে। জীবনী – মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার, জয় বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, একুশে পদক, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ লেখক সংঘ পুরস্কার ইত্যাদি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১৫ আগস্ট, ১৯৩৬খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – খড়কি গ্রাম, যশোর জেলা।
কর্মজীবন	তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৯ – ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – দুর্লভ দিন, শঙ্কিত আলোকে, বিপন্ন বিষাদ, প্রতনু প্রত্যাশা, ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার, ধীর প্রবাহে।
পুরস্কার ও সম্মাননা	১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদকে ভূষিত হন।
মৃত্যু	৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ ।

দিলওয়ার

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১ জানুয়ারি, ১৯৩৭খ্রিষ্টাব্দে। জন্মস্থান – সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী ভার্থখলা গ্রাম, সিলেট।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা – মৌলভী মোহাম্মদ হাসান খান। মাতা – রহিমুন্নেসা।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – জিজ্ঞাসা (১ম কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে), ঐকতান, উদ্ভিন্ন উল্লাস, স্বনিষ্ঠ সনেট, রক্তে আমার অনাদি অস্থি, সপৃথিবী রইবো সজীব, দুই মেরু দুই ডানা, অনতীত পঙক্তিমালা। প্রবন্ধ – বাংলাদেশ জন্ম না নিলে। ছড়াগ্রন্থ - ছড়ায় অ আ ক খ, দিলওয়ারের শতছড়া।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক।
বিশেষ পরিচয়	গণমানুষের কবি
মৃত্যু	১০অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

শহীদ কাদরী

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ – ১৪ আগস্ট, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান – ঢাকা।
পিতৃ পরিচয়	পিতার নাম - খালেদ-ইবনে-আহমেদ-কাদরী।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – উত্তরাধিকার, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই প্রভৃতি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।
মৃত্যু	২৮ আগস্ট, ২০১৬।

মহাদেব সাহা

জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ - ৫ আগস্ট, ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। পিতৃনিবাস - ধানগড়া গ্রাম, পাবনা।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ – এই গৃহ এই সন্ন্যাস, মানব এসেছি কাছে, চাই বিষ অমরতা, ফুল কই শুধু অস্ত্রের উল্লাস, কোথা প্রেম কোথা সে বিদ্রোহ, বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ, একবার নিজের কাছে যাই প্রভৃতি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদক লাভ করেন।

গদ্য পাঠ পরিচিতি

আত্মচরিত – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

☑ এটি লেখকের আত্মজীবনীমূলক বর্ণনাধর্মী অসমাপ্ত রচনা।

☑ এ রচনায় লেখক তাঁর পিতা, পিতামহ ও জননীর কথা বর্ণনা করেছেন।

☑ 'সমভিব্যাহারী' শব্দের অর্থ – একত্রে অবস্থানকারী / সঙ্গী।

বিড়াল – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

☑ 'বিড়াল' রচনাটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে নেওয়া হয়েছে।

☑ 'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি রসাত্মক ও ব্যঙ্গধর্মী সংকলন।

☑ এই রচনায় কমলাকান্ত ও বিড়ালের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন চলতে থাকে।

☑ 'সরিষাভোর' শব্দের অর্থ – স্বল্প পরিমাণ।

☑ 'লাঙ্গুল' শব্দের অর্থ – লেজ / পুচ্ছ।

☑ 'মার্জার' শব্দের অর্থ – বিড়াল।

কাসেমের যুদ্ধযাত্রা – মীর মশাররফ হোসেন

- ☑ এই রচনায় লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু'র একটি আবেগময় অথচ বীরত্বব্যঞ্জক অংশ চয়ন করা হয়েছে।
- ☑ 'আয়তলোচনে বিষাদিতভাবে' শব্দের অর্থ – টানাটানা চোখে করুণভাবে।
- ☑ 'অমূল্যনিধি' শব্দের অর্থ – মুল্য দিয়ে কেনা যায় না এমন রত্ন বা সম্পদ।
- ☑ 'তাত' শব্দের অর্থ – কাকা / চাচা।
- ☑ 'শোণিতাক্ত কলেবর' শব্দের অর্থ – রক্তাক্ত শরীর / রক্তমাখা দেহ।
- ☑ 'করার' শব্দের অর্থ – প্রতিজ্ঞা।

অপরিচিতা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ☑ এটি উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প।
- ☑ এই গল্পের অপরিচিতা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর নাম – কল্যাণী।
- ☑ কল্যাণীর পিতার নাম – শম্ভুনাথ সেন।
- ☑ এই গল্পের কথক – অনুপম।
- ☑ এটি প্রথম প্রকাশিত হয় – প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায়।
- ☑ এটি নেওয়া হয়েছে 'গল্পগুচ্ছ'-এর ৩য় খন্ড (১৯২৭) থেকে।
- ☑ 'গজানন' শব্দের অর্থ – গণেশ।
- ☑ 'মাকাল ফল' শব্দের অর্থ – বিশেষ অর্থে গুণহীন।
- ☑ 'ফল্গু' শব্দের অর্থ – ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী।
- ☑ 'স্বয়ংবরা' শব্দের অর্থ – যে মেয়ে নিজেই নিজের স্বামী নির্বাচন করে।
- ☑ 'উমেদারি' শব্দের অর্থ – প্রার্থনা।
- ☑ 'অভ্র' শব্দের অর্থ – এক ধরণের খনিজ ধাতু / Mica।
- ☑ 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ – সন্ধ্যা।
- ☑ 'জড়িমা' শব্দের অর্থ – আড়ষ্টতা / জড়তা।

বর্ষা – প্রমথ চৌধুরী

- ☑ এই প্রবন্ধটি লেখকের 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' (১৯৫২) থেকে সংকলিত।
- ☑ 'গীতগোবিন্দ' হলো কবি জয়দেবের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।
- ☑ 'দেয়া' শব্দের অর্থ – আকাশ / মেঘ।
- ☑ 'পাঁচালি' শব্দের অর্থ – গীতাভিনয়।
- ☑ 'শ্লোক' শব্দের অর্থ – ছন্দোবদ্ধ বাক্য।
- ☑ 'ফটিকজল' শব্দের অর্থ – স্বচ্ছ পানি।

বিলাসী – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- ☑ এ গল্পটি প্রথমে প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় (১৯১৮)।
- ☑ 'ন্যাড়া' নামের এক যুবকের জবানিতে বিবৃত হয়েছে এ গল্প।
- ☑ এই গল্পে লেখকের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।
- ☑ এই গল্পের নাম চরিত্র কর্মনিপুণ, বুদ্ধিমতী ও সেবাব্রতী বিলাসী।
- ☑ 'বারওয়ারি' শব্দের অর্থ – সর্বজনীন।
- ☑ 'এমনি সুনাম' শব্দের অর্থ – দুর্নাম।
- ☑ 'প্রত্নতাত্ত্বিক' শব্দের অর্থ – পুরাতত্ত্ববিদ।
- ☑ 'ধুচুনি' শব্দের অর্থ – চাল ইত্যাদি ধোয়ার জন্য বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশের ঝুড়ি।
- ☑ 'বহুদর্শী' শব্দের অর্থ – জ্ঞানী।

চাষার দুক্ষু – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

- ☑ এটি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলি' থেকে চয়ন করা হয়েছে।
- ☑ 'বায়োস্কোপ' শব্দের অর্থ – চলচ্চিত্র / ছায়াছবি / সিনেমা।
- ☑ 'কৌপীন' শব্দের অর্থ – ল্যাঙ্গট / চীরবসন।
- ☑ 'টেকো' শব্দের অর্থ – সুতা পাকাবার যন্ত্র।
- ☑ 'পৈছা' শব্দের অর্থ – স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধনের প্রাচীন অলংকার।

পন্ডিত সাহেব – কাজী আবদুল ওদুদ

☑ স্মৃতিচারণমূলক এই লেখায় লেখক একজন গ্রামীণ শিক্ষকের 'এক নতুন পদ্ধতিতে' মাতৃভাষার বর্ণবিন্যাস, বানান শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ রচনার প্রতি ভালোলাগা তুলে ধরেছেন।

☑ 'বেওয়ারিশ' শব্দের অর্থ – স্বত্বাধিকারশূন্য / অভিভাবকহীন / দাবিদার নেই এমন।

☑ 'জাহেল' শব্দের অর্থ – অজ্ঞ / মূর্খ / নির্বোধ।

☑ 'তহ্‌বন' শব্দের অর্থ – লুঙ্গি।

☑ 'আড়াআড়ির কথা' শব্দের অর্থ – ঝগড়া – বিবাদের প্রসঙ্গ।

আহবান – বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

☑ এটি একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প।

☑ 'দাওয়া' শব্দের অর্থ – রোয়াক / বারান্দা।

☑ 'অন্ধের নড়ি' অর্থ – অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন।

☑ 'চক্কোত্তী' হলো 'চক্রবর্তী' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

ভুলের মূল্য – কাজী মোতাহার হোসেন

☑ প্রবন্ধটি লেখকের রচনাবলির ১ম খন্ড (১৯৮৪) থেকে সংকলিত।

☑ 'বিবেক' শব্দের অর্থ – ন্যায় অন্যায় বোধ।

☑ 'প্রবৃত্তি' শব্দের অর্থ – স্পৃহা / আকাঙ্ক্ষা / ইচ্ছা।

☑ 'নীতিবাগীশ' শব্দের অর্থ – নীতি-নিষ্ঠা সম্পর্কে দাম্ভিক।

☑ 'আত্মম্ভরিতা' শব্দের অর্থ – অহংকার / দম্ভ।

☑ 'আত্মকৃত' শব্দের অর্থ – নিজে সম্পাদিত।

তাজমহল – বনফুল

☑ গল্পটি লেখকের 'অদৃশ্যলোকে' গল্প – সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে।

☑ এই গল্পে অবিস্মরণীয় মহিমা পেয়েছে সমাজের নিচুতলার মানুষ ফকির শাজাহানের পত্নীপ্রেম।
☑ 'গরিব-গরবয়' শব্দের অর্থ – দীন-দরিদ্র / গরিব-গুর্বা।
☑ 'অলিন্দ' শব্দের অর্থ – চাতাল / বারান্দা।
☑ 'তমিস্রা' শব্দের অর্থ – অন্ধকার / অন্ধকার রাত।
☑ 'চোস্ত' শব্দের অর্থ – নিপুণ / ত্রুটিহীন।

আমার পথ – কাজী নজরুল ইসলাম

☑ প্রবন্ধটি লেখকের 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে সংকলিত।
☑ 'সম্মার্জনা' শব্দের অর্থ – ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা।
☑ 'কুর্নিশ' শব্দের অর্থ – অভিবাদন / সম্মান প্রদর্শন।

জীবন ও বৃক্ষ – মোতাহের হোসেন চৌধুরী

☑ প্রবন্ধটি লেখকের 'সংস্কৃতির কথা' গ্রন্থ্ থেকে সংকলিত।
☑ 'গুঢ় অর্থ' শব্দের অর্থ – প্রচ্ছন্ন গভীর তাৎপর্য।
☑ 'তপোবন' শব্দের অর্থ – অরণ্যে ঋষির আশ্রম।
☑ 'জবরদস্তিপ্রিয়' শব্দের অর্থ – গায়ের জোরে হাসিলে তৎপর / বিচার-বিবেচনাহীন।

মানব-কল্যাণ – আবুল ফজল

☑ প্রবন্ধটি রচিত হয় ১৯৭২ সালে।
☑ প্রবন্ধটি প্রথম সংকলিত হয় 'মানবতন্ত্র' গ্রন্থে।
☑ 'র‍্যাশনাল' শব্দের অর্থ – বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন / বিচক্ষণ / যুক্তিসম্মত।
☑ 'মনীষা' শব্দের অর্থ – বুদ্ধি / মনন / প্রতিভা / মেধা / প্রজ্ঞা।
☑ 'মুক্তবুদ্ধি' শব্দের অর্থ – সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিমুক্ত উদার মানসিকতা।
☑ 'অনুগৃহীত' শব্দের অর্থ – অনুগ্রহ বা আনুকূল্য পেয়েছে এমন / উপকৃত।

গন্তব্য কাবুল – সৈয়দ মুজতবা আলী

☑ ভ্রমণকাহিনিটি লেখকের 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৮) গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
☑ 'প্রাগদেশ' শব্দের অর্থ – কোন কিছুর শুরুতে / পূর্বদেশ / পূর্বস্থান।
☑ 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের অর্থ – ভূমিকা / প্রাককথন।
☑ 'কালোয়াত' শব্দের অর্থ - ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি। সংগীতে পারদর্শী শিল্পী
☑ 'খাইবার পাস' – পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংযুক্ত পৃথিবীর প্রাচীনতম রাস্তা তথা গিরিপথ।
☑ 'সামোভার' শব্দের অর্থ – গরম পানির পাত্রবিশেষ।
☑ 'পুস্তিন' শব্দের অর্থ – চামড়ার জামা বা কোট।
☑ আফগানিস্তানের শহর 'জালালাবাদ' খ্যাত – আদিনাপুর নামে।

মাসি-পিসি – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

☑ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৯৪৬ সালে।
☑ স্বামীর নির্যাতনের স্বীকার পিতৃমাতৃহীন 'আহ্লাদি' নামক এক তরুণীর করুণ জীবনকাহিনি তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে।
☑ গল্পে 'আহ্লাদি'র মাসি ও পিসি দুজনেই বিধবা ও নিঃস্ব।
☑ 'সোমত্ত' শব্দের অর্থ – সমর্থ / যৌবনপ্রাপ্ত।
☑ 'বেমক্কা' শব্দের অর্থ – স্থানবহির্ভূত / অসংগত।
☑ 'পাঁশুটে' শব্দের অর্থ – ছাইবর্ণবিশিষ্ট / ফ্যাকাশে / পাংশুবর্ণ।

কলিমদ্দি দফাদার – আবু জাফর শামসুদ্দীন

☑ গল্পটি সংকলিত হয়েছে আবুল হাসনাত সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প-সংকলন 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' থেকে।

☑ এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালে গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার ছবি উঠে এসেছে।

☑ 'কোন্দা' শব্দের অর্থ – তালগাছ দিয়ে তৈরি নৌকা।

☑ 'আগুইনা চিতা' শব্দের অর্থ – ভেষজ উদ্ভিদ বিশেষ।

☑ 'দফাদার' শব্দের অর্থ – গ্রামে পাহারায় নিয়োজিত চৌকিদারের সরদার।

☑ 'খতরনাক' শব্দের অর্থ – বিপজ্জনক / মারাত্মক।

☑ 'গন্ধবণিক' শব্দের অর্থ – মশলা-ব্যবসায়ী।

☑ 'বাড়ুই' শব্দের অর্থ – ঘরের চাল ছাওয়া মিস্ত্রি।

সৌদামিনী মালো – শওকত ওসমান

☑ গল্পটি লেখকের 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৪) থেকে সংকলিত হয়েছে।

☑ নিঃসন্তান বিধবা সৌদামিনী ছিলেন বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি মালো সম্প্রদায়ভুক্ত।

☑ স্বামীর মৃত্যুর পর সৌদামিনীর প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর নজর পড়ে তার জ্ঞাতি দেবর মনোরঞ্জনের।

☑ সৌদামিনীর পালিত পুত্রের নাম ছিলো – হরিদাস।

☑ প্রকৃতপক্ষে হরিদাস ছিলো – মুসলিম।

☑ সৌদামিনী স্বধর্ম ত্যাগ করে গ্রহণ করে – খ্রিষ্টান ধর্ম।

☑ 'কোটাল' শব্দের অর্থ – ভরা জোয়ার।

☑ 'রোয়াব' শব্দের অর্থ – সম্ভ্রম।

☑ 'কামিন' শব্দের অর্থ – নারী শ্রমিক।

☑ 'আদাওতি' শব্দের অর্থ – শত্রুতা।

☑ 'ফতে' শব্দের অর্থ – জয়।

☑ 'রবদব' শব্দের অর্থ – জাঁকজমক।

☑ 'খাঁই' শব্দের অর্থ – কাওমনা-বাসনা / উচ্চাভিলাষ / চাহিদা।

☑ 'নাদারাৎ' শব্দের অর্থ – বিহীন / শূন্য / অভাব / নাই।

☑ 'জনান্তিকে' শব্দের অর্থ – সংগোপনে।
☑ 'অকুস্থল' শব্দের অর্থ – ঘটনাস্থল।
☑ 'মজকুর' শব্দের অর্থ – পূর্ববর্ণিত।

চেতনার অ্যালবাম – আবদুল হক

☑ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে।
☐ প্রবন্ধটি লেখকের 'চেতনার অ্যালবাম এবং বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৯৯৩) নামক গ্রন্থে প্রথম রচনা হিসেবে হিসেবে সংকলিত হয়।
☑ 'চেতনা' শব্দের অর্থ – চৈতন্য / বোধ / জ্ঞান।
☑ 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ – লোকপরম্পরায় প্রচলিত কথা / জনশ্রুতি।

বায়ান্নর দিনগুলো – শেখ মুজিবুর রহমান

☑ লেখাটি লেখকের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) থেকে সংকলিত হয়েছে।
☑ 'প্রকোষ্ঠ' শব্দের অর্থ – ঘর বা কুঠরি।
☑ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লেখকের ১৯৫৫ পর্যন্ত জীবনী স্থান পেয়েছে।

একটি তুলসি গাছের কাহিনি – সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

☑ গল্পটি লেখকের 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ এই গুল্পে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
☑ 'ক্যানভাস' শব্দের অর্থ – মজবুত মোটা কাপড় বিশেষ।
☑ 'গুড়গুড়ি' শব্দের অর্থ – আলবোলা / নলযুক্ত হুঁকা।
☑ 'মদির' শব্দের অর্থ – মত্ততা জাগায় এমন।
☑ 'ডেরা' শব্দের অর্থ – অস্থায়ী বাসস্থান / আস্তানা।
☑ 'ফিকির' শব্দের অর্থ – মতলব / উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়।
☑ 'কলা দেখানো' শব্দের অর্থ – আলংকারিক অর্থে ফাঁকি দেওয়া।

মানুষ – মুনীর চৌধুরী

☑ এটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল শিল্পরূপ একটি একাঙ্কিকা।
☑ সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন – আব্বা, ফরিদ ও এলাকার লোকজন।
☑ মানবতাবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত – আম্মা ও তরুণ ডাক্তার।
☑ 'বর্ষীয়সী' শব্দের অর্থ – অতিশয় বৃদ্ধা।
☑ 'রায়ট' শব্দের অর্থ – দাঙ্গা / মারামারি।
☑ 'ঠাহর' শব্দের অর্থ – অনুমান / আন্দাজ।

Boighar.com

মৌসুম – শামসুদ্দীন আবুল কালাম

☑ গল্পটি লেখকের 'অনেক দিনের আশা' (১৯৫২) নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।
☑ এ গল্প রচিত হয়েছে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ পরবর্তীকালের কাহিনি নিয়ে।
☑ 'খন্দ' শব্দের অর্থ – ফসল / শস্য।
☑ 'ফরকানি' শব্দের অর্থ – ঠিকরে বের হওয়া।
☑ 'দেয়া' শব্দের অর্থ – মেঘ।
☑ 'আস্পর্ধা' শব্দের অর্থ – দর্প / সাহস।
☑ 'মৌসুম সংবাদ' শব্দের অর্থ – বর্ষার আগমন সংবাদ।

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া – আবদুল্লাহ আল-মুতী

☑ প্রবন্ধটি লেখকের 'পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ এ রচনায় পৃথিবীর সামনে পরিবেশগত বিপর্যয়ের যে হুমকি রয়েছে সে ব্যাপারে সচেতন করে তোলা হয়েছে।
☑ 'খোদকারি' শব্দের অর্থ – মানব কর্তৃক প্রাকৃতিক নিয়মবিরোধী কার্যক্রম।
☑ 'হিমবাহ' শব্দের অর্থ – পর্বতগাত্র বেয়ে নিম্নদিকে ধীরে প্রবহমান তুষার স্রোত।

কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ – শওকত আলী

- ☑ গল্পটি লেখকের 'লেলিহান সাধ' (১৯৭৭) গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।
- ☑ 'মুর্মু' শব্দের অর্থ – নীল গাভি। মুর্মু বলতে মূলত সাঁওতাল গোত্রবিশেষ যার গোত্র-চিহ্ন তথা টোটেম হলো নীল গাভি।
- ☑ 'টাঙন' শব্দের অর্থ – পাহাড়ি জলাধারবিশেষ।
- ☑ 'কান্দর' শব্দের অর্থ – খাত বা নিচু স্থান।
- ☑ 'হাপন' শব্দের অর্থ – বালক।
- ☑ 'জাড়' শব্দের অর্থ – শীত / ঠান্ডা।
- ☑ 'আধিয়ার' শব্দের অর্থ – বর্গাদার।
- ☑ 'ফম থাকা' শব্দের অর্থ – স্মরণ থাকা।
- ☑ 'কুশিয়ার ক্ষেত' শব্দের অর্থ – আখ ক্ষেত।
- ☑ 'পসরা' শব্দের অর্থ – পণ্যসম্ভার।

জাদুঘরে কেন যাব – আনিসুজ্জামান

- ☑ এই রচনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শামসুল হোসাইনের সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা 'ঐতিহ্যায়ন' (২০০৩) থেকে সংকলিত হয়েছে।
- ☑ জাদুঘরের বিভিন্ন গুরুত্ব এবং মানব জাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরায় নানা ধরনের জাদুঘরের ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।
- ☑ 'হার্মিটেজ' শব্দের অর্থ – সন্ন্যাসীর নির্জন আশ্রম / মঠ।
- ☑ 'নৃতত্ত্ব' শব্দের অর্থ – মানব জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- ☑ 'গোচরীভূত' শব্দের অর্থ – অবগত / পরিজ্ঞাত।
- ☑ 'অবিদিত' শব্দের অর্থ – জানা নেই এমন / অজ্ঞাত।
- ☑ 'মিউজিয়াম স্টাডিজ' শব্দের অর্থ – জাদুঘর বা প্রদর্শন সংক্রান্ত বিদ্যা।

রেইনকোট – আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

☑ গল্পটি প্রকাশিত হয় – ১৯৯৫ সালে।
☑ পরে এ গল্পটি সংকলিত হয় লেখকের সর্বশেষ গ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' (১৯৯৭) গ্রন্থে।
☑ এ গল্পটি রচিত মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে।
☑ এ গল্পের অধিকাংশ বর্ণিত হয়েছে - কলেজ শিক্ষক নুরুল হুদার জবানিতে।
☑ পাক বাহিনীর হাতে গ্রেফতার কলেজ শিক্ষক – নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার।
☑ নুরুল হুদার গায়ের রেইনকোটটি – তার শ্যালক মুক্তিযোদ্ধা মন্টুর।

মহাজাগতিক কিউরেটর – মুহম্মদ জাফর ইকবাল

☑ গল্পটি 'জলজ' গ্রন্থের অন্তর্গত।
☑ এটি একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি।
☑ এ গল্পে মহাজাগতিক কিউরেটররা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করে – সুবিবেচক ও পরোপকারী পিঁপড়াকে।
☑ 'কিউরেটর' শব্দের অর্থ – জাদুঘর রক্ষক।
☑ 'মহাজাগতিক' শব্দের অর্থ – মহাজগৎ সম্বন্ধীয়।
☑ 'গ্যালাক্সি' শব্দের অর্থ – ছায়াপথ।

মহুয়া – দ্বিজ কানাই

☑ 'মহুয়া' পালটি বাংলা সাহিত্যের গীতিকা (Ballad) ধারায় উল্লেখযোগ্য সম্পদ।
☑ দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর সংকলিত এবং ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র প্রথম খন্ড থেকে এটি গৃহীত হয়েছে।
☑ এই পালার চরিত্র – ছয় মাস বয়সে চুরি হওয়া কন্যা অনিন্দ্যকান্তি মহুয়া, জমিদারপুত্র নদের চাঁদ এবং বেদে সর্দার হুমরা।

☑ মহুয়ার সখী – পালঙ্ক বা পালাং।
☑ 'হিমানী পর্বত' শব্দের অর্থ – বরফের পাহাড়।
☑ 'শুল' শব্দের অর্থ – ষোলো।
☑ 'পাশুরা' শব্দের অর্থ – বিস্মৃত হওয়া।
☑ 'হেজা' শব্দের অর্থ – শজারু।
☑ জাতি ঘোড়া হলো – উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবান ঘোড়া / আরবি ঘোড়া।

নেকলেস – গী দ্য মোপাসাঁ

☑ গল্পটির বাংলা অনুবাদক – পূর্ণেন্দু দস্তিদার।
☑ ফরাসি ভাষায় গল্পটির নাম – La Parure.
☑ গল্পটি ফরাসি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় – ১৯৮৪ সালে।
☑ 'স্যাটিন' শব্দের অর্থ – মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্র।
☑ 'কনভেন্ট' শব্দের অর্থ – খ্রিস্টান নারী মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত স্কুল / মিশনারিদের আবাস।
☑ 'প্যারী' হলো – প্যারিসের ফরাসি নাম।

কবিতা পাঠ পরিচিতি

কালকেতুর ভোজন – মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

☑ এই অংশটি কবির 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে সংগৃহীত।
☑ 'কালকেতুর উপাখ্যান' সম্পাদনা করেছেন - মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা।
☑ ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের নাম হয় - কালকেতু।
☑ কালকেতু ব্যাধ হয়ে জন্ম নেয় - ধর্মকেতুর ঘরে।
☑ কালকেতুর স্ত্রীর নাম - ফুল্লরা।
☑ 'পাখালি' শব্দের অর্থ - প্রক্ষালন করে / ধুয়ে।

☑ 'আমানি' শব্দের অর্থ - পানিযুক্ত ভাত।
☑ 'করঞ্জা' শব্দের অর্থ - করমচা (টক ফল বিশেষ)।
☑ 'বণিতা' শব্দের অর্থ - বধু / ভার্যা।
☑ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত বলা হয়।

ঋতু বর্ণন - আলাওল

☑ কবিতাটি কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মাবতী' থেকে সংকলিত।
☑ কবি ঋতু বর্ণনায় প্রকৃতির রূপবৈচির সাথে মানব মনের সম্পর্ক ও প্রভাব তুলে ধরেছেন।
☑ 'তাম্বুল' শব্দের অর্থ - পান।
☑ 'কস্তুরী' শব্দের অর্থ - মৃগনাভি।
☑ 'যাবক' শব্দের অর্থ - আলতা।
☑ 'সুরঙ্গ' শব্দের অর্থ - সুন্দর রঙ / শোভন বর্ণ।
☑ 'গুলাল' শব্দের অর্থ - আবির / ফাগ।
☑ 'সুমাধব' শব্দের অর্থ - উত্তম বসন্তকাল।
☑ 'মলয়া সমীর' অর্থ - দখিনা স্নিগ্ধ বাতাস।
☑ 'কিংশুক' শব্দের অর্থ - পলাশ ফুল বা বৃক্ষ।
☑ 'বনস্পতি' শব্দের অর্থ - যে বৃক্ষে ফুল ধরে না শুধু ফল হয়। যেমন - অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি।
☑ 'নিদাঘ' শব্দের অর্থ - গ্রীষ্মকাল / উত্তাপ।
☑ 'শিখিনী' শব্দের অর্থ - ময়ূরী।
☑ 'খঞ্জন' অর্থ - এক প্রকার পাখি।

স্বদেশ – ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

☑ কবিতাটি সংক্ষেপিত আকারে সংকলিত হয়েছে 'কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থ থেকে।
☑ 'বিভাবরী' শব্দের অর্থ - রাত্রি।
☑ 'জঠর' শব্দের অর্থ - পেট / উদর।
☑ 'হেম' শব্দের অর্থ - স্বর্ণ।
☑ 'সুধাকর' শব্দের অর্থ - চাঁদ।

☑ 'সুধা' শব্দের অর্থ - জ্যোৎস্না / অমৃত।
☑ 'অধিবাস' শব্দের অর্থ - বাসস্থান।
☑ 'পরিহরি' শব্দের অর্থ - পরিহার করে।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ – মাইকেল মধুসূদন দত্ত

☑ কাব্যাংশটুকু কবির 'মেঘনাদবধ-কাব্য'র 'বধো' (বধ) নামক ষষ্ঠ সর্গ থেকে সংকলিত হয়েছে।
☑ 'মেঘনাদবধ-কাব্য' মোট নয়টি সর্গে বিন্যাস্ত।
☑ 'মেঘনাদবধ-কাব্য'র ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে সমসাহসী বীর মেঘনাদের।
☑ কাব্যাংশটি ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে (অমিত্রাক্ষর ছন্দ) রচিত।
☑ এ কাব্যাংশের পঙক্তির প্রতিটি ১৪ মাত্রায় এবং ৮ + ৬ মাত্রার দুটি পর্বে বিন্যস্ত।
☑ 'দুর্মতি' শব্দের অর্থ - অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি।
☑ 'অরিন্দম' শব্দের অর্থ - অরি বা শত্রুকে দমন করে যে।
☑ 'তাত' শব্দের অর্থ - পিতা।
☑ 'গঞ্জি' শব্দের অর্থ - তিরস্কার করি।
☑ 'শমন-ভবন' শব্দের অর্থ - যমালয়।
☑ 'আহব' শব্দের অর্থ - যুদ্ধ।
☑ 'ধীমান' শব্দের অর্থ - জ্ঞানী / ধী সম্পন্ন।
☑ 'প্রগলভ' শব্দের অর্থ - নির্ভীক চিত্ত।
☑ 'নন্দন কানন' শব্দের অর্থ - স্বর্গের উদ্যান।
☑ 'মন্দ্র' শব্দের অর্থ - ধ্বনি / শব্দ।
☑ 'জলাঞ্জলি' শব্দের অর্থ - সম্পূর্ণ পরিত্যাগ।

সুখ – কায়কোবাদ

☑ কবিতাটি কবির 'অমিয়-ধারা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

☑ 'অমিয়-ধারা' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় - ১৯২৩ সালে।
☑ 'মরুভূ' শব্দের অর্থ - মরুভূমি।
☑ 'আমিত্ব'কে বলি দিয়া বলতে বুঝায় - অহমিকা বিসর্জন দিয়ে।

মানব-বন্দনা – অক্ষয়কুমার বড়াল

☑ কবিতাটি কবির 'প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ কবিতাটির ছন্দ - অক্ষরবৃত্ত (পয়ার)।
☑ কবিতাটির পর্ববিন্যাস - যুগল চরণের প্রথমটির পর্ব ৮/৬ এবং দ্বিতীয়টি ৬ মাত্রায়।
☑ অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে এই যুগল চরণ - ২০ মাত্রার চরণ (৮ | ৬ | ৬)।
☑ কবি মানসভ্যতার তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। যথাঃ শৈশব, কৈশোর, যৌবন)।
☑ 'সুশ্রুত-সংহিতা' গ্রন্থের রচয়িতা - সুশ্রুত।
☑ 'অদ্রি' শব্দের অর্থ - পর্বত।
☑ 'তক্ষক' শব্দের অর্থ - ছুতোরের কাজ।
☑ 'শষ্পভূমি' শব্দের অর্থ - তৃণক্ষেত্র।
☑ 'পঞ্চভূত' শব্দের অর্থ - প্রাচীন ধারণা অনুসারে জগৎ সৃষ্টির পাঁচটি মূল উপাদান (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ)।
☑ 'বহিত্র' শব্দের অর্থ - নৌকা / পোত / বৈঠা / দাঁড়।
☑ 'কুর্দন' শব্দের অর্থ - আনন্দে লাফালাফি করা।
☑ 'পরিখা' শব্দের অর্থ - দুর্গ ইত্যাদির চারপাশের গভীর খাত / গড়খাই।
☑ 'পত্রপুট' শব্দের অর্থ - পাতা দিয়ে তৈরি পাত্র / পাতার ঠোঙা।
☑ 'লাঙ্গুল' শব্দের অর্থ - পশুর লেজ / পুচ্ছ।
☑ 'মরুৎ' শব্দের অর্থ - বাতাস।
☑ 'শ্বাপদ' শব্দের অর্থ - হিংস্র মাংসাশী পশু।

সোনার তরী – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

☑ কবিতাটি কবির 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা।

- ☑ শতাধিক বছর ধরে এ কবিতা বিপুল আলোচনা ও নানামুখী ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত।
- ☑ কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর অধিকাংশ পঙক্তি ৮ + ৫ মাত্রার পূর্ণপর্বে বিন্যস্ত।
- ☑ 'গরজে' শব্দের অর্থ - গর্জন করে।
- ☑ 'ভারা' শব্দের অর্থ - ধান রাখার পাত্র।
- ☑ 'খরপরশা' শব্দের অর্থ - ধারালো বর্শা।

ঐকতান – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ☑ কবিতাটি কবির 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা।
- ☑ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে।
- ☑ 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থটি কবির মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে পহেলা বৈশাখে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ☑ কবিতাটি অশীতিপর স্থিতপ্রজ্ঞ কবির আত্ম-সমালোচনা; কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।
- ☑ কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- ☑ 'বিপুলা' শব্দের অর্থ - বিশাল প্রশস্ত।
- ☑ 'উদবারি' শব্দের অর্থ - ওপরে বা ঊর্ধ্বে প্রকাশ করে দাও।

নবান্ন – যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

- ☑ কবিতাটি কবির 'মরুমায়া' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- ☑ কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- ☑ নবান্ন - ফসল কাটার উৎসব।
- ☑ 'পাকা ধানে মই দেওয়া' অর্থ - প্রায়সম্পন্ন কোনো কাজ পন্ড করা।
- ☑ 'মরাই' শব্দের অর্থ - ধানের গোলা।
- ☑ 'দাওয়া' শব্দের অর্থ - ঘরের আঙিনা।
- ☑ 'বালির বাঁধ' অর্থ - এমন কিছু যা ক্ষণভঙ্গুর।
- ☑ 'পাণ্ডু' শব্দের অর্থ - ফ্যাকাশে মলিন।
- ☑ 'নাবি' শব্দের অর্থ - দেরিতে হয় এমন।

☑ 'অপ্রগলভ' শব্দের অর্থ - অচঞ্চল বিনয়ী, আচরণে শালীন।

জীবন-বন্দনা – কাজী নজরুল ইসলাম

☑ কবিতাটি কবির 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ কবিতাটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
☑ 'কূপ-মন্ডূক' শব্দের অর্থ - কুয়োর ব্যাঙ / অল্পজ্ঞ।
☑ 'গিরি-নিঃস্রাব' অর্থ - পর্বত-নিঃসৃত ঝরনা বা নদী।
☑ 'অমরাবতী' শব্দের অর্থ - স্বর্গ।
☑ 'বিবর' শব্দের অর্থ - গর্ত / গহ্বর।

Boighar.com

☑ 'কিণাঙ্ক' শব্দের অর্থ - কড়া।
☑ 'ফরমান' শব্দের অর্থ - বাণী / সংবাদ / খবর।

সাম্যবাদী – কাজী নজরুল ইসলাম

☑ কবিতাটি 'সাম্যবাদী' (১৯২৫) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।
☑ কবিতাটিতে বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।
☑ 'নীলাচল' শব্দের অর্থ - জগন্নাথক্ষেত্র / নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়।
☑ 'কন্দর' শব্দের অর্থ - পর্বতের গুহা।
☑ জেন্দাবেস্তা - পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা।
☑ 'ঝুট' শব্দের অর্থ - মিথ্যা।

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে – জীবনানন্দ দাশ

☑ 'বিশালাক্ষী' শব্দের অর্থ - যে রমণীর চোখ আয়ত ও টানাটানা।
☑ 'নাটা' শব্দের অর্থ - লতাকরঞ্জ; গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তার বীজ।
☑ 'বর' শব্দের অর্থ - এখানে আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত।

নতুন কবিতা – জসীম উদদীন

- ☑ 'ঘুমলী স্বপন' শব্দের অর্থ - ঘুম-ঘুম স্বপ্ন
- ☑ 'আঁকশি' শব্দের অর্থ - গাছ থেকে ফুলফল সংগ্রহের জন্য বক্রমুখ বিশিষ্ট সরু লম্বা দন্ড।
- ☑ 'পশুর পারা' অর্থ - পশুর ন্যায়।
- ☑ 'মরণ-ঘুম' অর্থ - মৃত্যু।
- ☑ 'আকাশ ভরা শূন্যতা' অর্থ - বিশাল আকাশের উদার-মুক্তির বার্তা।

তাহারেই পড়ে মনে – সুফিয়া কামাল

- ☑ কবিতাটি ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায়।
- ☑ কবির স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন মারা যান - ১৯৩২ সালে।
- ☑ কবিতাটিতে কবির স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবনে নেমে আসা দুঃসহ বিষন্নতা চিত্রায়িত হয়েছে।
- ☑ কবিতাটি গঠনরীতির দিক দিয়ে একটি সংলাপনির্ভর রচনা।
- ☑ 'অলখ' শব্দের অর্থ - অলক্ষ / দৃষ্টির অগোচরে।
- ☑ 'পাথার' শব্দের অর্থ - সমুদ্র।
- ☑ 'মাধবী' শব্দের অর্থ - বাসন্তী লতা বা তার ফুল।
- ☑ 'অর্ঘ্য বিরচন' শব্দের অর্থ - অঞ্জলি বা উপহার রচনা।
- ☑ 'কুহেলি' শব্দের অর্থ - কুয়াশা।
- ☑ 'উত্তরী' শব্দের অর্থ - চাদর / উত্তরীয়।
- ☑ কবি এই কবিতা শীতকে মাঘের সন্ন্যাসী রূপে কল্পনা করেছেন।

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম – শাহ আবদুল করিম

- ☑ রচনাটি ২০১০ সালে প্রকাশিত শুভেন্দু ইমাম সম্পাদিত 'শাহ আবদুল করিম : পাঠ ও পাঠকৃতি' শীর্ষক সংকলন থেকে সংগৃহীত।
- ☑ ঘাটুগান এক প্রকার লোকগীতি যা প্রচলিত রয়েছে ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার ভাটি অঞ্চলে।
- ☑ ঘাটুগানের আসর বসে বর্ষাকালে নৌকায়।

☑ ভাটিগান মূলত প্রণয়-গীতি।
☑ গাজির গান মূলত গাজি পীরের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক লোকগীতি।
☑ গাজির গাইন / গাজির গান গেয়ে বাঘের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ কামনা করা হয়।

সেই অস্ত্র – আহসান হাবীব

☑ কবিতাটি কবির 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ কবিতাটির গঠনগত বিশেষত্ব হলো - এর অনাড়ম্বর সহজ গতিময়তা।
☑ কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
☑ 'অমোঘ' শব্দের অর্থ - অব্যর্থ / সার্থক / অবশ্যম্ভাবী।
☑ 'সমাবিষ্ট' শব্দের অর্থ - সমাবেশ হয়েছে এমন / সমবেত হওয়া।

পাঞ্জেরি – ফররুখ আহমদ

☑ কবিতাটি কবির 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ কবিতাটি একটি রূপক কবিতা।
☑ কবিতাটি ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
☑ পাঞ্জেরি শব্দের প্রতীকী অর্থ - জাতির পথপ্রদর্শক।
☑ 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ - শোকগীতি।
☑ 'জুলমাত' শব্দের অর্থ - অন্ধকার।
☑ 'রোনাজারি' শব্দের অর্থ - আহাজারি করে কান্না।
☑ 'ভ্রূকুটি' শব্দের অর্থ - ক্ষোভ, ক্রোধ ইত্যাদির কারণে ভুরুর কুঞ্চন বা কুঞ্চিত অবস্থা।
☑ 'মাস্তুল' শব্দের অর্থ - নৌকা, জাহাজ ইত্যাদিতে পাল খাটানোর দন্ড।
☑ 'হেলাল' শব্দের অর্থ - চাঁদ।
☑ 'সেতারা' শব্দের অর্থ - তারা / নক্ষত্র।

আলো চাই – সিকানদার আবু জাফর

☑ কবিতাটি কবির 'প্রথম প্রহর' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

☑ 'প্রথম প্রহর' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় - ১৯৬৫ সালে।
☑ এই কবিতায় কবি অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে সৃষ্টিশীল সত্তার কাছে শক্তি ও আলোর প্রার্থনা করেন।

আঠারো বছর বয়স – সুকান্ত ভট্টাচার্য

☑ কবিতাটি কবির 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় - ১৯৪৮ সালে।
☑ এ কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন।
☑ কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
☑ আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ – শামসুর রাহমান

☑ কবিতাটি কবির 'নিজ বাসভূমে' কাব্যগ্রন্থ থেলে সংকলিত।
☑ এটি দেশপ্রেম, গণজাগরণ ও সংগ্রামী চেতনার কবিতা।
☑ ১৯৬৯-এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যে গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো,
☑ কবিতাটি সে গণজাগরণের পটভূমিতে রচিত।
☑ 'কমলবন' শব্দের অর্থ - পদ্মবন।
☑ 'মানবিক বাগান' অর্থ - মানবীয় জগৎ।

তোমার আপন পতাকা – হাসান হাফিজুর রহমান

☑ কবিতাটি কবির 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ 'পতাকা' শব্দবন্ধটি এই কবিতায় ঐক্য ও প্রত্যাশা পূরণের প্রতীক।
☑ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
☑ 'চাঁদোয়া' শব্দের অর্থ - কাপড়ের তৈরি চিত্রবিচিত্র ছাউনি / সামিয়ানা।
☑ 'হরিৎ' শব্দের অর্থ - সবুজ।
☑ 'গিরিবর্ত্ম' শব্দের অর্থ - পাহাড়ি পথ।

☑ 'সংশপ্তক' শব্দের অর্থ - যে যোদ্ধা শপথ নেয় যে হয় যুদ্ধে জয়ী হবে অথবা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।
☑ 'আপামর' শব্দের অর্থ - কাউকে বাদ না দিয়ে।

হাড় – আলাউদ্দিন আল আজাদ

☑ কবিতাটি কবির 'মানচিত্র' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
☑ কবিতাটি একটি দেশপ্রেমমূলক কবিতা।
☑ 'টোটা' শব্দের অর্থ - বন্দুকের কার্তুজ।
☑ 'যাত্রিক' শব্দের অর্থ - যাত্রা সম্বন্ধীয় / যাত্রাযোগ্য / যাত্রাকারী।
☑ এই কবিতায় এদেশের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস ও তাৎপর্য উন্মোচিত হয়েছে।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি – আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

☑ কবিতাটি কবির 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।
☑ 'বিচলিত স্নেহ' শব্দের অর্থ - আপনজনের উৎকন্ঠা।
☑ 'কিংবদন্তি' শব্দের অর্থ - জনশ্রুতি।
☑ কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।

নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায় – সৈয়দ শামসুল হক

☑ কবিতাটি কবির 'নূরলদীনের সারাজীবন' শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে সংকলিত। এটি এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশ।
☑ নূরলদীন হলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সাহসী কৃষক নেতা।
☑ নূরুলদীনে ডাকে মানুষ জেগে উঠেছিলো - ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে (১১৮৯ বঙ্গাব্দে)।
☑ কবিতায় নূরলদীনের বিখ্যাত আহবান - "জাগো, বাহে, কোনঠে সবাই।"
☑ 'নিলক্ষা' শব্দের অর্থ - দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী।
☑ স্তব্ধতার দেহ' বলতে বুঝানো হয়েছে - নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশকে।
☑ 'কালঘুম' শব্দের অর্থ - মৃত্যু / চিরনিদ্রা।
☑ 'বাহে' - বাপুহে (দিনাজপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধন বিশেষ)।

☑ 'কোনঠে' শব্দের অর্থ - কোথায়।

ছবি – আবু হেনা মোস্তফা কামাল

☑ কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আপন যৌবন বৈরী' থেকে সংকলিত।
☑ কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত।
☑ 'স্ফীত সঞ্চয়' শব্দের অর্থ - ফুলে ফেঁপে ওঠা সঞ্চিত অর্থ।

লোক-লোকান্তর – আল মাহমুদ

☑ কবিতাটি কবির 'লোক-লোকান্তর' কাব্যের নাম কবিতা।
☑ এটি কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা।
☑ কবির চেতনারূপ পাখি বসে আছে - চন্দনের ডালে।

ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার – মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

☑ কবিতাটি 'ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
☑ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
☑ 'জলের তোড়' শব্দের অর্থ - জলের চাপ।
☑ 'কাদাখোঁচা' শব্দের অর্থ - এক ধরনের পাখি।

রক্তে আমার অনাদি অস্থি – দিলওয়ার

☑ কবিতাটি কবির 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা।
☑ 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৯৮১ সালে সিলেট থেকে।
☑ কবিতাটি উৎসর্গ করা হয়েছে - কবীর চৌধুরীর উদ্দেশে।
☑ কবিতাটি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
☑ 'হেম' শব্দের অর্থ - সুবর্ণ / সোনা।
☑ 'গণমানব' বলতে বুঝায় - প্রান্তিক জনগণ।

ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায় – শহীদ কাদরী

- ☑ কবিতাটি কবির 'নির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- ☑ আক্রান্ত স্বদেশ নিজেই এই কবিতার এক সাহসী যোদ্ধা।
- ☑ কবিতাটি অসমপর্ব বিশিষ্ট এবং অক্ষরবৃত্তের চালে গদ্যছন্দে রচিত।
- ☑ 'ব্ল্যাক আউট' শব্দের অর্থ - নিষ্প্রদীপ।
- ☑ 'উঠোন' শব্দের অর্থ - আঙিনা।

শান্তির গান – মহাদেব সাহা

- ☑ কবিতাটি কবির 'ফুল কই শুধু অস্ত্রের উল্লাস' (১৯৮৪) গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- ☑ কবিতাটি গদ্যছন্দের চাল অনুসরণ করে রচিত।
- ☑ 'গ্যের্নিকা' - পাবলো পিকাসো অঙ্কিত বিখ্যাত ছবি।
- ☑ প্যাট্রিক এমেরি লুমুম্বা ছিলেন কঙ্গোর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা এবং প্রথউম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী।
- ☑ সালভাদর আলেন্দে ছিলেন চিলির প্রথম মার্কসবাদী রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৩ সালে সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন তিনি।
- ☑ নামিবিয়া স্বাধীন হয় ১৯৯০ সালে।
- ☑ জার্মানির বায়ার্ন রাজ্যের রাজধানী 'মিউনিখ' ইসার নদীর তীরে বেভারীয় আল্পসের তীরে অবস্থিত।
- ☑ মিউনিখের জার্মান উচ্চারণ - ম্যুনশেন।
- ☑ পাবলো পিকাসো ছিলেন বিখ্যাত স্পেনিশ চিত্রশিল্পী এবং বিশ শতকের অন্যতম শিল্প আন্দোলন কিউবিজমের অন্যতম প্রবক্তা।
- ☑ কিউবিজম আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো - আঁকা ছবিতে বিমূর্ততা সঞ্চার এবং ত্রিমাত্রিকতা যোজনা করা, যার সাহায্যে একটি ছবিকে বহু দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করা যায়।

উপন্যাস পাঠ পরিচিতি

☑ উপন্যাস হচ্ছে কাহিনি-রূপ একটি উপাদানকে বিবৃত করার বিশেষ কৌশল, পদ্ধতি বা রীতি।

☑ 'উপন্যাস' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ – Novel.

☑ বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক E. M. Forster এর মতে, কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ দিয়ে একটি উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত।

☑ একটি সার্থক উপন্যাসের উপাদানসমূহ হলোঃ
- প্লট বা আখ্যান;
- চরিত্র;
- সংলাপ;
- পরিবেশ বর্ণনা;
- লিখনশৈলী বা স্টাইল;
- লেখকের সামগ্রিক জীবন-দর্শন ইত্যাদি।

Boighar.com

☑ উপন্যাসের ভিত্তি – একটি দীর্ঘ কাহিনি।

☑ উপন্যাসের ঘটনা প্রাণ পায় – চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সংলাপে।

☑ শৈলী বা স্টাইল হচ্ছে উপন্যাসের ভাষাগত অবয়ব সংস্থানের ভিত্তি।

☑ উনিশ শতকের পৃথিবীর কিছু শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও রচয়িতাঃ

উপন্যাসের নাম	রচয়িতা
স্কারলেট অ্যান্ড ব্ল্যাক	স্তাঁদাল (ফ্রান্স)
দ্য জারমিনাল	এমিল জোলা
টম জোনস	হেনরি ফিল্ডিং (ব্রিটেন)
এ টেল অব টু সিটিজ	চার্লস ডিকেন্স
ওয়ার অ্যান্ড পিস	লিও তলস্তয় (রাশিয়া)
ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট	ফিয়োদর দস্তয়ভস্কি

☑ উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগঃ

শ্রেণিবিভাগ	উদাহরণ
সামাজিক উপন্যাস	⌗ কৃষ্ণকান্তের উইল (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ⌗ চোখের বালি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ⌗ গৃহদাহ (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ⌗ আনোয়ারা (নজিবর রহমান) ⌗ আবদুল্লাহ্ (কাজী ইমদাদুল হক) ⌗ লালসালু (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্)।
ঐতিহাসিক উপন্যাস	⌗ রাজসিংহ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ⌗ ধর্মপাল (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ⌗ বিষাদ-সিন্ধু (মীর মশাররফ হোসেন) ⌗ অভিশপ্ত নগরী (সত্যেন সেন) ⌗ ওয়ার অ্যান্ড পিস (লিও তলস্তয় কর্তৃক রুশ ভাষায় লিখিত) ⌗ চেঙ্গিস খান (ভাসিলি ইয়ান)।
মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	⌗ চতুরঙ্গ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ⌗ চাঁদের 'অমাবস্যা' ⌗ 'কাঁদো নদী কাঁদো' (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্) ⌗ মাদাম বোভারি (ফরাসি লেখক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার) ⌗ ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট (রুশ লেখক ফিয়োদর দস্তয়ভস্কি)

রাজনৈতিক উপন্যাস	⌗ গোরা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ⌗ পথের দাবী (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ⌗ ঝড় ও ঝরাপাতা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) ⌗ 'জাগরী' ও 'ঢোড়াই চরিতমানস' (সতীনাথ ভাদুড়ী) ⌗ চিহ্ন (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) ⌗ সংশপ্তক (শহীদুল্লাহ কায়সার) ⌗ আরেক ফাল্গুন (জহির রায়হান) ⌗ চিলেকোঠার সেপাই (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস) ⌗ ওঙ্কার (আহমদ ছফা) ⌗ গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস - 'একদা' , অন্যদিন', 'আর একদিন'।
রহস্যোপন্যাস	⌗ ফেলুদা সিরিজ (সত্যজিৎ রায়) ⌗ 'মাসুদ রানা সিরিজ', 'কুয়াশা সিরিজ' (কাজী আনোয়ার হোসেন) ⌗ কিরীটী অমনিবাস (নীহাররঞ্জন গুপ্ত)।
চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস	⌗ জাগরী (সতীনাথ ভাদুড়ী) ⌗ কাঁদো নদী কাঁদো (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ) ⌗ ইউলিলিস (আইরিশ লেখক জেমস জয়েস)।
আত্মজৈবনিক উপন্যাস	⌗ শ্রীকান্ত (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ⌗ 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
রূপক উপন্যাস	⌗ 'ক্রীতদাসের হাসি', 'সমাগম', 'রাজা উপাখ্যান', 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (শওকত ওসমান) ⌗ অ্যানিম্যাল ফার্ম (ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েলের রচনা যাতে পাত্রপাত্রী জন্তু জানোয়ার)।

☑ বাংলা ভাষায় উপন্যাসের সূচনা ঘটে – উনিশ শতকে।

☑ টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের – আলালের ঘরে দুলাল।

☑ বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখেন – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

☑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস – দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।

☑ বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ধারার প্রধান শিল্পী – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

☑ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গোরা' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে।

☑ 'গণদেবতা' এবং 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের রচয়িতা – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

☑ 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের রচয়িতা – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

☑ আরো কিছু উপন্যাস ও সেগুলোর রচয়িতাঃ

নাম	রচয়িতা
রাঙা প্রভাত	আবুল ফজল
অভিশপ্ত নগরী	সত্যেন সেন
পদ্মা মেঘনা যমুনা	আবু জাফর শামসুদ্দীন
জননী	শওকত ওসমান
চাঁদের অমাবস্যা	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
সারেং বউ	শহীদুল্লাহ কায়সার
অনেক সূর্যের আশা	সরদার জয়েনউদ্দীন
উত্তম পুরুষ	রশীদ করিম
হাজার বছর ধরে	জহির রায়হান
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক
প্রদোষে প্রাকৃতজন	শওকত আলী
আগুনপাখি	হাসান আজিজুল হক
জীবন আমার বোন	মাহমুদুল হক

নাম	রচয়িতা
বং থেকে বাংলা	রিজিয়া রহমান
খোয়াবনামা	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সূর্য-দীঘল বাড়ি	আবু ইসহাক
'কর্ণফুলী', 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'	আলাউদ্দিন আল আজাদ
'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', 'হাঙর নদী গ্রেনেড'	সেলিনা হোসেন
'নন্দিত নরকে', 'জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প'	হুমায়ূন আহমেদ
জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা	শহীদুল জহির

লালসালু – সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

- ☑ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় – ১৯৪৮ সালে। প্রকাশক ছিলেন – মুহাম্মদ আতাউল্লাহ।
- ☑ উপন্যাসটির ১ম মুদ্রণ প্রকাশ করে – নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৮১ সালে।
- ☑ উপন্যাসটির একই নামে উর্দুতে অনুবাদ করেন – কলিমুল্লাহ ১৯৬০ সালে।
- ☑ উপন্যাসটির ফরাসি অনুবাদ করেন – লেখকের স্ত্রী অ্যান মারি থিবো **L'arbre sans raciness** নামে ১৯৬১ সালে।
- ☑ উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ করেন লেখক নিজেই।
- ☑ উপন্যাসটির ইংরেজি নাম – **Tree without Roots** (প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে)।
- ☑ এটি একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস।
- ☑ উপন্যাসটির প্রধান উপাদান – সমাজ বাস্তবতা।
- ☑ এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র – মজিদ।
- ☑ মজিদের প্রথম স্ত্রী – রহিমা।
- ☑ মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী – জমিলা।

☑ এ উপন্যাসে প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র – খালেক ব্যাপারী। তাঁর কাঁধেই মহব্বতনগরের সামাজিক নেতৃত্ব।

☑ উপন্যাসে মজিদের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণকারী একমাত্র ব্যক্তি – তাহের-কাদেরের পিতা।

☑ 'গলুই' শব্দের অর্থ – নৌকার সামনের বা পেছনের শক্ত ও সরু অংশ।

☑ 'সালু' শব্দের অর্থ – এক রকম লাল সুতি কাপড়।

☑ 'বেওয়া' শব্দের অর্থ – বিধবা।

☑ 'নধর নধর' শব্দের অর্থ – কমনীয়, সরস ও নবীন।

☑ 'মারুফ' শব্দের অর্থ – মহান পুরুষ।

☑ 'মহা তমিস্রা' অর্থ – গভীর অন্ধকার।

☑ 'রদ্দি' শব্দের অর্থ – পচা / বাসি।

☑ 'শোকর গুজার' অর্থ – কৃতজ্ঞতা / প্রশংসা।

☑ 'বয়েত' শব্দের অর্থ – কবিতাংশ; আরবি, ফারসি বা উর্দু কবিতার শ্লোক।

☑ 'বাজা মেয়ে' অর্থ – বন্ধ্যা নারী / যে নারীর সন্তান হয় না।

☑ 'দিনাদির অধিকারী' অর্থ – আল্লাহ্ / স্রষ্টা।

নাটক পাঠ পরিচিতি

☑ নাটককে প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যকাব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।

☑ নাটকে চারটি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়ঃ কাহিনি বা প্লট, চরিত্র, সংলাপ এবং পরিপ্রেক্ষিত।

☑ মুখ্যত নাটককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা, ট্রাজিকমেডি এবং প্রহসন।

☑ 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের রচয়িতা – অ্যারিস্টটল (এস. এইচ. বুচার অনূদিত)।

☑ নায়ক বা নায়িকামুখ্য করুণ রস পরিবেশন ট্র্যাজেডির ধর্ম। এখানে রসই প্রধান।

☑ কিছু বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটকঃ সফোক্লিস রচিত 'আন্তেগোনে', 'অদিউপাউস', ইসকাইলাসের 'আগামেনন', শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি।

☑ জীবনের সহজ ও হাস্যরসপূর্ণ দিকটির রূপায়ণই কমেডির মূল প্রতিপাদ্য।

☑ কিছু বিশ্ববিখ্যাত কমেডি নাটকঃ শেকসপিয়রের 'টেমিং অব দ্য শ্রু', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'কমেডি অব এররস' প্রভৃতি।

☑ মেলোড্রামায় আবেগের উৎকট প্রাধান্য থাকে। এটিও বিয়োগান্ত নাট্যশ্রেণি।

☑ নাটকের চরিত্রসমূহের হাস্যকর ক্রিয়া, নির্বুদ্ধিতা এবং কৌতুককর সংলাপ – প্রহসনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

☑ বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য নাম ও এর রচয়িতাঃ

নাটকের নাম	রচয়িতা
প্রমিথিউস আনবাউন্ড	ইসকাইলাস
দ্য কিং অদিপাউস	সফোক্লিস
স্বপ্ন বাসবদত্তা	ভবভূতি
অভিজ্ঞানশকুন্তলম	কালিদাস
ফাউস্ট	গ্যেটে
দ্য ডলস হাউস	ইবসেন
দ্য ড্রিম প্লে	স্ট্রিন্ডবার্গ
ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান	জর্জ বার্নার্ড শ
দ্য চেরি অরচার্ড	চেখভ
রক্তকরবী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্য লোয়ার ডেপথ	ম্যাক্সিম গোর্কি
মাদার কারেজ	ব্রেশট

☑ প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয় – ২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ সালে।

☑ প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক – ছদ্মবেশ (**The Disguise**)।

☑ ছদ্মবেশ নাটকের নাট্যকার – হেরাসিম লেবেদেফ (তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সাহায্যে)।

☑ অনুবাদ নাটকের পরিবর্তে প্রথম বাংলা নাটক হিসেবে অভিনীত হয় – নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৮৫৭)।

☑ প্রথম সার্থক বাংলা নাটক – মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা'।

☑ কিছু উল্লেখযোগ্য বাংলা নাটক ও সেগুলোর রচয়িতাঃ

নাটকের নাম	রচয়িতা
কুলীনকুলসর্বস্ব	রামনারায়ণ তর্করত্ন
'কৃষ্ণকুমারী', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো'	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
'নীলদর্পন', 'সধবার একাদশী'	দীনবন্ধু মিত্র
জমিদার-দর্পন	মীর মশাররফ হোসেন
প্রফুল্ল	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বিসর্জন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাজাহান	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
নবান্ন	বিজন ভট্টাচার্য
ছেঁড়াতার	তুলসী লাহিড়ী
টিনের তলোয়ার	উৎপল দত্ত
নেমেসিস	নুরুল মোমেন
বহিপীর	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
চিঠি	মুনীর চৌধুরী
মানচিত্র	আনিস চৌধুরী
'মাইলস্টোন', 'কালবেলা'	সাইদ আহমদ
'রাজা অনুস্বারের পালা', 'কি চাহ শঙ্খচিল'	মমতাজ উদ্দীন আহমদ
'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', নূরলদীনের সারাজীবন'	সৈয়দ শামসুল হক
'শুভ্র সুন্দর কল্যাণী আনন্দ',	জিয়া হায়দার

'এলেবেলে'	
নাম	**রচয়িতা**
'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'মেরাজ ফকিরের মা'	আবদুল্লাহ আল মামুন
'ওরা কদম আলী', 'গিনিপিগ'	মামুনুর রশীদ
'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল'	সেলিম আল দীন
'তালপাতার সেপাই', 'ইংগিত'	এম এম সোলায়মান

☑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে ইতিহাসের 'বহুতর ঘটনাপুঞ্জ' এবং বিবিধ অনুষঙ্গকে সাহিত্যে পরিহার করার পক্ষে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সিরাজউদ্দৌলা – সিকানদার আবু জাফর

☑ নাটকটি চারটি অঙ্কে বারোটি দৃশ্যে রচিত। এর মধ্যে আটটি দৃশ্যেই সিরাজ স্বয়ং উপস্থিত।

☑ নাটকে প্রায় চল্লিশটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। সিরাজ ব্যতীত প্রতিটি চরিত্রই একমাত্রিক।

☑ ঘসেটি বেগম, ক্লাইভ বা মিরজাফর – কেবলই শঠ মানসিকতার অধিকারী।

☑ মিরমর্দন, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা তথা নারায়ণ সিংহ – কেবলই নীতিবান, শুদ্ধ মানুষ।

☑ লুৎফুন্নেসার কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই পাঠকের চোখে পড়ে না।

☑ সিরাজের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনায় নাট্যকার বলেন : 'শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।'

☑ নবাব আলিবর্দি খাঁর প্রকৃত নাম – মির্জা মুহাম্মদ আলি।

☑ ১৭৪০ সালের ৯ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের কাছে গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করে আলিবর্দি খাঁ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নিযুক্ত হন।

☑ আলিবর্দি খাঁ তাঁর শাসনামলে বর্গি প্রধান ভাস্কর পন্ডিতসহ ২৩ জনকে হত্যা করে বর্গিদের সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করেন।

☑ 'ক্লাইভের গাধা' বলে পরিচিত মিরজাফর ১৭৫৭ সালের ২৯ জুন ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন।

☑ রবার্ট ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন – ১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর।

☑ উমিচাঁদ লাহোরের অধিবাসী শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

☑ ইংরেজদের সাথে উমিচাঁদসহ বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের চুক্তি হয় – ১৫ দফা।

☑ উমিচাঁদকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যে জাল দলিলে ক্লাইভ ও মিরজাফর প্রমুখেরা সই করেছিলেন তাতে সই করেননি – ইংরেজ নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল ওয়াটসন।

Boighar.com

☑ অন্ধকূপ হত্যা কাহিনি (Black Hole Tragedy) নামক মিথ্যা কাহিনি বানিয়েছিলেন – ডা. হলওয়েল (নবার সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁর শাসনামলকে কলঙ্কিত করার প্রয়াসে)।

☑ কলকাতায় ব্ল্যাক হোল মনুমেন্ট নির্মাণ করেছিলেন – হলওয়েল (যেটি পরে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সরিয়ে দেন)।

☑ জগৎশেঠ জৈন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন যার প্রকৃত নাম – ফতেহ্ চাঁদ।

☑ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পিতামাতা ছিলেন – জয়েন উদ্দিন ও আমিনা বেগম।

☑ নবাব সিরাজউদ্দৌলা শহিদ হন – ২ জুলাই ১৭৫৭ সালে।

☑ নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা ছিলেন মির্জা ইরিচ খানের কন্যা।

☑ ফোর্ট উইলিয়াম বাণিজ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৭০৬ সালে।

☑ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে আলিনগরের সন্ধি সম্পাদিত হয় – ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

☑ আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কলকাতা নগরী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা সেখানে দুর্গ স্থাপন ও টাকশাল প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাগ করে।

লাল নীল দীপাবলি – হুমায়ুন আজাদ

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

সূচনা

১. "ভারততীর্থ" কবিতাটি লিখেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম বই বা প্রথম কাব্যগ্রন্থ - চর্যাপদ।
৩. চর্যাপদ রচিত হয়েছিলো - ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দে।
৪. "যারা বাংলায় জন্মে বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে তারা কেনো এদেশ ছেড়ে চলে যায় না? তারা চলে যাক।" - এই কথাটি বলেছেন কবি আবদুল হাকিম।
৫. বাংলা ভাষা উদ্ভূত হয় যেভাবে-

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বদলে হয় পালি ভাষা। পালি ভাষায় বৌদ্ধরা ধর্মগ্রন্থ লিখতেন। এই পালি ভাষা ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত ভাষা হয়। এই প্রাকৃত ভাষাও বদলাতে শুরু করে এবং দশম শতকের মাঝ ভাগে এসে রুপ নেয় বাংলা ভাষায়।

৬. চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয় – সন্ধ্যা ভাষা।

বাংলা সাহিত্যের তিন যুগ

৭. বাংলা সাহিত্যের তিন যুগঃ
ক) প্রাচীন যুগ - ৯৫০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত।
খ) মধ্য যুগ - ১৩৫০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত।
গ) আধুনিক যুগ - ১৮০০ থেকে আজ পর্যন্ত।
৮. এদেশের নামের কাহিনী বলেন - সম্রাট আকবরের সভার এক রত্ন আবুল ফজল।
৯. পশ্চিম বাংলা প্রথমবারের মতো একত্রিত হয় - গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলে।
১০. "বঙ্গ" নামে বাংলার সমস্ত জনপদ একত্র করেন - পাঠানরা।
১১. ১২০০ থেকে ১৩৫০ শতাব্দীকে বলা হয় - অন্ধকার যুগ।

১২. মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল - বৈষ্ণব পদাবলী।
১৩. প্রথম উপন্যাস লিখেন - প্যারীচাঁদ মিত্র।
১৪. প্রথম উপন্যাসের নাম - আলালের ঘরে দুলাল।
১৫. প্রথম মহাকাব্য লিখেন - মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
১৬. প্রথম মহাকাব্যের নাম - মেঘনাদবধকাব্য।
১৭. প্রথম ট্র্যাজেডি – কৃষ্ণকুমারীনাটক।

প্রথম প্রদীপ : চর্যাপদ

১৮. চর্যাপদের অন্য নাম- চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয় বা চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়।
১৯. চর্যাপদের সাথে আবিষ্কৃত আরো দুটি বই- ডাকার্ণব ও দোহাকোষ।
২০. বইগুলো আবিষ্কার হয় - নেপালের রাজ দরবার গ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে।
২১. বইগুলো আবিষ্কার করেন - হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
২২. ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে একটি বই লিখেন এবং প্রমাণ করেন চর্যাপদ শুধু বাঙালির। বইটির নাম - বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ (১৯২৬) / [Origin & Development of the Bengali Language]।
২৩. চর্যাপদ কতগুলো পদ বা কবিতা বা গানের সংকলন। এতে রয়েছে - ৪৬টি পূর্ণ কবিতা এবং ১টি ছেঁড়া খণ্ডিত কবিতা।
২৪. এ কবিতাগুলো লিখেছেন - ২৪জন বৌদ্ধ বাউল কবি।
২৫. তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি কবিতা লিখেছেন - কাহ্নপাদ, ১৩টি।
২৬. কাহ্নপাদের অন্য নাম - কৃষ্ণাচার্য।
২৭. অন্যান্যরা কবিতা লিখেছেন যথাক্রমে - ভুসুকপাদ ৮টি, সরহপাদ ৪টি, কুক্কুরিপাদ ৩টি; লুইপাদ, শান্তিপাদ, শবরপাদ ২টি করে এবং বাকি সবাই ১টি করে।
২৮. বাংলা সাহিত্যে শ্রেণি সংগ্রামের প্রথম সূচনা হয় - কবিতাতে।
২৯. চর্যাপদের সবচেয়ে ভালো কবিতাটি লিখেছেন - শবরীপাদ।
৩০. কবিতাটির দুটি লাইন-
উষ্চা উষ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী।

প্রদীপ জ্বললো আবার : মঙ্গলকাব্য

৩১. বাংলা ভাষার প্রথম মহাকবি, প্রথম রবীন্দ্রনাথ - বড়ু চণ্ডীদাস।
৩২. "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যটি রচনা করেন - বড়ু চণ্ডীদাস।
৩৩. মধ্যযুগের শুরুতে রচিত হয় - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
৩৪. কাব্যটি প্রথম উদ্ধার হয় - ১৯০৯ সালে (বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে)।
৩৫. কাব্যটি উদ্ধার করেন - শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
৩৬. কাব্যটির নায়ক নায়িকা - কৃষ্ণ ও রাধা।
৩৭. মঙ্গলকাব্য হচ্ছে - মধ্যযুগের উপন্যাস।
৩৮. মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে- প্রায় ৫০০ বছর ধরে।
৩৯. "বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ অপাঠ্য" বলেছেন - সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
৪০. মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে - চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল।
৪১. মনসামঙ্গল লিখেছেন - কানাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস।
৪২. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেছেন- মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়, দ্বিজ রামদেব প্রমুখ।
৪৩. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের লেখকদের মধ্যে দুজন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের আসন পান। তারা হলেন - কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র।
৪৪. মনসামঙ্গলের দুজন সেরা কবি হলেন- বিজয়গুপ্ত এবং বংশীদাস।
৪৫. চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী হল দুইটি - একটি কালকেতু ও ফুল্লরার এবং অপরটি ধনপতি ও লহনার।
৪৬. মনসামঙ্গলের কাহিনী একটি। কাহিনীটি হলো - বেহুলা ও লখিন্দরের।
৪৭. মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য হলো - ধর্ম ও দেবতাকেন্দ্রিক।
৪৮. চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্র - কালকেতু, ফুল্লরা, ভাডুদত্ত।
৪৯. মনসামঙ্গলের চরিত্র- চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

৫০. মুকুন্দুরাম চক্রবর্তী কবির উপাধি ছিলো- কবিকঙ্কন।
৫১. কবি মুকুন্দরাম যদি মধ্যযুগে জন্ম না নিয়ে বর্তমান কালে জন্ম নিতেন তাহলে হতেন - ঔপন্যাসিক।
৫২. "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"- এই বিখ্যাত পংক্তিটি রচনা করেছেন - ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৫৩. ভারতচন্দ্রের উপাধি ছিল - রায়গুণাকর (তিনি মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি)।
৫৪. ভারতচন্দ্রকে "রায়গুণাকর" উপাধি দিয়েছিলো – কৃষ্ণচন্দ্র (নবদ্বীপের রাজা)।
৫৫. "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" - এই প্রার্থনাটি করেন - ঈশ্বরী পাটনি।
৫৬. "বিদ্যাসুন্দর"- এর রচয়িতা - ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৫৭. অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৫৮. অন্নদামঙ্গল কাব্যের ৩টি ভাগ - অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ভবানন্দ-মানসিংহ কাহিনী।
৫৯. অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র গুণকীর্তন করতে চেয়েছিলেন - কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের।
৬০. ভারতচন্দ্র লিখিত অনেক কথা পরিণত হয় প্রবাদে। যেমন -
- "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"
- "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়"।

উজ্জ্বলতম আলো : বৈষ্ণব পদাবলি

৬১. চৈতন্যদেবের জীবনকাল - ১৪৮৬ - ১৫৩৩। জন্মস্থান নবদ্বীপে এবং মারা যান পুরীতে।
৬২. চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম - বৈষ্ণব।
৬৩. বৈষ্ণব কবিতার প্রধান পাত্র-পাত্রী - রাধা ও কৃষ্ণ।
৬৪. সৃষ্টি বা বৈষ্ণবদের ভাষায় রাধা হলো - জীবাত্মা।
৬৫. সৃষ্টি বা বৈষ্ণবদের ভাষায় কৃষ্ণ হলো - পরমাত্মা।
৬৬. বৈষ্ণব কবিতা হলো – গীতি কবিতা।

৬৭. বৈষ্ণবদের মতানুসারে রস ৫ প্রকার। যথা – শান্ত, সখ্য, দাস্য, মধুর, এবং বাৎসল্য।
৬৮. বৈষ্ণবদের কবিতা সর্বপ্রথম সংকলন করেন - বাবা আউল মনোহর দাস।
৬৯. বাবা আউল মনোহর দাসের সংকলনগ্রন্থটির নাম - পদসমুদ্র।
৭০. রবীন্দ্রনাথ যদি মধ্যযুগে জন্ম নিতেন, তবে তিনি হতেন একজন - বৈষ্ণব কবি।
৭১. বিদ্যাপতি কবিতা রচনা করতেন - ব্রজবুলি নামক এক ভাষায়।
৭২. ব্রজবুলি ভাষায় রয়েছে - হিন্দি শব্দ, বাংলা শব্দ এবং প্রাকৃত শব্দ।
৭৩. "সই কেবা শুনাইলো শ্যাম নাম"-পদটি রচনা করেন - চণ্ডীদাস।
৭৪. "রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোরে"
পদটি রচনা করেন - জ্ঞানদাস।
৭৫. বিদ্যাপতি ছিলেন - মিথিলার কবি।
৭৬. বিদ্যাপতির গ্রন্থগুলোর নাম হলো – পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার।
৭৭. বিদ্যাপতির উপাধি হলো - কবিকন্ঠহার।
৭৮. বাংলা কবিতায় তিনজন চন্ডীদাস আছেন, তারা হলেন - বড়ু চন্ডীদাস, দীন চন্ডীদাস এবং দ্বিজ চন্ডীদাস।
৭৯. বাংলা কবিতায় প্রথম মহাকবি - বড়ু চন্ডীদাস।
৮০. বড়ু চন্ডীদাসের একটি কাব্য পাওয়া গেছে, কাব্যটির নাম - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
৮১. দ্বিজ চন্ডীদাস ছিলেন – বাশুলী দেবীর ভক্ত।
৮২. "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"- উক্তিটি চন্ডীদাসের।
৮৩. চৈতন্যদেবের আসল নাম - বিশ্বম্ভর আর ডাক নাম - নিমাই। আরেক নাম – গৌরাঙ্গ বা গোরা।
৮৪. চৈতন্যদেব বলেন - "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।"
৮৫. চৈতন্যদেবের জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো ও রচয়িতা –

- ☑ চৈতন্য ভাগবত – বৃন্দাবন দাস (প্রথম)
- ☑ চৈতন্যচরিতামৃত – কৃষ্ণদাস

☑ চৈতন্যমঙ্গল – লোচন দাস

দেবতার মতো দুজন এবং কয়েকজন অনুবাদক

৮৬. জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন - মার্টিন লুথার
৮৭. রামায়ণের অনুবাদক - কবি কৃত্তিবাস।
৮৮. মহাভারতের অনুবাদক - কবি কাশীরাম দাস।
৮৯. রামায়ণের প্রথম অনুবাদক - কৃত্তিবাস।
৯০. রামায়ণের আরেকজন অনুবাদক চন্দ্রাবতীর জন্ম - ১৫৫০ সালে।
৯১. চন্দ্রাবতী হলেন - মনসামঙ্গল কাব্যের কবি বংশী দাসের কন্যা।
৯২. মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক - কাশীরাম দাস।
৯৩. মহাভারতের প্রথম অনুবাদক – কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
৯৪. হিন্দু ধর্মের একটি পবিত্র বই - ভাগবত। বইটির অনুবাদক - মালাধর বসু।
৯৫. মালাধর বসুর ভাগবতের অন্য নাম - শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
৯৬. একজন মুসলমান রাজা মালাধর বসুকে উপাধি দেন - গুণরাজ খান।
৯৭. কৃত্তিবাসকে উদ্দেশ্য করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেন - কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি।
৯৮. কৃত্তিবাসের রামায়ণের অন্য নাম- শ্রীরামপাঞ্চালি।
৯৯. "পুরস্কার" কবিতাটি রচনা করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০০. “পুরস্কার” কবিতার নায়কের নাম - কবি।
১০১. কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রথম মুদ্রিত হয় - ১৮০২ কিংবা ১৮০৩ সালে।
১০২. কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রথম মুদ্রণ করে - শ্রীরামপুরের খ্রিস্টীয় পাদ্রিরা।
১০৩. মহাভারত রচিত হয় - ১৬০২-১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

ভিন্ন প্রদীপ : মুসলমান কবিরা

১০৪. বাংলা ভাষার প্রথম মুসলমান কবি - শাহ মুহাম্মদ সগীর।
১০৫. তিনি কাব্য রচনা করেন - সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে।

১০৬. শাহ্ মুহাম্মদ সগীরের কাব্যের নাম - ইউসুফ-জুলেখা।

১০৭. আধুনিককালে সাহিত্যের মূল বিষয় - মানুষ।

১০৮. লাইলি মজনুর প্রণয়ের কথা বলেন - বাহ্‌রাম খান।

১০৯. লাইলি মজনুর গল্প অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন ফরাসি কবি - জামি (এই কাব্যের অনুবাদই মুলত বাহ্‌রামের "লাইলি মজনু")।

১১০. বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে বই লিখেন - সাবিরিদ খান।

১১১. সাবিরিদ খান বিদ্যাসুন্দর ছাড়াও লিখেন - রসুলবিজয়, হানিফা ও কয়রা পরী।

১১২. মনোহর – মধুমালতীর কাহিনী লিখেন - মুহাম্মদ কবির।

১১৩. "শবেমিরাজ" কাব্যের রচয়িতা - কবি সৈয়দ সুলতান।

১১৪. "নসিহৎনামা " কাব্যটির রচয়িতা - আফজল আলী।

১১৫. "গাজিবিজয়" ও "গোরক্ষবিজয়" নামে কাব্য লিখেন - শেখ ফয়জুল্লাহ।

১১৬. কবি সৈয়দ সুলতান রচিত কাব্যগুলো – নবীবংশ, শবেমিরাজ, রসুলবিজয়, ওফাতে রসুল, ইবলিশনামা, জয়কুম রাজার লড়াই, জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানচৌতিশা।

১১৭. মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিমের কয়েকটি কাব্য – ইউসুফ জুলেখা, কারবালা, নূরনামা, শহরনামা।

১১৮.

"যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।"

পংক্তিটির রচয়িতা- কবি আবদুল হাকিম (নূরনামা কাব্যে)।

১১৯. আরাকানের প্রাচীন নাম - রোসাঙ্গ।

১২০. কাজী দৌলতের অসমাপ্ত কাব্যের নাম - সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী।

১২১.কোরেশী মাগন ঠাকুরের কাব্যের নাম -চন্দ্রাবতী।

১২২. গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুঁথি সংগ্রহ করেন - চট্টগ্রামের অধিবাসী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

১২৩. আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্য - পদ্মাবতী।

১২৪. "পদ্মাবতী" রচিত হয় - ১৬৪৮ সালে।

১২৫. "পদ্মাবতী" একটি হিন্দি কাব্যের কাব্যানুবাদ। কাব্যটির নাম - পদুমাবত।
১২৬. "পদুমাবত" এর রচয়িতা- বিখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সি।
১২৭. আলাওলের কাব্যগুলো হলো – পদ্মাবতী, হপ্তপয়কর, তোহফা, সয়ফুল-মুলক বদিউজ্জামাল, দারাসেকেন্দারনামা ইত্যাদি।
১২৮. পদ্মাবতীর চরিত্র - পদ্মাবতী, রত্নসেন, নাগমতি, আলাউদ্দিন খিলজি, দেবপাল।

Boighar.com

লোকসাহিত্য : বুকের বাশরি

১২৯.লোকসাহিত্যকে বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন – ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
১৩০. চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত গীতিকাগুলো সম্পাদনা করেন - ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।
১৩১. ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দে'র সংগৃহীত গীতিকাগুলো প্রকাশ করেন - ময়মনসিংহ গীতিকা (১৯২০) নামে।
১৩২. দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংগৃহীত রুপকথার নাম - ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি।
১৩৩. উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সংগৃহীত রুপকথার নাম - টুনটুনির বই।
১৩৪. মহুয়া গীতিকার চরিত্র - মহুয়া, হুমরা বেদে, নদের চাঁদ, পালঙ।
১৩৫. মধ্যযুগের শেষ বড় কবি ভারতচন্দ্র মারা যান - ১৭৬০ সালে।
১৩৬. কবিগান রচয়িতাদের জীবনী সংগ্রহ করেন - কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)।
১৩৭. টপ্পার রাজা ছিলেন - নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩০)।
১৩৮. নিধুবাবুর পুরো নাম- রামনিধি গুপ্ত।
১৩৯.

নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা,
পুরে কি আশা?

- পঙক্তিগুলো রচনা করেন - রামনিধি গুপ্ত।
১৪০. পুঁথি সাহিত্যকে বলা হয় – মিশ্র ভাষারীতির কাব্য, বটতলার পুঁথি।

১৪১.পুঁথি সাহিত্যের কবিতাগুলো ছাপা হত - আরবী ফারসির মতো ডান দিক থেকে।
১৪২. ফকির গরীবুল্লাহর কাব্যগুলো হলো –

- ☑ ইউসুফ জুলেখা
- ☑ আমির হামজা
- ☑ জঙ্গনামা
- ☑ সোনাভান
- ☑ সত্যপীরের পুঁথি।

১৪৩. মোহাম্মদ দানেশের কাব্য হলো –

- ☑ গুলবে সানোয়ারা
- ☑ চাহার দরবেশ
- ☑ নুরুল ইমান
- ☑ হাতেমতাই

অভিনব আলোর ঝলক : আধুনিক যুগ

১৪৪. চম্পূকাব্য হলো- গদ্যেপদ্যে লেখা কাব্য।
১৪৫. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় - ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে।
১৪৬. তিনটি বাংলা গদ্যে লেখা বই মুদ্রিত হয়েছিলো পর্তুগালের লিবসন থেকে। মুদ্রিত হয় - ১৭৪৩ সালে।
১৪৭. বইগুলো বাংলা ভাষায় লেখা হলেও ছাপা হয়েছিলো – রোমান অক্ষরে।
১৪৮. “ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ” বইটি লিখেন- দোম আন তোনিও।
১৪৯. ”কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” ও “বাংলা পর্তুগিজ অভিধান” লিখেন - মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ।
১৫০. উইলিয়াম কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দেন - ১৮০১ সালে, বাংলা ও

সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক রূপে।
১৫১. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাপাখানা থেকে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙ্গালির যে বইটি সর্বপ্রথম বের হয় সেটির নাম - প্রতাপাদিত্যচরিত্র।
১৫২. "প্রতাপাদিত্যচরিত্র" বইটি প্রকাশিত হয়েছে - ১৮০১ সালে।
১৫৩."প্রতাপাদিত্যচরিত্র" বইটি লিখেছেন - রামরাম বসু।
১৫৪. রামরাম বসুর লেখা আরেকটি বই - লিপিমালা, প্রকাশ কাল ১৮০২ অব্দ।
১৫৫. রামরাম বসু বাংলা শিখিয়েছিলেন - ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিচালক উইলিয়াম কেরিকে।
১৫৬. উইলিয়াম কেরির লেখা প্রথম বই - কথোপকথন।
১৫৭. উইলিয়াম কেরির "কথোপকথন" প্রকাশিত হয় - ১৮০১ সালে।
১৫৮. উইলিয়াম কেরির লেখা দ্বিতীয় বই - ইতিহাসমালা।
১৫৯. উইলিয়াম কেরির "ইতিহাসমালা" প্রকাশিত হয় - ১৮১২ সালে।
১৬০. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বই লিখেছেন - মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)।
১৬১. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এর লেখা বইগুলো –

- ☑ বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)
- ☑ হিতোপদেশ (১৮০৮)
- ☑ রাজাবলি (১৮০৮)
- ☑ প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩)
- ☑ বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭)।

১৬২. তোতা ইতিহাস লিখেছেন - চন্ডীচরণ।
১৬৩. এশপের কাহিনী লিখেছেন- তারিণীচরণ মিত্র।
১৬৪. পুরুষপরীক্ষা (১৮১৫) লিখেছেন - হরপ্রসাদ রায়।
১৬৫. বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করেন - শ্রীরামপুরের মিশনারিরা, ১৮১৮ সালে।
১৬৬. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার নাম - দিকদর্শন।
১৬৭. দিকদর্শন পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৮১৮ সালে।

১৬৮. ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরের মিশন থেকে প্রকাশিত আরো একটি পত্রিকা - সমাচার দর্পণ।
১৬৯. বাঙালিদের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত পত্রিকা - বাঙ্গালা গেজেট।
১৭০. "শিব প্রসাদ রায়" ছদ্মনামে রাজা রামমোহন রায় বের করেন - ব্রাহ্মণ-সেবধি, ১৮২১ সালে।
১৭১. ভবানীচরণের সম্পাদনা করা পত্রিকাগুলো হলো- সম্বাদকৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকা (এই পত্রিকায় সতীদাহপ্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে লেখা হতো)।
১৭২. ভবানীচরণের বইগুলো হলো - কলিকাতা কমলালয়, নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস।
১৭৩. তৎকালীন সবচাইতে জনপ্রিয় পত্রিকা - সম্বাদপ্রভাকর।
১৭৪. "সম্বাদপ্রভাকর"- এর সম্পাদক ছিলেন - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
১৭৫. "সম্বাদপ্রভাকর" পত্রিকাটি সাপ্তাহিকরূপে প্রথম প্রকাশ পায় - ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি।
১৭৬. "সম্বাদপ্রভাকর" পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকায় রূপ নেয়- ১৮৩৯ সালে।
১৭৭. রামমোহন রচিত বাংলা বইসমূহ –

- ☑ বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)
- ☑ বেদান্তসার (১৮১৫)
- ☑ ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭)
- ☑ গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)
- ☑ প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮)
- ☑ পথ্যপ্রদান (১৮২৩)
- ☑ গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)

১৭৮. বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে।
১৭৯. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন - ১৮২০ অব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে।
১৮০. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা - ঠাকুর দাস ও মাতা - ভগবতী দেবী।

১৮১. দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি চিহ্নগুলো সবার আগে নিয়মিতভাবে সঠিক ব্যবহার করেন - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত প্রথম মৌলিক বই - বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)।

১৮৩. "জল পড়ে। পাতা নড়ে" – চরণটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত "বর্ণ-পরিচয়" বইয়ের।

১৮৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শেক্সপিয়রের "কমেডি অব অ্যাররস" বাংলায় রূপান্তরিত করেন - ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) নামে।

১৮৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর বইসমূহ -

- ☑ বাঙ্গলার ইতিহাস
- ☑ জীবনচরিত
- ☑ বর্ণ-পরিচয়
- ☑ কথামালা
- ☑ বোধোদয়
- ☑ আখ্যানমঞ্জরী

১৮৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর অনুবাদসমূহ - শকুন্তলা, সীতার বনবাস।

১৮৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর মৌলিক বইসমূহ –

- ☑ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫)
- ☑ বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫)
- ☑ ব্রজবিলাস (১৮৫৫)
- ☑ অতি অল্প হইলো (১৮৭৩)
- ☑ আবার অতি অল্প হইলো (১৮৭৩)
- ☑ প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২)
- ☑ স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯১) (এটি ছিল উনার আত্মজীবনী)।

১৮৮. "অতি অল্প হইল" এবং "আবার অতি অল্প হইল" রচনা করেছিলেন- কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" ছদ্মনামে।

১৮৯. "প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২)" - একটি শোকগাথা।

১৯০. বিখ্যাত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন - অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন - কাব্যময় গদ্যলেখক।
১৯২. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন -ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।
১৯৩. বিখ্যাত পত্রিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) এর সম্পাদক ছিলেন - রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
১৯৪. প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম - টেকচাঁদ ঠাকুর।
১৯৫. প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৪ সালে এক বন্ধুর সাথে প্রতিষ্ঠা করেন -"মাসিক পত্রিকা" নামক এক পত্রিকা।
১৯৬. প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরে দুলাল" বই আকারে প্রথম বের হয় - ১৮৫৮ সালে।
১৯৭. প্যারীচাঁদ মিত্রের আরো কিছু বই-

- ☑ মদ খাওয়ার বড় দায় জাত থাকার কী উপায় (১৮৫৯)
- ☑ রামারঞ্জিকা (১৮৬০)
- ☑ যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫)
- ☑ ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮)
- ☑ বামাতোষিণী (১৮৮১)

১৯৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ চলতি গদ্যে লেখা বইয়ের নাম – হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২)।
১৯৯. "আলালের ঘরে দুলাল" এর চরিত্র - মতিলাল, ঠকচাচা।
২০০. "পদ্মিনী উপাখ্যান" (১৮৫৮) কাব্যের রচয়িতা - রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়।
২০১. "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়", চরণটি রচনা করেন - রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, "পদ্মিনী উপাখ্যান" (১৮৫৮) কাব্যে।
২০২. রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় এর আরো কিছু কাব্য হলো- কর্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)।
২০৩. বাংলা কবিতায় আধুনিকতা আনেন - মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-

১৮৭৩)।
২০৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজী ভাষায় রচিত দুইটি কাব্য - ক্যাপটিভ লেডি, ভিশনস অফ দি পাস্ট।
২০৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতার ভুবনে আসেন - ১৮৫৯ সালে।
২০৬. মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে কাব্যের মাধ্যমে বাংলা কবিতায় আসেন তার নাম - তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য। "তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য" কাব্যটি একটি চার সর্গের আখ্যায়িকা কাব্য।
২০৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান কাব্য - মেঘনাদবধকাব্য। মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হয় - ১৮৬১ সালে।
২০৮. "মেঘনাদবধকাব্য" একটি - নয় সর্গে রচিত কাব্য।
২০৯. মেঘনাদবদকাব্যের নায়কের নাম - রাবণ।
২০৮. মাইকেল মধুসূদন দত্তের আরো কিছু কাব্যগ্রন্থ – ব্রজাঙ্গনাকাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনাকাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)।
২০৯. বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
২০৯. মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম সনেট লিখেন - ১৮৬০ সালে। যার নাম প্রথমে দিয়েছিলেন চতুর্দশপদী কবিতা।
২১০. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম সনেটটি পরে পূণর্লিখিত হয়ে নাম পায় - বঙ্গভাষা।
২১১. কায়কোবাদের কাব্যগুলো –

- ☑ মহাশ্মশান কাব্য (১৯০৪)
- ☑ মহররম শরিফ কাব্য (১৯৩২)
- ☑ শিবমন্দির (১৯৩৮)
- ☑ বিরহবিলাপ (১৮৭০)
- ☑ অশ্রুমালা (১৮৯৫)

২১২. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে কায়কোবাদ রচনা করেন - মহাশ্মশান কাব্য।
২১৩. নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন - পলাশীর যুদ্ধ, ক্লিওপেট্রা, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্ভাস ইত্যাদি।

২১৪. হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন - বৃত্রসংহার, বীরবাহুকাব্য।
২১৫. রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের "ভোরের পাখি" বলেছেন - বিহারীলাল চক্রবর্তীকে।
২১৬. বিহারীলাল চক্রবর্তী রচিত কবিতার বইসমূহ -

- ☑ সঙ্গীতশতক (১৮৬২)
- ☑ প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০)
- ☑ বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)
- ☑ নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০)
- ☑ সারদামঙ্গল (১৮৮৬)
- ☑ সাধের আসন।

২১৭. "মহিলা" কাব্যের রচয়িতা - সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
২১৮. "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের রচয়িতা - দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২১৯. ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের নাম- ঐতিহাসিক উপন্যাস।
২২০. গোবিন্দচন্দ্র দাস রচিত কিছু কাব্য- প্রেম ও ফুল, শোকোচ্ছ্বাস, মগের মুল্লুক।
২২১."এষা" কাব্যের রচয়িতা - অক্ষয়কুমার বড়াল।

উপন্যাস : মানুষের মহাকাব্য

২২২. ক্যাথরিন ম্যুলেনস রচিত বইয়ের নাম - ফুলমণি ও করুণার বিবরণ।
২২৩."ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" প্রকাশিত হয় - ১৮৫২ সালে।
২২৪. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনা করেন - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২২৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) জন্মগ্রহণ করেন - হুগলী জেলার কাঁটালপাড়া গ্রামে।
২২৬. ভারতের সর্বপ্রথম গ্র্যাজুয়েট – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২২৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস মোট - ১৪টি।
২২৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ইংরেজী উপন্যাস - রাজমোহন'স ওয়াইফ (রাজমোহনের স্ত্রী)।
২২৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম বাংলা উপন্যাস - দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)।
২৩০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহঃ

- ☑ দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
- ☑ কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)
- ☑ চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)
- ☑ আনন্দমঠ (১৮৮২)
- ☑ রাজসিংহ (১৮৮২)
- ☑ সীতারাম (১৮৮৭)
- ☑ দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪)
- ☑ বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)
- ☑ কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)
- ☑ মৃণালিনী (১৮৬৯)
- ☑ ইন্দিরা (১৮৭৩)
- ☑ যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)
- ☑ রজনী (১৮৭৭)
- ☑ রাধা রাণী (১৮৭৭)

২৩১. স্বর্ণকুমারী দেবী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বোন) রচিত উপন্যাসসমূহ -

- ☑ দীপনির্বাণ (১৮৭৬)
- ☑ ছিন্নমুকুল (১৮৭৬)
- ☑ হুগলির ইমামবাড়ি (১৮৯৪)
- ☑ কাহাকে (১৮৭৮)
- ☑ বিদ্রোহ (১৮৯০)
- ☑ মিবাররাজ (১৮৯৪)
- ☑ ফুলের মালা (১৮৯৪)
- ☑ মিলন রাত্রি (১৯২৫

নাটক : জীবনের দ্বন্দ্ব

২৩২. বাংলায় প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন এক বিদেশি (রাশিয়ান)। তার নাম - গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯ -১৮১৮)।
২৩৩. গেরাসিম লেবেদেফ যে অনুবাদ নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করেন তার নাম - ডিসগাইস।
২৩৪. "ডিসগাইস" নামক প্রহসনের অনুবাদ নাটকটি এ অঞ্চলে মঞ্চস্থ হয় - ১৭৯৫ সালে।
২৩৫. বাংলা ভাষার প্রথম নাটকের নাম - ভদ্রার্জুন।
২৩৬. "ভদ্রার্জুন" নাটকটি লিখেছেন - তারাচরণ শিকদার।
২৩৭. বাংলা ভাষার প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক - কীর্তিবিলাস (১৮৫২)।
২৩৮. কীর্তিবিলাসের রচয়িতা - যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত।
২৩৯. "মার্চেন্ট অফ ভেনিস" অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষ লিখেন - ভানুমতী-চিত্তবিলাস

নাটক (১৮৫৩)।
২৪০. হরচন্দ্র ঘোষ "রোমিও এন্ড জুলিয়েট" অবলম্বনে লিখেন- চারুমুখচিত্তহরা (১৮৬৪)।
২৪১. "নাটুকে রামনারায়ণ" ডাকা হতো - রামনারায়ণ তর্করত্নকে।

২৪২. রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা নাটকগুলো হলো -

- ☑ কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪)
- ☑ বেনীসংহার (১৮৫৬)
- ☑ রত্নাবলী (১৮৫৮)
- ☑ অভিজ্ঞানশকুন্তল (১৮৬০)
- ☑ মালতীমাধব (১৮৬৭)
- ☑ রুক্মিনীহরণ (১৮৭১)
- ☑ কংসবধ (১৮৭৫)
- ☑ ধর্মবিজয় (১৮৭৫)
- ☑ নবনাটক (১৮৬৬)

২৪৩. রামনারায়ণ তর্করত্নের কয়েকটি প্রহসন হচ্ছে - যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয়সংকট, বুঝলে কিনা।
২৪৪. সাবিত্রী-সত্যবান (১৮৫৮) রচনা করেন - কালীপ্রসন্ন সিংহ।
২৪৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম নাটক - শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)।
২৪৬. বাংলা ভাষার সত্যিকারের প্রথম আধুনিক নাটক - শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) (মধুসূদন এটির কাহিনী নেন মহাভারত থেকে)।
২৪৭.
"অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"
শর্মিষ্ঠা নাটকের শুরুতে লিখেছেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
২৪৮. মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিতীয় নাটক - পদ্মাবতী। এটির কাহিনী নেন তিনি গ্রীক উপকথা প্যারিসের বিচার নামের একটি গল্প থেকে।
২৪৯. মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ নাটক - কৃষ্ণকুমারীনাটক (নাটকটি লিখেছেন ১৮৬০ সালে, আর প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে)। এই নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন

টডের রাজস্থান থেকে।

২৫০. মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় – নাটক মায়াকানন (১৮৭৪)।

২৫১. মধুসূদনের প্রহসনগুলো হলো - একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

২৫২. দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) পিতৃপ্রদত্ত নাম- গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র।

২৫৩. দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক - নীলদর্পণ (১৮৬০)।

২৫৪. নবীনমাধন যে নাটকের চরিত্র - নীলদর্পণ (১৮৬০)।

২৫৫. দীনন্ধু মিত্রের অন্যান্য নাটক –

- ☑ নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩)
- ☑ সধবার একাদশী (১৮৬৬)
- ☑ বিয়ে পাগলা বুড়া (১৮৬৬)
- ☑ লীলাবতী (১৮৬৭)
- ☑ জামাই বারিক (১৮৭২)
- ☑ কমলে কামিনী (১৮৭৩)

২৫৬. মীর মোশারফ হোসেন রচিত নাটকসমূহ - বসন্তকুমারী (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩)।

২৫৭. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত নাটকসমূহ –

- ☑ কল্কি অবতার (১৮৯৫)
- ☑ বিরহ (১৮৯৭)
- ☑ তারাবাঈ (১৯০৩)
- ☑ প্রতাপসিংহ (১৯০৫)
- ☑ দূর্গাদাস (১৯০৬)
- ☑ নূরজাহান (১৯০৮)
- ☑ মেবার পতন (১৯০৮)
- ☑ শাজাহান (১৯০৯)
- ☑ চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)

রবীন্দ্রনাথ : প্রতিদিনের সূর্য

২৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম - ১৮৬১ সালের ৭ মে।

২৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা-মাতা- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদা দেবী।

২৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকান্তরিত হন - ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (বাংলা- ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ)।

২৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের নামে প্রথম যে কবিতাটি বের হয় - হিন্দুমেলার উপহার।

২৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে বইটি সবার আগে ছাপানো হয় - কবি কাহিনী।

২৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার জেতেন - ১৯১৩ সালে।

২৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা -

- ☑ কবিকাহিনী (১৮৭৮)
- ☑ বনফুল (১৮৮০)
- ☑ ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)
- ☑ সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)
- ☑ ছবি ও গান (১৮৮৪)
- ☑ শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪)
- ☑ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪)
- ☑ কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)
- ☑ মানসী (১৮৯০)
- ☑ চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২)
- ☑ সোনার তরী (১৮৯৪)
- ☑ নদী (১৮৯৬)
- ☑ চিত্রা (১৮৯৬)
- ☑ চৈতালি (১৮৯৬)
- ☑ কণিকা (১৮৯৯)
- ☑ কথা (১৯০০)
- ☑ কল্পনা (১৯০০)
- ☑ ক্ষণিকা (১৯০০)
- ☑ নৈবেদ্য (১৯০১)
- ☑ খেয়া (১৯০৬)
- ☑ শিশু (১৯০৯)
- ☑ গীতাঞ্জলি (১৯১০)
- ☑ স্মরণ (১৯১৪)
- ☑ বলাকা (১৯১৬)
- ☑ পলাতকা (১৯১৮)
- ☑ শিশু ভোলানাথ (১৯২২)
- ☑ পূরবী (১৯২৫)
- ☑ লেখন (১৯২৭)
- ☑ মহুয়া (১৯২৯)

Boighar.com

- ☑ বনবাণী (১৯৩১)
- ☑ পরিবেশ (১৯৩২)
- ☑ পুনশ্চ (১৯৩২)
- ☑ বিচিত্রিতা(১৯৩৩)
- ☑ শেষ সপ্তক (১৯৩৫)
- ☑ বীথিকা (১৯৩৫)
- ☑ পত্রপুট (১৯৩৬)
- ☑ শ্যামলী (১৯৩৬)
- ☑ খাপছাড়া (১৯৩৭)
- ☑ ছড়ার ছবি (১৯৩৭)
- ☑ প্রান্তিক (১৯৩৮)
- ☑ সেঁজুতি (১৯৩৮)
- ☑ প্রহাসিনী (১৯৩৯)
- ☑ আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯)
- ☑ নবজাতক (১৯৪০)
- ☑ সানাই (১৯৪০)
- ☑ রোগশয্যায় (১৯৪০)
- ☑ আরোগ্য (১৯৪১)
- ☑ জন্মদিনে (১৯৪১)
- ☑ ছড়া (১৯৪১)
- ☑ শেষলেখা (১৯৪১)
- ☑ স্ফুলিঙ্গ (১৯৪৫)
- ☑ বৈকালিক (১৯৫১)
- ☑ চিত্রবিচিত্র (১৯৫৪)

২৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য ও নাটকের নাম –

- ☑ বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১)
- ☑ কালমৃগয়া (১৮৮২)
- ☑ মায়ার খেলা (১৮৮৮)
- ☑ রাজা ও রানী (১৮৮৯)
- ☑ বিসর্জন (১৮৯০)
- ☑ বৈকুন্ঠের খাতা (১৮৯৭)
- ☑ ডাকঘর (১৯১২)
- ☑ অচলায়তন (১৯১২)
- ☑ বসন্ত (১৯২৩)
- ☑ চিরকুমার সভা (১৯২৬)
- ☑ রক্তকরবী (১৯২৬)
- ☑ কালের যাত্রা (১৯৩২)
- ☑ তাসের দেশ (১৯৩৩)
- ☑ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬

২৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম –

- ☑ করুণা (অসমাপ্ত, ১৮৭৭)
- ☑ বৌ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩)
- ☑ রাজর্ষি (১৮৮৭)
- ☑ চোখের বালি (১৯০৩)

- ☑ নৌকাডুবি (১৯০৬)
- ☑ ঘরে বাইরে (১৯১৬)
- ☑ চতুরঙ্গ (১৯১৬)
- ☑ যোগাযোগ (১৯২৯)
- ☑ শেষের কবিতা (১৯২৯)
- ☑ দুই বোন (১৯৩৩)
- ☑ মালঞ্চ (১৯৩৪)
- ☑ চার অধ্যায় (১৯৩৪)

২৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য গল্পের বই এর নাম –

- ☑ ছোটগল্প (১৮৯৪)
- ☑ বিচিত্র গল্প (১৮৯৪)
- ☑ কর্মফল (১৯০৩)
- ☑ গল্পসপ্তক (১৯১৬)
- ☑ তিনসঙ্গী (১৯৪০)
- ☑ গল্পসল্প (১৯৪১)

২৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী সংক্রান্ত বই এর নাম-

- ☑ য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র (১৮৮১)
- ☑ য়ুরোপযাত্রীর ডায়রি (১ম খণ্ড ১৮৯১, ২য় খণ্ড ১৮৯৩)
- ☑ জাপানি যাত্রী (১৯১৯)
- ☑ রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১)
- ☑ পথে ও পথের প্রান্তে (১৯৩৮) ইত্যাদি।

২৬৯.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য ভাষা ও সাহিত্য সমালোচনা সংক্রান্ত বইয়ের নাম - সমালোচনা (১৮৮৮), প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), লোকসাহিত্য (১৯০৭)ইত্যাদি।

২৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য গানের বইয়ের নাম - রবিচ্ছায়া (১৮৮৫), গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪) ইত্যাদি।

২৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ - বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩), মন্ত্রী অভিষেক (১৮৯০), ভারতবর্ষ (১৯০৬) ইত্যাদি।

২৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী - জীবনস্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০)।
২৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু চিঠিপত্র সংক্রান্ত বই - চিঠিপত্র (১৮৮৭), ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৯৩০), ছিন্নপত্রাবলী (১৯৬০)।
২৭৪.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার কিছু সংকলন - কাব্যগ্রন্থাবলী (১৮৯৬), চয়নিকা (১৯০৯), সঞ্চয়িতা (১৯৩১), রবীন্দ্ররচনাবলী (১৯৩৯)।
২৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সংকলন বের হয় - ১৮৯৬ সালে।
২৭৬.
"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছে আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।"
- রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা।

বিশ শতকের আলো : আধুনিকতা

২৭৭. "ছন্দের যাদুকর" উপাধি পেয়েছেন - সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
২৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকটি কাব্য –

- ☑ বেণু ও বীণা (১৯০৬)
- ☑ কুহু ও কেকা (১৯১২)
- ☑ হোমশিখা (১৯০৭)
- ☑ অভ্র-আবীর (১৯১৬)।

২৭৯. "কাজলা-দিদি" কবিতাটি লিখেছেন - যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
২৮০. যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কাব্য - রেখা (১৯১০), অপরাজিতা (১৯১৩), নাগকেশর (১৯১৭)।
২৮১. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্য -

- ☑ অগ্নিবীণা (১৯২২)
- ☑ পূবের হাওয়া (১৯৩২)
- ☑ দোলনচাঁপা (১৯৩০)
- ☑ বিষের বাঁশী (১৯৩১)
- ☑ ভাঙ্গার গান (১৯৩১)
- ☑ ছায়ানট (১৯৩০)

২৮২. পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের কাব্য –

- ☑ রাখালী (১৯২৭)
- ☑ নকশী কাঁথার মাঠ (১৯৩৬)
- ☑ বালুচর (১৯৩৭)
- ☑ সোজনবাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩)

২৮৩. সাহিত্য পত্রিকা "কল্লোল" প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৯২৩ সালে।

২৮৪. সাহিত্য পত্রিকা "কালি ও কলম" প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৯২৬ সালে।

২৮৫. "কবিতা" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন - বুদ্ধদেব বসু।

২৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে বলেছেন - চিত্ররূপময়।

২৮৭. বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে বলেছেন - নির্জনতম কবি।

২৮৮. জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ গুলো হলো –

- ☑ ঝরাপালক (১৯৩৪)
- ☑ ধূসর পান্ডুলিপি (১৯৪৩)
- ☑ বনলতা সেন (১৯৪৯)
- ☑ মহাপৃথিবী (১৯৫১)
- ☑ সাতটি তারার তিমির (১৯৫৫)
- ☑ রূপসী বাংলা (১৯৫৭)
- ☑ বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)

২৮৯. অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ –

- ☑ খসড়া (১৯৪৫)
- ☑ একমুঠো (১৯৪৬)
- ☑ মাটির দেয়াল (১৯৪৯)
- ☑ অভিজ্ঞানবসন্ত (১৯৫০)
- ☑ দূরযাত্রী (১৯৫১)
- ☑ পারাপার (১৯৬০)
- ☑ ঘরে ফেরার দিন
- ☑ হারানো অর্কিড।

২৯০. বাংলা ভাষায় মার্কসীয় ধারার শ্রেষ্ঠ কবি - সুকান্ত ভট্টাচার্য।

২৯১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছু প্রধান উপন্যাস –

BOIGHAR.COM

- ☑ পল্লীসমাজ (১৯১৬)
- ☑ দেবদাস (১৯১৭)
- ☑ চরিত্রহীন (১৯১৭)
- ☑ দত্তা (১৯১৮)
- ☑ গৃহদাহ (১৯২০)
- ☑ পথের দাবী (১৯২৬)
- ☑ পরিণীতা (১৯১৪)
- ☑ বিরাজ বৌ (১৯১৪)
- ☑ চন্দ্রনাথ (১৯১৬)
- ☑ দেনা- পাওনা (১৯২৩)
- ☑ শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)
- ☑ বিপ্রদাস (১৯৩৫)
- ☑ শ্রীকান্ত (চার পর্ব- ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩) ইত্যাদি।

২৯২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো –

- ☑ পথের পাঁচালী (১৯২৯)
- ☑ অপরাজিত (১৯৩২)
- ☑ আরণ্যক (১৯৪৫)
- ☑ আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪৭)

২৯৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো –

- ☑ ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯)
- ☑ গণদেবতা (১৯৪২)
- ☑ পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩)
- ☑ হাসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)
- ☑ কবি (১৯৪৭)
- ☑ নাগিনীকন্যার কাহিনী (১৯৫১)।

২৯৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আসল নাম - প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস -

- ☑ দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫)
- ☑ পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬)
- ☑ পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬)
- ☑ শহরতলী (১৯৪০)
- ☑ চতুষ্কোণ (১৯৪৮)

২৯৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ –

- ☑ অতসী মামী (১৯৩৫)
- ☑ প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)
- ☑ সরীসৃপ (১৯৩৯)।
- ☑ আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)
- ☑ ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)

২৯৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প - মন্দির (১৯০৩)।

২৯৮. প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম- বীরবল।

২৯৯. ১৯১৪ সালে একটি প্রভাবশালী পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করে প্রমথ চৌধুরী, পত্রিকাটির নাম - সবুজপত্র।

৩০০. প্রমথ চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ - সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদ-চরণ (১৯১৯)।

৩০১. প্রমথ চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ- চার ইয়ারী কথা (১৯১৬)।

৩০২. বাংলা কবিতায় আধুনিকতা আনা পাঁচ কবি (পঞ্চপান্ডব) –

- ☑ বুদ্ধদেব বসু
- ☑ জীবনানন্দ দাশ
- ☑ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
- ☑ বিষ্ণু দে
- ☑ অমিয় চক্রবর্তী।

Boighar.com

৩০৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থগুলো হলো –

- ☑ তন্বী
- ☑ অর্কেস্ট্রা
- ☑ ক্রন্দসী
- ☑ উত্তর ফাল্গুনী।

৩০৪. বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থগুলো হলো –

- ☑ দময়ন্তী
- ☑ যে আধার আলোর অধিক
- ☑ মরচে পড়া পেরেকের গান
- ☑ স্বাগত বিদায়

৩০৫. বিষ্ণু দের কাব্যগ্রন্থগুলো হলো –

- ☑ উর্বশী ও আর্টেমিস
- ☑ চোরাবালি
- ☑ সন্দ্বীপের চর
- ☑ নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

☑ সাত ভাই চম্পা
☑ তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
☑ স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ
☑ সেই অন্ধকার চাই

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- "চন্দ্র" – একটি প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত শব্দ।
- "সাধারণ মেয়ে" কবিতার রচয়িতা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- মনসামঙ্গল কাব্যের ধোপানির নাম – নেতা।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর সর্বপ্রথম কবিতা রচনা করেন – রামচন্দ্র মুনশির বাড়িতে।
- বাবা আউল মনোহর দাসের কতৃক সংকলিত পনের হাজার বৈষ্ণব কবিতার সংকলন – পদসমুদ্র।
- বৈষ্ণব কবিতার চার মহাকবি – বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস।
- "মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ"- বলেছেন আলাওল।
- মহুয়ার চিরদিনের বান্ধবী – পালঙ।
- কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রাচীন – গোজলা গুঁই।
- কবি অ্যান্টনিও ফিরিঙ্গি ছিলেন – পর্তুগিজ।
- পয়ার ছন্দকে নতুন রূপ দিয়ে মাইকেল মধুসূদন সৃষ্টি করেন – অমিত্রাক্ষর বা প্রবাহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।
- সবার আগে বাংলা গদ্যের ছন্দ আবিষ্কার করেন – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- "প্রভাবতী সম্ভাষণ" কাব্যের প্রভাবতী ছিলো – রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আড়াই বছরের শিশুকন্যা যার মৃত্য হয় শিশুকালেই।
- "ব্রজাঙ্গনা" হলো – রাধার বিরহ নিয়ে রচিত কাব্য।

- অলঙ্কারশোভিত ঘনঘটাময় মহাকাব্যের নৈর্ব্যক্তিক কবি – মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- বাংলা কবিতার প্রথম খাপ না খাওয়া কবি – বিহারীলাল চক্রবর্তী।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বিএ পরীক্ষা গ্রহণ করে – ১৮৫৮ সালে।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায় যে নাট্যকারের নাটক "কুনাট্য" – গিরিশচন্দ্র।
- শেক্সপিয়ারের "ম্যাকবেথ" অনুবাদ করেন – গিরিশচন্দ্র।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান – অস্ত্রোপচারের ফলে।
- পল্লীকবি জসিম উদদীনের ওপর প্রভাব রয়েছে – কুমুদরঞ্জন মল্লিকের।
- জীবনানন্দ দাশের "অবসরের গান" কবিতাটি - "ধূসর পান্ডুলিপি" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "মন্দির" গল্পের জন্য পেয়েছিলেন – কুন্তলীন পুরস্কার।
- "কলকাতার ইলেকট্রা" – বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক।

মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

ভাষা

১. ভাষার মূল উপাদান - ধ্বনি। ভাষা সৃষ্টি হয় -বাগযন্ত্রের দ্বারা।
২. ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর – ৬ষ্ঠ বৃহৎ মাতৃভাষা।
৩. সাধুরীতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো -
ক. সাধু রীতি ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট।
খ. এই রীতি গুরুগম্ভীর এবং তৎসম শব্দবহুল।
গ. এটি নাটকের সংলাপ এবং বক্তৃতার জন্য অনুপযোগী।
ঘ. এই রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।
৪. চলিত রীতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো -
ক. চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
খ. এই রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।
গ. চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য এবং নাটক ও সংলাপের জন্য বেশি উপযোগী।
ঘ. চলিত রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত ও সহজ রূপ লাভ করে।
৫। গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দের সাধু ও চলিত রূপ নিম্নে দেয়া হলো -

সাধু	চলিত
মস্তক	মাথা
জুতা	জুতো
তুলা	তুলো
শুষ্ক / শুকনা	শুকনো
বন্য	বুনো
পূর্বেই	আগেই
সহিত	সাথে

৬. তৎসম শব্দঃ যেসব শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে এবং রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, তাদের তৎসম শব্দ বলে। উদাহরণ - চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি। "তৎসম" একটি পারিভাষিক শব্দ।

৭. তদ্ভব শব্দঃ যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় স্থান পেয়েছে, তাদের তদ্ভব শব্দ বলে। উদাহরণ -

সংস্কৃত	প্রাকৃত	[illegible]
হস্ত	হুথ	হাত
চর্মকার	চম্মআর	চামার

[তদ্ভব শব্দকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়য়।]

৮. অর্ধ-তৎসম শব্দঃ যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় স্থান পেয়েছে, তাদের অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। উদাহরণ -

জ্যোৎস্না	জ্যোছনা
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ
গৃহিণী	গিন্নী
বৈষ্ণব	বোষ্টম
কুৎসিত	কুচ্ছিত

৯. দেশী শব্দঃ বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (কোল, মুন্ডা) ব্যবহৃত শব্দকে দেশী শব্দ বলে।। উদাহরণ - কুলা, গঞ্জ, চোঙা, টোপর, ডাব, ডাগর, ডিঙা, ঢেঁকি ইত্যাদি। [কুড়ি (কোল ভাষা), পেট (তামিল ভাষা), চুলা (মুন্ডারী ভাষা)]

১০. পর্তুগিজ শব্দ - আনারস, আলপিন, আলমারি , গীর্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি, পেয়ারা ইত্যাদি।

১১. ফরাসি শব্দ - কার্তুজ, কুপন, ডিপো,রেস্তোরা ইত্যাদি।

১২. ওলন্দাজ শব্দ - ইস্কাপন, টেককা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।

১৩. গুজরাটি শব্দ - খদ্দর, হরতাল ইত্যাদি।

১৪. পাঞ্জাবি শব্দ - চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।
১৫. তুর্কি শব্দ - চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।
১৬. চীনা শব্দ - চা, চিনি ইত্যাদি।
১৭. মায়ানমার শব্দ - লুঙ্গি, ফুঙ্গি ইত্যাদি।
১৮. জাপানি শব্দ - রিক্সা, হারিকিরি ইত্যাদি।
১৯. আরবী শব্দ - আল্লাহ্, ইসলাম, ইমান, যাকাত, কলম, কিতাব, ইদ, নগদ, বাকি, ওজর, গোসল, হালাল, আদালত, উকিল, গায়েব, মোক্তার, রায়, কানুন, এজলাস, খারিজ, ইনসান, মহাকুমা, মুন্সেফ ইত্যাদি।
২০. ফারসি শব্দ - রোযা, চশমা, তারিখ, তোশক, আমদানি, জবানবন্দি, দফতর, দরবার, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ্, মেথর, রসদ, বান্দা, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাস, রফতানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।
২১. মিশ্র শব্দ -
ক) রাজা-বাদশা (তৎসম +ফারসি)
খ) হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)
গ) হেডমৌলভী (ইংরেজি + ফারসি)
ঘ) খ্রিস্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম)
ঙ) ডাক্তারখানা (ইংরেজি + ফারসি)
চ) পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা)
ছ) চৌহদ্দি (ফারসি + আরবি)
২২. পারিভাষিক শব্দ-
ক) অম্লজান- Oxygen
খ) উদযান - Hydrogen
গ) নথি - File
ঘ) মহাব্যবস্থাপক - General Manager
ঙ) সাময়িকী – Periodical
চ) বেতার – Radio

ছ) সচিব – Secretary

জ) স্নাতক – Graduate

ঝ) স্নাতকোত্তর – Post Graduate

ঞ) অভিধানতত্ত্ব – Lexicography

আরও কিছু পারিভাষিক শব্দ

১। Zodiac - রাশিচক্র, ২। Good Offices – মধ্যস্থতা,

৩। Good Will – সুনাম, ৪। Forefiet – বাজেয়াপ্ত করা।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

২৩. ভাষার মৌলিক অংশ – চারটি। যথা – ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ।

২৪.ধ্বনি তত্ত্বের (Phonology) আলোচ্য বিষয় -

ক) ধ্বনি

খ) ধ্বনির উচ্চারণ

গ) ণত্ব ও ষত্ব বিধান

ঘ) সন্ধি

ঙ) বানান।

[ধ্বনির লিখিত রূপ / প্রতীক বা চিহ্ন –বর্ণ।]

২৫.শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বের (Morphology) আলোচ্য বিষয় -

ক) শব্দ ও শব্দরূপ

খ) দ্বিরুক্ত শব্দ

গ) লিঙ্গ

ঘ) বচন

ঙ) পদাশ্রিত নির্দেশক

চ) সমাস

ছ) উপসর্গ ও অনুসর্গ

জ) কারক
ঝ) ধাতু
ঞ) পদ প্রকরণ
ট) অনুজ্ঞা।
[শব্দের ক্ষুদ্রাংশ – রূপ (Morpheme)]
২৬. পদক্রম বা বাক্যতত্ত্বের (Syntax) আলোচ্য বিষয় - বাচ্য, বিরামচিহ্ন, বাগধারা, পদ, ধ্বনি গঠন, বাক্য সংকোচন।
২৭. অর্থতত্ত্বের (Semantics) আলোচ্য বিষয় – শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ।
[বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয়- প্রাতিপদিক। যেমন – হাত, বই, কলম ইত্যাদি।]

ধ্বনি ও ধ্বনির পরিবর্তন

২৮. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় - বর্ণ।
২৯. বাংলা বর্ণমালায় বর্ণ আছে- ৫০টি।
এর মধ্যে স্বরবর্ণ আছে- ১১ টি
ব্যঞ্জনবর্ণ আছে- ৩৯ টি।
৩০. দ্বিস্বর বা যুগ্ম স্বরধ্বনির প্রতীক - ঐ, ঔ। যেমন- অ+ই = অই বা ঐ, অ+উ = অউ বা ও+উ = ঔ।
৩১. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় - "সংক্ষিপ্ত স্বর" বা "কার"। ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় - ফলা।
৩২. ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় - ফলা।
[ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি – স্পর্শ ধ্বনি।]
৩৩. ং, ঃ, ঁ এ তিনটি বর্ণকে বলা হয় - পরাশ্রয়ী বর্ণ।
৩৪. ং, ঃ, ঁ বর্ণগুলোকে পরাশ্রয়ী বর্ণ বলা হয়, কারণ - এ বর্ণগুলো স্বাধীন বা

স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত না হয়ে বরং এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাথে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়।

৩৫. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা - ২৫।

৩৬.একসাথে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে বলা হয় - যৌগিক স্বর বা সন্ধিস্বর বা সান্ধ্যস্বর বা দ্বি-স্বর। যেমন -অ+ই = অই (বই)।

৩৭. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ - ২টি (ঐ ও ঔ)।

৩৮.যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়না তাকে বলা হয় -অঘোষ ধ্বনি। যেমন -ক,খ,চ,ছ ইত্যাদি।

৩৯. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলা হয় - ঘোষ ধ্বনি। যেমন - গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

৪০. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় - অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন- ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

৪১. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় - মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন - খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

৪২. যে বর্ণ উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি ধরে রাখতে পারি তাকে বলা হয় - উষ্মধ্বনি বা শিশ ধ্বনি। যেমন - শ, ষ, স, হ।

৪৩. শ, ষ, স হলো - অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

৪৪." হ" হলো - ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

৪১. জিহ্বামূলীয় বা কন্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি হলো - ক, খ, গ, ঘ, ঙ। এদের "ক" বর্গীয় ধ্বনিও বলা হয়।

৪২. তালব্য স্পর্শধ্বনি হলো - চ, ছ, জ, ঝ, ঞ । এদের বলা হয় "চ" বর্গীয় ধ্বনি।

৪৩. মূর্ধন্য ধ্বনি হলো - ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। এদের "ট" বর্গীয় ধ্বনি বলা হয়।

৪৪. দন্ত্যধ্বনি হলো - ত, থ, দ, ধ, ন। এদের "ত" বর্গীয় ধ্বনিও বলা হয়।

৪৫. ওষ্ঠ্যধ্বনি - প, ফ, ব, ভ, ম। এদের কে "প" বর্গীয় ধ্বনিও বলা হয়।

৪৬. নাসিক্য ধ্বনি হলো - ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

৪৭. অন্তঃস্থ ধ্বনি হলো - য, র, ল, ব।

৪৮. কম্পনজাত ধ্বনি হলো - র।

৪৯. পার্শ্বিক ধ্বনি হলো - ল।

৫০. তাড়নজাত ধ্বনি হলো - ড়, ঢ়।

৫১. কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তবর্ণ হলো –

ক্ষ – ক+ ষ

হ্ম - হ্+ ম

হ্ন - হ্+ ন

হ্ণ – হ্+ণ

ঞ্চ - ঞ + চ

জ্ঞ - জ + ঞ

ঞ্জ - ঞ + জ

Boighar.com

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
শ, ষ, স			হ	

৫২.মধ্য স্বরাগম,বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তিঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মাঝে স্বরধ্বনি আসাকে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলা হয়। উদাহরণ- রত্ন রতন, প্রীতি>পিরীতি।

[আদি স্বরাগমঃ শব্দের শুরুতে স্বরধ্বনি আসাকে আদি স্বরাগম বলা হয়। উদাহরণ – স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন>ইস্টিশন।]

৫৩. অন্ত্যস্বরাগমঃ শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসাকে বলে। উদাহরণ - দিশ > দিশা, সত্য>সত্যি।

৫৪. অপিনিহিতিঃ পরের ই- কার বা উ-কার আগে উচ্চারিত হলে তাকে বলে অপিনিহিতি। উদাহরণ - আজি > আইজ, মারি>মাইর।

৫৫. অসমীকরণঃ একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝে কোন স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তা অসমীকরণ। উদাহরণ - ধপ+ধপ > ধপাধপ, টপ+টপ>টপাটপ।

[স্বরসঙ্গতিঃ একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটাকে স্বরসঙ্গতি বলে। উদাহরণ –দেশি>দিশি, মুলা>মুলো।

৫৬. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপঃ দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত বা মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে সম্প্রকর্ষ বলা হয়। যেমন - আজি > আজ, জানালা>জানলা।

৫৭. ধ্বনি বিপর্যয়ঃ শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। উদাহরণ - রিকসা > রিসকা, পিশাচ > পিচাশ।

৫৮. সমীভবনঃ শব্দমধ্যস্ত দুটো ভিন্ন ধ্বনি একরকম হয়ে যাওয়াই মূলত স্বরধ্বনি। যেমন - কাঁদনা > কান্না, জন্ম>জম্ম।

৫৯. বিষমীভবনঃ দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তন হওয়াকে বিষমীভবন বলে। যেমন - লাল >নাল, শরীর>শরীল।

৬০. ব্যঞ্জন বিকৃতিঃ শব্দ মধ্যে কোন কোন সময় কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যবহৃত হওয়াকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন - কবাট >কপাট, ধোবা>ধোপা।

[ব্যঞ্জনচ্যুতিঃ সম উচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপ পাওয়াকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বলে। উদাহরণ –বউ দিদি>বউদি, বড় দাদা>বড়দা।

৬১. অন্তর্হতিঃ পদের মধ্যে কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে তখন তাকে বলে অন্তর্হতি।

যেমন - ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার>ফলার।

৬২. অভিশ্রুতিঃ একটি স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে যাওয়ার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির যে পরিবর্তন হয় তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন - শুনিয়া > শুনে, মাছুয়া>মেছো।

[বাংলা ভাষা লিখিত হয় – বঙ্গলিপিতে। সাধিত শব্দ দুই প্রকার - নাম শব্দ ও ক্রিয়া। সাধিত শব্দের দুইটি অংশ –প্রকৃতি ও প্রত্যয়। নাম শব্দ বা শব্দমূলের সাথে থাকে – তদ্ধিত বা তদ্ধিতান্ত প্রত্যয় (হাত+ল = হাতল, মুখ+র = মুখর ইত্যাদি)। ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে থাকে – কৃৎ বা কৃদন্ত প্রত্যয় (চল+অন্ত = চলন্ত, জম+আ = জমা) স্বাধীনভাবে শব্দের সাথে প্রযুক্ত হয়ে অর্থ বদলায় – অনুসর্গ।]

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

৬৩. মূর্ধণ্য - ণ এর ব্যবহার নাই – দেশী, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে।

৬৪. মূর্ধণ্য ধ্বনি ব্যবহৃত হয় - তৎসম শব্দে।

৬৫. সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত - ণ ত্ব বিধান খাটে না; দন্ত্য – ন হয়।

৬৬. ঋ, র, ষ এর পরে হয় - মূর্ধণ্য "ণ"। যেমন – ঋণ, বর্ণ।

৬৭. ঋ, র, ষ এর পরে ষ, য়, ব, হ, ং এবং ক-বর্গীয় ও প- বর্গীয় ধ্বনি থাকলে- মূর্ধণ্য "ণ" হয়। যেমন – কৃপণ, হরিণ, অর্পণ।

৬৮. কিছু শব্দে স্বভাবতই মূর্ধণ্য "ণ" হয়। যেমন -চাণিক্য, মাণিক্য, বাণিজ্য, লবণ, কল্যাণ, আপণ, লাবণ্য, নিপুণ, বণিক, বিপণি, পণ্য, গণনা ইত্যাদি।

৬৯. মূর্ধণ্য "ষ" এর ব্যবহার নেই - দেশী, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে।

৭০. মূর্ধণ্য "ষ" এর ব্যবহার আছে - তৎসম শব্দে।

৭১. ই - কারান্ত এবং উ - কারান্ত উপসর্গের পরে কিছু ধাতুতে মূর্ধণ্য "ষ" হয়। যেমন - অভিসেক > অভিষেক, বিসম>বিষম।

৭২. ঋ-কার ও র এর পরে হয়- " ষ "। যেমন – ঋষি, বর্ষা ইত্যাদি।

৭৩. ট ও ঠ এর সাথে দন্ত্য - স না হয়ে হয় - মূর্ধণ্য "ষ"। যথা - কষ্ট, স্পষ্ট ইত্যাদি।
৭৪. কতোগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধণ্য "ষ" হয়। যেমন - আষাঢ়, ঊষা, ঊষর, আভাষ, অভিলাষ, ঈষৎ, কোষ, পাষন্ড, পাষাণ, ভাষা, ভাষণ, ভাষ্য, মানুষ, সরিষা, ঔষধ, ঔষধি, ষোড়শ, পৌষ, ভূষণ, শোষণ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।
৭৫. ট বর্গীয় ধ্বনির আগে মূর্ধণ্য – ণ হয়। যেমন – ঘণ্টা, লণ্ঠন ইত্যাদি।
৭৬. সংস্কৃত "সাৎ" প্রত্যয়যুক্ত পদে ব্যবহৃত হয় না -মূর্ধণ্য "ষ"। যেমন – অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ ইত্যাদি।

সন্ধি

৭৭. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি (স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে) -যেসব সন্ধি কোন নিয়ম অনুসারে হয় না সেগুলো নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। যেমন -

- ☑ কুল + অটা= কুলটা
- ☑ অন্য + অন্য = অন্যান্য
- ☑ গো + অক্ষ – গবাক্ষ
- ☑ মার্ত + অন্ড = মার্তন্ড
- ☑ প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়
- ☑ শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন

৭৮. বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধিঃ
- ☑ উৎ + স্থান = উত্থান
- ☑ সম + কৃত = সংস্কৃত
- ☑ সম + কার = সংস্কার
- ☑ পরি + কার = পরিষ্কার
- ☑ উৎ+ স্থাপন = উত্থাপন

৭৯. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি (ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে) -
- ☑ আ + চর্য = আশ্চর্য
- ☑ বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি
- ☑ গো + পদ = গোষ্পদ
- ☑ তৎ + কর = তস্কর
- ☑ বন + পতি = বনস্পতি
- ☑ পর +পর = পরস্পর

- ☑ মনস + ঈষা = মনীষা
- ☑ এক + দশ = একাদশ
- ☑ ষট + দশ = ষোড়শ
- ☑ পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি

৮০. কয়েকটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ -

- ☑ বাচঃ + পতি = বাচস্পতি
- ☑ অহঃ + নিশা = অহর্নিশ
- ☑ ভাঃ + কর = ভাস্কর
- ☑ অহঃ + অহ = অহরহ

৮১. যেসব বিসর্গ সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না -

- ☑ প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল
- ☑ মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট
- ☑ শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া

[সন্ধির উদ্দেশ্য – স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা ও ধ্বনির মাধুর্য সম্পাদন। বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি হয় – সমীভবন নিয়মে। তৎসম সন্ধি মূলত – বর্ণ সংযোগের নিয়ম। তৎসম সন্ধি মূলত – ৩ প্রকার।]

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

৮২. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দগুলো হলো - সতীন, দাই, এয়ো, সধবা, সৎমা, অর্ধাঙ্গিনী, অসূর্যস্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী, কুলটা ইত্যাদি।

৮৩. নিত্য পুরুষবাচক শব্দগুলো হলো - কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার ইত্যাদি।

৮৪. পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই বুঝায় এমন শব্দগুলো হলো - জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু ইত্যাদি।

৮৫. যেসকল পুরুষবাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক রয়েছে –

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
দেবর	ননদ / জা
ভাই	বোন / ভাবী
শিক্ষক	শিক্ষয়িত্রী / শিক্ষকপত্নী
বন্ধু	বান্ধবী / বন্ধুপত্নী
দাদা	দিদি / বউদি

৮৬. বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না।

যেমন - সুন্দর বলদ - সুন্দর গাই।

৮৭. কুল উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা আছে।

যেমন - ঘোষ - ঘোষজা (কন্যা অর্থে) / ঘোষ জায়া (পত্নী অর্থে)।

৮৮. পুরুষবাচক শব্দের শেষে "অক" থাকলে স্ত্রীবাচকে তা হয়- "ইকা"।

যেমন – বালক – বালিকা , শ্যালক – শ্যালিকা। তবে ক্ষুদ্রার্থেও "ইকা" প্রত্যয় যোগ হয়ে শব্দ গঠন হতে পারে। নাটক - নাটিকা (নাটিকা স্ত্রীবাচক নয়। এটি ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। একইভাবে - মালা – মালিকা, গীত – গীতিকা, পুস্তক – পুস্তিকা এই শব্দগুলো ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮৯. আনী প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক না হয়ে ভিন্ন অর্থও প্রকাশ করে।

যেমন - অরণ্য - অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম - হিমানী (জমানো বরফ) ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত ও সংখ্যাবাচক শব্দ

৯০."পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির" - এখানে "মিটির মিটির" ব্যবহৃত হয়েছে - বিশেষণ অর্থে।

৯১. যুগ্মরীতির দ্বিরুক্ত শব্দ হলো - চুপচাপ, মিটমাট, মারামারি, হাতাহাতি ইত্যাদি।

৯২. "ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা"- এখানে "বাছা বাছা" ব্যবহৃত হয়েছে - ভাবের প্রগাঢ়তা অর্থে।

৯৩. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তিগুলো হলো - ভেউ ভেউ, ঘেউ ঘেউ, ঘচাঘচ, ঝিকিমিকি ইত্যাদি।

৯৪."চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা "-এখানে "চিকচিক" ব্যবহৃত হয়েছে – ক্রিয়া বিশেষণ রুপে।

৯৫. সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার। যথা -

ক) অংকবাচক - ১,২,৩, ...

খ) গণনাবাচক - এক,দুই,তিন, ...

গ) পূরণবাচক - প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ...

ঘ) তারিখ বাচক - পহেলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচই, ছউই, সাতই (তারিখ বাচকের প্রথম চারটি শব্দ হিন্দি নিয়মে সাধিত শব্দ)।

বচন ও পদাশ্রিত নির্দেশক

৯৬. উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহু বচনে ব্যবহৃত শব্দ - গণ, বৃন্দ, মন্ডলী, বর্গ।

৯৭. প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক শব্দে বহু বচনে ব্যবহৃত শব্দ - কুল, সকল, সব, সমূহ।

৯৮. অপ্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহু বচনবোধক শব্দ - আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি।

৯৯. পাল ও যূথ শব্দ দুটো ব্যবহৃত হয় কেবল - জন্তুর বহুবচনে।

১০০. কতিপয় বিদেশি শব্দে সে ভাষার অনুসরণে বহু বচন হয়।
যেমন - "আন যোগে" : বুজুর্গ - বুজুর্গান, সাহেব - সাহেবান।

১০১. একই সঙ্গে দুবার বহু বচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন –

- ☑ অশুদ্ধ : সকল মানুষেরাই মরণশীল
- ☑ শুদ্ধ : সব মানুষই মরণশীল

☑ শুদ্ধ : মানুষ মরণশীল

☑ শুদ্ধ : মানুষেরা মরণশীল

১০২. টি, টে, খানা, খানি ইত্যাদি শব্দ বা শব্দাংশকে বলা হয় - পদাশ্রিত নিদের্শক।

সমাস

১০৩. সমাস শব্দের অর্থ - সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ।

১০৪. সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে - সংস্কৃত থেকে।

১০৫. সমাস প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ পদের নাম - সমস্ত পদ।

১০৬. সমস্ত পদের অন্তর্গত পদগুলোকে বলা হয় - সমস্যমান পদ।

১০৭. সমাসযুক্ত পদের প্রথম ও পরবর্তী অংশ (শব্দ) - কে যথাক্রমে বলা হয় - পূর্বপদ ও উত্তরপদ বা পরপদ।

১০৮. যে বাক্যাংশ সমস্ত পদকে ভেঙ্গে করা হয় তার নাম - সমাসবাক্য বা ব্যসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য।

১০৯. সমাস ছয় প্রকার - দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

১১০. দ্বন্দ্ব সমাসঃ প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে যে সমাসে তাকে বলা হয় - দ্বন্দ্ব সমাস।

যেমন - দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম।

১১১. দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝাতে ব্যাস বাক্যে ব্যবহৃত হয় - এবং, ও, আর। যেমন- মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

১১২. অলুক দ্বন্দ্বঃ যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে বলা হয় - অলুক দ্বন্দ্ব। যেমন – ঘরে ও বাইরে = ঘরে-বাইরে।

১১৩. কর্মধারয় সমাসঃ বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে যখন বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রুপে প্রতীয়মান হয়

তখন তাকে বলা হয় - কর্মধারয় সমাস।

১১৪. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে তা হয় - পুরুষ বাচক। যেমন- সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা।

১১৫. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসঃ ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয় যে কর্মধারয় সমাসে তাকে বলে- মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যেমন- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

Boighar.com

১১৬. উপমান কর্মধারয় সমাসঃ সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক (তুলনীয় বস্তু) পদের যে সমাস হয় তাকে বলা হয় - উপমান কর্মধারয় সমাস। যেমন – তুষারের ন্যায় শুভ্র – তুষারশুভ্র, অরুণের মতো রাঙা – অরুণরাঙা।

[উপমিত কর্মধারয় সমাসঃ সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন - মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র, পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ।]

১১৭. রূপক কর্মধারয় সমাসঃ উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে তাকে বলা হয় - রূপক কর্মধারয় সমাস।

যেমন - ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি।

১১৮. তৎপুরুষ সমাসঃ পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে বলা হয় - তৎপুরুষ সমাস। যেমন - বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

[তৎপুরুষ সমাস ৯ প্রকার।]

১১৯. দ্বিতীয়া তৎপুরুষঃ পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (যেমন – কে, রে ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে বলা হয় - দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। যেমন - দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত।

১২০. তৃতীয়া তৎপুরুষঃ পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি (যেমন – দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক

ইত্যাদি) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে বলা হয় - তৃতীয়া তৎপুরুষ। যেমন – মন দিয়ে গড়া = মনগড়া।

১২১. ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও - তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- এক দ্বারা ঊন = একোন।

১২২. পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি (যেমন – দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপ না হলে হয় - অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ। যেমন- তেলে ভাজা = তেলেভাজা। কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা।

১২৩. চতুর্থী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (যেমন – কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপ পেয়ে হয় - চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস। যেমন - গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি। বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা।

১২৪. পঞ্চমী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (যেমন – হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপ পেয়ে হয় - পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস। যেমন- খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া।

১২৫.ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি (যেমন – র, এর ইত্যাদি) লোপ পেয়ে হয় - ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। যেমন - রাজার পুত্র = রাজপুত্র।

১২৬. সপ্তমী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (যেমন – এ, য়, তে ইত্যাদি) লোপ পেয়ে হয় - সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস। যেমন - গাছে পাকা = গাছপাকা।

১২৭. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কখনো কখনো ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন -

পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব।

১২৮. নঞ তৎপুরুষঃ না-বাচক নঞ অব্যয় (যেমন – না, নেই, নাই, নয় ইত্যাদি) পূর্বে বসে যে সমাস হয় তাকে বলা হয় - নঞ তৎপুরুষ সমাস। যেমন- ন আচার = অনাচার, ন কাতার = অকাতার।

১২৯. কৃৎ - প্রত্যয় যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত হয় তাকে বলে - উপপদ।

১৩০. কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয় তাকে বলে - উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

যেমন- জলে চরে যা = জলাচর, জল দেয় যে = জলদ, পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ।

১৩১. অলুক তৎপুরুষঃ পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি যে তৎপুরুষ সমাসে লোপ পায়না তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন - গায়ে পড়া = গায়েপড়া।

১৩২. সমস্যমান পদগুলোর অর্থ না বুঝিয়ে যে সমাসে অন্য পদ বোঝায় তাকে বলে - বহুব্রীহি সমাস। যেমন- বহু ব্রীহি(ধান) আছে যার = বহুব্রীহি।

১৩৩. বহুব্রীহি সমাস ৮ প্রকার - সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ, মধ্যপদলোপী, প্রত্যয়ান্ত, অলুক ও সংখ্যাবাচক।

১৩৪. সমানাধিকরণ বহুব্রীহিঃ পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে - সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হয়।

যেমন - হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী।

১৩৫. ব্যধিকরণ বহুব্রীহিঃ বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটাই বিশেষণ না হলে -ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয়। যেমন - আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ।

১৩৬. ব্যতিহার বহুব্রীহিঃ বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হলে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। যেমন - হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনি ভাবে- লাঠালাঠি, কোলাকুলি, গালাগালি ইত্যাদি।

১৩৭. নঞ বহুব্রীহিঃ বিশেষ্য পূর্বপদের সাথে নঞ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ বহুব্রীহি বলে। যেমন - ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান।

১৩৮. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহিঃ বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হলে তাকে বলা হয় - প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস। যেমন - এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ+আ)। নিঃ (নাই) খরচ যার = নি-খরচে = (খরচ+এ)।

১৩৯. উনপাজুরে একটি - প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস।

১৪০. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহিঃ পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ হলে তাকে বলে - সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস। যেমন - দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি।

১৪১. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদে যুক্ত হয় - আ, ই বা ঈ।

১৪২. নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ -

ক. দু'দিকে অপ যার = দ্বীপ

খ. অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ

গ. পন্ডিত হয়েও মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ

এমনিভাবে- নরপশু, জীবন্মৃত ইত্যাদি।

১৪৩. দ্বিগু সমাসঃ সমষ্টি বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে বলা হয় - দ্বিগু সমাস। যেমন - তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল।

১৪৪. অব্যয়ীভাব সমাসঃ পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে বলা হয় - অব্যয়ীভাব সমাস।

১৪৫. অব্যয়ীভাব সমাসের কিছু উদাহরণ –

- ☑ সামীপ্য (উপ) : কন্ঠের সমীপে = উপকন্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল।
- ☑ সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ।
- ☑ ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনদী।
- ☑ পর্যন্ত (আ) : পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।
- ☑ বিরোধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ।

১৪৬. প্রাদি সমাসঃ প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সাথে যদি কৃৎ -প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় তবে তাকে বলা হয় - প্রাদি সমাস। যেমন- পরি (চতুর্দিক) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ, প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন।

১৪৭. নিত্য সমাসঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে,

ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে বলা হয় - নিত্য সমাস। যেমন - অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর। কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র। অন্য গৃহ = গৃহান্তর। (বিষাক্ত)কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ। তুমি আমি ও সে = আমরা।
দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।

উপসর্গ

১৪৮. উপসর্গঃ যে অব্যয়সূচক শব্দাংশ কোন শব্দের আগে বসে ঐ শব্দের পরিবর্তন আনে, তাকে উপসর্গ বলে। বাংলা উপসর্গ মোট – ২১ টি। যথা - অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

১৪৯. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ মোট – ২০ টি। যথা - প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দূর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

১৫০. বাংলা উপসর্গের মধ্যে যে চারটি উপসর্গ তৎসমেও পাওয়া যায় - আ, সু, বি, নি।

১৫১. ফরাসি উপসর্গগুলো হলো (১০টি) - কার, বর, ফি, বদ, না, দর, কম, নিম, বে, না।

১৫২. আরবি উপসর্গগুলো হলো (৬টি) - আম, খাস, লা, গর।

১৫৩. ইংরেজী উপসর্গগুলো হলো (৪টি) - ফুল, হাফ, হেড, সাব।

১৫৪. উর্দু – হিন্দি উপসর্গ হলো – হর, হরেক।

অনুসর্গঃ অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ হলো কিছু অব্যয় শব্দ যা কখনো প্রাতিপাদিকের পরে আবার কখনো কে/র-বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন –

- ☑ বিনা — দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রতিপাদিকের পরে)
- ☑ দিয়ে — তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না। (কে-বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

☑ সনে ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর। (র-বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

ধাতু

১৫৫. ধাতু মূলত - তিন প্রকার। যথা- মৌলিক, সাধিত, যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১৫৬. মৌলিক ধাতুঃ যে ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না তাকে মৌলিক ধাতু বলে। মৌলিক ধাতুকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। যেমন - চল, পড়, কর, শো, হ, খা ইত্যাদি।

১৫৭. মৌলিক ধাতুকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা - বাংলা,সংস্কৃত ও বিদেশী ধাতু।

ক) বাংলা ধাতুঃ যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সরাসরি সংস্কৃত থেকে আসেনি সেসব ধাতুকে বাংলা ধাতু বলে। যেমন – কাট, কাঁদ,জান,নাচ ইত্যাদি।

খ) সংস্কৃত ধাতুঃ বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত আছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে।

যেমন – কৃ, গম,ধৃ,গঠ,স্থা ইত্যাদি।

গ) বিদেশী ধাতুঃ প্রধানত হিন্দি এবং আরবি -ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে বিদেশী ধাতু বা ক্রিয়ামূল বলে। যেমন - ভিক্ষা মেগে খায়। এই বাক্যে “মাগ” ধাতু হিন্দি “মাঙ” থেকে আগত।

১৫৮. অজ্ঞাতমূল ধাতুঃ যেসব ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা জানা যায় না তাদের অজ্ঞাতমূল ধাতু বলে। যেমন - হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে? - এই বাক্যে "হের" ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় নি। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

১৫৯. সাধিত ধাতুঃ মৌলিক ধাতু বা কোন নাম শব্দের সাথে "আ" প্রত্যয় যোগে যে ধাতু হয় তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন- দেখ + আ = দেখা, পড় + আ = পড়া ইত্যাদি।

১৬০.সাধিত ধাতু -তিন প্রকার। যথা-

ক) নাম ধাতুঃ বিশেষ্য,বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে "আ"প্রত্যয় যোগ হয়ে যে ধাতু হয় তাই নাম ধাতু। যেমন -সে ঘুমাচ্ছে। ঘুম থেকে নাম ধাতু "ঘুমা"।

খ) প্রযোজক ধাতুঃ মৌলিক ধাতুর সাথে প্রেরণার্থে (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) "আ" প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু গঠিত হয়। যেমন -পড় + আ = পড়া।

গ) কর্মবাচ্যের ধাতুঃ মৌলিক ধাতুর সাথে 'আ' প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাই কর্মবাচ্যের ধাতু। যেমন- হার + আ = হারা। কর্মবাচ্যের ধাতু মূলত প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্ভুক্ত।

১৬১. সংযোগমূলক ধাতুঃ বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে কর, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে ধাতু হয় তাই সংযোগমূলক ধাতু। যেমন - যোগ (বিশেষ্য) + কর(ধাতু) = যোগ কর (সংযোগমূলক ধাতু)।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

১৬২.কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে বলা হয় -কৃদন্ত পদ।

১৬৩.ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়ে যে প্রত্যয় হয় তাকে বলে - কৃৎ প্রত্যয়।

১৬৪."হার" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - √হার + আ।

১৬৫. "দোলনা" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - √দুল্ + অনা = দুলনা > দোলনা।

১৬৬. "উড়ন্ত" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - √উড়্ + অন্ত = উড়ন্ত।

১৬৭. "মোড়ক" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - √মুড়্ + অক = মোড়ক।

১৬৮. "কান্না" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - √কাদ্ +না = কাঁদনা > কান্না।

১৬৯. "উক্তি" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - √বচ্ +ক্তি।

১৭০. শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে বলে - তদ্ধিত

প্রত্যয়।

১৭১. পাগলামি শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - পাগল + আমি।

১৭২. "গরিষ্ঠ " শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - গুরু + ইষ্ঠ।

১৭৩. "গুণবান" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - গুণ+ বতুপ।

১৭৪. "মেধাবী" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল- মেধা+ বিন।

১৭৫. "মধুর" শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় হল - মধু + র।

১৭৬. "সূর্য + ষ্ণ = সৌর" হল - নিপাতনে সিদ্ধ তদ্ধিত প্রত্যয়।

["প্রকৃতি" বোঝানোর জন্য "√" চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।] Boighar.com

শব্দের প্রকারভেদ

১৭৭. গঠনমূলকভাবে শব্দ মূলত - দুই প্রকার। যথা - মৌলিক ও সাধিত শব্দ।

১৭৮. মৌলিক শব্দঃ যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা আলাদা করা যায় না তাদের মৌলিক শব্দ বলে। উদাহরণ - গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

১৭৯. সাধিত শব্দঃ যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায় সেগুলো হলো সাধিত শব্দ।

উদাহরণ - নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), গরমিল (গর + মিল) ইত্যাদি।

১৮০. অর্থমূলকভাবে শব্দ - তিন প্রকার। যথা - যৌগিক শব্দ, রূঢ়ি শব্দ ও যোগরূঢ় শব্দ।

১৮১. যৌগিক শব্দঃ যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। উদাহরণ - গায়ক, কর্তব্য, বাবুয়ানা, মধুর, দৌহিত্র, চিকামারা।

১৮২. রূঢ়ি শব্দঃ যেসব শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোন বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। উদাহরণ -

হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ - হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে পশুকে বোঝায়। এরকম আরো হলো - গবেষণা, বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ।

১৮৩. যোগরূঢ় শব্দঃ সমাস নিষ্পন্ন যেসব শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোন বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে,তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন - রাজপুত-"রাজার পুত্র" কিন্তু এই অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসাবে অর্থ হয়েছে "জাতি বিশেষ"। অনুরূপভাবে – পঙ্কজ, মহাযাত্রা, জলধি।

পদ

১৮৪.পদঃ বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ ও বিভক্তিযুক্ত প্রতিটি শব্দই -পদ।

১৮৫.পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ সব্যয় ও অব্যয় পদ।

১৮৬.সব্যয় পদ চার প্রকার। যথাঃ

ক. বিশেষ্য পদ

খ. বিশেষণ পদ

গ. সর্বনাম পদ

ঘ. ক্রিয়া পদ

১৮৭. বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথাঃ

ক. নামবাচক

খ. জাতিবাচক

গ. দ্রব্যবাচক

ঘ. সমষ্টিবাচক

ঙ. ভাববাচক

চ. গুণবাচক

১৮৮.নামবাচক বিশেষ্যঃ যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি,ভৌগলিক স্থান বা সংজ্ঞা বা গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয় তাকে বলা হয় -সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য। যেমন -

ফরিদ, সায়মা, চট্টগ্রাম, পদ্মা, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি।

১৮৯.জাতিবাচক বিশেষ্যঃ যে পদ দ্বারা কোন এক জাতীয় প্রাণি বা পদার্থের নাম বোঝায় তাকে বলা হয় - জাতিবাচক বিশেষ্য। যেমন- মানুষ, নদী ইত্যাদি।

১৯০. দ্রব্যবাচক বিশেষ্যঃ যে পদ দ্বারা উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায় তাকে বলা হয় -দ্রব্যবাচক বিশেষ্য।

১৯১. সমষ্টিবাচক বিশেষ্যঃ যে পদে একাধিক ব্যক্তি বা প্রাণির সমষ্টি বোঝায় তাকে বলা হয় – সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যেমন - মিছিল, সমিতি ইত্যাদি।

১৯২. ভাববাচক বিশেষ্যঃ যে পদে কোনো ক্রিয়া বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় - ভাববাচক বিশেষ্য। যেমন - গমন (যাওয়ার কাজ), দর্শন (দেখার কাজ) ইত্যাদি।

১৯৩. গুণবাচক বিশেষ্যঃ যে পদ দ্বারা দোষ বা গুণের নাম বুঝায় তাকে বলা হয় - গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন- মধুরতা, তিক্ততা ইত্যাদি।

১৯৪. বিশেষণ পদঃ যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বলা হয় - বিশেষণ পদ। যেমন - <u>চলন্ত</u> গাড়ি, <u>করুণাময়</u> তুমি।

১৯৫. ক্রিয়া বিশেষণঃ যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে তাকে বলা হয় - ক্রিয়া বিশেষণ। যেমন - <u>ধীরে ধীরে</u> বায়ু বয়।

১৯৬. বিশেষণীয় বিশেষণঃ যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষায়িত করে তাকে বলা হয় - বিশেষণীয় বিশেষণ। যেমন - <u>সামান্য</u> একটু দুধ দাও।

১৯৭. অব্যয়ের বিশেষণঃ যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ বা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে তাকে বলা হয় - অব্যয়ের বিশেষণ। যেমন - <u>ধিক</u> তারে, <u>শত ধিক</u> নির্লজ্জ যে জন।

১৯৮. "এ মাটি <u>সোনার</u> বাড়া" এটি হলো- বিশেষণের অতিশায়ন।

১৯৯. সর্বনাম পদঃ বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে - সর্বনাম পদ বলে।

২০০. আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম - উত্তম পুরুষ।

২০১. তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের ইত্যাদি সর্বনাম - মধ্যম পুরুষ।

২০২. সে, তাহারা, তারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাদের ইত্যাদি সর্বনাম - নাম পুরুষ।

২০৩. অব্যয় পদঃ যে পদ ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না তাকে বলে - অব্যয় পদ।

২০৪. অব্যয় পদ – প্রধানত চার প্রকার। যথা – সমুচ্চয়ী, অনুসর্গ বা পদান্বয়ী, অনন্বয়ী এবং অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক।

২০৫. বাংলা ভাষায় অব্যয় শব্দ তিন ধরনের। যথা –

- ☑ বাংলা অব্যয় শব্দ - আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।
- ☑ তৎসম অব্যয় শব্দ - যদি, যথা, সদা, সহসা ইত্যাদি।
- ☑ বিদেশি অব্যয় শব্দ – বহুত, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

২০৬. অনন্বয়ী অব্যয়ঃ যে সকল অব্যয় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে - অনন্বয়ী অব্যয়।

২০৭.অনন্বয়ী অব্যয়ের কিছু উদাহরণ –

- ☑ (উচ্ছাস প্রকাশে) - মরি মরি! কি সুন্দর প্রভাতে রূপ।
- ☑ (ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে) - ছি ছি, তুমি এত নীচ!
- ☑ (ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে) - কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়েনা।
- ☑ (সম্ভাবনা প্রকাশে) - পাছে লোকে কিছু কয়।

২০৮. ধ্বনাত্মক অব্যয়ঃ যে সকল অব্যয় রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে বলে - অনুকার বা ধ্বনাত্মক অব্যয়। যেমন-

☑ ব্রজের ধ্বনি = কড় কড়।
☑ বৃষ্টির তুমুল শব্দ = ঝম ঝম।
☑ কোকিলের রব = কুহু কুহু।

২০৯. অনুক্ত ক্রিয়াপদঃ ক্রিয়াপদ যদি বাক্যে উহ্য থাকে তখন তাকে অনুক্ত ক্রিয়াপদ বলে। যেমন - ইনি আমার ভাই (হন)।

২১০.সমাপিকা ক্রিয়াঃ যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয়, তাই সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন - ছেলেরা খেলা <u>করছে</u>।

২১১.অসমাপিকা ক্রিয়াঃ যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না,তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন – তোমাকে কাজটি <u>করতে</u> হবে। এই বাক্যে শুধু করতে দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি বুঝায় না। তাই এটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

২১২. ক্রিয়ার সাথে "কী বা কাকে" প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে বলে - ক্রিয়ার কর্মপদ।

২১৩. সকর্মক ক্রিয়াঃ কর্মপদ যুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন - বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। এখানে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়। তাই এটি সকর্মক ক্রিয়া।

২১৪. অকর্মক ক্রিয়াঃ যে ক্রিয়ার কর্ম নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন - মেয়েটি হাসে। এখানে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তাই এটি অকর্মক ক্রিয়া।

২১৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়াঃ যে ক্রিয়ার দুটি ক্রিয়াপদ থাকে তাকে বলে - দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

২১৬.বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে বলা হয় - সমধাতুজ ক্রিয়াপদ। যেমন - কে এমন সুখের <u>মরণ মরতে</u> পারে? বেশ এক <u>ঘুম ঘুমিয়েছি</u>।

২১৭. প্রযোজক ক্রিয়ার অপর নাম - ণিজন্ত ক্রিয়া (সংস্কৃত ব্যাকরণে একে ণিজন্ত

ক্রিয়া বলে)।

২১৮. প্রযোজক ক্রিয়াঃ যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় - প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া।

২১৯. যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে তাকে বলা হয় - প্রযোজক কর্তা।

২২০. নাম ধাতুঃ নাম ধাতু হচ্ছে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে "আ" প্রত্যয়যোগে যে সব ধাতু গঠিত হয়। যেমন - বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা (নামধাতু)।

২২১.যৌগিক ক্রিয়াঃ একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন -অভ্যস্ততা অর্থে -শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে ।

২২২.মিশ্র ক্রিয়াঃ বিশেষ্য,বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সাথে কর,হ্,দে,পা,যা,কাট ইত্যাদি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন- দর্শন, প্রীত ইত্যাদি।

২২৩. ক্রিয়ার ভাব চার প্রকার। যথা - নির্দেশক, অনুজ্ঞা, সাপেক্ষ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব।

২২৪. নির্দেশক ভাবঃ সাধারণ ঘটনা নির্দেশ করলে নির্দেশক ভাব হয়। যেমন - আমরা বই পড়ি।

২২৫. অনুজ্ঞা ভাবঃ আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমন - চুপ কর। তুমি কাল যেও - ইত্যাদি।

২২৬. সাপেক্ষ ভাবঃ একটি ক্রিয়ার সংগঠন অন্য একটি ক্রিয়ার সংগঠনের উপরে নির্ভর করলে তাকে সাপেক্ষ ভাব বলে। যেমন –

- ☑ সম্ভাবনা অর্থে - যদি সে পড়ত তবে পাস করত।
- ☑ ইচ্ছা বা কামনা অর্থে - আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হত না।

২২৭. ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা- অতীত কাল, বর্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎ কাল।

[বাংলা ভাষার ধাতুর গণ – ২০টি। উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা পদ হয় না।]

কারক

২২৮. কারক শব্দের অর্থ - যা ক্রিয়া সম্পাদন করে। করা সম্পর্কিত কিছু না থাকলে তা কারক হবে না।

২২৯. কারক ছয় প্রকার। যথা –

- ☑ কর্তৃ কারক,
- ☑ কর্ম কারক
- ☑ করণ কারক
- ☑ সম্প্রদান কারক
- ☑ অপাদান কারক
- ☑ অধিকরণ কারক।

২৩০. খাঁটি বাংলা শব্দ বিভক্তি - শূন্য বিভক্তি বা অ-বিভক্তি, এ(য়), তে(এ), কে, রে, র(এর)।

২৩১. বিভক্তির আকৃতি –

- ☑ প্রথমা - ০, অ, এ(য়), তে, এতে।
- ☑ দ্বিতীয়া - ০, অ, কে, রে(এরে), এ, য়, তে।
- ☑ তৃতীয়া - ০, অ, এ, তে, দ্বারা, দিয়া(দিয়ে), কতৃক।
- ☑ চতুর্থী - দ্বিতীয়ার মত।
- ☑ পঞ্চমী - এ(য়ে, য়), হইতে, থেকে, চেয়ে, হতে।
- ☑ ষষ্ঠী - র, এর।
- ☑ সপ্তমী - এ(য়), য়, তে, এতে।

২৩২. কর্তৃ কারকঃ বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বলে - ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃ কারক।

২৩৩. ক্রিয়ার সাথে যা যোগ করে প্রশ্ন করলে কর্তৃ কারক পাওয়া যায় -'কে' বা 'কারা'। যেমন - খোকা বই পড়ে। (কে পড়ে? খোকা। তাই, খোকা কর্তৃ কারক।)

২৩৪. যে দুটি কর্তা কোনো বাক্যে একত্রে একই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাদের বলে - ব্যতিহার কর্তা। যেমন - বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। রাজায়-রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

২৩৫. কর্ম কারকঃ কর্তা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বলে - কর্ম কারক। যেমন - নাসিমা ফুল তুলছে।

২৩৬. ক্রিয়ার সাথে যা যোগ করলে কর্মকারক পাওয়া যায় - 'কি' বা 'কাকে'।

২৩৭. করণ কারকঃ বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে 'কীসের দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় তা - করণ কারক। যেমন- ঘোড়াকে চাবুক মার।

২৩৮. সম্প্রদান কারকঃ যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে বলে -সম্প্রদান কারক।

২৩৯. সম্প্রদান কারকের উদাহরণ -

চতুর্থী বা কে বিভক্তি - ভিখারীকে ভিক্ষা দাও।

সপ্তমী বা এ বিভক্তি - সৎপাত্রে কন্যা দান কর।

২৪০. অপাদান কারকঃ যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকে বলে - অপাদান কারক। যেমন – বিপদে মোরে রক্ষা করো।

২৪১. অধিকরণ কারকঃ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে বলে - অধিকরণ কারক। যেমন – শুক্রবার স্কুল বন্ধ।

২৪২. ভাবাধিকরণ কারকঃ যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনো রুপ

ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তবে তাকে বলে - ভাবাধিকরণ। যেমন- কান্নায় শোক মন্দীভূত হয় (ভাবে সপ্তমী)।

বাক্য প্রকরণ

২৪৩. ভাষার বিচারে বাক্যের তিনটি গুণ - আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।

২৪৪. বাক্যের গুণসমূহের সংজ্ঞাঃ Boighar.com

- ☑ আকাঙ্খাঃ বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তাকে বলে - আকাঙ্ক্ষা।
- ☑ আসত্তিঃ বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি।
- ☑ যোগ্যতাঃ বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম – যোগ্যতা।

২৪৫. বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়।– এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য।

২৪৬. "আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো" বাক্যটি - উপমার ভুল প্রয়োগ। (কারণ বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়)।

২৪৭. প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে যা ঘটে, তাই বাহুল্য দোষ। এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে ফেলে।

২৪৮. তৎসম শব্দের সাথে দেশীয় শব্দের কখনো কখনো সৃষ্টি হয় - গুরুচন্ডালী দোষ। উদাহরণ – গরুর শকট, শবপোড়া ইত্যাদি।

২৪৯. সরল বাক্যঃ যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে তাকে বলে - সরল বাক্য। যেমন - পুকুরে পদ্মফুল জন্মে।

২৫০. জটিল বাক্যঃ যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্য এক বাএকাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে বলে - মিশ্র বা জটিল বাক্য। যেমন -যে পরিশ্রম করে (আশ্রিত বাক্য), সে-ই সুখ লাভ করে (প্রধান খণ্ডবাক্য)।

২৫১. যৌগিক বাক্যঃ পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে বলে - যৌগিক বাক্য। যেমন - জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে কিন্তু কোন পথ দেখাতে পারলেন না।

২৫২. যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয় - এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ ইত্যাদি।

বাক্য সংকোচন

২৫৩. কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংক্ষেপণ নিম্নে দেয়া হল -

ক. নষ্ট হওয়া স্বভাব যার - নশ্বর।

খ. যা পূর্বে ছিল এখন নেই - ভূতপূর্ব।

গ. যা বলা হয় নি – অনুক্ত।

ঘ. মৃতের মত অবস্থা যার - মুমূর্ষু।

ঙ. যার কোন উপায় নেই - নিরুপায়।

চ. কোথাও উঁচু কোথাও নিচু - বন্ধুর।

ছ. যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না - বর্ণচোরা।

জ. যা কষ্টে লাভ করা যায় - দুর্লভ।

ঝ. যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না - বনস্পতি।

ঞ. যা কষ্টে জয় করা হয় - দুর্জয়।

ট. যিনি বক্তৃতা দানে পটু - বাগ্মী।

ঠ. লাভ করার ইচ্ছা - লিপ্সা।

ঢ. সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা - প্রত্যুদগমন।

ঙ. হনন করার ইচ্ছা - জিঘাংসা।

ণ. যা নিবারণ করা কষ্টকর - দুর্নিবার।

ত. যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে - অবিমৃশ্যকারী।

থ. যা আঘাত পায়নি - অনাহত।

বাগধারা

২৫৪. কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারার অর্থ নিম্নে দেয়া হল-

ক. ঢাকের কাঠি- মোসাহেব

খ. চাঁদেরহাট - আনন্দের প্রাচুর্য

গ. ঠোঁট কাটা - বেহায়া।

ঘ. ব্যাঙের সর্দি - অসম্ভব ঘটনা।

ঙ. একাদশে বৃহস্পতি - সৌভাগ্যের বিষয়।

চ. রাবণের চিতা - চির অশান্তি।

ছ. গোঁফখেজুরে - নিতান্ত অলস।

জ. অর্ধচন্দ্র – গলাধাক্কা।

ঝ. তামার বিষ - অর্থের কুপ্রভাব।

ঞ. আমড়া কাঠের ঢেঁকি - অপদার্থ।

ট. অগস্ত্য যাত্রা - চিরদিনের জন্য যাত্রা।

ঠ. সাক্ষী গোপাল - নিষ্ক্রিয় দর্শক।

ড. শাঁখের করাত - উভয় সংকট।

ঢ. হাড় হাভাতে - হতভাগ্য।

ণ. ভূষণ্ডীর কাক - দীর্ঘজীবী।

ত. ব্যাঙের আদুলি - সামান্য সম্পদ।

সমার্থক শব্দ

২৫৫. কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ নিম্নে দেয়া হল –

☑ আগুন - অগ্নি, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, কৃশানু, বৈশ্বানর, বিভাবসু, দহন, শিখা, সর্বশুচি।

☑ পর্বত - অচল, অদ্রি, গিরি,পাহাড়, ভূধর, শৈল, নগ, মহীধর, ক্ষিতিধর।

☑ আকাশ - অম্বর, গগন, নভঃ, ব্যোম, অন্তরীক্ষ, অভ্র, অনন্ত, শূন্য, নীলিমা, দ্যুলোক, আসমান।

☑ অন্ধকার - আঁধার, তমসা, তিমির, তম, তমঃ, তমিস্র, নিরালোক, অমানিশা, শর্বর, নভাক।

☑ পৃথিবী - অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ভূ, মেদিনী, বসুমতী, অদিতি, অখিল, উর্বী, ধরণী।

☑ জল - অম্বু, জীবন, নীর, পানি, সলিল, অপ, বারি, উদক, পয়, প্রাণদ, বারুণ, তোয়।

☑ নদী - তটিনী, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, সরিৎ, তরঙ্গিনী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিনী, গাঙ, মন্দাকিনী, সমুদ্রকান্তা, শৈবলিনী।

☑ চাঁদ চন্দ্র, নিশাকর, বিধু, শশধর, শশাঙ্ক, সুধাংশু, হিমাংশু, রজনীকান্ত, কুমুদীনাথ, ইন্দু, নিশাপতি,শশী, সোম ।

☑ সূর্য - আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, রবি, সবিতা, অর্ক, দিনেশ, বিভাকর, আফতাব, মিহির, অরুণ, কিরণমালী।

☑ সমুদ্র - অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সিন্ধু, পয়োধি, রত্নাকর, গাভ, বারীশ, নীলাম্বু, অম্বুধি।

☑ হাতি - কুঞ্জর, করী, গজ, মাতঙ্গ, হস্তী, রদী, রদনী, দ্বিপ, ঐরাবত, পিল, দ্বিরদ, বারণ।

বিপরীত শব্দ

২৫৬. কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ নিম্নে দেয়া হল –

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
গৃহী	সন্ন্যাসী	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ / কৃতঘ্ন	নিদ্রিত	জাগ্রত
সান্ত	অনন্ত	বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ
অজ্ঞ	বিজ্ঞ	সমষ্টি	ব্যাষ্টি
আকুঞ্চন	প্রসারণ	ভূত	ভবিষ্যৎ
অধিত্যকা	উপত্যকা	ঔদার্য	কার্পণ্য
ঋজু	বঙ্কিম	সিক্ত	শুষ্ক
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	এঁড়ে	বকনা
কুটিল	সরল	চিরায়ত	কদাচিৎ
চঞ্চল	নিশ্চল	চাক্ষুষ	অগোচর

বাচ্য

২৫৭. বাচ্য প্রধানত তিনপ্রকার। যথা - কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

২৫৮. কর্তৃবাচ্যঃ যে বাক্যে কর্তার অর্থ প্রাধান্য রক্ষিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন - শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান।

২৫৯. কর্মবাচ্যঃ যে বাক্যে কর্তার সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশ পায় তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন - আসামীকে জরিমানা করা হয়েছে।

২৬০. ভাববাচ্যঃ যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন - তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

২৬১. উক্তি প্রধানত দুই প্রকার। যথা- পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উক্তি।

বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন

২৬২. কমার (,) জন্য বিরতির সময়কাল হল - এক বলতে যে সময় প্রয়োজন।

২৬৩. সেমিকোলনের (;) জন্য বিরতির সময়কাল হল - এক বলার দ্বিগুণ সময়।

২৬৪. দাড়ির (।) জন্য বিরতির সময়কাল হল - এক সেকেন্ড।

২৬৫. জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?), বিস্ময় চিহ্ন (!), কোলন ( ), কোলন ড্যাস (:-), ড্যাসের (-) জন্যেও বিরতির সময়কাল - এক সেকেন্ড।

২৬৬. ইলেক চিহ্ন, হাইফেন ও ব্রাকেটের জন্য-- থামার প্রয়োজন নেই।

২৬৭. উদ্ধরণ চিহ্নের জন্য বিরতির সময়কাল হল - এক বলতে যে সময় লাগে।

২৬৮. সম্বোধনের পরে বসে - কমা।

২৬৯. জটিল বাক্যের প্রত্যেক খন্ডবাক্যের পরে বসে - কমা।

২৭০. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে বসবে - কমা।

২৭১. মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর বসবে - কমা।

২৭২. বাড়ির বা রাস্তার নাম্বারের পরে বসে - কমা।

২৭৩. কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে বসবে - সেমি কোলন।

২৭৪. একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা হলে ব্যবহৃত হয় - কোলন।

২৭৫. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাতে বসে - হাইফেন।

২৭৬. কোন বর্ণ বিশেষের লোপ বুঝাতে ব্যবহৃত হয় - ইলেক চিহ্ন।

২৭৭. বক্তার উক্তিতে ব্যবহৃত হয় - উদ্ধরণ চিহ্ন।

মাধ্যমিক বিজ্ঞান

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

উন্নততর জীবনধারা

১. খাদ্য উপাদান হলো - ৬টি।
২. শক্তি উৎপাদক খাদ্য বলা হয় - স্নেহ ও শর্করাকে।
৩. পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে দৈনিক শর্করা খাদ্য গ্রহণ করতে হয় - নূন্যতম ৩০০ গ্রাম।
৪. কোষে নিউক্লিক এসিড গঠনে অংশ নেয় – রাইবোজ।
৫. প্রতি গ্রাম শর্করা জারণে শক্তি উৎপন্ন হয় - ৪.১ কিলোক্যালরি।
৬. দেহে পরিপোষক খাদ্য হলো - শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ।
৭. আমিষে নাইট্রোজেন থাকে - ১৬%।
৮. আমিষ গঠনের একক - অ্যামাইনো এসিড।
৯. গর্ভবতী মায়ের প্রতিদিন প্রোটিন খাওয়া উচিত - ২-৩ গ্রাম।
১০. মানুষের শরীরে অ্যামাইনো এসিড থাকে - ২০ ধরনের।
১১. কোষের গঠন এবং কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয় - প্রোটিনের সাহায্যে।
১২. স্নেহপদার্থের অভাবজনিত রোগ – একজিমা।
১৩. তৈল - অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড।
১৪. চর্বি - সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড।
১৫. সর্বাধিক তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে - স্নেহ পদার্থ।
১৬. স্নেহ পদার্থের উপাদান - ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল।
১৭. বিপাক ক্রিয়ার উৎসেচকের সাথে কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে – ভিটামিন।
১৮. রাতকানা রোগ হয় - ভিটামিন এ এর অভাবে।
১৯. ভিটামিন ডি এর প্রধান উৎস - ডিমের কুসুম।
২০. মানুষ ও প্রাণিদের বন্ধ্যাত্ব দূর করে - ভিটামিন ই।
২১. মানবদেহে ভিটামিন ই হলো- এন্টি-অক্সিডেন্ট।
২২. স্কার্ভি রোগ হয় - ভিটামিন সি এর অভাবে।
২৩. ভিটামিন সি থাকে - টাটকা শাকসবজি ও টাটকা ফলে।

২৪. মানবদেহে পানি আছে - ৬০-৭০%।
২৫. বাড়ন্ত শিশুর দৈনিক ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন - ৫০০-৬০০ গ্রাম।
২৬. দেহের তাপ নিয়ন্ত্রক – পানি।
২৭. একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক পানি পান করা উচিত - ২-৩ লিটার।
২৮. রক্তশূন্যতা দেখা দেয় - হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে।
২৯. মানুষের দেহের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় - ২০-২৪ বছর পর্যন্ত।
৩০. মানবদেহে চর্বির পরিমান নির্দেশক - Body Mass Index (BMI) বা Quetelet Index.
৩১. শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে ও পরিপাকে সহায়তা করে – রাফেজ।
৩২. পানির সমতুল্য খাবার – দুধ।
৩৩. রাফেজ - ফল ও সবজির দীর্ঘ তন্তুময় অংশ।

Boighar.com

৩৪. সুষম খাদ্য তালিকায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে – শর্করা।
৩৫. উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের দেহ স্থূলকায় হয়ে পড়ে - ফাস্টফুড খাওয়ার কারণে।
৩৬. খাদ্য নষ্টের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক উৎপন্ন বিষাক্ত উপাদানগুলোকে বলা হয় – টক্সিন।
৩৭. খাদ্য সংরক্ষণের প্রাচীনতম পদ্ধতি – শুষ্ককরণ।
৩৮. এসিটিক এসিডের ৫% জলীয় দ্রবণ – ভিনেগার।
৩৯. লবণের জলীয় দ্রবণকে বলা হয় – ব্রাইন।
৪০. ফল পাকাতে ব্যবহৃত হয় - ক্যালসিয়াম কার্বাইড।
৪১. ফল দ্রুত পাকাতে ব্যবহৃত হয় - Ripen ও Ethylin.
৪২. টক জাতীয় খাবার নষ্টের জন্য দায়ী – মিউকর।
৪৩. ধুমপায়ীরা আক্রান্ত হয় - ব্রংকাইটিস রোগে।
৪৪. ড্রাগের সংজ্ঞা প্রদান করেন – WHO.
৪৫. মাদকাসক্তির লক্ষণ - হতাশা ও কর্মবিমূখতা।
৪৬. সবচেয়ে মারাত্মক ড্রাগ – হেরোইন।
৪৭. AIDS রোগের জন্য দায়ী - HIV ভাইরাস।
৪৮. দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে - HIV ভাইরাস।
৪৯. HIV দেহে প্রবেশের পর আক্রমণ করে - শ্বেতকণিকার T লিম্ফোসাইট।
৫০. সর্বপ্রথম এইডস চিহ্নিত হয় - ১৯৮১ সালে।

৫১. এইডসের প্রকোপ বেশি – আফ্রিকায়।
৫২. প্রত্যেক মানুষের দৈনিক ঘুম প্রয়োজন - অন্তত ৬ ঘন্টা।
৫৩. জীবন সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার – শরীর।
৫৪. শরীরের মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণ করে – স্নায়ুতন্ত্র।

জীবনের জন্য পানি

৫৫. পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ- ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।
৫৬. বিশুদ্ধ পানি নিরপেক্ষ যৌগ এবং এর P^H হলো ৭।
৫৭. পানির অণু ক্লাস্টার আকারে থাকে।
৫৮. পৃথিবীর ৯০% পানির উৎস সমুদ্র।
৫৯. ব্যবহারের উপযোগী পানি ১%।
৬০. মিঠা পানির মূল উৎস - নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ ইত্যাদি।
৬১. জলজ উদ্ভিদসমূহ সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে।
৬২. মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে- ফুলকার সাহায্যে।
৬৩. আমাদের প্রোটিনের ৮০%ই আসে - মাছ থেকে।
৬৪. সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইডের সংকেত - NaOCl.
৬৫. টাইফয়েড, জ্বর, কলেরা, আমাশয়, হেপাটাইটিস-বি হলো - পানিবাহিত রোগ।
৬৬. পানিতে মাছ মারা যায় - অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে।
৬৭. পানির তাপমাত্রা বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়।
৬৮. বৈশ্বিক উষ্ণতা মানে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া।
৬৯. কংক্রিটের বদলে ব্যবহার করা যায় গ্রাভেল।
৭০. সমুদ্রের উচ্চতা ২ মিটার বাড়লে পানির নিচে তলিয়ে যাবে বাংলাদেশের এক দশমাংশ।
৭১. করতোয়া, বিবিয়ানা, শাখা বরাক- এগুলো মরা নদী।
৭২. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কারণে শুকিয়ে মরে গেছে - মনোজ, বড়াল এবং কুমার নদী।
৭৩. ঢাকা শহরে দৈনিক বর্জ্য উৎপন্ন হয় ৫০০ মেট্রিক টন।
৭৪. ভারত গঙ্গার পানির গতিপথ পরিবর্তন করে ১৯৭৫ সালে।
৭৫. প্রথম গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি হয় ১৯৭৭ সালে।

৭৬. রামসার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে।
৭৭. রামসার কনভেনশন সংশোধন হয় ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালে।
৭৮. রামসার কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে - ১৯৭৩ সালে।
৭৯. রামসার কনভেনশন জাতিসংঘে গৃহীত হয় - ২১ মে ১৯৯৭ সালে।

হৃদযন্ত্রের কথা

৮০. একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে রক্ত থাকে ৫-৬ লিটার যা তার মোট ওজনের ৮%।
৮১. রক্তরসে হিমোগ্লোবিন থাকায় রক্তের রং লাল হয়।
৮২. রক্তে রক্তরস ৫৫% ও রক্তকণিকা ৪৫%।
৮৩. রক্তের তরল অংশকে প্লাজমা বলে।
৮৪. মানুষের লোহিত কণিকার আয়ু ১২০ দিন।
৮৫. মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে।
৮৬. অণুচক্রিকার প্রধান কাজ রক্ত তঞ্চন করতে সাহায্য করা।
৮৭. রক্ত অক্সিজেনকে ফুসফুস থেকে টিস্যু কোষে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডকে টিস্যু কোষ থেকে ফুসফুসে পরিবহন করে।
৮৮. শ্বেত কনিকার সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেলে তাকে লিউকোমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার বলে।
৮৯. থ্যালাসেমিয়া বংশগত রোগ।
৯০. রক্তের এন্টিজেনের ভিত্তিতে পৃথিবীতে চার ধরণের মানুষ রয়েছে।
৯১. এন্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের গ্রুপ চারটি - A, B, AB ও O.
৯২. সার্বজনীন গ্রহীতা গ্রুপ – AB.
৯৩. সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ - Rh ফ্যাক্টর।
৯৪. রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন - ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার।
৯৫. মানুষের হৃদপিন্ড চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত।
৯৬. মানুষের হৃদপিন্ড দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে।
৯৭. হৃদপিন্ডের স্বত:স্ফূর্ত সংকোচনকে সিস্টোল ও স্বত:স্ফূর্ত প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে।
৯৮. মানুষের হৃদপিন্ড মায়োজোনিক।

৯৯. একজন সুস্থ মানুষের হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ বার।
১০০. প্রতি মিনিটে পালসের গতি ৬০ এর কম হতে পারে হার্ট ব্লক বা জন্ডিসের কারণে।
১০১. উচ্চ রক্তচাপকে ডাক্তারি ভাষায় হাইপারটেনশন বলে।
১০২. রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্র – স্ফিগমোম্যানোমিটার।
১০৩. স্বাভাবিক এবং সুস্থ একজন মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ 110-140 mm (Hg) ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ 60-90 mm (Hg).
১০৪. যে যন্ত্রের সাহায্য হৃদপেশির ক্রিয়াপদ্ধতি রেকর্ড করা হয়, তাকে Electro Cardiograph বলে।
১০৫. ডায়াবেটিস প্রধানত তিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়; খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ওষুধ সেবন ও জীবন শৃংখলা।
১০৬. বয়:সন্ধিকালে ছেলেদের শরীরে পরিবর্তনের জন্য দায়ী হরমোন – টেস্টোস্টেরন।

নবজীবনের সূচনা

১০৭. প্রথম টেস্টটিউব বেবি করেন ইটালির বিজ্ঞানী ড. পেট্রুসি ১৯৫৯ সালে।
১০৮. মানুষের ক্রোমোসোম সংখ্যা – ৪৬টি বা ২৩ জোড়া।
১০৯. লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোসোম - X ও Y.
১১০. সর্বপ্রথম জীবাশ্ম বা ফসিল আবিস্কার করেন - জেনোফেন খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে।
১১১. ল্যাটিন শব্দ 'Evolveri' থেকে বিবর্তন শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।
১১২. নিউক্লিওপ্রোটিন থেকে সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস।
১১৩. মানুষের মেরুদন্ডের লুপ্তপ্রায় অঙ্গ- ককসিক্স।
১১৪. সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী উভয় বৈশিষ্ট্য আছে প্লাটিপাসের।
১১৫. ব্যক্তজীবী ও গুপ্তজীবী বৈশিষ্ট্য আছে Gnetum (নিটাম) এ।
১১৬. জীবন্ত জীবাশ্ম- লিমুলাস বা রাজকাঁকড়া, প্লাটিপাস, ইকুইজিটাম, নিটাম, গিঙ্কো বাইলোবা ইত্যাদি।
১১৭. রাজকাঁকড়ার উদ্ভব ঘটে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর আগে।
১১৮. বায়োলজি শব্দের প্রতিষ্ঠাতা ল্যামার্ক।

১১৯. "জুওলজিক" বইয়ের রচয়িতা ল্যামার্ক।
১২০. চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালে ও মৃত্যু ১৮৮২ সালে।

দেখতে হলে আলো চাই

১২১. স্বাভাবিক চোখে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব ২৫ সে.মি.
১২২. গাড়িতে ব্যবহার করা হয়- ৩টি উত্তল দর্পণ।
১২৩. আলোক রশ্মি কোন স্বচ্ছ ও সমসত্ব মাধ্যমে সর্বদা সরলরেখায় চলে।
১২৪. পাহাড়ি রাস্তার বিপদজনক বাঁকে ৪৫ ডিগ্রি কোণে সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয়।
১২৫. কোন বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয় - চোখের রেটিনায়।
১২৬. দুটি স্বচ্ছ মাধ্যমের বিভেদতলে আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তনকে বলা হয় - আলোর প্রতিসরণ।
১২৭. লেন্সের ক্ষমতার প্রচলিত একক- ডাইঅপ্টার। এর এসআই একক- রেডিয়ান/মিটার।
১২৮. লেন্সের প্রধান ফোকাস ২টি, বক্রতার কেন্দ্র ২টি, বক্রতার ব্যাসার্ধ ২টি ও আলোক কেন্দ্র ১টি।
১২৯. চোখের দৃষ্টির ত্রুটি মোট ৪ রকমের: হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি, দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি, চালশে বা বার্ধক্যদৃষ্টি এবং বিষমদৃষ্টি বা নকুলান্ধতা
১৩০. যখন চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখিতে পায় না, তখন তাকে হ্রস্বদৃষ্টি বলে।
১৩১. যখন চোখ দূরের বস্তু দেখে কিন্তু কাছের বস্তু দেখতে পায় না, তখন তাকে দীর্ঘদৃষ্টি বলে।
১৩২. চোখের দৃষ্টির প্রধান ত্রুটি - ক্ষীণদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি।
১৩৩. ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির চশমায় ব্যবহৃত হয় - অবতল লেন্স।
১৩৪. ক্লান্ত চোখকে সতেজ রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে- পর্যাপ্ত ঘুম।
১৩৫. দীর্ঘদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির চশমায় ব্যবহৃত হয় - উত্তল লেন্স।

পলিমার

১৩৬. Polymer শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ Poly (অনেক) ও Meros (অংশ) থেকে।
১৩৬. যে ছোট অণু থেকে পলিমার তৈরি হয়, তাকে বলে – মনোমার।
১৩৭. ইথিলিন মনোমার থেকে তৈরি হয়- পলিথিনের ব্যাগ।
১৩৮. পিভিসি এর পূর্ণরুপ - পলি ভিনাইল ক্লোরাইড।
১৩৯. ফেনল ও ফরমালডিহাইড থেকে তৈরি হয় – বাকেলাইট।
১৪০. পাট, সিল্ক, সুতি কাপড় - একটি প্রাকৃতিক পলিমার।
১৪১. মেলামাইন, রেজিন, বাকেলাইট, পিভিসি, পলিথিন - কৃত্রিম পলিমার।
১৪১. মনোমার থেকে পলিমার তৈরির প্রক্রিয়ার নাম - পলিমারকরণ প্রক্রিয়া।
১৪২. পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় চাপ ১০০০-১২০০ বায়ুমন্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রা ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা হয়।
১৪৩. পলিমারকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত করার জন্য প্রভাবক হিসেবে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়।
১৪৪. পলিথিনের সংকেত: $(-CH_2 - CH_{2-})_n$
১৪৫. এসবেস্টস, ধাতব তন্তু পাওয়া যায় প্রাকৃতিক খনিতে।
১৪৬. রেশম, পশম পাওয়া যায় - প্রাণী থেকে।
১৪৭. সুতা তৈরি হয় - তন্তু থেকে।
১৪৮. সুতি বস্ত্রের প্রধান সীমাবদ্ধতা - এর সংকোচনশীলতা।
১৪৯. সুতির আঁশে পাক বা মোচড় থাকে - ১০০ থেকে ২৫০টি।
১৫০. রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় – গুটি।

অম্ল, ক্ষারক ও লবণের ব্যবহার

১৫১. এসিডসমূহ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে।
১৫২. দুর্বল এসিড হলো পানিতে সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয় না। দুর্বল এসিডের উদাহরণ- এসিটিক এসিড বা ভিনেগার (CH_3COOH), সাইট্রিক এসিড ($C_6H_8O_7$), অক্সালিক এসিড (HOOC-COOH).
১৫৩. খনিজ এসিডসমূহ পানিতে সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়। শক্তিশালী এসিডের

উদাহরণ- সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক এসিড (HNO_3), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl).
১৫৪. জৈব এসিড না হলেও দুর্বল এসিড - কার্বোনিক এসিড (H_2CO_3).
১৫৫. বোলতা ও বিচ্ছু হুল ফুটালে জ্বালা করার কারণ - হিস্টামিন নামক ক্ষারীয় পদার্থ।
১৫৬. আচার সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয় ভিনেগার।
১৫৭. কেক বা পাউরুটি ফোলাতে ব্যবহৃত হয় বেকিং সোডা।
১৫৮. টয়লেট পরিস্কারকের মূল উপাদান- HCl, HNO_3, H_2SO_4.
১৫৯. বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

Boighar.com

১৬০. পাকস্থলীতে খাদ্য হজমের জন্য প্রয়োজন হয়- HCl
১৬১. পাকস্থলীতে HCl এর মাত্রা বেড়ে গেলে একে পাকস্থলীর এসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক বলে।
১৬২. এসিডিটি বাড়ায় -বেশি ভাজা, তেলযুক্ত ও চর্বিজাতীয় খাবার।
১৬৩. এসিডিটি কমাতে খেতে হয় - এন্টাসিড ঔষুধ যা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড নামের ক্ষার।
১৬৪. একটি জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার নেগেটিভ লগারিদমকে P^H বলে। $P^H = -\log[H^+]$
১৬৫. দ্রবণের $P^H = 7$ হলে, দ্রবণটি নিরপেক্ষ।
১৬৬. দ্রবণের $P^H < 7$ হলে, দ্রবণটি অম্লীয়।
১৬৭. দ্রবণের $P^H > 7$ হলে, দ্রবণটি ক্ষারীয়।
১৬৮. P^H এর বিভিন্ন মান

উপাদান	P^H
ধমনির রক্ত	7.4
কার্যকর জিহবার লালা	6.6
পাকস্থলীতে খাদ্য হজম	2
মাটি	4 - 8
মুখ ধোয়ার প্রসাধনী	5.5
নবজাতকের ত্বক	7

১৬৯. ক্ষারকসমূহ পানিতে হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH^+) তৈরি করে।
১৭০. ক্ষারক ও নির্দেশকের বিক্রিয়ার ফলাফল :

নির্দেশক	নির্দেশকের রং	ক্ষারকে ধারণকৃত রং
লাল লিটমাস	লাল	নীল
মিথাইল অরেঞ্জ	কমলা	হলুদ
মিথাইল রেড	লাল	হলুদ
ফেনলফথ্যালিন	বর্ণহীন	গোলাপি

১৭১. পিপড়া ও মৌমাছির কামড়ে নি:সৃত হয় - ফরমিক এসিড।
১৭২. পিপড়া কামড়ালে বা মৌমাছি হুল ফুটালে জ্বালা কমাতে ব্যবহৃত হয় - ক্যালামিন লোশন (জিংক কার্বোনেট)
১৭৩. মাটির এসিডিটি দূর করতে ব্যবহৃত হয় - ক্ষারক চুন (CaO), মিল্ক অব লাইম [$Ca(OH)_2$], চুনাপাথর ($CaCO_3$)
১৭৪. যে সব ক্ষারক পানিতে দ্রবণীয়, তাদের ক্ষার বলে।
১৭৫. পানিতে অদ্রবনীয় লবণ - ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, সিলভার ফসফেট, সিলভার ক্লোরাইড।
১৭৬. সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$) কে সাধারণ লবণ বা টেবিল লবণ বলে।
১৭৭. খাবারের স্বাদ বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয় - সোডিয়াম গ্লুটামেট বা টেস্টিং সল্ট।
১৭৮. ডিটারজেন্ট তৈরিতে ফিলার হিসেবে ব্যবহৃত হয় – লবণ।
১৭৯. কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংকেত :

যৌগের নাম	যৌগের সংকেত
সোডিয়াম স্টিয়ারেট	$C_{17}H_{35}COONa$
সেভিং ফোম বা জেল	$C_{17}H_{35}COOK$
কাপড় কাচার সোডা বা সোডিয়াম কার্বোনেট	$Na_2CO_3.10H_2O$
তুঁতে বা কপার সালফেট	$CuSO_4.5H_2O$
স্ল্যাকেট লাইম	$Ca(OH)_2$

আমাদের সম্পদ

১৮০. মাটিতে বিদ্যমান জৈবপদার্থ পরিচিত - হিউমাস নামে।
১৮১. মাটিতে আছে:
অজৈব বা খনিজ পদার্থ - ৪৫%
জৈব পদার্থ - ৫%
পানি - ২৫%
বায়বীয় পদার্থ - ২৫%
১৮২. প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ - ৮৫% - ৯৫%
১৮৩. মাটি সমান্তরাল ৪টি স্তরে বিভক্ত, যেগুলোকে দিগবলয় বা হরাইজোন বলে।
১৮৪. মাটি মূলত ৪ প্রকার: বালু মাটি, পলি মাটি, কাদা মাটি ও দো-আঁশ মাটি।
১৮৫. পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম বালু মাটির।
১৮৬. কোয়ার্টজ খনিজ পাওয়া যায় - পলি মাটিতে।
১৮৭. ফসল চাষের জন্য জৈব সার অত্যাবশ্যক - কাদা মাটিতে।
১৮৮. বালু, পলি ও কাদা মাটির সমন্বয়ে তৈরি হয় - দো-আঁশ মাটি।
১৮৯. মাটির pH ৫-৬ হলে ভালো ফলন দেয় আলু ও গম।
১৯০. মাটির pH এর মান নিরপেক্ষ অর্থাৎ ৭ এর কাছাকাছি থাকলে ফসলের সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায়।
১৯১. তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ - রেডন (Rn), রেডিয়াম (Ra), থোরিয়াম (Th), সিজিয়াম (Cs), ইউরেনিয়াম (U) ইত্যাদি।
১৯২. প্রকৃতিতে প্রাপ্ত খনিজ প্রায় – ২৫০০।
১৯৩. প্রাকৃতিক খনিজের উদাহরণ :
ধাতব খনিজ - লোহা, তামা বা কপার, সোনা, রূপা
অধাতব খনিজ - কোয়ার্টজ, মাইকা, খনিজ লবণ
জৈব খনিজ - কয়লা, গ্যাস, পেট্রোল
১৯৪. সবচেয়ে নরম খনিজ ট্যালক এবং সবচেয়ে কঠিন খনিজ হীরা বা ডায়মন্ড।
১৯৫. একদমই আলো প্রবেশ করতে পারে না - ক্যালাসাইট বা চুনাপাথরের মধ্যে।
১৯৬. খনিজ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫-৩.৫।
১৯৭. সিএনজির বেশিরভাগই - মিথেন গ্যাস।
১৯৮. ইউরিয়ার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় - ২১% প্রাকৃতিক গ্যাস।

১৯৯. বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয় - ৫১% প্রাকৃতিক গ্যাস।
২০০. বাসাবাড়িতে গ্যাস ব্যবহৃত হয় - ১১%
২০১. যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে ২০০৩ সাল থেকে।
২০২. পেট্রোলিয়াম পাতন করা হয় ৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।
২০২. কয়লা ৩ ধরণের: এনথ্রাসাইট, বিটুমিনাস ও লিগনাসাইট।
২০৩. সবচেয়ে পুরোনো ও শক্ত কয়লা - এনথ্রাসাইট (৯৫% কার্বন)
২০৩. বিটুমিনাস কয়লায় থাকে - ৫০-৮০% কার্বন।
২০৪. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহৃত হয় - ইটের ভাটায়।
২০৫. খনিজের ব্যবহার :
ম্যাগনেটাইট - লোহা তৈরিতে
কোয়ার্টজ - কাচ, ঘড়ি তৈরিতে
মাইকা - বৈদ্যুতিক নিরোধক হিসেবে
জিপসাম - সিমেন্ট ও প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরির কাঁচামাল হিসেবে
গ্যাস, কয়লা, পেট্রোল - জ্বালানি হিসেবে।

দুর্যোগের সাথে বসবাস

২০৬. বিগত তিন দশকে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার ভাঙনে নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে - ১৮০০০০ হেক্টর জমি।
২০৭. জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ - বৈশ্বিক উষ্ণতা।
২০৮. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২১০০ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে- ৩০%
২০৯. সামুদ্রিক প্রবালের জীবনযাপনের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা - ২২-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
২১০. সুন্দরবন প্রায় পুরো তলিয়ে যাবে - সমুদ্রে পানির উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে।
২১১. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে - বাংলাদেশের ৩০% জীববৈচিত্র্য।
২১২. IPCC এর পূর্ণরুপ - Intergovernmental Panel on Climate Change.
২১৩. জলবায়ু পরিবর্তন -সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত হয় – IPCC.
২১৪. পৃথিবীর তাপমাত্রা গত ১০০ বছরে বেড়েছে - ০.৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

২১৫. ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়তে পারে - ১.১ - ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত।
২১৬. ২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা হবে - ১০ বিলিয়ন।
২১৭. দেশে বছরে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় প্রায় ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন।
২১৮. গ্রিন হাউস গ্যাস হলো - কার্বন ডাই অক্সাইডসহ ওজোন, মিথেন, সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয় বাষ্প।
২১৯. গ্রিন হাউস গ্যাসের মূল উৎস - কলকারখানা ধোঁয়া, রেফিজারেটর, এসি ইত্যাদি।
২২০. বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ - গ্রিন হাউস গ্যাস নি:সরণ।
২২১. ভারত, নেপাল ও ভূটান থেকে উৎপত্তি লাভ করা বাংলাদেশের নদী - ৫৮টি।
২২২. বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে বৃষ্টিপাত কমে সৃষ্ট খরার জন্য দায়ী - পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে সৃষ্ট এল-নিনো।
২২৩. ভারত থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশে এসেছে - ৫৫টি নদী।
২২৪. বাংলাদেশ ভারত গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তি হয় - ১৯৯৬ সালে।
২২৫. সাইক্লোন (Cyclone) শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Kyklos' থেকে যার অর্থ হলো - Coil of Snakes বা সাপের কুন্ডলী।
২২৬. ঘুর্ণিঝড়কে আমেরিকায় হারিকেন, দূরপ্রাচ্যে টাইফুন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সাইক্লোন বলে।
২২৭. সাইক্লোন সৃষ্টির কারণ - নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা (২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি)
২২৮. আমেরিকাতে ঘুর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমাতে বাতাসে ছড়ানো হয় - সিলভার আয়োডাইড।
২২৯. সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ যার অর্থ পোতাশ্রয়ের ঢেউ।
২৩০. সুনামির ফলে সৃষ্ট ঢেউয়ের গতিবেগ ঘন্টায় ৫০০-৮০০ মাইল।
২৩১. সুনামি ঘটে ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে।
২৩২. সুনামির কেন্দ্র ছিলো ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ।
২৩৩. এসিড বৃষ্টিতে বেশি থাকে সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড।
২৩৪. টর্নেডো (Tornado) শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ Tornada থেকে যার অর্থ - Thunder Storm বা বজ্রঝড়।
২৩৫. টর্নেডোর গতিবেগ ঘন্টায় ৪৮০-৮০০ কি.মি.

২৩৬. বাংলাদেশে সাধারণত টর্নেডো হয়ে থাকে - বৈশাখ (April-May) মাসে।
২৩৭. ভূমিকম্পের ফলে গতিপথ বদলে গেছে - ব্রহ্মপুত্র নদের।
২৩৮. ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা - জাপান ও আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া।
২৩৯. ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপ করা হয় - রিখটার স্কেলে।
২৪০. অক্সিজেন বা বাতাস ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে - ৪০-৫০ সেকেন্ড।

এসো বলকে জানি

২৪১. জড়তার ধারণা পাওয়া যায়- নিউটনের গতির ১ম সূত্রে।
২৪২. বলের ধারণা পাওয়া যায়- নিউটনের গতির ২য় সূত্রে।
২৪৩. যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় - ঘর্ষণের ফলে।
২৪৪. ঘর্ষণ কমাতে ব্যবহৃত হয় - পিচ্ছিলকারক লুব্রিকেন্ট।
২৪৫. লেপটন ও হার্ডনের ক্ষয়প্রাপ্তিতে কাজ করে - দুর্বল নিউক্লিয় বল।
২৪৬. নিউক্লিয়ন হলো নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা প্রোটন ও নিউট্রন।
২৪৭. বল ভেক্টর রাশি এবং এর একক নিউটন।
২৪৮. বল = ভর ×ত্বরণ (F = ma).
২৪৯. রকেটে জ্বালানি পুড়িয়ে গ্যাস উৎপন্ন করা হয়।
২৫০. রকেটে জ্বালানির বিপরীতে এগিয়ে চলে।

জীব প্রযুক্তি

২৫১. আধুনিক বংশগতিবিদ্যার (Genetics) ভিত্তি গড়ে উঠেছে অস্ট্রীয় ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের হাত ধরে - প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে।
২৫২. মেন্ডেলের আবিষ্কারের মূল প্রতিপাদ্য - জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এক জোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২৫৩. ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টরকে 'জিন' নামকরণ করেন – বেটসন।
২৫৪. ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম নিষেক ছাড়াই কৃত্রিমভাবে জিন সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন - ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হার্বার্ট বয়ার ও স্ট্যানলি কোহেন।
২৫৫. প্রতিটি প্রকৃত কোষবিশিষ্ট জীবের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে থাকা

ক্রোমাটিন ফাইবার বা তন্তুকে ক্রোমোজোম বলে।
২৫৬. ক্রোমোজোমগুলো স্পষ্ট হয়- কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায়।
২৫৭. কোষ বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোজোম বিভক্ত হয় - দুভাগে (এদের ক্রোমাটিড বলে)
২৫৮. ক্রোমোজোম মূলত প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সমাবেশ যা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না।
২৫৯. মানুষের দেহের প্রতিটি দেহকোষে ক্রোমোজোম রয়েছে - ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি।
২৬০. ২৩তম জোড়া ক্রোমোজোমের হলো লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম, যাদের X ও Y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
২৬১. সেক্স ক্রোমোজোম ছাড়া বাকি ২২ জোড়া ক্রোমোজোমকে অটোজোম বলে।
২৬২. সেক্স ক্রোমোজোম XX হলে সে ব্যক্তি নারী এবং XY হলে সে ব্যক্তি পুরুষ।
২৬৩. ক্রোমোজোমের রাসায়নিম উপাদান - নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন।
২৬৪. নিউক্লিক এসিড দুধরনের। যথা-
ডি অক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ)
রাইবোনিউক্লিক এসিড (আরএনএ)
২৬৫. ১৯৫৩ সালে ডিএনএ অণুর গঠন আবিষ্কার করেন - জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক (তারা নোবেল পান ১৯৬২ সালে)
২৬৬. ডিএনএ অণু দ্বিসূত্রক লম্বা শৃংখলের পলিনিউক্লিওটাইড।
২৬৭. ডিএনএ অণুর আকৃতি প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো।
২৬৮ আরএনএ পাঁচ কার্বনযুক্ত রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট নির্মিত।
২৬৯. ডিএনএতে আছে পারিমিডিন ক্ষারক থাইমিন; কিন্তু আরএনএতে থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল।
২৭০. জীবকোষে আরএনএ - ৩ রকমের।
২৭১. ১৯০৯ সালে বংশপরম্পরায় কোন বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক একককে জিন আখ্যা দেন জোহানসেন।
২৭২. নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার রাসায়নিম গঠন পৃথক করেন - এভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাককারটি (১৯৪৪)
২৭৩. সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নির্ণয় করা যায় - ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে।
২৭৪. সন্তানের জৈব পিতামাতা অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতার সাথে সন্তানের ডিএনএ

চিত্রের ৫০% মিল থাকে।

২৭৫. জেনেটিক বিশৃঙ্খলার কারণ:

- পয়েন্ট মিউটেশন বা জিনের ভিতরের পরিবর্তন
- ক্রোমোজোমের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি
- ক্রোমোজোমের কোন অংশের হ্রাস বা বৃদ্ধি
- মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের বিচ্ছিন্নকরণ না ঘটা

২৭৬. জেনেটিক বিশৃঙ্খলার কারণে সৃষ্ট রোগসমূহ - সিকিল সেল রোগ, হানটিংটন'স রোগ, ডাউন'স সিনড্রোম, ক্লিনিফেলটার'স সিনড্রোম, টার্নার'স সিনড্রোম।

২৭৭. সেক্স-লিংকড জীনের কারণে যেসব সমস্যা দেখা দেয় - বর্ণান্ধতা, অবিরাম রক্তক্ষরণ বা হিমোফিলিয়া, দাঁতের অনুপস্থিতি, রাতকানা, দৃষ্টিক্ষীণতা, পেশি জটিলতা ইত্যাদি।

২৭৮. আমেরিকার National Science Foundation প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী জীবপ্রযুক্তি বলতে মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে জীব প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

২৭৯. আধুনিক জীব প্রযুক্তি তিনটি বিষয়ের সমন্বয় - অনুজীব বিজ্ঞান, টিস্যু কালচার ও জিন প্রকৌশল।

২৮০. জিন প্রকৌশল হলো একটি জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খন্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তর কৌশল।

২৮১. রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলে।

২৮২. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধিকাংশ কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে - Escheretia coli ব্যাকট্যারিয়ার ওপর গবেষণা করে।

২৮৩. ক্লোনিং তিন প্রকার- জিন ক্লোনিং, সেল ক্লোনিং ও জীব ক্লোনিং।

২৮৪. পৃথিবীর প্রথম ক্লোনকৃত স্তন্যপায়ী প্রাণী - ডলি নামক ভেড়া।

২৮৫. সম্পূর্ণ প্রাণির ক্লোনিংকে বলা হয় - রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং।

২৮৬. জিনপ্রকৌশল প্রয়োগ করে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উদ্ভাবন করা হয়েছে - প্রায় ৬০টি।

২৮৭. সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করেছেন সুইডেনের বিজ্ঞানীরা।

২৮৮. পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা হয় - স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT) উদ্ভাবন করে।

২৮৯. ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হয় - পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে।
২৯০. ইন্টারফেরন ব্যবহৃত হয় - হেপাটাইটিস এর চিকিৎসায় ও ক্যান্সারের প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণে।
২৯১. মলিকুলার ফার্মিং হলো - ট্রান্সজোনিক প্রাণির দুধ, রক্ত ও মুত্র থেকে ওষুধ আহরণ।
২৯২. সুস্বাদু পনির উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত- ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য।
২৯৩. রক্ত, বীর্যরস, মুত্র, অশ্রু, লালা ইত্যাদির ডিএনএ অথবা এন্টিবডি থেকে অপরাধী শনাক্ত করা যায় - ফরেনসিক টেস্টের দ্বারা।
২৯৪. ফরেনসিক টেস্টের ধাপসমূহ হলো-
- আলামত প্রাপ্তি
- আলামতের স্ক্রিনিং
- সেরোলোজি
- ডিএনএ বিশ্লেষণ
- প্রাপ্ত উপাত্ত ও ফলাফল বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত।

Boighar.com

২৯৫. সেরোলজি টেস্ট দ্বারা মানুষের রক্ত, বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তার ডিএনএ বিশ্লেষণ দ্বারা অপরাধী শনাক্ত করা যায়।

প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ

২৯৬. ব্যাটারি হলো একাধিক তড়িৎ কোষের সমন্বয়।
২৯৭. ব্যাটারিতে সাধারণত তিনটি অংশ থাকে - ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা অ্যানোড, ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড ও তড়িৎবিশ্লেষ্য বা ইলেক্ট্রোলাইট।
২৯৮. তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের উদাহরণ - H_2SO_4, HNO_3, $CuSO_4$, $AgNO_3$, NaOH
২৯৯. কোন অণু, পরমাণু বা যৌগমূলকে যদি স্বাভাবিক সংখ্যার চেয়ে কম বা বেশি ইলেকট্রন থাকে, তবে তাকে আয়ন বলে।
৩০০. স্বাভাবিকের চেয়ে ইলেকট্রন সংখ্যা কম হলে তাকে ধনাত্মক আয়ন ও বেশি হলে তাকে ঋণাত্মক আয়ন বলে।

৩০১. তড়িৎ দ্রবকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নে বিভক্ত করা হয় - তড়িৎ বিশ্লেষণের দ্বারা।
৩০২. ১৮৮১ সালে সর্বপ্রথম তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা দেন – আরহেনিয়াস।
৩০৩. বৈদ্যুতিক ক্ষমতার কিলোওয়াট বা মেগাওয়াটে প্রকাশ করা যায়।
৩০৩. ১ মেগা ওয়াট = ১০^{৬} ওয়াট।
৩০৪. আন্তর্জাতিকভাবে তড়িৎ সরবরাহকে কিলোওয়াট ঘন্টায় (KWh) মাপা হয়। এই একককে বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট বা BOT বলা হয়।
৩০৫. বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয় BOT এককে।
৩০৬. 1 BOT = 1 KWh = 3600000 J.
৩০৭. বৈদ্যুতিক বাতির গায়ে লেখা থাকে 220V - 60W.
৩০৮. IPS এর পূর্ণরুপ Instant Power Supply.
৩০৯. IPS এর প্রবাহ ডিসি প্রবাহ।
৩১০. UPS এর পূর্ণরুপ Uninterrupted Power Supply.
৩১১. UPS এর মূল অংশ তিনটি - রেকটিফায়ার, ব্যাটারি ও ইনভার্টার।
৩১২. বাজারে সাধারণত ৩ ধরণের UPS দেখা যায়।
৩১৩. তড়িৎ উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যপথে বিদ্যুতের অপচয়কে সিস্টেম লস বলে।
৩১৪. সিস্টেম লসের কারণ-
- সরবরাহ পদ্ধতির ত্রুটি
- অবৈধ সংযোগ
- অব্যবহৃত তড়িৎ সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকা
- দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা।
৩১৫. লোডশেডিংয়ের কারণ -
- সিস্টেম লস
- যান্ত্রিক ত্রুটি
- চাহিদার তুলনায় স্বল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন।

সবাই কাছাকাছি

৩১৬. মাইক্রোফোন শব্দশক্তিকে বিদ্যুৎ সংকেতে পরিবর্তিত করে।
৩১৭. ডায়াফ্রাম থাকে মাইক্রোফোনে।
৩১৮. স্পিকার তড়িৎ সংকেতকে শব্দে পরিবর্তিত করে।
৩১৯. ভয়েস কয়েল, স্থায়ী চুম্বক থাকে
৩২০. উৎস অনুসারে সংকেত দুই প্রকার- অডিও ও ভিডিও।
৩২১. অডিও সংকেতের উৎস শব্দ।
৩২২. ভিডিও সংকেতের উৎস ছবি বা দৃশ্য।
৩২৩. এনালগ সংকেত হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল ভোল্টেজ বা কারেন্ট।
৩২৪. এনালগ সংকেতের উদাহরণ - শব্দ, আলো, তাপমাত্রা, চাপ ইত্যাদির মান, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি।
৩২৫. ডিজিটাল শব্দটি এসেছে ডিজিট বা সংখ্যা থেকে।
৩২৬. ডিজিটাল সংকেত বলতে আলাদাভাবে চেনা যায় এমন সংকেতকে বুঝায়।
৩২৭. বাইনারি কোড অর্থাৎ 0 ও 1 এর সাহায্যে ডিজিটাল সংকেত বোজানো ও প্রেরিত হয়।
৩২৮. ১৯২৬ সালে টেলিভিশন আবিষ্কার করেন - স্কটিশ আবিষ্কারক লজি বেয়ার্ড।
৩২৯. রঙিন টেলিভিশনের ক্যামেরায় লাল, আসমানী এবং সবুজ - এ তিনটি মৌলিক রঙের জন্য পৃথক ইলেকট্রন টিউব থাকে।
৩৩০. টেলিফোন আবিষ্কার করেন - আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৭৫ সালে।
৩৩১. ফ্যাক্স আবিষ্কার করেন - আলেকজান্ডার বেইন ১৮৪২ সালে।
৩৩২. কম্পিউটার হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যে রুপান্তরিত করে।
৩৩৩. কম্পিউটারের প্রধান অংশ তিনটি- ইনপুট, সিপিইউ, আউটপুট।
৩৩৪. ইনপুট ডিভাইস - কিবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাইক্রোফোন ইত্যাদি।
৩৩৫. আউটপুট ডিভাইস - মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার ইত্যাদি।
৩৩৬. কম্পিউটারের দেহ হার্ডওয়্যারের উদাহরণ - কিবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রসেসর, প্রিন্টার ইত্যাদি।
৩৩৭. কম্পিউটারের প্রাণ সফটওয়্যার। সফটওয়্যারের উদাহরণ- উইন্ডোজ

৯৮, উইন্ডোজ ২০০৩, উইন্ডোজ ২০০৭ ইত্যাদি।
৩৩৮. সফটওয়্যার মূলত একসেট নির্দেশনা যা কম্পিউটারকে পরিচালনা করে।
৩৩৯. সকল নেটওয়ার্কের জননী ইন্টারনেট।
৩৪০. ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট চালু করে- মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ।
৩৪১. ইন্টারনেট সংযুক্ত করেছে ২০০ এর অধিক দেশের প্রায় ৪ লাখ ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে।
৩৪২. টেলিভিশন ও কম্পিউটার থেকে অবস্থানের নিরাপদ দূরত্ব ৫০-৬০ সে.মি.
৩৪৩. মোবাইল ফোন একটি নিম্ন ক্ষমতার রেডিও ডিভাইস।

জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান

৩৪৪. এক্সরে এক ধরণের তাড়িৎচৌম্বক বিকিরণ।
৩৪৫. ১৮৯৫ সালে এক্সরে আবিষ্কার করেন- জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী উইলহেম রন্টজেন।
৩৪৬. এক্সরের ব্যবহার- ফুসফুসের রোগ নির্ণয়ে; কিডনির পাথর শনাক্তকরণে; হাড়ে ফাটল ও ভেঙ্গে যাওয়া হাড় শনাক্তকরণ; ক্যান্সার কোষ মেরে ফেলা।
৩৪৭. শরীরের অভ্যন্তরের নরম টিস্যুর অভ্যন্তরীণ কোন ক্ষতি নির্ণয়ে আলট্রাসনোগ্রাফি ব্যবহৃত হয়।
৩৪৮. আলট্রাসনোগ্রাফিতে শ্রবণোত্তর শব্দ তরঙ্গ (Ultrasonic Sound Wave) ব্যবহৃত হয়।
৩৪৯. শ্রবণোত্তর শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 20000 Hz এর বেশি হয়।
৩৫০. শ্রবণোত্তর শব্দ তরঙ্গের বড় সীমাবদ্ধতা হলো - কঠিন অস্থি ভেদ করতে না পারা।
৩৫১. CT Scan এর পূর্ণরূপ Computed Tomography Scan.
৩৫২. টিউমার, অস্থি, রক্তক্ষরণ ইত্যাদিতে ক্ষতির নিখুঁত অবস্থান জানা যায় সিটি স্ক্যান দ্বারা।
৩৫৩. সিটি স্ক্যানে ব্যবহৃত 'ডাই' এলার্জিজনিত সমস্যা তৈরি করে।
৩৫৪. MRI এর পূর্ণরূপ Magnetic Resonance Imaging.
৩৫৫. MRI এ প্রধানত চৌম্বকক্ষেত্রকে কাজে লাগানো হয়েছে।
৩৫৬. MRI এর সাহায্যে শরীরের যেকোন অঙ্গের ছবি তোলা যায়।

৩৫৭. ECG এর পূর্ণরূপ Electrocardiogram.

৩৫৮. ECG এর সাহায্যে হৃদপিন্ডের সমস্যা ও সম্ভাব্য হার্ট অ্যাটাকের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সতর্ক সংকেত পাওয়া যায়।

৩৫৯. এন্ডোসকপি হলো অস্ত্রোপচার না করে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখার কৌশল।

৩৬০. পেটের আলসার নির্ণয়ের অন্যতম উপায় এন্ডোসকপি।

৩৬১. এন্ডোসকপিতে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সূত্র কাজে লাগানো হয়েছে।

৩৬২. রেডিওথেরাপি হলো ক্যান্সারের আরোগ্য বা নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল।

৩৬৩. রেডিওথেরাপির মাধ্যমে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের ডিএনএ ধ্বংস করা হয়।

৩৬৪. রেডিওথেরাপির ঝুঁকি - চুল পডা, চামড়া ঝুলে যাওয়া, বমিবমি ভাব, ডায়রিয়া বা বদহজম, প্রচন্ড ক্লান্তি ও অবসাদ, মুখের ভেতর ও গলা শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

৩৬৫. কেমোথেরাপি হলো রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করে ফেলার কৌশল।

৩৬৬. জীবদেহের কোষ বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে কেমোথেরাপি গঠিত।

৩৬৭. কেমোথেরাপিতে সাধারণত ৬ বার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

৩৬৮. লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হওয়া কেমোথেরাপির একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

৩৬৯. এনজিওগ্রাফির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন রক্তনালির ছবি তোলা হয়।

৩৭০. এনজিওগ্রাফিতে আলোর প্রতিসরণকে কাজে লাগানো হয়।

৩৭১. এনজিওগ্রাফিতে সময় লাগে ৩০-৬০ মিনিট।

মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

জীবন পাঠ

১. জীববিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষা হল - Biology।
২. Biology শব্দটি মূলত - দুটি ল্যাটিন শব্দ bios অর্থ জীবন এবং logos অর্থ জ্ঞান এর সমন্বয়ে গঠিত।
৩. জীববিজ্ঞানের জনক বলা হয় - গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে (খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২)।
Boighar.com
৪. জীববিজ্ঞান (Biology): বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের গঠন, জৈবনিক ক্রিয়া এবং জীবনধারণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে জীববিজ্ঞান (Biology) বলা হয়।
৫. জীবের ধরন অনুসারে জীববিজ্ঞানকে প্রধান দুটি শাখায় ভাগ করা হয় - উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান।
৬. জীবের কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে জীববিজ্ঞানকে ভাগ করা হয় আরো দুই ভাগে - ভৌত জীববিজ্ঞান ও ফলিত জীববিজ্ঞান।
৭. ভৌত জীববিজ্ঞানে যে সব বিষয় অন্তর্ভূক্তঃ
ক. অঙ্গসংস্থান (Morphology): জীবের সার্বিক অঙ্গসংস্থানিক বা দৈহিক গঠন বর্ণনা এ শাখার আলোচ্য বিষয়।
খ. শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমি (Taxonomy): জীবের শ্রেণিবিন্যাস ও রীতিনীতিসমূহ এ শাখার আলোচিত বিষয়।
গ. ভ্রূণবিদ্যা (Embryology): জনন কোষের উৎপত্তি, নিষিক্ত জাইগোট থেকে ভ্রূণের সৃষ্টি, গঠন, পরিস্ফুটন, বিকাশ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা এ শাখার প্রধান বিষয়।
ঘ. বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিক্স (Genetics): জিন ও জীবের বংশগতিধারা সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
ঙ. বিবর্তনবিদ্যা (Evolution): পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ, জীবের বিকাশ, জীবের বিবর্তন এবং ক্রমবিকাশের তথ্যসমূহের আলোচনা এ শাখার বিষয়।
চ. এন্ডোক্রাইনোলজি (Endocrinology): জীবদেহে হরমোন (hormone)- এর কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা এ শাখার বিষয়।

৮. ফলিত জীববিজ্ঞানে যে সব বিষয় অন্তর্ভূক্তঃ
ক. প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা (Palaeontology): প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিবরণ এবং জীবাশ্ম সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
খ. পরজীবীবিদ্যা (Parasitology)
গ. কীটতত্ত্ব (Entomology)
ঘ. জিনপ্রযুক্তি (Genetic Engineering): জিনপ্রযুক্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
ঙ. জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology): মানব ও পরিবেশের কল্যাণে জীব ব্যবহারের প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
চ. ফার্মেসি (Pharmacy): ঔষধশিল্প ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিজ্ঞান।
ছ. বন্যপ্রাণিবিদ্যা (Wildlife): বন্যপ্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞান।
জ. বায়োইনফরমেটিকস (Bioinformatics): কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর জীববিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য (যেমন ক্যান্সার) বিশ্লেষণ বিষয়ক বিজ্ঞান।
৯. আজ পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রজাতির নামকরণ ও বর্ণনা করা হয়েছে - প্রায় চার লক্ষ।
১০. প্রাণি প্রজাতির নামকরণ ও বর্ণনা করা হয়েছে - প্রায় তের লক্ষ।
১১. শ্রেণিবিন্যাসের লক্ষ্য মূলত - এই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় জীবজগৎকে সহজভাবে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ে সঠিকভাবে জানা।
১২. ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) হলেন - সুইডিস প্রকৃতিবিদ ।
১৩. ১৭৩৫ সালে আপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভের পর ক্যারোলাস লিনিয়াস সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন - জীবের পূর্ণ শ্রেণিবিন্যাস এবং নামকরণের ভিত্তি।
১৪. শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো - প্রতিটি জীবের দল ও উপদল সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা।
১৫. আর. এইচ. হুইটটেকার (R. H. Whittaker) ১৯৬৯ সালে প্রস্তাব করেন - জীবজগৎকে পাঁচটি রাজ্য বা ফাইভ কিংডমে (Five Kingdom) ভাগ করার।
১৬. মারগুলিস (Margulis) ১৯৭৪ সালে Whittaker-এর পাঁচটি জগৎকে ভাগ করেন - দুটি সুপার কিংডমে।
১৭.সুপার কিংডমগুলো হলোঃ

ক. সুপার কিংডম-১ : (Prokaryota) -এরা আদিকোষ (নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়)।
রাজ্য- ১: মনেরা (Monera) - উদাহরণ: নীলাভ সবুজ শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া।
খ.সুপার কিংডম-২ : ইউক্যারিওটা (Eukaryota) - এরা প্রকৃতকোষ (নিউক্লিয়াস সুগঠিত)।
রাজ্য- ২ : প্রোটিস্টা (Protista) - উদাহরণ: অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, এককোষী ও বহুকোষী শৈবাল।
রাজ্য- ৩ : ফানজাই (Fungi) - উদাহরণ: ইষ্ট, Penicillium, মাশরুম ইত্যাদি।
রাজ্য- ৪: প্লানটি (Plantae) - উদাহরণ: উন্নত সবুজ উদ্ভিদ।
রাজ্য- ৫: অ্যানিমেলিয়া (Animalia) - এরা নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ও বহুকোষী প্রাণী। উদাহরণ: প্রোটোজোয়া ব্যতীত সকল মেরুদন্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী।
১৮. একটি জীবকে প্রজাতি পর্যন্ত বিন্যাসের ক্ষেত্রে মূলত ৭টি ধাপ আছে। ধাপগুলো হলো-
ক. জগৎ (Kingdom)
খ. পর্ব (Phylum) / বিভাগ (Division)
গ. শ্রেণি (Class)
ঘ. বর্গ (Order)
ঙ. গোত্র (Family)
চ. গণ (Genus)
ছ. প্রজাতি (Species)
১৯. একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম গঠিত হয় - দুটি অংশ বা পদ নিয়ে। প্রথম অংশটি জীবের গণের নাম ও দ্বিতীয় অংশটি তার প্রজাতির নাম। যেমন – গোল আলুর বৈজ্ঞানিক নাম ***Solanum tuberosum***।এখানে ***Solanum*** হলো গোল আলুর গণের নাম আর ***tuberosum*** হলো প্রজাতির নাম।
২০. উদ্ভিদের নাম হতে হবে - International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মানুসারে।
২১. প্রাণীর নাম হতে হবে - International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) কর্তৃক স্বীকৃত নিয়মানুসারে।
২২.সুইডিস বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস Species Plantarum বইটি রচনা করেন - ১৭৫৩ সালে।
২৩. ক্যারোলাস লিনিয়াসের আবিষ্কার করা পদ্ধতি অনুযায়ী নামকরণে অবশ্যই -

গ. ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
ঘ. বৈজ্ঞানিক নামের অংশ থাকবে - দুটি। প্রথম অংশটি গণ নাম এবং দ্বিতীয় অংশটি প্রজাতি নাম।
১৪. কয়েকটি জীবের দ্বিপদ নামঃ

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ধান	***Oryza sativa***
পাট	***Corchorus capsularis***
আম	***Mangifera indica***
কাঁঠাল	***Artocarpus heterophyllus***
শাপলা	***Nymphaea nouchali***
জবা	***Hibiscus rosa- sinensis***
কলেরা জীবাণু	***Vibrio cholera***
ম্যালেরিয়া জীবাণু	***Plasmodium vivax***
আরশোলা	***Periplaneta americana***
মৌমাছি	***Apis indica***
ইলিশ	***Tenualosa ilisha***
কুনো ব্যাঙ	***Duttaphrynus melanostictus (Bufo melanostictus)***
দোয়েল	***Copsychus saularis***
রয়েল বেঙ্গল টাইগার	***Panthera tigris***
মানুষ	***Homo sapiens***

জীবকোষ ও টিস্যু

১৫. নিউক্লিয়াসের সংগঠনের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের। যথা-
ক. আদি কোষ
খ. প্রকৃত কোষ।
১৬. আদিকোষ (Prokaryotic cell) এ ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস (nucleus) থাকে না।

২৭. প্রকৃত কোষ (Eukaryotic cell) এসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লি (nuclear membrane) দ্বারা নিউক্লিও বস্তু পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত।
২৮. কাজের ভিত্তিতে প্রকৃত কোষ আবার দুই প্রকার। যথা -
ক. দেহকোষ (Somatic cell)
খ. জননকোষ (Gametic cell)
২৯. পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্টি প্রথম কোষটিকে বলে - জাইগোট (Zygote)।
৩০. কোষপ্রাচীর (Cell wall)
ক. কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে।
খ. কোষের আকার ও আকৃতি বজায় রাখে।
গ. প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না।
৩১. কোষঝিল্লি (Plasmalemma) ভাঁজকে বলে মাইক্রোভিল্লাই । এটি প্রধানত লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
৩২. কোষের ভিতরে যে অর্ধস্বচ্ছ, থকথকে জেলির মতো বস্তু থাকে তাকে বলে প্রোটোপ্লাজম।
৩৩. শ্বসনে অংশগ্রহণকারী মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria) আবিষ্কার করেন - বেনডা (Benda) ১৮৯৮ সালে।
৩৪. মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ - জীবের শ্বসনকার্যে সাহয্য করা।
৩৫. ক্রেবসচক্রে অংশগ্রহণকারী সব উৎসেচক উপস্থিত থাকে - মাইটোকন্ড্রিয়াতে।
৩৬. ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হয় - মাইটোকন্ড্রিয়াতে।
৩৭. সর্বাধিক শক্তি উৎপাদিত হয় - ক্রেবস চক্রে।।
৩৮. মাইটোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় - কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বা পাওয়ার হাউস।
৩৯. প্লাস্টিডের প্রধান কাজ হলো - খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং উদ্ভিদ দেহকে বর্ণময় ও আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা।
৪০.প্লাস্টিড তিন ধরনের। যথা- ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট।
৪১. সবুজ রঙের প্লাস্টিডকে বলে - ক্লোরোপ্লাস্ট । পাতা, কচি কান্ড ও অন্যান্য সবুজ অংশে এদের পাওয়া যায়। এই প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল থাকে, তাই এদের সবুজ দেখায়।
৪২. ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) হচ্ছে রঙিন প্লাস্টিড তবে সবুজ নয়।

কোনোটিকে নীল আবার কোনোটিকে লাল দেখায়। ফুলকে আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা এদের প্রধান কাজ।

৪৩. লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) হল যেসব প্লাস্টিড কোনো রঞ্জক পদার্থ ধারণ করে না।

৪৪. লিউকোপ্লাস্টের প্রধান কাজ হলো - খাদ্য সঞ্চয় করা।

৪৫. সেন্ট্রোসোম (Centrosome) পাওয়া যায় - প্রাণিকোষে।

৪৬. রাইবোসোম (Ribosome) পাওয়া যায় - প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় প্রকার কোষেই।

৪৭. গলজি বস্তু (Gologi body) পাওয়া যায় - প্রধানত প্রাণিকোষে। জীবকোষে বিভিন্ন পদার্থ নিঃসৃতকরণের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

৪৮. মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষগহ্বর ইত্যাদি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে - এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum) এর।

৪৯. কোষ গহ্বর (Vacuole) হলো - উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য।

৫০. কোষ গহ্বরের প্রধান কাজ হলো -কোষরস ধারণ করা।

৫১. লাইসোসোম (Lysosome) জীব কোষকে জী[illegible]র হাত থেকে রক্ষা করে।

৫২. নিউক্লিওলাস (Nucleolus) হলো - RNA ও [illegible]ন দ্বারা গঠিত।

৫৩. ক্রোমোসোমে অবস্থান করে – বংশধারা বহনকারী জিন (gene)।

৫৪.পুরুষানুক্রমে বংশের বৈশিষ্ট্য বহন করা - ক্রোমোসোমের কাজ।

৫৫. গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোষাঙ্গানু নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus)

খ। নিউক্লিয়ার ঝিল্লি (Nuclear membrane)

গ। নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm)

ঘ। ক্রোমাটিন জালিকা

ঙ. নিউক্লিওলাস

৫৬. কোষ হচ্ছে - জীবদেহের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) গঠনের একক।

৫৭. টিস্যু দুই ধরনের। যথা- ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যু।

৫৮ ভাজক টিস্যুর কোষগুলো -বিভাজনে সক্ষম।

৫৯. স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলো - বিভাজিত হতে পারে না।

৬০. স্থায়ী টিস্যু তিন প্রকার। যথা- সরল টিস্যু, জটিল টিস্যু ও নিঃস্রাবী টিস্যু (ক্ষরণকারী)।

৬১. কোষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সরল টিস্যুকে তিন ভাগ করা হয়েছে। যথা -

ক. প্যারেনকাইমা,
খ. কোলেনকাইমা ও
গ. স্ক্লেরেনকাইমা।
৬২. প্যারেনকাইমা টিস্যুতে - আন্তঃকোষীয় ফাঁক দেখা যায়। এসব কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তখন তাকে বলে - ক্লোরেনকাইমা (Chlorenchyma)।
৬৩. জলজ উদ্ভিদের বড় বড় বায়ুকুঠুরিযুক্ত প্যারেনকাইমাকে বলা হয় - এ্যারেনকাইমা (Aerenchyma)।
৬৪. প্যারেনকাইমা টিস্যুর প্রধান কাজ -
ক.খাদ্য প্রস্তুত করা
খ.খাদ্য সঞ্চয় করা ও
গ.খাদ্যদ্রব্য পরিবহন করা।
৬৫. কোলেনকাইমা (Collenchyma) টিস্যুর প্রধান কাজ হলো - খাদ্য প্রস্তুত ও উদ্ভিদদেহকে দৃঢ়তা প্রদান করা।
৬৬. স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerench) কোষগুলো প্রধানত দুই ধরনের। যথা - ফাইবার ও স্ক্লেরাইড।
৬৭. উদ্ভিদদেহের দৃঢ়তা প্রদান এবং পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করা - স্ক্লেরেনকাইমার মূল কাজ।
৬৮. স্ক্লেরাইড (Sclereids) কে বলা হয় - স্টোন সেল।
৬৯. জটিল টিস্যু (Complex tissues)কে বলা হয় - পরিবহন টিস্যু।
৭০. জটিল টিস্যু দুই ধরনের - জাইলেম ও ফ্লোয়েম।
৭১. জাইলেম (Xylem) টিস্যুতে কয়েক ধরনের কোষ থাকে। যথা - ট্রাকিড, ভেসেল, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম ফাইবার।
৭২. ট্রাকিড (Tracheids)এর প্রধান কাজ হলো - কোষরসের পরিবহন ও অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা।
৭৩. প্রাথমিক পর্যায়ের ভেসেল (Vessels)থাকে - নিটামে (Gnetum)। নিটাম নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে উন্নত উদ্ভিদ।
৭৪. ভেসেলের প্রধান কাজ হলো -
ক. পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন এবং
খ. অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা।
৭৫. জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma) কে বলা হয় - উড

প্যারেনকাইমা (Wood parenchyma)।
৭৬. জাইলেম প্যারেনকাইমার প্রধান কাজ - খাদ্য সঞ্চয় ও পানি পরিবহন করা।
৭৭. জাইলেম ফাইবার (Xylem fibre) টিস্যুর প্রধান কাজ - উদ্ভিদকে যান্ত্রিক শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করা।
৭৮. ফ্লোয়েম (Phloem) টিস্যু গঠিত হয় - সীভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু নিয়ে।
৭৯. জাইলেম খাদ্যের কাঁচামাল হিসাবে সরবরাহ করে - পানি।
৮০. ফ্লোয়েম পাতায় প্রস্তুত খাদ্য পরিবহন করে - উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন স্থানে।
৮১. ফ্লোয়েম ফাইবার বা তন্তু (Phloem fibre)কে বলা হয় - বাস্ট ফাইবার।
৮২. যেসব টিস্যু থেকে মধু, তরুক্ষীর, রেজিন নিঃসৃত হয় তাদের বলে - নিঃস্রাবী বা ক্ষরণকারী টিস্যু ।
৮৩. নিঃস্রাবী বা ক্ষরণকারী টিস্যু দুই প্রকার - তরুক্ষীর টিস্যু ও গ্রন্থি টিস্যু।
৮৪. প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রধানত চার প্রকার হয়। যথা -
ক. আবরণী টিস্যু
খ. যোজক টিস্যু
গ. পেশী টিস্যু ও
ঘ. স্নায়ু টিস্যু।
৮৫. আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue) : আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি ভিত্তিপর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে।
৮৬. যোজক টিস্যু (Connective Tissue) গঠন ও কাজের ভিত্তিতে প্রধানত - তিন ধরনের হয়। যথা-
ক. ফাইব্রাস যোজক টিস্যু
খ. স্কেলিটাল যোজক টিস্যু
গ. তরল যোজক টিস্যু
৮৭. তরল টিস্যুর মাতৃকা হচ্ছে - তরল।
৮৮. তরল যোজক টিস্যু দুই ধরনের - রক্ত ও লসিকা।
৮৯. রক্তের উপাদান দুটি। যথা -
ক. রক্তরস ও
খ. রক্তকণিকা।

৯০. রক্তরস (Plasma) হলো - রক্তের তরল অংশ।
৯১. রক্তরসের রং হলো - ঈষৎ হলুদাভ।
৯২. রক্তরসের প্রায় - ৯১-৯২% অংশ পানি এবং ৮-৯% অংশ জৈব ও অজৈব পদার্থ।
৯৩. রক্তকণিকা তিন ধরনের। যথা -
ক. লোহিত রক্তকণিকা (Erythrocyte বা Red blood corpuscles বা RBC)
খ. শ্বেত রক্তকণিকা (Leucocyte or white blood corpuscles বা WBC) এবং
গ. অণুচক্রিকা (Thrombocytes বা Blood platelate)।
৯৪. শ্বেত রক্তকণিকা কাজ হলো - জীবাণু ধ্বংস করে দেহের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষায় অংশ নেয়া ।
৯৫. অণুচক্রিকার কাজ হলো - রক্ত জমাট বাঁধায় অংশ নেয়া।
৯৪. মানবদেহে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Intercellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় তাকে বলা হয় - লসিকা।
৯৫. ভ্রূণের মেসোডার্ম থেকে তৈরি সংকোচন ও প্রসারণশীল বিশেষ ধরনের টিস্যুকে বলা হয় - পেশি টিস্যু।
৯৬. পেশি টিস্যু তিন ধরনের। যথা -
ক. ঐচ্ছিক পেশি
খ. অনৈচ্ছিক পেশি এবং
গ. হৃৎপেশি।
৯৭. ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary) বা ডোরাকাটা পেশি থাকে - অস্থিতন্ত্রে সংলগ্ন।
৯৮. মানুষের হাত ও পায়ের পেশি হলো - ঐচ্ছিক পেশি।
৯৯. অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বা মসৃণ পেশি প্রধানত অংশ নেয় - দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে । যেমন - খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের ক্রমসংকোচন।
১০০. কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি (Cardiac muscle) হলো - মেরুদন্ডী প্রাণিদের হৃৎপিন্ডের এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি।
১০১. অসংখ্য নিউরন দিয়ে গঠিত - স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissure)।
১০২. একটি আদর্শ নিউরনের তিনটি অংশ থাকে। যথা -
ক. কোষদেহ
খ. ডেনড্রাইট ও

গ. অ্যাক্সন।

১০৩. নিউরনের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকে না বলে - নিউরন বিভাজিত হয় না।

১০৪. পরিপাকতন্ত্র (Digestive system) দুটি প্রধান অংশ থাকে। যথা :

ক. পৌষ্টিক নালি (digestive canal) এবং

খ. পৌষ্টিক গ্রন্থি (digestive glands)।

১০৫. পৌষ্টিক নালি গঠিত হয় - মুখছিদ্র, মুখগহবর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, রেকটাম বা মলাশয় এবং পায়ুছিদ্র নিয়ে ।

১০৬. মানুষের লালাগ্রন্থি, যকৃত এবং অগ্ন্যাশয় কাজ করে - পৌষ্টিক গ্রন্থি হিসেবে।

১০৭. নাসারন্ধ্র, গলবিল, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাই এবং একজোড়া ফুসফুস নিয়ে গঠিত - মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)।

১০৮. স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) গঠিত হয় - মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকান্ড এবং করোটিক স্নায়ু নিয়ে।

১০৯. রেচনতন্ত্র (Excretory system) গঠিত হয় - একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটর, একটি মূত্রথলি এবং একটি মূত্রনালি (ইউরেথ্রা) নিয়ে।

১১০. জননতন্ত্র (Reproductive system) গঠিত হয় - এটি ভ্রূণ ও শিশু ধারক অঙ্গ নিয়ে ।

১১১. মানুষ হলো - একলিঙ্গ প্রাণী।

১১২. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine glands system) : প্রাণিদেহে কতগুলো নালিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস, এড্রিনাল ইত্যাদি গ্রন্থির সমন্বয়ে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত।

১১৩. আলোর বদলে ইলেক্ট্রন ব্যবহার করা হয় যে যন্ত্রে তাকে ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে।

১১৪.আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দু'ধরনের। যথা - সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

কোষ বিভাজন

১১৫. জীবদেহে তিন প্রকার কোষবিভাজন দেখা যায়।যথা -
ক. অ্যামাইটোসিস (Amitosis)
খ. মাইটোসিস (Mitosis)
গ. মিয়োসিস (Meiosis)

Boighar.com

১১৬. কোষের নিউক্লিয়াসটি প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি দুটি অংশে ভাগ হয় - অ্যামাইটোসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায়। অ্যামাইটোসিস বিভাজন প্রক্রিয়া দুটি অপত্য কোষের (daughter cell) সৃষ্টি করে।
১১৭. ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল, ইস্ট প্রভৃতি জীবকোষে কোষ বিভাজন ঘটে - অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন।
১১৮. মাইটোসিসঃ এই কোষবিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত কোষ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম একবার বিভক্ত হয়।
১১৯. প্রাণীর দেহকোষে এবং উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যু যেমন - কান্ড, মূলের অগ্রভাগ, ভ্রুণমুকুল ও ভ্রুণমূল, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল ইত্যাদিতে যে বিভাজন হয় তাকে বলে - মাইটোসিস কোষ বিভাজন।
১২০. মাইটোসিস কোষ বিভাজনে
ক. প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস অর্থাৎ নিওক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে এবং
খ. পরবর্তীতে সাইটোকাইনেসিস অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে।
১২১. বর্ণনার সুবিধার্থে মাইটোসিস প্রক্রিয়াকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। পর্যায়গুলো নিম্নরূপ -
ক. প্রোফেজ (Prophase)
খ. প্রো - মেটাফেজ (Pro-metaphase)
গ. মেটাফেজ (Metaphase)
ঘ. অ্যানাফেজ (Anaphase)
ঙ. টেলোফেজ (Telophase)
১২২. প্রোফেজ এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো -
ক. এটি মাইটোসিসের প্রথম পর্যায়।
খ. এই পর্যায়ে কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয় এবং

গ. ক্রোমোসোম থেকে পানি হ্রাস পেতে থাকে।

১২৩. প্রো-মেটাফেজ (Pro-metaphase) এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো -

ক. এই পর্যায়ের একেবারে প্রথম দিকে দুইমেরু বিশিষ্ট স্পিন্ডল যন্ত্রের (spindle apparatus) সৃষ্টি হয়।

খ. স্পিন্ডল যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে ইকুয়েটর বা বিষুবীয় অঞ্চল বলা হয়।

১২৪. মেটাফেজ (Metaphase) এই পর্যায়ের প্রথমেই সব ক্রোমোসোম স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে (দুই মেরুর মধ্যখানে) অবস্থান করে। নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাসের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

১২৫. অ্যানাফেজ (Anaphase) পর্যায়ের শেষের দিকে -

ক. অপত্য ক্রোমোসোমগুলো স্পিন্ডলযন্ত্রের মেরুপ্রান্তে অবস্থান নেয় এবং

খ. ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১২৬. টেলোফেজ (Telophase) হলো - মাইটোসিসের শেষ পর্যায়। এখানে -

ক. প্রোফেজ এর ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে বিপরীতভাবে ঘটে।

খ. স্পিন্ডলযন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে এবং

গ. তন্তুগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

১২৭. ক্যান্সার কোষ হলো - নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনেরই ফল।

১২৮. ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে - ভাইরাস। এ ভাইরাসের ই৬ এবং ই৭ নামের দুটি জিন এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রক দুটি প্রোটিন অণুকে স্থানচ্যুত করে।

১২৯. ক্যান্সার হয় মূলত - লিভার, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, স্তন, ত্বক, কোলন এবং জরায়ুতে অর্থাৎ দেহের প্রায় সকল অঙ্গে।

১৩০. যে প্রক্রিয়ায় একটি প্রকৃত কোষ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে চারটি অপত্য কোষ পরিণত হয় তাকে বলা হয় - মিয়োসিস (Meiosis)। এ বিভাজনে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ প্রক্রিয়াকে হ্রাসমূলক বিভাজনও বলা হয়।

১৩১. মিয়োসিস প্রধানত ঘটে -

ক. জীবের জনন কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টির সময় জনন মাতৃকোষে।

খ. সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বকের মধ্যে এবং

উন্নত প্রাণিদেহে শুক্রাশয়ে ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে মিয়োসিস ঘটে।

ঘ. মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড রেণু মাতৃকোষ থেকে যখন হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন হয় তখন জাইগোটে এই ধরনের বিভাজন ঘটে।

জীবনীশক্তি

১৩২. জীব কর্তৃক তার দেহে শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের মৌলিক কৌশলই হচ্ছে - জীবনীশক্তি।
১৩৩. শক্তির মূল উৎস হলো - সূর্য।
১৩৪. সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে যে জৈব যৌগে আবদ্ধ করে সেগুলো হলো - প্রথমে ATP (Adenosine Triphosphate) ও NADPH2 (বিজারিত Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate) নামক জৈব যৌগে।
১৩৫. ATP কে বলা হয় - 'জৈবমুদ্রা' বা 'শক্তি মুদ্রা' (Biological coin or energy coin)।
১৩৬. সালোকসংশ্লেষণের সময় ADP সৌরশক্তি গ্রহণ করে পরিণত হয় - ATP তে।
১৩৭. সালোকসংশ্লেষণের সময় ADP সৌরশক্তি গ্রহণ করে ATP তে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় -ফটোফসফোরাইলেশন (Photophosphorylation)।
১৩৮. সবুজ উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় - সালোকসংশ্লেষণ (photosynthesis) ।
১৩৯. সালোকসংশ্লেষণ জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো -
ক. ক্লোরোফিল
খ. আলো
গ. পানি এবং
ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড।
১৪০. সালোকসংশ্লেষণ একটি জৈব রাসায়নিক (biochemical) বিক্রিয়া।

$$6\,CO_2 + 12\,H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6\,H_2O + 6\,O_2$$

১৪১. টিস্যু সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান হলো - পাতার মেসোফিল।
১৪২. জলজ উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের হার স্থলজ উদ্ভিদ থেকে বেশি।
১৪৩. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জারিত হয় - H_2O.
১৪৪. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিজারিত হয়- CO_2.
১৪৫. ১৯০৫ সালে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান (Blackman) এ প্রক্রিয়াকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন। পর্যায় দুটি হলো - আলোকনির্ভর পর্যায় (Light dependent phase) এবং আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় (Light independent phase)।
১৪৬. ATP এবং NADPH2 কে বলা হয় - আত্তীকরণ শক্তি (assimilatory power)।
১৪৭. সবুজ উদ্ভিদে CO_2 বিজারণের তিনটি গতিপথ শনাক্ত করা হয়েছে। যেগুলো হলো -
ক. ক্যালভিন চক্র
খ. হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র
গ. ক্রেসুলেসিয়ান এসিড বিপাক।
১৪৮. ক্যালভিন চক্রঃ এই চক্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো হলো -
ক. CO_2 আত্তীকরণের গতিপথকে বলা হয় - ক্যালভিন-বেনসন ও ব্যাশাম চক্র বা সংক্ষেপে ক্যালভিন চক্র।
খ. ক্যালভিন তাঁর এ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান - ১৯৬১ সালে।
গ. অধিকাংশ উদ্ভিদে শর্করা তৈরি হয় - ক্যালভিন চক্র প্রক্রিয়ায় এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৩ - কার্বনবিশিষ্ট বলে এই ধরনের উদ্ভিদকে বলে – C_3 উদ্ভিদ।
১৪৯. C_4 গতিপথ বা হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র (C_4 cycle or Hatch and Slack cycle) : এই চক্র সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো হলো -
ক. অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী M.D. Hatch ও C.R Slack (১৯৬৬ সালে) CO_2 বিজারণের আরো একটি গতিপথ আবিষ্কার করেন।
খ. এই গতিপথের প্রথম স্থায়ী পদার্থ হলো ৪ - কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড।
গ. সাধারণত ভুট্টা, আখ, অন্যান্য ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, মুথা ঘাস, অ্যামারান্থাস

(amaranthus) ইত্যাদি উদ্ভিদে C_4 পরিচালিত হয়।
১৫০. সালোকসংশ্লেষণ সবচেয়ে ভালো হয় - সাধারণত 400 nm থেকে 480 nm এবং 680 nm (ন্যানোমিটার) তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোতে ।
১৫১. সালোকসংশ্লেষণের প্রভাবকসমূহঃ

বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ	অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহঃ
☑ কার্বন ডাইঅক্সাইড ☑ তাপমাত্রা: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য পরিমিত (optimum) তাপমাত্রা হলো ২২° সেলসিয়াস থেকে ৩৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত ☑ পানি ☑ অক্সিজেন ☑ খনিজ পদার্থ: ক্লোরোফিলের প্রধান উপকরণ হচ্ছে নাইট্রোজেন ও ম্যাগনেসিয়াম। লোহার অনুপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ করতে পারে না। ☑ রাসায়নিক পদার্থ।	☑ ক্লোরোফিল ☑ পাতার বয়স ও সংখ্যা মধ্যবয়সী পাতায় সবচেয়ে বেশি সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। ☑ শর্করার পরিমাণ ☑ পটাসিয়াম ☑ এনজাইম

১৫২. বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া হলো – সালোকসংশ্লেষণ।
১৫৩. বায়ুতে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ হলো - ২০.৯৫%।
১৫৪. বায়ুতে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ হল - ০.০৩৩ %।
১৫৫. শ্বসনের সামগ্রিক সমীকরণটি হলো -

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \xrightleftharpoons{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{শক্তি (686 K Cal/mol)}$$

১৫৬. শ্বসনের সময় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শ্বসনকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা -
ক. সবাত শ্বসন ও খ. অবাত শ্বসন।
১৫৭. সবাত শ্বসন (Aerobic respiration) সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো হলো -
ক. যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু (শর্করা, প্রোটিন, লিপিড, বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড) সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে বলে - সবাত শ্বসন (Aerobic respiration)।
খ. সবাত শ্বসনই হলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বসন পক্রিয়া।
গ. সবাত শ্বসনের রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ –

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \xrightleftharpoons{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{শক্তি}\ (686\ \text{K Cal/mol})$$

ঘ. সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে উৎপন্ন করে - সর্বমোট ছয় অণু CO_2, ছয় অণু পানি এবং ৩৮টি ATP ।
১৫৮. অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration) : যে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয় তাকে অবাত শ্বসন বলে।
১৫৯. কেবলমাত্র কিছু অণুজীবে যেমন ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট ইত্যাদিতে হয়ে থাকে - অবাত শ্বসন।
১৬০. সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া সাধারণত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা -
ধাপ- ১: গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis)
ধাপ- ২: অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি
ধাপ- ৩: ক্রেবস চক্র (Krebs cycle)
ধাপ- ৪: ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র (Electron transport system)
১৬১.

- ☑ ১ অণু NADH+H+ বা NADH2 = ৩ অণু ATP
- ☑ ১ অণু FADH2 = ২ অণু ATP
- ☑ ১ অণু GTP = ১ অণু ATP

১৬২. দুটি ধাপে অবাত শ্বসন হয়ে থাকে। ধাপ দুটি হলো :
ধাপ- ১: গ্লাইকোলাইসিস
ধাপ- ২: পাইরুভিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ
১৬৩. শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রভাবকসমূহ:

বাহ্যিক প্রভাবক	অভ্যন্তরীণ প্রভাবক
☑ তাপমাত্রা: উত্তম তাপমাত্র ২০° সেলসিয়াস থেকে ৪৫° সেলসিয়াস।	☑ খাদ্যদ্রব্য
☑ অক্সিজেন	☑ উৎসেচক
☑ পানি	☑ কোষের বয়স
☑ আলো	☑ অজৈব লবণ
☑ কার্বন ডাইঅক্সাইড	☑ কোষমধ্যস্থ পানি

খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক

১৬৩. উদ্ভিদে অজৈব উপাদান শনাক্ত করা হয়েছে - প্রায় ৬০টি।
১৬৪. ৬০টি উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান - মাত্র ১৬টি । এই ১৬টি পুষ্টি উপাদানকে সমষ্টিগতভাবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান (Essential elements) বলা হয়।
১৬৫. অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :
ক. ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদানঃ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এসব উপাদান বেশি পরিমাণে দরকার হয়। ম্যাক্রো উপাদান ১০টি। যথা - নাইট্রোজেন (N), পটাসিয়াম (K), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), সালফার (S) এবং লৌহ (Fe)।
[মনে রাখার উপায় – MgK CaFe for Nice CHOPS ।]
খ. মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদানঃ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এসব উপাদান অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয়। মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ৬টি। যথা - দস্তা বা জিংক (Zn), ম্যাংগানিজ (Mn), মোলিবডেনাম (Mo), বোরন (B), তামা বা কপার (Cu) এবং ক্লোরিন (Cl)।

১৬৪. উদ্ভিদ লবণ হিসেবে সরাসরি শোষণ করতে পারে না, আয়ন হিসেবে শোষণ করে। যেমন : Ca^{2+}, Mg^{2+}, NH_4^+, NO_3^-, K^+ ইত্যাদি।

১৬৫. জীবকোষের DNA, RNA, ATP প্রভৃতির গাঠনিক উপাদান হলো ফসফরাস।

১৬৬. ভালো ফসল পেতে ব্যবহার করা হয় - নাইট্রোজেন (ইউরিয়া), পটাশিয়াম (মিউরেট অফ পটাশ), ফসফরাস (ট্রিপল সুপার ফসফেট) প্রভৃতি সার ।

১৬৭. পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণসমূহঃ

নাইট্রোজেন (N)	☑ পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়। হলুদ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে 'ক্লোরোসিস' (chlorosis) বলে। ☑ উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।
ফসফরাস (P)	☑ পাতা বেগুনি রং ধারণ করে। ☑ উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ও উদ্ভিদ খর্বাকার হয়।
পটাশিয়াম (K)	☑ পাতার শীর্ষ ও কিনারা হলুদ হয়। ☑ শীর্ষ ও পার্শ্ব মুকুল মরে যায়।
ক্যালসিয়াম (Ca)	☑ ফুল ফোটার সময় উদ্ভিদের কাণ্ড শুকিয়ে যায় এবং উদ্ভিদ হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে।
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	☑ সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।
লৌহ (Fe)	☑ সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। ☑ কাণ্ড দুর্বল ও ছোট হয়।
সালফার (S)	☑ কাণ্ডের শীর্ষ মরে যায় এবং ডাইব্যাক

	(dieback) রোগের সৃষ্টি হয়। ☑ উদ্ভিদ খর্বাকৃতির হয়।
বোরন (B)	☑ ফুলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়।

১৬৮. উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা -
ক. আমিষ দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে।
খ. শর্করা : দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
গ. স্নেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য : দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।
১৬৯. আরও তিন প্রকার উপাদান দেহের জন্য প্রয়োজন। যথা -
ক. খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন : রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায় ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোগায়।
খ. খনিজ লবণ : বিভিন্ন জৈবিক কাজে অংশ নেয়।
গ. পানি : দেহে পানি ও তাপের সমতা রক্ষা করে।
১৭০. আমিষ জাতীয় খাদ্য গঠিত হয় - কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা ।
১৭১. আমিষে নাইট্রোজেনের পরিমাণ - শতকরা ১৬ ভাগ ।
১৭২. উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই প্রকার। যথা - ক. প্রাণিজ আমিষ, খ. উদ্ভিজ্জ আমিষ।
১৭৩. প্রাণিজ আমিষ : মাছ, মাংস, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা বা যকৃত ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ।
১৭৪. উদ্ভিজ্জ আমিষ : ডাল, চিনাবাদাম, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। উদ্ভিদে আট রকম আবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়।
১৭৫. মিশ্র আমিষকে বলা হয় - সম্পূরক আমিষ।
১৭৬. শর্করার মৌলিক উপাদান হলো - কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।
১৭৭. শর্করা খাদ্যের বিভিন্ন রূপ হলো - গম, আলু, চাল ইত্যাদিতে স্টার্চ বা শ্বেতসার ইত্যাদি ।
১৭৮. গঠন পদ্ধতি অনুসারে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের সারণীতে তিন ধরনের শর্করার গঠন ও উৎস দেখানো হলো-

গঠন	উদাহরণ	উৎস
এক অণুবিশিষ্ট শর্করা	গ্লুকোজ	মধু, ফলের রস
দুই অণুবিশিষ্ট শর্করা	সুক্রোজ, ল্যাকটোজ	চিনি ও দুধ
বহু অণুবিশিষ্ট শর্করা	শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন	চাল, আটা, সবুজ পাতা, আলু, শাক সবজি ইত্যাদি

১৭৯. আমরা শ্বেতসার পাই - প্রধানত চাল, গম, আলু থেকে ।
১৮০. স্নেহজাতীয় খাদ্য (Fats) : উৎস অনুযায়ী স্নেহপদার্থ দুই ধরনের। যথা -
ক. উদ্ভিজ স্নেহপদার্থ এবং খ. প্রাণীজ স্নেহপদার্থ। Boighar.com
১৮১. ভোজ্যতেলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ হলো - সয়াবিন তেল।
১৮২. একজন সুস্থ সবল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দিনে চর্বির প্রয়োজন হয় – ৫০-৬০ গ্রাম ।
১৮৩. ভিটামিনকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা -
ক. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং খ. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন।
১৮৪. ভিটামিনকে 'এ', 'ডি', 'ই' এবং 'কে' দ্রবণীয় হয় - চর্বিতে।
১৮৫. ভিটামিন 'বি কমপ্লেক্স' ও ভিটামিন 'সি' দ্রবণীয় হয় - পানিতে।
১৮৬. দুধ, মাখন, চর্বি, ডিম, গাজর, আম, কাঁঠাল, রঙিন শাকসবজি, মলা মাছ ইত্যাদিতে পাওয়া যায় - ভিটামিন 'এ' ।
১৮৭. ইস্ট, ঢেঁকিছাঁটা চাল, যাঁতায় ভাঙ্গা আটা বা লাল আটা, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগডাল, মটর, ফুলকপি, চিনাবাদাম, শিমের বীচি, কলিজা বা যকৃত, হৃৎপিণ্ড, দুধ, ডিম, মাংস, সবুজ শাকসবজিতে পাওয়া যায় - ভিটামিন 'বি' ।
১৮৮. পেয়ারা, বাতাবী লেবু, কামরাঙা, কমলা, আমড়া, বাঁধাকপি, টমেটো, আনারস, কাঁচামরিচ, তাজা শাকসবজি ইত্যাদিতে পাওয়া যায় - ভিটামিন 'সি'।
১৮৯. দুধ, ডিম, কলিজা বা যকৃত, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছের তেল, ভোজ্যতেল ইত্যাদিতে পাওয়া যায় - ভিটামিন 'ডি' ।
১৯০. উপরে উল্লেখিত সব খাবার থেকে পাওয়া যায় - ভিটামিন 'ই' ও ' কে'।
১৯১. কচু শাকে থাকে - লৌহ ।
১৯২. মানবদেহে পানির কাজগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –
ক. দেহ গঠন, খ. দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ, গ. দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নির্গমন।

১৯৩. পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈহিক ওজনের পানির পরিমাণ - ৪৫% - ৬০% ।
১৯৪. একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাক্তির দৈনিক পানি পান করা উচিত - ১ লিটার পানি।
১৯৫. খাদ্যনালির ক্যান্সারের আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস করে - খাদ্য আঁশ বা রাফেজ। আঁশযুক্ত খাবার স্থূলতা হ্রাস, ক্ষুধাপ্রবণতা হ্রাস ও চর্বি জমার প্রবণতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
১৯৬. আদর্শ খাদ্য পিরামিডে যেসব খাদ্য অন্তর্ভূক্ত -
ক. স্নেহ বা ফ্যাট
খ আমিষ
গ. ভিটামিন ও খনিজ
ঘ. শর্করা ।
১৯৭. পুষ্টির অভাবজনিত রোগঃ
ক. গলগণ্ড (Goitre) : গলগণ্ড থাইরয়েড গ্রন্থির একটি রোগ। খাবারে আয়োডিনের অভাব এই রোগ হয়। গলগণ্ড দুই রকম। যথা - ১. সরল গলগণ্ড ও ২. টক্সিক গলগণ্ড। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন দ্বারা এ গ্রন্থির বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এছাড়া এ রোগ প্রতিরোধের উপায় হলো - আয়োডিনযুক্ত খাবার খাওয়া, যেমন- সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিনযুক্ত লবণ ইত্যাদি।
খ. রাতকানা (Night Blindness) : ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে এই রোগ থেকে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব।
গ. রিকেটস (Rikets) এটি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নয়। ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবে এই রোগ হয়। নবজাতককে কিছুক্ষণ রোদে রাখা ভালো। এতে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভিটামিন ‘ডি’ তৈরি হয়।
ঘ. রক্তশূন্যতা (Anemia) : আমাদের দেশে শিশু ও মহিলাদের রক্ত স্বল্পতা দেখা যায়। খাদ্যের মূখ্য উপাদান ভিটামিন বি১২ এর অভাব ঘটলে এ রোগ দেখা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত লৌহঘটিত আমিষের অভাবে এই রোগ হয়।
১৯৮. তাপশক্তির একক হচ্ছে - ক্যালরি।
১৯৯. ১ কিলোক্যালরি = ৪১৮০ জুল = ৪.১৮ কিলো জুল।

২০০.

উপাদান	প্রতিগ্রামে ক্যালরি
শর্করা	৪
আমিষ	৪
চর্বি	৯

২০১. বিএমআর (Basal Metabolic Rate) পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় মানব শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।
২০২. বিএমআই (Body Mass Index) মানব দেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে।
২০৩. শরীরের সুস্থতা ও স্থূলতার মান নির্ণয়ে দুটি খুবই উপযোগী মানদণ্ড দুটি হলো - BMI ও BMR।
২০৪. বিএমআর আমাদের শরীরের শক্তির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে - ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ।
২০৫. বিএমআই মানদণ্ডে সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান হল - ১৮.৫ - ২৪.৯ ।
২০৬. খাদ্যে যেসব দ্রব্য ও ভেজাল থাকে – এন্টিবায়েটিক, হেভি মেটাল, বাণিজ্যিক রং, ফরমালিন, কীটনাশক, রাসায়নিক পদার্থ, জীবাণু।
২০৭.পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System) : দেহে দুইভাবে খাদ্য শোষিত হবার উপযোগী হয়। যথা :
১. যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও ২. রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
২০৮. পৌষ্টিকতন্ত্র বা পৌষ্টিকনালির প্রধান অংশগুলো হলো -
ক. মুখ (Mouth)
খ. মুখগহ্বর (Buccal cavity)
গ. দাঁত (Tooth)
ঘ. অন্ননালি (Oesophagus)
ঙ. পাকস্থলি (Stomach)
চ. অন্ত্র (Intestine)
ছ. পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive glands)
জ. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

ঝ. গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি (Gastric glands)
ঞ. আন্ত্রিকগ্রন্থি (Intestinal glands)
ট. গলবিল (Pharynx)
২০৯. মানুষের দুধ দাঁত পড়ে গিয়ে স্থায়ী দাঁত গজায় - ১৮ বছরের মধ্যে।
২১০. মানুষের স্থায়ী দাঁত প্রধানত - চার ধরনের।
২১১. প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ থাকে। যথা -
ক. মুকুট : মাড়ির উপরের অংশ
খ. মুল : মাড়ির ভিতরের অংশ
গ. গ্রীবা : দাঁতের মধ্যবর্তী অংশ।
২১২. প্রতিটি দাঁত যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তা হলো -
ক. ডেন্টিন (Dentine) : দাঁত প্রধানত ডেন্টিন নামক শক্ত উপাদান দ্বারা গঠিত।
খ. এনামেল (Ename)
গ. দন্তমজ্জা (Pulp)
ঘ. সিমেন্ট (Cement)
২১৩. পাকস্থলি (Stomach) : অন্ননালি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝখানে একটি থলির মতো অঙ্গকে বলা হয় - পাকস্থলি (Stomach)।
২১৪. পাকস্থলির পরের অংশই হলো - অন্ত্র। অন্ত্র দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত। যথা
(ক) ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine) : ক্ষুদ্রান্ত্র আবার তিনটি অংশে বিভক্ত । যথা - ডিওডেনাম, জেজুনাম ও ইলিয়াম।
(খ) বৃহদন্ত্র (Large Intestine) : বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত । যথা - সিকাম, কোলন ও মলাশয়।
২১৫. পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive glands) : যেসব গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় তাদেরকে পৌষ্টিকগ্রন্থি বলে। মানবদেহে পৌষ্টিকগ্রন্থিগুলো হলো -
(ক) লালাগ্রন্থি (Salivary glands) : লালা রসে টায়ালিন নামক এনজাইম ও পানি থাকে।
(খ) যকৃত (Liver) : এটি মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। এর রং লালচে খয়েরি। যকৃতে বিভিন্ন রকম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাই একে রসায়ন গবেষণাগার বলা হয়।
২১৬. পিত্তরস তৈরি করে - যকৃত।
২১৭. রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে - যকৃত ।

২১৮. বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে - অগ্ন্যাশয় ।

২১৯. অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয় – অগ্ন্যাশয়রস ।

২২০. গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস (ট্রিপসিন, লাইপেজ,এমাইলেজ) কে বলা হয়- গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস ।

২২১. মুখগহ্বর থেকে খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলিতে প্রবেশ করে - পেরিস্টালসিস (Peristalsis) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

২২০. পাকস্থলিতে খাদ্য আসার পর অন্তঃপ্রাচীরের গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় - গ্যাস্ট্রিক রস এই রসে প্রধান যে উপাদানগুলো থাকে তা হলো -

ক. হাইড্রোক্লোরিক এসিড খ. পেপসিন (Pepsin)

২২১. আন্ত্রিক সমস্যার কারনে কখনও কখনও নিম্নলিখিত রোগ বা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়।

ক. অজীর্ণতা এেকে আমরা বদহজমও বলে থাকি।

খ. আমাশয় (D‥sentery) : ***Entamoeba histolytica*** নামক এ প্রকার প্রোটোজোয়া এবং সিগেলা (Shigella) নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আমাশয় হয়।

গ. কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) : রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার না খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

ঘ. গ্যাস্ট্রিক আলাসার (Gastric ulcer) এন্ডোসকপি (Endoscopy) বা বেরিয়াম এক্স-রে এর মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

ঙ. অ্যাপেনডিসাইটিস (Appendicitis).

চ. কৃমিজনিত রোগ : কৃমি পরজীবী হিসেবে পোষকদেহে বাস করে। মানবদেহ অনেক প্রজাতির কৃমির পোষক।

ছ. ডায়রিয়া (Diarrhoea) : সম্প্রতি শস্য স্যালাইন নামে আর একটি স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে। এক লিটার পানি, ৫০ গ্রাম চালের গুঁড়া, এক চিমটি লবণ মিশিয়ে বাড়িতে এ স্যালাইন তৈরি করা যায়।

২২২. রোটা ভাইরাসের আক্রমণে - ডায়রিয়া হয়। বিশ্বব্যাপী রোটা ভাইরাসজনিত মোট মৃত্যুর ৮২ শতাংশ হয় - হতদরিদ্র দেশগুলোতেই।

জীবে পরিবহন

২২৩. জীবদেহের ভৌত ভিত্তি - প্রোটোপ্লাজম ।
২২৪. প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৯০ ভাগই - পানি। এ কারণেই পানিকে ফ্লুইড অফ লাইফ বলে।
২২৫. উদ্ভিদ প্রধানত মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে পানি শোষণ করে - মূলের মাধ্যমে । ৩টি প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে শোষণ কাজ সম্পাদন করে। প্রক্রিয়া তিনটি হলো - ইমবাইবিশন, ব্যাপন, অভিস্রবণ।
২২৬. ইমবাইবিশন (Imbibition) : সেলুলোজ, স্টার্চ, জিলাটিন ইত্যাদি হাইড্রোফিলিক (পানিপ্রিয়) পদার্থ। কোষপ্রাচীর ও প্রোটোপ্লাজম কলয়েডধর্মী হওয়ায় ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠে।
২২৭. ব্যাপন (Diffusion) : এটি একটি ভৌত প্রক্রিয়া । যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের অণু বেশি ঘনত্বের এলাকা থেকে কম ঘনত্বের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তাকে ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে।
২২৮. অভিস্রবণ (Osmosis) : একই দ্রব ও দ্রাবকযুক্ত দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা ভেদ করে তার নিম্ন ঘনত্বের দ্রবণ থেকে উচ্চ ঘনত্বের দ্রবণের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বলা হয়।
২২৯. সাধারণতভবে উদ্ভিদ মাটির কৈশিক পানি (Capillary water) শোষণ করে - তার মূলরোমের মাধ্যমে । এ কাজে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কাজ করে সেগুলো হলো - অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন।
২৩০. খনিজ লবণ শোষিত হয় - আয়ন হিসেবে।
২৩১. প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে - ফ্লোয়েম টিস্যু।
২৩২. উদ্ভিদের খাদ্য প্রবাহিত হয় - ফ্লোয়েমের সিভনলের মাধ্যমে ।
২৩৩.পানি ও খনিজ লবণের চলাচলকে বলা হয় - উদ্ভিদে পরিবহন।
২৩৪. কোষস্থ পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে একত্রে বলে - কোষরস (Cell sap) ।
২৩৫. প্রস্বেদন (Transpiration) কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা - পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন, কিউটিকুলার প্রস্বেদন ও লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।
২৩৬. পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (Stomatal transpiration) : পাতায়, কচিকান্ডে, ফুলের

াতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ (guard cell) বেষ্টিত এক প্রকার রন্ধ্র থাকে। াদেরকে পত্ররন্ধ্র (Stomata) বলে। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের ৯০-৯৫% প্রস্বেদন হয় - পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে।

১৩৭. কিউটিকুলার প্রস্বেদন : উদ্ভিদের বহিঃত্বকে বিশেষ করে পাতার উপরে ও নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে। এই আবরণকে বলা হয় - কিউটিকল।

১৩৮. লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration) : উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি হলে কাণ্ডের বাকল ফেটে লেন্টিসেল নামক ছিদ্র সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে প্রস্বদনকে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে। এই প্রস্বেদন প্রক্রিয়া অনেকগুলো প্রভাবকের উপরে নির্ভরশীল। এসব প্রভাবকদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - ক. বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ, খ. অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ।

১৩৯. বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ হলো -

ক. তাপমাত্রাঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে প্রস্বেদনের হারও দ্রুততর হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে তাই স্বাভাবিক নিয়মেই প্রস্বেদনের হারও কমে যায়।

খ. আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity) : আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকলে প্রস্বেদনের হার বেড়ে যায় এবং বেশি থাকলে হার কমে যায়।

গ. আলো (Light)

ঘ. বায়ুপ্রবাহ (Wind)

১৪০. অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ হলো -

ক. পত্ররন্ধ্র

খ. পত্রের সংখ্যা

গ. পত্রফলকের আয়তন

ঘ. উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের আয়তন

কিউটিকলের উপস্থিতি, স্পঞ্জি প্যারেনকাইমার পরিমাণ ইত্যাদিও প্রস্বেদন হারের তারতম্য ঘটায়।

১৪১. বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের জন্য বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে অভিহিত করেন - 'প্রয়োজনীয় ক্ষতি' (Necessary evil) নামে ।

১৪২. রক্ত হচ্ছে - জীবনীশক্তির মূল।

১৪৩. পরিবহনতন্ত্রকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

ক. রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood circulatory system) : হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি নিয়ে গঠিত এবং

খ. লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) : লসিকা, লসিকানালি ও ল্যাকটিয়েলনালি নিয়ে গঠিত।

২৪৪. রক্ত (Blood) : এটি একটি অস্বচ্ছ, মৃদু ক্ষারীয়, লবণাক্ত তরল পদার্থ। হাড়ের লাল অস্থিমজ্জাতে রক্তাকণিকার জন্ম।

২৪৫. রক্তের উপাদান : রক্ত এক প্রকার যোজক কলা। রক্তরস ও কয়েক প্রকার রক্তকণিকার সমন্বয়ে রক্ত গঠিত।

২৪৬. সাধারণত রক্তের শতকরা প্রায় - ৫৫ ভাগ রক্তরস।

২৪৭. রক্তরসের প্রধান উপাদান - পানি।

২৪৮. মানবদেহে তিন প্রকার রক্তকণিকা (Blood corpuscles) দেখা যায়। যথা -
ক. লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Corpuscles)
খ. শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles)
গ. অণুচক্রিকা (Blood Platelets)।

২৪৯. লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় - লাল অস্থিমজ্জায়।

২৫০. লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু - ১২০দিন।

২৫১. পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে - প্রায় ৫০ লক্ষ।

২৫২. লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন অক্সিহিমোগ্লোবিনরূপে পরিবহণ করে - অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড।

২৫৩. হিমোগ্লোবিন : হিমোগ্লোবিন এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ। লোহিত রক্তকণিকায় এর উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়।

২৫৪. শ্বেত রক্তকণিকা এদের গড় আয়ু ২০ দিন। শ্বেত রক্তকণিকা ক্ষণপদ সৃষ্টি মাধ্যমে রোগজীবাণু ভক্ষণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস। শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে গেলে লিউকেমিয়া রোগ হয়। শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে এবং অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

২৫৫. অনুচক্রিকা : প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে অনুচক্রিকা থাকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার। অনুচক্রিকা উৎপন্ন হয় - অস্থিমজ্জার মধ্যে। এদের গড় আয়ু ৫-১০ দিন। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

২৫৬. বিজ্ঞানী কার্লল্যান্ড স্টেইনার মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা ‘A’, ‘B’, ‘O’, এবং ‘AB’ - এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করে – ১৯০১ সালে।

২৫৭. নিচের সারণিতে রক্তের গ্রুপের এন্টিবডি ও এন্টিজেনের উপস্থিতি দেখানো হলো –

রক্তের গ্রুপ	এন্টিজেন (লোহিত রক্তকণিকায়)	এন্টিবডি (রক্তরসে)
A	A	b
B	B	a
AB	A, B	নেই
O	নেই	a, b

২৫৮. মানুষের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার তালিকা –

রক্তের গ্রুপ	যে গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	A, AB	A ও O
B	B, AB	B ও O
AB	AB	সব গ্রুপ (A, B, AB, O)
O	সব গ্রুপ (A, B, AB, O)	O

৯. সর্বজনীন রক্তদাতা (Universal donor) - O গ্রুপের রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তি ।
০.যেকোনো ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করতে পারে - AB রক্তধারী ব্যক্তি। এজন্য AB ধারী ব্যক্তিদের বলা হয় - সর্বজনীন রক্ত গ্রহীতা (Universal receipient)।
১. রক্তের গ্রুপ জানা না থাকলে অধিক নিরাপদ হলো - O এবং Rh- নেগেটিভ সঞ্চালন করা।
২. একজন সুস্থ মানুষের দেহ থেকে ৪৫০ মিলি রক্ত বের করে দিলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।
৩. একজন সুস্থ মানুষের দেহ প্রতি সেকেন্ড সৃষ্টি করতে পারে - প্রায় ২০ লক্ষ লোহিত রক্তকণিকা।
কোনো সুস্থ ব্যক্তি চার মাস অন্তর রক্তদান করলে দাতার দেহে সামান্যতম কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না।
হৃৎপিন্ড : হৃৎপিন্ড একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গ। এটি হৃৎপেশি নামক এক

বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। হৃৎপিন্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে।

২৬৬. হৃৎপিন্ড প্রাচীরে থাকে তিনটি স্তর। যথা -

ক. বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম - এটি মূলত যোজক কলা দিয়ে গঠিত।

খ. মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম - এটি বহিঃস্তর ও অন্তঃস্তর এর মাঝে অবস্থান করে।

গ. অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম- হৃৎপিন্ডের ভিতরের স্তর ফাঁপা এবং চারটি প্রকোষ্ঠ বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান ও বাম অলিন্দ (right & left atrium) বলে এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে ডান ও বাম নিলয় (right & left ventricle) বলে।

২৬৭. হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে বলা হয় – সিস্টোল।

২৬৮. হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে বলা হয় - ডায়াস্টোল।

২৬৯. হৃৎপিণ্ডের একবার সিস্টোল - ডায়াস্টোলকে একত্রে বলে - হৃৎস্পন্দন (Heart beat)।

২৭০. রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হলো - হৃৎপিণ্ড।

২৭১. গঠন, আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা বা রক্তনালি - তিন ধরনের। যথা -

ক. ধমনি (Artery) : রক্তনালির মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয় তাকে ধমনি বলে। ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমধর্মী ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে পৌঁছে দেয়।

খ.শিরা (Vein) : যেসব নালি দিয়ে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাদের শিরা বলে। ফুসফুসীয় শিরা এর ব্যতিক্রম। এই শিরা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ড পৌঁছে দেয়।

গ.কৈশিক জালিকা (Capillaries) এগুলো এদিকে ক্ষুদ্রতম ধমনি ও অন্যদিকে ক্ষুদ্রতম শিরার মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

২৭২. ধমনিগাত্রে রক্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক থাকে - হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থায় । একে সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure) বলে।

২৭৩. রক্তচাপ সবচেয়ে কম থাকে - হৃৎপিণ্ডের (প্রকৃতপক্ষে নিলয়ের) প্রসারণ বা ডায়াস্টোল অবস্থায়। একে ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure) বলে।

২৭৪. রক্তচাপ মাপা যায় - স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) যন্ত্রের সাহায্য।

২৭৫. একজন মানুষের আদর্শ রক্তচাপ (Blood pressure) - ১২০/৮০ মিলিমিটার মানের কাছাকাছি।

২৭৬. সাধারণত সুস্থ অবস্থায় হাতের কব্জিতে পালস - এর মান প্রতি মিনিটে - ৭২। হাতের কব্জিতে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে পালস রেট বের করা যায়।

২৭৭. রক্তের চাপ নির্ণয় করা হয় - বিপি যন্ত্রের সাহায্যে।

২৭৮. নীরব ঘাতক হিসেসে গণ্য করা হয় - উচ্চ রক্তচাপকে ।

২৭৯. সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০২০ সালের মধ্যে স্ট্রোক ও করোনারি ধমনির রোগ হবে বিশ্বের এক নম্বর মরণব্যাধি।

২৮০. হৃৎরোগ ও স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ হলো - উচ্চ রক্তচাপ।

২৮১. যে সব কারণে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি থাকে -

ক. বাবা বা মায়ের উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তার সন্তানদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

খ. যারা স্নায়বিক চাপে (Tension) বেশি ভোগেন অথবা ধূমপানের অভ্যাস আছে, তাদের উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গ. দেহের ওজন বেশি বেড়ে গেলে কিংবা লবণ ও চর্বিযুক্ত খাদ্য বেশি খেলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘ. পরিবারের সদস্যদের ডায়াবেটিস বা কোলেস্টেরোলের পূর্ব ইতিহাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঙ. সন্তান প্রসবের সময় খিঁচুনী রোগের (Eclamsia) কারণে মায়ের রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

২৮২. উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ :

ক. মাথা ব্যথা, বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যথা করা উচ্চ রক্তচাপের প্রাথমিক লক্ষণ।

খ. রোগী মাথা ঘোরা, ঘাড় ব্যথা করা, বুক ধড়ফড় করা ও দুর্বল বোধ করে।

২৮৩. রক্তচাপ নির্ণয় করা ভালো- কমপক্ষে ১ থেকে ২ মিনিট এর ব্যবধান রেখে।

২৮৪. কোলেস্টেরল রক্তে প্রবাহিত হয় - লিপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে। রক্তে তিন প্রকার লিপোপ্রোটিন দেখা যায়। যথা -

ক LDL (Low Density Lipoprotein) একে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয়। এটি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। সাধারণত আমাদের রক্তে ৭০% LDL থাকে।

খ HDL (High Density Liopprotein) একে সাধারণত ভালো কোলেস্টেরল

বলা হয়। এটি হৃৎরোগের ঝুঁকি কমায়।
গ. ট্রাই-গ্লিসারাইড (Tryglyceride) : এই কোলেস্টেরল চর্বি হিসেবে রক্তের প্লাজমায় অবস্থান করে।
২৮৫. নিচের সারণিতে রক্তে কোলেস্টরলের আদর্শ মান দেখানো হলো-

কোলেস্টেরলের প্রকার	পুরুষের মান (মিলিমোল/লিটার)	মহিলাদের মান মিলিমোল/লিটার
LDL	১.৬৮ - ৪.৫৩	১.৬৮ - ৪.৫৩
HDL	০.৯০ - ১.৪৫	০.৯০ - ১.৬৮
ট্রাই গ্লিসারাইড	০.৪৫ - ১.৮১	০.৪. - ১.৫৩

২৮৬. অ্যানজিনা (Angina) বলা হয় - হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনি গাত্রে চর্বি জমা হওয়ার ফলে রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার কারণে যে বুকে ব্যথা অনুভূত হয় তাকে।
২৮৭. কোষপ্রাচীর তৈরি ও রক্ষার কাজ করে - কোলেস্টেরল।
২৮৮. পিত্তরসে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা তলানির মতো জমা হয় - পিত্তথলিতে । কোলেস্টেরলের এ তলানিই শক্ত হয়ে পিত্তথলির পাথর (Gall bladder stone) নামে পরিচিত হয়।
২৮৯. যদি কোন কারণে লোহিত অস্থিমজ্জা লোহিত কণিকা উৎপাদনে ব্যর্থ হয় এবং শ্বেতকণিকার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে তাহলে - লিউকেমিয়া রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।
২৯০. রক্তের অস্বাভাবিকতাজনিত রোগ হলো - রক্তের ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া।
২৯১. লিউকেমিয়া রোগের লক্ষণগুলো হলো - দীর্ঘ মেয়াদী জ্বর, শ্বাসকস্ট, বুকে ব্যথা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া ইত্যাদি।
২৯২. মায়োকারডিয়াল ইনফ্রাকশন অথবা করোনারী থ্রোমবসিস নামে হার্ট অ্যাটাক ঘটে। বাংলাদেশে হৃদরোগ বিশেষ করে করোনারি (Coronary) হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির ফলে এই রোগ দেখা যায়।

১৯৪. অনেক চিকিৎসক বাতজ্বরে আক্রান্ত ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত নিয়মিতভাবে - পেনিসিলিন খাবার পরামর্শ দেন।

গ্যাসীয় বিনিময়

১৯৫. রাতের বেলা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোক পর্যায় বন্ধ থাকে বলে - অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না।
১৯৬. কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের বিনিময় ঘটতে পারে - পরিণত কাণ্ডের বাকলে যা লেন্টিসেল (Lenticell) তৈরি হয় তার মাধ্যমেও।
১৯৭. বড় গাছের নিচে রাত্রিবেলা ঘুমালে - শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।
১৯৮. যে অঙ্গগুলোর সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয় সেগুলোকে একত্রে বলে - শ্বসনতন্ত্র।
১৯৯. শ্বসনতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত অঙ্গগুলো হলো -
ক. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ, খ. গলনালি বা গলবিল, গ. স্বরযন্ত্র, ঘ. শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া, ঙ. বায়ুনালি বা ব্রংকাস, চ. ফুসফুস, এবং ছ. মধ্যচ্ছদা।
২০০. শ্বসনে কোনো ভূমিকা নেই – স্বরযন্ত্রের।
২০১. ফুসফুসে থাকে - অসংখ্য বায়ুথলি বা বায়ুকোষ, সূক্ষ্ম শ্বাসনালি ও রক্তনালি। বায়ুথলিগুলোই হলো অ্যালভিওলাস (Alveolus)।
২০২. বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বর পৃথককারী পেশিবহুল পর্দাকে বলে - মধ্যচ্ছদা।
২০৩. শ্বাস প্রশ্বাসের অঙ্গগুলো কেবলমাত্র খোলা থাকে - গলবিলের দিকে, অন্য সবদিক বন্ধ থাকে।
২০৪. কার্বন ডাই অক্সাইড ফুসফুসে আসে - প্রধানত সোডিয়াম বাইকার্বনেট ($NaHCO_3$) রূপে রক্তরসের মাধ্যমে এবং পটাসিয়াম বাই কার্বোনেট $KHCO_3$ রূপে লোহিত রক্তকণিকা দ্বারা পরিবাহিত হয়ে।
২০৫. শ্বাসনালি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় - ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে।
২০৬. এ্যাজমা বা হাঁপানি (Asthma) হচ্ছে - ভাইরাসজনিত রোগ। যে সব খাবার খেলে এলার্জি হয়, হাঁপানি হতে পারে।
২০৭. শ্বাসনালির ভিতরে আবৃত ঝিল্লিতে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণকে বলে - ব্রংকাইটিস (Bronchitis)।
২০৮. নিউমোনিয়া (Pneumonia) হচ্ছে - একটি ফুসফুসের রোগ। নিউমোকক্কাস

(Pneumococcus) নামক ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।
৩০৯. যক্ষা হয়ে থাকে - ***Mycobacterium tuberculosis*** নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে।
৩১০. শিশুদের যক্ষ্মা প্রতিষেধক টিকা হলো - বিসিজি টিকা।
৩১১.আমাদের দেশে পুরুষদের ক্যান্সারের মৃত্যুর প্রধান কারণ হলো - ফুসফুস ক্যান্সার। ফুসফুস ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ - ধূমপান।

রেচন প্রক্রিয়া

৩১২. মানবদেহের রেচন অঙ্গ হলো - বৃক্ক।
৩১৩. বৃক্কের একক হলো - নেফ্রন।
৩১৪. রেচন পদার্থ বলতে বুঝায় - মূলত নাইট্রোজেন গঠিত বর্জ্য পদার্থকে।
৩১৫. মূত্রের প্রায় ৯০ ভাগ উপাদান হচ্ছে - পানি।
৩১৬. মূত্রের রং হালকা হলুদ হয় - ইউরোক্রোম নামে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে।
৩১৭. প্রতিটি বৃক্কে বিশেষ এক ধরনের নালিকা থাকে যাকে বলে - ইউরিনিফেরাস নালিকা ।
৩১৮. প্রতিটি ইউরিনিফেরাস নালিকা দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত। যথা -
ক. নেফ্রন (Nephrone) ও খ.সংগ্রাহী নালিকা (Collecting tubule)।
নেফ্রন মূত্র তৈরি করে আর সংগ্রাহী নালিকা রেনাল পেলভিসে মূত্র বহন করে।
৩১৯. বৃক্কের ইউরিনিফেরাস নালিকার ক্ষরণকারী অংশ ও কার্যিক একককে বলে - নেফ্রন।
৩২০. মানবদেহের প্রতিটা বৃক্কে থাকে - প্রায় ১০-১২ লক্ষ নেফ্রন।
৩২১. প্রতিটি নেফ্রন গঠিত হয় - একটি রেনাল করপাসল (Renal corpuscle) বা মালপিজিয়ান অঙ্গ এবং রেনাল টিউব্যুল (Renal tubule) নিয়ে।
৩২২. প্রতিটি রেনাল করপাসল দুটি অংশে বিভক্ত। যথা -
ক. গ্লোমেরুলাস : গ্লোমেরুলাস ছাঁকনির মতো কাজ করে রক্ত থেকে পরিস্রুত তরল উৎপন্ন করে। গ্লোমেরুলাসে রেচন বর্জ্য, পানি ও অন্যান্য তরল পদার্থ পরিস্রুত হয়।
খ. বোম্যান্স ক্যাপসুল।
৩২৩. রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল (Afferent arteriole)

ক্যাপসুলের ভিতরে ঢুকে তৈরি করে - প্রায় ৫০টি কৈশিক নালিকা।
৩২৪.একজন স্বাভাবিক মানুষ প্রতিদিন প্রায় মূত্র ত্যাগ করে - ১৫০০ মিলিমিটার।
৩২৫. কিডনি ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যায় - নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনিতে পাথর ইত্যাদি কারণে।
৩২৬. বৃক্ক সম্পূর্ণ অকেজো বা বিকল হবার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরিশোধিত করার নাম হলো - ডায়ালাইসিস। সাধারণত 'ডায়ালাইসিস মেশিনের' সাহায্যে রক্ত পরিশোধিত করা হয়। রক্তের বর্জ্য দ্রব্যাদি অপসারণে নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগীকে ডায়ালাইসিস করা হয়।
৩২৭. মূত্রনালির রোগ দেখা দেয় - দৈনিক প্রায় ৮ গ্লাসের (২ লিটার) কম পানি পান করলে এবং অন্যান্য নানা কারণে ।

দৃঢ়তা প্রদান ও চলন

৩২৮. আমাদের দেহের কাঠামো হলো - কঙ্কাল (Skeleton)।
৩২৯. মানব কঙ্কাল গঠিত - লম্বা, ছোট, চ্যাপ্টা, অসমান মোট ২০৬ টি অস্থির সমন্বয়ে।
৩৩০. কঙ্কালতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -
ক .বহিঃকঙ্কাল: নখ, চুল, লোম এর অংর্ভুক্ত।
খ. অন্তঃকঙ্কাল : অস্থি ও তরুণাস্থির সমন্বয়ে এ কঙ্কালতন্ত্র গঠিত।
৩৩১. যোজক কলার রূপান্তরিত রূপ হলো - অস্থি। ।
৩৩২. দেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় কলা - অস্থি।
৩৩৩. অস্থিকোষকে বলা হয় - অস্টিওব্লাস্ট (Osteoblast)।
৩৩৪. অস্থিতে পানি থাকে - প্রায় ৪০-৫০ ভাগ।
৩৩৫. অস্থি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন - প্রচুর ভিটামিন 'ডি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার।
৩৩৬. তরুণাস্থি (Cartilage) হচ্ছে - অপেক্ষাকৃত নরম ও স্থিতিস্থাপক।
৩৩৭. সরল সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি গঠিত হয় - একটি অস্থিসন্ধিতে দুটি অস্থির বর্হিভাগ এসে মিলিত হয়ে।
৩৩৮. সাইনোভিয়াল অস্থিসন্ধি বলে - যে অস্থিসন্ধি ক্যাপসুল বা অস্থিসন্ধি আবরণী, গহ্বর এবং সাইনোভিয়াল রস (Synovial fluid) নামক এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ নিয়ে গঠিত হয় তাকে।

৩৩৯. টেনডন গঠিত হয় - ঘন, শ্বেত তন্তুময় যোজক টিস্যু দ্বারা।
৩৪০. অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বলে - পাতলা কাপড়ের মতো কোমল অথচ দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক বন্ধনীসমূহকে যার দ্বারা অস্থিসমূহ পরস্পররের সাথে সংযুক্ত থাকে।
৩৪১. অস্থির বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন - ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য।
৩৪২. ক্যালসিয়াম এর অভাবজনিত রোগ হচ্ছে - অস্টিওপোরেসিস।
৩৪৩. অস্টিওপোরেসিস রোগের প্রতিকারের জন্য - পঞ্চাশোর্ধ পুরুষ ও মহিলাদের দৈনিক ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা উচিত।
৩৪৪. আর্থ্রাইটিস বা গেঁটেবাত (Arthritis) হলো - এক ধরনের বাতরোগ।

সমন্বয়

৩৪৫. উদ্ভিদ হরমোনকে বলা হয় - ফাইটোহরমোন (Phytohormones) ।
৩৪৬. ফাইটোহরমোনকে আখ্যায়িত করা হয় - উদ্ভিদ বৃদ্ধিকারক বস্তু (Plant growth substances) হিসেবে। যেমন : অক্সিন (Auxin), জিবেরেলিন (Gibberellin), সাইটোকাইনিন (Cytokinin), অ্যাবসিসিক এসিড (Absicic acid), ইথিলিন (Ethylene) ইত্যাদি।
৩৪৭. উদ্ভিদের বেশ কিছু হরমোন আছে যাদের আলাদা করা বা শনাক্ত করা যায় নি। এদের বলা হয় - পুস্টুলেটেড হরমোন (Postulated hormones)। এদের মধ্যে ফ্লোরিজেন (Florigen) এবং ভার্নালিন (Vernalin) প্রধান।
৩৪৮. অক্সিন - চার্লস ডারউইন এ হরমোন প্রথম আবিষ্কার করেন। যাকে কোল (Kogl) ও হ্যাগেন স্নিট (Haagen Snit) পরবর্তীতে অক্সিন নামে অভিহিত করেন।
৩৪৯. জিবেরেলিন : ধানের বাকানি (Bakanae) রোগের জীবাণু এক প্রকার ছত্রাক যা ধানগাছের অতি বৃদ্ধি ঘটায়। এই ছত্রাক থেকে এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশিত হয়, যার প্রভাবেই এরূপ অতিবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই পদার্থটি জিবেরেলিন।
৩৫০. সাইটোকাইনিন : এ ফাইটোহরমোন বা উদ্ভিদ হরমোনটি ফল, শস্য ও ডাবের পানিতে পাওয়া যায়।
৩৫১. বীজহীন ফল উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় - অক্সিন ও জিবেরেলিন ।
৩৫২. ছোটদিনের উদ্ভিদ হলো - চন্দ্রমল্লিকা ।
৩৫৩. উদ্ভিদে আলোঅন্ধকারের ছন্দকে বলে - বায়োলজিক্যাল ক্লক।
৩৫৪. উদ্ভিদের আলো - অন্ধকারের ছন্দের উপর ভিত্তি করে পুষ্পধারী উদ্ভিদকে

তিন ভাগ করা হয়। যথা -
ক. ছোটদিনের উদ্ভিদ (Short Day Plant) পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে ৮-১২ ঘন্টা আলো প্রয়োজন। যেমন - চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া।
খ. বড়দিনের উদ্ভিদ (Long Day Plant) পুষ্পায়নে দৈনিক গড়ে ১২-১৬ ঘন্টা আলো প্রয়োজন। যেমন - লেটুস, ঝিঙা।
গ. আলোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (Day Neutral Plant) পুষ্পায়নে দিনের আলো কোনো প্রভাব ফেলে না। যেমন - শসা, সূর্যমুখী।
৩৫৫. শৈত্য প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভিদের ফুল ধারণ কে ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াকে বলে - ভার্নালাইজেশন (Vernalization)।
৩৫৬. উদ্ভিদে স্বাভাবিক পুষ্প প্রস্ফুটন ঘটে - বীজ রোপণের পূর্বে ২° সেলসিয়াস – ৫° সেলসিয়াস উষ্ণতা প্রয়োগ করলে। Boighar.com
৩৫৭. পুষ্পায়নে ফটোট্রপিক চলন বা ফটোট্রপিজম উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখা প্রশাখার সবসময় আলোর দিকে চলন ঘটে এবং মূলের চলন সবসময় আলোর বিপরীত দিকে হয়।
৩৫৮. ফেরোমন হলো - পিঁপড়া খাদ্যের খোঁজ পেলে খাদ্য উৎস থেকে বাসায় আসার পথে এই হরমোন নিঃসৃত করে।
৩৫৯. রাসায়নিক দূত হিসেবে অতিহিত করা হয় - হরমোনকে।
৩৬০. স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ হলো - দেহের বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।
৩৬১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত - মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা।
৩৬২. মস্তিষ্ক সুরক্ষিত থাকে - করোটিকার মধ্যে।
৩৬৩. মস্তিষ্ক তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা -
ক. অগ্রমস্তিষ্ক
খ. মধ্যমস্তিষ্ক
গ. পশ্চাৎমস্তিষ্ক।
৩৬৪. মস্তিষ্কের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হলো - সেরিব্রাম।
৩৬৫. সেরিব্রামকে বলা হয় - গুরুমস্তিষ্ক ।
৩৬৬. কর্টেক্সের অপর নাম - গ্রে ম্যাটার বা ধূসর পদার্থ যা মেরুদণ্ডের ভিতর আন্তঃযোগাযাগ রক্ষা করে।

৩৬৭. দেহ সঞ্চালন তথা প্রত্যেক কাজের ও অনুভূতির কেন্দ্র হলো - সেরিব্রাম।
৩৬৮. আমাদের চিন্তা চেতনা জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা, বাকশক্তি ও ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে - সেরিব্রাম।
৩৬৯. মেডুলা অবলংগাটা (Medulla oblongata) হলো - মস্তিষ্কের সবচেয়ে পিছনের অংশ।
৩৭০. স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যিক একক হলো - নিউরন।
৩৭১. প্রতিটি নিউরন দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা - ক. কোষদেহ, খ. প্রলম্বিত অংশ।
৩৭২. সিন্যাপস (Synapse) : একটি নিউরনের অ্যাক্সনের সাথে দ্বিতীয় একটি নিউরনের ডেনড্রাইট সরাসরি যুক্ত থাকে না। এই সূক্ষ্ম ফাঁকা সংযোগস্থলকে সিন্যাপস (Synapse) বলে।
৩৭৩. মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া ও মেরুমজ্জা বা সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু নির্গত হয়। এগুলোকে একত্রে বলে - প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ।
৩৭৪. মেরুরজ্জু থেকে উদ্ভুত স্নায়ুগুলো - অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করে।
৩৭৫. পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য নিউরন তন্তুর ভিতর দিয়ে উদ্দীপনা বা তাড়না শেষ পর্যন্ত - মস্তিষ্কে পৌঁছায়। প্রতি সেকেন্ডে এর বেগ প্রায় ১০০ মিটার।
৩৭৬. মানবদেহের হরমোন উৎপাদনকারী প্রধান গ্রন্থি - পিটুইটারি গ্রন্থি।
৩৭৭. থাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত - গলায় ট্রাকিয়ার উপরের অংশে। এই গ্রন্থি থেকে প্রধানত থাইরক্সিন হরমোন নিঃসরন হয়।
৩৭৮. থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায় ও গলগণ্ড গঠন করে - আয়োডিনের অভাবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।
৩৭৯. অ্যাডরেনাল গ্রন্থির কাজ হলো - দেহের অত্যাবশ্যকীয় বিপাকীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
৩৮০. আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস অবস্থিত - অগ্ন্যাশয়ের মাঝে।
৩৮১. আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস কোষগুচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করে - শরীরের শর্করা বিপাক প্রক্রিয়া ।
৩৮২. আইলেটস্ অফ ল্যাংগারহ্যানস কোষগুচ্ছ এর নালিহীন কোষগুলি ইনসুলিন ও গ্লুকাগণ নিঃসরণ করে যা - রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
৩৮৩. জনন অঙ্গ থেকে পরিণত বয়সের পুরুষে উৎপন্ন হয় – টেস্টোস্টেরন।
৩৮৪. স্ত্রী দেহে পরিণত বয়সে উৎপন্ন হয় - ইস্ট্রোজেন হরমোন উৎপন্ন হয়।

৩৮৫. অগ্ন্যাশয়ের ভিতর আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে, এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় - ইনসুলিন (Insulin)।
৩৮৬. ইনসুলিন হলো এক প্রকার হরমোন যা নিয়ন্ত্রণ করে - দেহের শর্করা পরিপাক।
৩৮৭. অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজন মতো ইনসুলিন তৈরি না হয় তবে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হয়।এ অবস্থাকে বলে - বহুসূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস ।
৩৮৮. ডাক্তারদের মতে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি 'D' মেনে চলা অত্যাবশ্যক। এগুলো হলো - Discipline, Diet ও Dose।
৩৮৯. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হলো - খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করা, মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিহার করা ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত এবং সময়মতো খাদ্য গ্রহণ করা।
৩৯০. মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়াকে চলতি কথায় বলা হয় - স্ট্রোক ।
৩৯১. প্যারালাইসিস হয় - সাধারণত মস্তিষ্কের স্ট্রোকের কারণে ।
৩৯২. এপিলেপসি মস্তিষ্কের একটি রোগ যাতে - ান্ত ব্যক্তির শরীর খিঁচুনী বা কাঁপুনি দিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে।
৩৯৩. এপিলেপসি রোগকে বলা হয় - মৃগী রোগ।
৩৯৪. মৃগী রোগের ব্যাপকতা বেশি দেখা যায় - ৫ থেকে ২০ বছর বয়সে।
৩৯৫. পারকিনসন রোগ মস্তিষ্কের এমন এক অবস্থা যাতে - হাতে ও পায়ের কাঁপুনি হয় এবং আক্রান্ত রোগী নড়াচড়া, হাঁটাহাটি করতে অপারগ হয়। এ রোগ সাধারণত ৫০ বছরের বয়সের পরে হয়।
৩৯৬. স্নায়ু কোষ এক ধরনের নির্যাস তৈরি করে যাকে বলে - ডোপামিন ।
৩৯৭. ডোপামিন সাহায্য করে - শরীরের পেশির নড়াচড়ায় ।
৩৯৮. বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয় - ১৯৯০ সালে।

জীবের প্রজনন

৩৯৯. জননকোষ সৃষ্টির পূর্ব শর্ত হলো - জনন মাতৃকোষকে অবশ্যই মিয়োসিস (Meiosis) পদ্ধতিতে বিভাজিত হতে হয়।
৪০০. প্রজননের জন্য রূপান্তরিত বিশেষ ধরনের বিটপই (Shoot) হলো - ফুল।
৪০১. ফুল হলো – উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ।

৪০২. যে ফুলে পাঁচটি স্তবক উপস্থিত থাকে তাকে বলে - সম্পূর্ণ ফুল ।
৪০৩. যখন কোনো ফুলে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক দুটোই উপস্থিত থাকে তাকে বলে - উভলিঙ্গ ফুল (Bisexual flower)।
৪০৪. সবুজ বৃতি অংশ নেয় - খাদ্য প্রস্তুত কাজে ।
৪০৫. ফুলের তৃতীয় স্তবক এবং একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হলো - পুংস্তবক (Androecium)।
৪০৬. পরাগদন্ড একগুচ্ছে থাকলে তাকে বলে - একগুচ্ছ (Monadelphous) পুংস্তবক। যেমন – জবা।
৪০৭. পরাগদন্ড দুই গুচ্ছে থাকলে তাকে বলা হয় – দ্বিগুচ্ছ পুংস্তবক। যেমন - মটর।
৪০৮. পরাগদন্ড বহুগুচ্ছে থাকলে তাকে বলে - বহুগুচ্ছ (Polyadelphous) পুংস্তবক। যেমন- শিমুল।
৪০৯. পুংকেশর দলমন্ডলের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে বলা হয় - দললগ্ন (Epipetalous) পুংস্তবক। যেমন - ধুতুরা।
৪১০. স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর এর অবস্থান - ফুলটির কেন্দ্র।
৪১১. একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ। যথা - ক.গর্ভাশয় (Ovary), খ.গর্ভদণ্ড (Style) ও গ.গর্ভমুণ্ড (Stigma)।
৪১২. ফল ও বীজ উৎপাদন প্রাক্রিয়ার পূর্বশর্ত হলো - পরাগায়ন।
৪১৩. পরাগায়ন দুই প্রকার। যথা- স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন।
৪১৪. সরিষা, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে ঘটে - স্ব-পরাগায়ন।
৪১৫. শিমুল, পেঁপে ইত্যাদি গাছের ফুলে দেখা যায় - পর-পরাগায়ন।
৪১৬. পতঙ্গ পরাগী ফুল হলো - বড়, রঙ্গীন ও মধুগ্রন্থিযুক্ত। যেমন - জবা, কুমড়া, সরিষা ইত্যাদি।
৪১৭. বায়ুপরাগী ফুল হলো - হালকা ও মধুগ্রন্থিহীন। এসব ফুলে সুগন্ধ নেই। যেমন - ধান।
৪১৮. পানিপরাগী ফুল হলো - আকারে ক্ষুদ্র এবং হালকা। যেমন – পাতা শেওলা।
৪১৯. প্রানিপরাগী ফুল মূলত - মোটামুটি বড় ধরনের হয়। যেমন - কদম, শিমুল, কচু ইত্যাদি।
৪২০. মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি অপত্য পরাগ কোষের (n) সৃষ্টি হয় - পরাগ মাতৃকোষটি (2n)।
৪২১. পরাগরেণুর নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় – মাইটোটিক পদ্ধতিতে ।

৪২২. মাইটোসিস বিভাজনে সৃষ্টি হয় - একটি বড় কোষ ও একটি ক্ষুদ্র কোষ ।
৪২৩. ক্ষুদ্র কোষটিকে বলে - জেনারেটিভ কোষ (Generative Cell)।
৪২৪. ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের কোষ তিনটিকে বলে - গর্ভযন্ত্র (Egg apparatus)। এর মাঝের কোষটি বড়। একে ডিম্বাণু (Egg) ও অন্য কোষকে সহকারী কোষ (Synergids) বলা হয়।
৪২৫. পরাগায়নের ফলে পরিণত পরাগরেণু পতিত হয় - গর্ভপত্রের গর্ভমুন্ডে (Style)।
৪২৬. জাইগোট কোষটি হলো - স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ।
৪২৭. একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবনচক্রে স্পোরোফাইট ও গ্যামেটোফাইট নামক দুইটি পর্যায় একটির পর একটি চক্রাকারে চলতে থাকে।
৪২৮. যৌন প্রজননে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনকে বলে - নিষেক ।
৪২৯. শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে - সক্রিয়ভাবে। এরপর এদের নিউক্লিয়াস দুটি পরস্পর একীভূত হয়। একীভূত হয়ে যে কোষটি উৎপন্ন হয় তাকে বলে - জাইগোট ।
৪৩০. স্ত্রী ও পুং উভয় জননকোষের পূর্ণতা প্রাপ্তি হলো - নিষেকের পূর্বশর্ত।
৪৩১. যে নিষেক প্রাণীদেহের বাইরে সংগঠিত হয় তাদের বলে – বহিঃনিষেক। যেমন - বিভিন্ন ধরনের মাছ। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন - হাঙ্গর।
৪৩২. অন্তঃনিষেক হলো - ডাঙায় বসবাসকারী অধিকাংশ প্রাণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৪৩৩. নিষেকের কয়েকটি মৌলিক তাৎপর্য হলো -
ক. নিষেক ভ্রুণে ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোম সংখ্যাকে পুনঃস্থাপিত করে।
খ. ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে।
গ. ক্রোমোসোম কর্তৃক বহনকৃত পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্রিত করে ও ভ্রুণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।
৪৩৪. আমাদের দেহে নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলো প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন নিঃসরণ করে -
ক. পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)
খ. থাইরয়েড (Thyroid gland)
গ. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)
ঘ. শুক্রাশয়ের অনালগ্রন্থি (Testis)
ঙ. ডিম্বাশয়ের অনালগ্রন্থি (Ovary)
চ. অমরা (Placenta)।
৪৩৫. শুক্রাণু উৎপাদন, দাঁড়ি গোফ গজানো, গলার স্বর পরিবর্তন ইত্যাদি যৌন

লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করে - শুক্রাশয় থেকে নিঃসৃত টেস্টোস্টেরন ও অ্যান্ড্রোজেন।
৪৩৬. মেয়েদের নারীসুলভ লক্ষণগুলো সৃষ্টি, ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ, গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে - ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও রিলাক্সিন হরমোন।
৪৩৭. ডিম্বাশয়ের অনাল গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে ও স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে - অমরা থেকে নিঃসৃত গোনাডোট্রপিক ও প্রোজেস্টেরন ।
৪৩৮. কৈশোর ও তারুণ্যের সন্ধিকালই হলো - বয়ঃসন্ধিকাল।
৪৩৯. বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মেয়েদের নির্দিষ্ট সময় পরপর রক্তস্রাব হয়। একে বলে - মাসিক বা ঋতুস্রাব ।
৪৪০. মেয়েরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে - বয়ঃসন্ধিকালের ১ - ২ বছর পর।
৪৪১. মেয়েদের ঋতুস্রাব চক্র চলতে থাকে – ৪০ - ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত।
৪৪২. ঋতুস্রাব চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বলে - মেনোপজ (Menopause) বা রজনিবৃত্তিকাল ।
৪৪৩. যে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে মাতৃ জরায়ুতে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং মাতৃ জরায়ু টিস্যুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে বলে - অমরা বা গর্ভফুল।
৪৪৪. ভ্রূণ জরায়ুতে পৌছানোর ৪ - ৫ দিনের মধ্যে - সংস্থাপন সম্পন্ন হয়।
৪৪৫. প্রসবের সময় অমরা দেহ থেকে - নিষ্ক্রান্ত হয়।
৪৪৬. অমরা গঠিত হয় - নিষেকের ১২ সপ্তাহের মধ্যে।
৪৪৭. গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ ও মায়ের দেহ প্রয়োজনীয় পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ আদানপ্রদান করে - অমরার মাধ্যমে।
৪৪৮. অমরার অ্যাম্বিলিকাল কর্ড যুক্ত থাকে - ভ্রুণের নাভির সাথে । একে নাড়ীও বলা হয়।
৪৪৯. প্রায় ৮ সপ্তাহ পরে ভ্রূণকে বলা হয় - ফিটাস।
৪৫০. জরায়ুর ভিতর ফিটাসের মাথা নিচের দিকে ঘুরে যায় এবং ভূমিষ্ঠ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে - ৩৮ সপ্তাহে।
৪৫১. গর্ভবতী মায়ের হরমোন নিঃসরণ শুরু হয় - অগ্র পিটুইটারি ও অমরা থেকে । ৪০তম সপ্তাহে হরমোনদ্বয় সক্রিয় হয়।
৪৫২. AIDS আবিষ্কৃত হয় - ১৯৮১ সনে।
৪৫৩. UNAIDS এর এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় - ২ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি লোক AIDS আক্রান্ত।

॥৫৪. বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য অনুযায়ী এই রোগের বিস্তার ঘটেছে - প্রায় ১৬৪টি দেশে।
॥৫৫. এই রোগের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় - রোগ জীবাণু সুস্থ দেহে প্রবেশ করার প্রায় ৬ মাস পরে।

জীবের বংশগতি ও বিবর্তন

॥৫৬. মাতা পিতার বৈশিষ্ট্য তাদের সন্তানে সঞ্চারিত হয় – বংশগতি বস্তুর (Hereditary material) মাধ্যমে। এগুলো হলো - ক্রোমোসোম, জিন, ডিএনএ (DNA) ও আরএনএ (RNA)।
॥৫৭. বংশগতির প্রধান উপাদান হচ্ছে - ক্রোমোসোম।
॥৫৮. সর্বপ্রথম ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন - বিজ্ঞানী Strasburger (১৮৭৫)।
॥৫৯. ক্রোমোসোমের কাজ হলো - মাতাপিতা থেকে জিন (যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে) সন্তানসন্ততিতে বহন করে নিয়ে যাওয়া।
॥৬০. ক্রোমোসোমকে আখ্যায়িত করা হয় - বংশগতির ভৌতভিত্তি (Physical basis of heredity) বলে।
॥৬১. ক্রোমোসোমের প্রধান উপাদান হলো - DNA বা ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (Deoxyribo Nucleic Acid)।
॥৬২. DNA এর গঠন মূলত - দ্বিসূত্রবিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন।
॥৬৩. DNA তে থাকে - পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেনঘটিত বেস বা ক্ষার (এডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং থাইমিন) ও অজৈব ফসফেট। এই তিনটি উপাদানকে একত্রে 'নিউক্লিওটাইড' বলে।
॥৬৪. সর্বপ্রথম DNA অণুর ডাবল হেলিক্স বা দ্বি-সূত্রী কাঠামোর বর্ণনা দেন - মার্কিন বিজ্ঞানী Watson ও Crick ১৯৫৩ সালে।
॥৬৫. DNA এর দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র - বিপরীতভাবে (Antiparallel) অবস্থান করে।
॥৬৬. ক্রোমোসোমের প্রধান উপাদান এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি (Chemical basis of heredity) হলো - DNA।
॥৬৭. RNA হলো - রাইবোনিউক্লিক এসিড (Ribonucleic Acid)।
॥৬৮. অধিকাংশ RNA তে থাকে - একটি পলিনিউক্লিওটাইডের সূত্র।

৪৬৯. RNA তে থাকে - পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং নাইট্রোজেন বেস (এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল)।
৪৭০. TMV (Tobacco Mosaic Virus)তে অনুপস্থিত - DNA ।
৪৭১. জীবের সব অদৃশ্য ও দৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম - জিন।
৪৭২. ক্রোমোসোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে বলে - 'লোকাস' (Locus)।
৪৭৩. মাতাপিতা থেকে প্রথম বংশধরে জীবের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাকে বলে - প্রকট বৈশিষ্ট্য ।
৪৭৪. যে জিনের বৈশিষ্ট্যটি প্রথম বংশধরে প্রকাশ পায় না তবে দ্বিতীয় বংশধরে এক-চতুর্থাংশ প্রকাশ পায় তাকে বলে - প্রচ্ছন্ন জিন।
৪৭৫. গ্রেগর জোহান মেন্ডেল ১৮৬৬ সালে মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণাকালে বংশগতির ধারক ও বাহকরূপে যে ফ্যাক্টরের কথা বলে সেটি বর্তমানে পরিচিত হয়েছে - জিন নামে।
৪৭৬. গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বলা হয় - বংশগতিবিদ্যার জনক ।
৪৭৭. DNA অনুলিপিত হয় - অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতিতে।
৪৭৮. Watson ও Crick এ ধরনের DNA অনুলিপন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেন - ১৯৫৬ সালে।
৪৭৯. ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয়- ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং।
৪৮০. মানবদেহ কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা - ৪৬টি বা ২৩ জোড়া। এ মধ্যে ৪৪ টি বা ২২ জোড়াকে অটোসোম (Autosome) এবং ১ জোড়াকে সেক্স-ক্রোমোসোম (Sex chromosome) বলা হয়।
৪৮১. সাধারণত প্রতি ১০ জনে ১ জন পুরুষ - কালার ব্লাইন্ড হতে দেখা যায়।
৪৮২. রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার এক অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত রোগের নাম - থ্যালাসেমিয়া ।
৪৮৩. বিটা থ্যালাসেমিয়াকে বলা হয় - কুলির থ্যালাসেমিয়া।
৪৮৪. থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগীদের মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে - ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে ।
৪৮৫. কয়েক হাজার বছর সময়ের ব্যাপকতায় জীব প্রজাতির পৃথিবীতে আবির্ভাব ও টিকে থাকার জন্য যে পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রক্রিয়া তাকে বলে - জৈব বিবর্তন।

৪৮৬. চার্লস রবার্ট ডারউন ছিলেন - একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী ।
৪৮৭. জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রদান করে - টমাস ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪)।
৪৮৮. ডারউইনের The Origin of Species by Means of Natural Selection) এইটি প্রকাশিত হয় - ১৮৫৯ সালে। বইটির ১২০০ কপির সবগুলো প্রথম দিনেই বিক্রি হয়ে যায়।
৪৮৯. কাতলা মাছ চট্টগ্রামের হালদা নদীতে এক ঋতুতে ডিম দেয় - প্রায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ ডিম।
৪৯০. প্রাপ্তবয়স্ক একটি ইলিশ মাছ মেঘনা নদীর অববাহকায় ডিম ছেড়ে থাকে - আকারভেদে প্রায় ৩.০ থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ।
৪৯১. যে পরিবেশ, জীবনপ্রবাহ ও জনমিতির মানদণ্ডে বিবর্তনে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে সেই প্রজাতিটি ততো বেশি টিকে থাকবে। এটিকে বলা হয়- অভিযোজন ।

Boighar.com

জীবের পরিবেশ

৪৯২. জীব সম্প্রদায়, পরিবেশের জড় পদার্থ এবং ভৌত পরিবেশ মিলেই গড়ে ওঠে - কোনো স্থানের বাস্তুতন্ত্র।
৪৯৩. জৈব উপাদানগুলো সচরাচর পরিচিত হয় - হিউমাস নামে । হিউমাসের উপাদানের মধ্যে আছে ইউরিয়া, উদ্ভিদ ও প্রাণির বিভিন্ন কোষ, টিস্যু, অঙ্গ ইত্যাদি।
৪৯৪. পরিবেশের জীব উপাদানগুলো প্রধানত তিন প্রকার। যথা : ক. উৎপাদক, খ. খাদক ও গ.বিয়োজক।
৪৯৫. পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র জীবদের বলে - প্ল্যাংকটন।
৪৯৬. ফাইটোপ্লাংকটন বা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন, সবুজ জলজ শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে তাই এদের বলা হয় - উৎপাদক।
৪৯৭. ঘাস → ফড়িং → ব্যাঙ → সাপ → গুঁইসাপ।
৪৯৮. খাদ্যশিকলের প্রতিটি স্তরকে বলে - ট্রাফিক লেভেল ।
৪৯৯. পৃথিবীতে বিরাজমান জীবসমূহের প্রাচুর্য ও ভিন্নতাই হলো - জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)।
৫০০. জীববৈচিত্র্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -
ক প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity)

খ.বংশগতীয় বৈচিত্র্য (Genetical diversity) ও
গ. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity)।
৫০১. পাখিদের প্রধান খাদ্যই হলো - কীটপতঙ্গ।
৫০২. একটি জীব কর্তৃক সৃষ্ট জৈব রাসায়নিক পদার্থের কারণে যদি অন্য জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয় অথবা মৃত্যু ঘটে তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে - অ্যান্টিবায়োসিস।
৫০৩. গ্রিনহাউস গ্যাস (CO_2, CO, CH_4, N_2O ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাবার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায় যাকে বলা হয় - গ্রিনহাউস এফেক্ট (Green house effect)।

জীবপ্রযুক্তি

৫০৪. Biology শব্দের অর্থ হলো - জীব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি।
৫০৫. Biotechnology শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন - ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky)।
৫০৬. গাঁজন এবং চোলাইকরণের (Fermentation and brewing) মতো প্রযুক্তি জ্ঞান মানুষ রপ্ত করে - প্রায় ৮০০০ বছর আগেই ।
৫০৭. কৌলিতত্ত্ব বা জেনেটিক্স-এর সূত্রসমূহ আবিষ্কার করেন - ১৮৬৩ সালে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।
৫০৮. জীবপ্রযুক্তির অনেক পদ্ধতির মধ্যে কৃষি উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় - টিস্যুকালচার (Tissue culture) ও জিন প্রকৌশল (Genetic engineering) পদ্ধতি।
৫০৯. একটি টিস্যুকে জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক কোন মিডিয়ামে (Nutrient medium) বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াই হলো - টিস্যুকালচার।
৫১০. টিস্যুকালচারের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের যে অংশ পৃথক করে নিয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে বলে - এক্সপ্ল্যান্ট (Explant)।
৫১১. টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ হলো-
ক. মাতৃউদ্ভিদ নির্বাচন
খ. আবাদ মাধ্যম তৈরি
গ. জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠা

৫১২.অটোক্লেভ (Autoclave) যন্ত্রে জীবাণুমুক্ত করা হয় – 121°C তাপমাত্রায় রেখে, 15 lb/sq. inch চাপে 20 মিনিট রেখে ।
৫১৩. ফরাসি বিজ্ঞানী George Morel (১৯৬৪) প্রমাণ করে দেখান যে - সিম্বিডিয়াম (Cymbidium) নামক অর্কিড প্রজাতির একটি মেরিস্টেম থেকে এক বছরে ৪০ হাজার চারা পাওয়া সম্ভব।
৫১৪. থাইল্যান্ড টিস্যুকালচার পদ্ধতির মাধ্যমে একবছরে ৫০ মিলিয়ন অনুচারা উৎপন্ন করে যার অধিকাংশই হলো - অর্কিড।
৫১৫. মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যম রোগমুক্ত ডালিয়া ও আলুগাছ উদ্ভব করেন - ১৯৫২ সালে মার্টিন নামক বিজ্ঞানী।
৫১৬. টিস্যুকালচারের মাধ্যমে চন্দ্রমল্লিকার একটি অঙ্গজ টুকরা থেকে বছরে চারা গাছ পাওয়া সম্ভব - ৮৮ কোটি।
৫১৭. জীবপ্রযুক্তির বিশেষ রূপ হিসেবে কোষকেন্দ্রের জিনকণার পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবদেহের গুণগত রূপান্তর ঘটানোই হলো - জিন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।
৫১৮. নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA এর পরিবর্তন ঘটানোই হলো - জিনপ্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আমাদের বাংলাদেশ

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয় - ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
২. আধুনিক কম্পিউটারের প্রচলন বা বিকাশ শুরু করেন - চার্লস ব্যাবেজ ।
৩. কম্পিউটারের জনক বলা হয় - চার্লস ব্যাবেজকে।
৪. চার্লস ব্যাবেজ যে ইঞ্জিনটি তৈরী করেন তার নাম - ডিফারেন্স ইঞ্জিন।
৫. চার্লস ব্যাবেজের বর্ণনা অনুসারে লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘরে একটি ইঞ্জিন তৈরী করা হয় - ১৯৯১ সালে।
৬. চার্লস ব্যাবেজের গণনা যন্ত্রের নাম – অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন।
৭. প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক বলা হয় - অ্যাডা লাভলেসকে।
৮. চার্লস ব্যাবেজের সাথে অ্যাডা লাভলেসের পরিচয় হয় – ১৮৩৩ সালে।
(মূলত সে সময়েই অ্যাডা লাভলেস চার্লস ব্যাবেজের ইঞ্জিন ব্যবহার করে প্রোগ্রামিং এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন।)
৯. চার্লস ব্যাবেজ তার ইঞ্জিন সম্পর্কে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেন – ১৮৪২ সালে।
১০. অ্যাডা লাভলেসই আসলে অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিং এর ধারণা প্রকাশ করেছিলেন, এটি বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন - ১৯৫৩ সালে (অ্যাডার মৃত্যুর ১০০ বছর পর তার নোট প্রকাশিত হবার পর)।
১১. বিনা তারে বার্তা প্রেরণের সম্ভাবনা তুলে ধরা তড়িৎ চৌম্বকীয় ধারণা প্রকাশ করেন – বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল।
১২. বিনা তারে বার্তা প্রেরণে প্রথম সফল হন বাঙালী বিজ্ঞানী – জগদীশচন্দ্র বসু।
১৩. জগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ) ব্যবহার করে বার্তা প্রেরণে সফল হন - ১৮৯৫ সালে।
১৪. বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে বার্তা প্রেরণের কাজে প্রথম সফল হন ইতালির বিজ্ঞানী - গুগলিয়েলমো মার্কনি [১৮৭৪-১৯৩৭]। এ কারণে তাকে বেতার যন্ত্রের

আবিষ্কারক বলা হয়।
১৫. মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে – আইবিএম কোম্পানি।
১৬. মাইক্রো প্রসেসর আবিষ্কার হয় – ১৯৭১ সালে।
১৭. বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকে ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার করে জন্ম হয় - আরপানেট (Arpanet)।
১৮. নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিকশিত হওয়ার ফলে তৈরী হয় – ইন্টারনেট।
১৯. আরপানেট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পত্রালাপ শুরু হয় – ১৯৭১ সালে।
২০. ই-মেইল সিস্টেম প্রথম চালু করেন – রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন।
২১. অ্যাপল কম্পিউটার প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৭৬ সালের ১লা এপ্রিল।
২২. অ্যাপল কম্পিউটার এর প্রতিষ্ঠাতা – স্টিভ জবস, স্টিভ ওজনিয়াক এবং রোনাল্ড ওয়েন।
২৩. World Wide Web (WWW) এর জনক – টিম বার্নার্স লি।
২৪. টিম বার্নাস লি Hyper Text Transfer Protocol (http) ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব এবং বাস্তবায়ন করেন – ১৯৮৯ সালে।
২৫. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর প্রতিষ্ঠাতা – মার্ক জুকারবার্গ এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তার ৪ বন্ধু।
২৬. ফেসবুক প্রতিষ্ঠিত হয় – ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।
২৭. ই-লার্নিং শব্দের সম্পূর্ণ রুপ - ইলেকট্রনিক লার্নিং। একে ডিসটেন্স লার্নিংও বলে।
২৮. শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগকে বলে – ই-গভর্ন্যান্স।
২৯. চিনিকলে আখ সরবারহ করার জন্য আখচাষীদের দেওয়া অনুমতিপত্রকে বলে - পুর্জি।
৩০. বাংলাদেশ ডাক বিভাগের একটি সেবা যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা পাঠানো যায় তাকে বলা হয় - ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (এমটিএস)।
৩১. ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম (এমটিএস) এর মাধ্যমে ১ মিনিটে টাকা পাঠানো যায় - ৫০ হাজার পর্যন্ত।
৩২. দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি যে সেবার মাধ্যমে অনলাইনে সংগ্রহ করা হয় তাকে বলা হয় – ই-পর্চা।

৩৩. টুইটারও একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তবে ফেসবুকের সাথে এর একটি প্রধান পার্থক্য হলো - টুইটারে সর্বোচ্চ ১৪০ অক্ষর ব্যবহার করে মনোভাব বা তথ্য প্রকাশ বা আদান প্রদান করা যায়।
৩৪. ১৪০ অক্ষরের বার্তাকেই মূলত – টুইট বলে।
৩৫. বেঁচে থাকার সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা – ৫টি।
৩৬. দেশে ই – পূর্জির আওতাভুক্ত চিনিকল রয়েছে – ১৫টি।
৩৭. টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানের জন্য গঠিত প্যানেলে ডাক্তার সংখ্যা – ৬০ জন।
৩৮. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বাণিজ্য করাকে বলে – ই-কমার্স।
৩৯. যেকোন পণ্য বা সেবা বাণিজ্যের শর্ত – ৩টি।
৪০. ই-কমার্সে মূল্য পরিশোধ করার মাধ্যম – মোবাইল ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD) ইত্যাদি।
৪১. কয়েকটি পরিচিত ই-কমার্স সাইটঃ

- ☑ www.bikroy.com
- ☑ www.amazon.com
- ☑ www.ebay.com
- ☑ www.alibaba.com (বাংলাদেশে এর নাম www.daraz.com)

এক নজরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

নাম	জীবনকাল	জন্মস্থান	পরিচিতি	আবিষ্কার
চার্লস ব্যাবেজ	১৭৯১-১৮৭১	ইংল্যান্ড	কম্পিউটারের জনক, প্রকৌশলী ও গণিতবিদ	ডিফারেন্স ইঞ্জিন, অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন
অ্যাডা ল্যাভলেস	১৮১৫-১৮৫২	ইংল্যান্ড	প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক, গণিতবিদ ও লেখিকা	অ্যালগরিদম প্রোগ্রামিং (১৮৪২)
জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল	১৮৩১-১৮৭৯	স্কটল্যান্ড	পদার্থবিদ	তড়িৎ চুম্বকীয় বলের ধারণা

নাম	জীবনকাল	জন্মস্থান	পরিচিতি	আবিষ্কার
স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু	১৮৫৮-১৯৩৭	বাংলাদেশ	পদার্থবিদ ও প্রকৃতিবিদ	অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ) ব্যবহার করে তথ্য প্রেরণ (১৮৯৫)
গুগলিয়েল মো মার্কনি	১৮৭৪-১৯৩৭	ইতালি	তড়িৎ প্রকৌশলী	বেতার যন্ত্র
রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন	১৯৪১-২০১৬	যুক্তরাষ্ট্র	প্রোগ্রামার	ইমেইল ব্যবস্থা (১৯৭১)
স্টিভ জবস	১৯৫৫-২০১১	যুক্তরাষ্ট্র	উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক	অ্যাপল কম্পিউটার (১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল)
বিল গেটস	১৯৫৫-	যুক্তরাষ্ট্র	প্রোগ্রামার ও উদ্যোক্তা	মাইক্রোসফট (MS DOS, MS Windows) (১৯৮১)
টিম বার্নার্স লি	১৯৫৫-	ইংল্যান্ড	কম্পিউটার বিজ্ঞানী	World Wide Web (WWW) (১৯৮৯)
মার্ক জুকারবার্গ	১৯৮৪-	যুক্তরাষ্ট্র	প্রোগ্রামার	ফেসবুক (২০০৪)

কম্পিউটার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা

২. কম্পিউটারকে সচল রাখে – রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ।
৩. Read me – ফাইলটিতে জরুরি কথা লেখা থাকে।
৪. Auto Run – সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভ প্রবেশ করালেই চালু হয়।
৫. সফটওয়্যার আনইন্সটল করতে হয় যেভাবে –Control Panel > Add/Remove অথবা Uninstall Program.

৪৬. সফটওয়্যার ডিলিট করতে ব্যবহৃত ধাপ – ১১টি।
৪৭. ফাইল মুছে দিতে চাপতে হয় – F3 কি।
৪৮. VIRUS শব্দের পূর্নরূপ - Vital Information and Resources Under Siege. অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দখলে নেয়া বা ক্ষতি সাধন করা।
৪৯. ১৯৮০ সালে 'VIRUS' শব্দের নামকরণ করেন - University of New Haven এর অধ্যাপক বিখ্যাত গবেষক ফ্রেড কোহেন।
৫০. ভাইরাস হলো – এক ধরনের প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার যা অপারেটিং সিস্টেম সহ অন্যান্য সফটওয়্যার বা এপ্লিকেশনের তথ্য উপাত্তকে আক্রমণ করে নিজ দখলে নেয় এবং নিজ সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা থাকে।
৫১. অতি পরিচিত কিছু ভাইরাস হলো - স্টোন (Stone), ভিয়েনা (Vienna), সি.আই.এইচ (CIH), ফোল্ডার(Folder), ট্রোজান হর্স (Trojan Horse) ইত্যাদি।
৫২. বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি এন্টিভাইরাস – এভিজি (AVG), এভিরা (Avira), অ্যাভাস্ট (Avast), নরটন (Norton) ইত্যাদি।
৫৩. কি - বোর্ডের সহজ বিন্যাস – QWERTY বা asdfg ।
৫৪. 2-Step Verification ব্যবহার করা হয় – gmail ও yahoo তে।
৫৫. 2-Step Verification এ একটি কোড কেবলমাত্র একবারই ব্যবহৃত হয়।
৫৬. ইন্টারনেট আসক্তিকে বলা হয় – Internet Addiction Disorder (IAD)।
৫৭. নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে বলে – Narcissism।
৫৮. বিশ্বব্যাপী পাইরেসি নজরদারি করার সংস্থা – Business Software Alliance (BSA)।
৫৯. পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের মধ্যে পাইরেসিমুক্ত – প্রতি ১০ জনে ৭ জন।
৬০. তথ্য অধিকার আইন – ২০০৯ এর ৭ম ধারায় আওতামুক্ত বিষয় – ২০টি।

আমার শিক্ষায় ইন্টারনেট

৬১. ডিজিটাল কন্টেন্ট চার প্রকার। যথা – টেক্সট বা লিখিত, ছবি, শব্দ, ভিডিও বা এনিমেশন।
৬২. টেক্সট বা লিখিত –লিখিত যেকোন ডকুমেন্ট (ব্লগ পোস্ট, পণ্যের মূল্যায়ন, ই-বুক, সংবাদপত্র, শ্বেতপত্র ইত্যাদি)।

৬৩. ইমেজ বা ছবি – কার্টুন, ইনফো গ্রাফিক্স, এনিমেটেড ছবি ইত্যাদি।
৬৪. অডিও বা শব্দ – ব্রডকাস্ট, ওয়েবিনারো ইত্যাদি।
৬৫. ভিডিও কন্টেন্ট বৃদ্ধির কারণ – মোবাইল ফোন।
৬৬. ইন্টারনেটে কোন ঘটনার সরাসরি ভিডিও প্রচারিত হলে তাকে বলে – ভিডিও স্ট্রিমিং।
৬৭. ই - বুক বা ইলেকট্রনিক বুক হলো মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক রূপ।
৬৮. জনপ্রিয় ই-বুক রিডার – ওপেন কম্পিউটার্সের আইবুক, আমাজন ডটকমের কিন্ডল ইত্যাদি।
৬৯. ই - বুককে ভাগ করা হয় – পাঁচ ভাগে।
৭০. অনলাইনে পড়ার উপযোগী বই প্রকাশিত হয় – HTML ফরম্যাটে।
৭১. PDF – Portable Document Format.
৭২. ত্রিমাত্রিক ছবি, শব্দ, এনিমেশন, কুইজ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে -স্মার্ট ই-বুকে (আইবুক)।
৭৩. ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনের মাঝামাঝি হলো – ট্যাবলেট।
৭৪. তথ্য প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ – কম্পিউটার।
৭৫. ফ্রিল্যান্সের কাজ করতে প্রয়োজন – ধৈর্য্য ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা।

আমার লেখালেখি ও হিসাব

৭৬. কম্পিউটারে লেখালেখির জন্য ব্যবহৃত হয় - ওয়ার্ড প্রসেসর।
৭৭. কম্পিউটারে হিসাবের জন্য ব্যবহৃত হয় - স্প্রেডশিট এনালাইসিস সফটওয়্যার।
৭৮. বড় কোন ডকুমেন্টে অল্প সময়ে শব্দ খোজা যায় এবং প্রতিস্থাপন করা যায় - ফাইন্ড -রিপ্লেস কমান্ড ব্যবহার করে।
৭৯. যখন কোন ডকুমেন্ট বারবার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন সেটিকে টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করে রাখা হয় যাতে- সময় সাশ্রয় হয়।
৮০. ডকুমেন্ট বারবার ব্যবহার করতে চাইলে সংরক্ষণ করতে হয় – টেমপ্লেট আকারে।
৮১. বানান সংশোধন করা যায় – স্পেল চেকারে।

৮২. মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যারের প্যাকেজ হলো –

নাম	কাজ
মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (MS Word)	লেখালেখি
মাইক্রোসফট এক্সেল (MS Excel)	হিসাব-নিকাশ
মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট (MS Power Point)	প্রেজেন্টেশন
মাইক্রোসফট এক্সেস (MS Access)	তথ্য ব্যবস্থাপনা (ডেটাবেজ)

Boighar.com

৮৩. অফিস বাটন – New, Open, Save, Save as, Print, Prepare, Send, Publish, Close.
৮৪. লেখালেখির সাজসজ্জাকে ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় বলে – ফরমেটিং টেক্সট।
৮৫. এক্সেল বা স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে কলামের নাম হয় - ইংরেজি বর্ণ দিয়ে। যেমন – A, B, C ইত্যাদি।
৮৬. এক্সেল বা স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে সারির নাম হয় - ইংরেজি সংখ্যা দিয়ে। যেমন – 1, 2, 3 ইত্যাদি।
৮৭. সেলের মান = কলাম × সারি। উদাহরণ – A1, B3, C2 ইত্যাদি।
৮৮. স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে (2007) কলাম ও সারির সংখ্যা যথাক্রমে – ১৬,৩৮৪ ও ১০,৪৮,৫৭৬।
৮৯. স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে যোগ, গুণ ও ভাগ করা যায় দুইভাবে – ফর্মুলা ও ফাংশন দ্বারা।
৯০. সূত্র বা ফর্মুলা দিয়ে গুণের ফলাফল সেলে "=সেল*সেল" লিখতে হবে।
৯১. ফাংশন দিয়ে গুণ করতে চাইলে ফলাফল সেলে "=PRODUCT (সেল : সেল)" লিখতে হবে।

মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স

৯২. মানুষ নিজেকে তিনটি মাধ্যম দ্বারা প্রকাশ করে – বর্ণ, চিত্র ও শব্দ।
৯৩. মাল্টিমিডিয়ার বহুমাত্রিকতা ও প্রোগ্রামিং ক্ষমতা থাকলে তাকে বলে – ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া।

৯৪. মাল্টিমেডিয়ার উদাহরণ – টেলিভিশন, ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদি।
৯৫. ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়ার উদাহরণ – ভিডিও গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, ওয়েবপেইজ ইত্যাদি।
৯৬. সিনেমা ও চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয় – ১৮৯৫ সালে।
৯৭. ভিডিও হলো – চলমান গ্রাফিক্স।
৯৮. মাল্টিমিডিয়া সফটোওয়্যারের উদাহরণ – এডোবি প্রিমিয়ার বা ফটোশপ, থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স, মায়া ইত্যাদি।
৯৯. মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রামকে বলে – ডিরেক্টর।
১০০. অথরিং সফটওয়্যার – ফ্লাশ, ডিরেক্টর, অথরওয়্যার।
১০১. প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের উদাহরণ – পাওয়ার পয়েন্ট, পিকাসা, ইমপ্রেস ইত্যাদি।
১০২. পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলকে বলে – প্রেজেন্টেশন।
১০৩. প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে বলে – স্লাইড।
১০৪. প্রেজেন্টেশন তৈরি করার খসড়াকে বলে – স্লাইড লেআউট।
১০৫. ইমেজ বা ছবির বর্গাকার ক্ষুদ্রতম অংশ হলো – পিক্সেল।
১০৬. ফটোশপে ইমেজ বা ছবি তৈরি হয় – পিক্সেলের সাহায্যে।
১০৭. প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বা নির্দিষ্ট এককে পিক্সেলের পরিমাণকে বলে – রেজুলেশন।
১০৮. ছবি বড় করা হলে ফেটে যাওয়াকে বলে – পিক্সেলেটেড।
১০৯. RGB – Red Green Blue.
১০৯. CMYK – Cyan Magenta Yellow Black.
১১০. কম্পিউটার, টেলিভিশন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মনিটরে প্রদর্শিত বিষয় – RGB মোডে থাকে।
১১১. মুদ্রণের উদ্দেশ্যে কাজ করতে ব্যবহার করা হয় – CMYK.
১১২. ফটোশপে কাজ করার জন্য টুল রয়েছে – ৬৯ প্রকার।
১১৩. Feather ঘরে টাইপ করা যায় - ০ থেকে ২৫০ পর্যন্ত।
১১৪. সিলেকশনের বর্ডার তৈরী করা হয় - স্ট্রোক কমান্ডের সাহায্যে।
১১৫. ডায়ালগ বক্সের Stroke Width ঘরে যে কোন সংখ্যা টাইপ করা যায় - ১-১৬ পর্যন্ত।
১১৬. LAYER হচ্ছে - ছবি সম্পাদনের এক একটি পর্দা বা ক্যানভাস।
১১৭. থাম্বনেইলের অর্থ হচ্ছে - বড় ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ।

১১৮. যে লেয়ারে ছবি সম্পাদনার কাজ করা হয় সেই লেয়ারটিকে বলা হয় - Target Layer।
১১৯. OPACITY হচ্ছে - রঙের গাঢ়ত্ব।
১২০. CROP অর্থ হচ্ছে - ছেটে ফেলা।
১২১. ব্লেন্ড বলা হয় - একটি রঙ শুরু থেকে শেষের দিকে ক্রমে মিলিয়ে যাওয়াকে।
১২২. এডোবি ইলোস্ট্রেটর হলো – ছবি আঁকা, নকশা প্রণয়ন করা, লোগো বানানো ও অন্যান্য ডিজাইন তৈরী করার প্রোগ্রাম।
১২৩. এডোবি ইলোস্ট্রেটরের ছবি সম্পাদনার সুযোগ নেই বললেই চলে।
১২৪. ইলোস্ট্রেটরের প্রধান কাজই হচ্ছে - অঙ্কন শিল্প।
১২৫. বিশেষ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম মাপে কাজ করার জন্য - পয়েন্ট, পাইকা, মিলিমিটার, সেন্টিমিটার, পিক্সেল ইত্যাদি মাপ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে।
১২৬. কালার মোড অংশে দুটি অংশ আছে। যা হলো - RGB এবং CMYK।
১২৭. টুলবক্সে এলিপস, পলিগোন, স্টার এবং স্পাইরাল টুলগুলো থাকে মূলত - একই অবস্থানে।
১২৮. এরকম একই অবস্থানে একাধিক টুলের অবস্থানকে বলা হয় - গ্রুপ টুল।
১২৯. একটি অবজেক্টের প্রান্ত বা বর্ডারকে বলা হয় - স্ট্রোক এবং ভেতরের অংশকে বলা হয় - ফিল।
১৩০. কালার প্যালেট উপস্থাপিত হয় - কীবোর্ডের F6 বোতামে চাপ দিলে।
১৩১. জুম ইন বলা হয় - ইলোস্ট্রেটরে কাজ করার সময় পৃষ্ঠা বড় করে দেখাকে।
১৩২. জুম আউট বলা হয়- ইলোস্ট্রেটরে কাজ করার সময় পৃষ্ঠা ছোট করে দেখাকে।
১৩৩. অবজেক্টের প্রান্তরেখাকে বলা হয় - পাথ।
১৩৪. একটিমাত্র সরল রেখাকে বলা হয় - পাথ।
১৩৫. সম্পূর্ণ অবজেক্ট বা অবজেক্টের অংশ বিশেষ সিলেক্ট করতে ব্যবহার হয় - সিলেকশন টুল।
১৩৬. সিলেকশন টুলকে বলা হয় - কালো তীর।
১৩৭. অবজেক্ট আনুপাতিক হারে বড় ছোট হয় – কিবোর্ডের শিফট বোতাম চেপে রেখে ড্রাগ করলে।
১৩৮. সিলেকশন টুলের ডান পাশের সাদা টুলটি হচ্ছে - ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল।
১৩৯. এই টুলকে অনেকে সাদা তীর ও বলে।
১৪০. LAYER শব্দের বাংলা অর্থ - স্তর।

বইঘর

১৪১. Grayscale, RGB, CMYK মোডে স্লাইডার থাকে যথাক্রমে – ১, ৩ ও ৪টি।
১৪২. ইলোস্ট্রেটরে টাইপ টুল রয়েছে – ৬ প্রকার।
১৪৩. লাইনের মাঝের ফাঁকা জায়গাকে বলে – লিডিং।
১৪৪. শর্টকাট–কিঃ

বিষয়	কাজ	শর্টকাট-কি
পাওয়ার পয়েন্ট	নতুন স্লাইড যোগ করা	Ctrl + M
	স্লাইড প্রদর্শন করা	F5
	এক স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইড প্রদর্শন করা	Shift + F5
	স্লাইড শো উইন্ডো থেকে সম্পাদনার উইন্ডোতে যাওয়া	Esc
ফটোশপ	নিখুঁত বর্গ সিলেকশন তৈরি	Shift + Rectangular Marquee Tool
	নিখুঁত বৃত্ত সিলেকশন তৈরি	Shift + Elliptical Marquee Tool
	Foreground এর রংয়ে পূর্ণ করতে	Alt + Backspace
	Background এর রংয়ে পূর্ণ করতে	Ctrl + Backspace বা Backspace
	অবজেক্ট কাট করে স্থানান্তর করতে	Ctrl
	অবজেক্ট কপি করে স্থানান্তর করতে	Ctrl + Alt
ইলোস্ট্রেটর	নতুন ফাইল খোলা	Ctrl + N
	কালার প্যালেটটি পর্দায় বিদ্যমান না থাকলে	F6
	জুম আউট	Ctrl + -
	জুম ইন	Ctrl + =
	লেখা আউটলাইন করতে	Shift + Ctrl + O

ডেটাবেজ-এর ব্যবহার

১৪৫. ডেটাবেজকে বলা হয়- তথ্যভাণ্ডার।
১৪৬. ডেটাবেজ হলো- কম্পিউটার ভিত্তিক একটি পদ্ধতি, যার সাহায্যে সংগৃহীত উপাত্ত সংরক্ষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা যায়।
১৪৭. ডেটাবেজকে উল্লেখ করা হয় - তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Database Management System – DBMS) হিসাবে।
১৪৮. ডেটাবেজ গঠিত হয় মূলত - কলাম ও সারির সমন্বয়ে।
১৪৯. সারি গঠিত হয়- পাশাপাশি কয়েকটি কলামের সমন্বয়ে।
১৫০. প্রতিটি সারি কে বলা হয়- রেকর্ড।
১৫১. কম্পিউটারে ডেটাবেজ ফাইলে ডেটা সংরক্ষণ শুরু হয়- ষাটের দশকে।
১৫২. কম্পিউটারে ডেটাবেজের কাজ করা হয় প্রধানত - মাইক্রোসফট এক্সেস সফটওয়্যারের সাহায্যে।
১৫৩. ডেটাবেজ প্রোগ্রামের উদাহরণ – মাইক্রোসফট এক্সেস, ফক্সপ্রো, ডিবেজ, ফক্সবেইজ, ওরাকল, ফোর্থডাইমেনশন, প্যারাডক্স ইত্যাদি।
১৫৪. ডেটাবেজ ফাইলের এক্সটেনশন হলো - .accdb
১৫৫. একই কাজ বারবার করতে ব্যবহার করা হয় – Macro।
১৫৬. Datasheet View থেকে টেবিলে ডেটা এন্ট্রি করা হয়।
১৫৭. বিপুল পরিমাণ তথ্যের সমাবেশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, রেকর্ড বা রেকর্ডসমূহ খুঁজে বের করাই হলো – কুয়েরি।
১৫৮. কুয়েরি পদ্ধতিতে আহরিত তথ্যের টেবিলে ডিফল্ট শিরোনাম হয় – Query 1 ।
১৫৯. প্রতিটি কলামের হেডিং বা শিরোনামকে বলে – ফিল্ড।
১৬০. ফিল্ডে শর্ত দিয়ে ডেটা এন্ট্রির সীমা নির্ধারণকে বলে – ইনপুট ভেলিডেশন।

উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১. তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক - ডেটা।
২. ডেটা শব্দের অর্থ – ফ্যাক্ট।
৩. বিশেষ প্রেক্ষিতে ডেটাকে অর্থবহ করাই – ইনফরমেশন।
৪. তথ্য = উপাত্ত+প্রেক্ষিত+অর্থ।
৫. তথ্য বিতরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের সাথে যুক্ত - তথ্য প্রযুক্তি।
৬. ICT in Education Program প্রকাশ করে – UNESCO.
৭. কম্পিউটারের ভেতর আছে - অসংখ্য বর্তনী।
৮. তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং উৎপাদন করে – কম্পিউটার।
৯. কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে - ৪টি।
১০. মনো এফএম ব্যান্ড চালু হয় - ১৯৪৬ সালে।
১১. স্টেরিও এফএম ব্যান্ড চালু হয় - ১৯৬০ সালে।
১২. সারাবিশ্বে এফএম ফ্রিকুয়েন্সি - 88.0-108.0 Hz
১৩. Radio Communication System এ ব্রডকাস্টিং - ৩ ধরনের।
১৪. PAL এর পূর্ণরূপ - Phase Alternation by Line।
১৫. দেশে অনুমোদিত বেসরকারি টিভি চ্যানেল - ৪১টি। (সূত্রঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮)
১৬. পৃথিবীর বৃহত্তম নেটওয়ার্ক – ইন্টারনেট।
১৭. ইন্টারনেট চালু হয় - ARPANET দিয়ে (১৯৬৯)
১৮. ARPANET চালু করে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ।
১৯. ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয় - ১৯৮২ সালে।
২০. ARPANETএ TCP/IP চালু হয় - ১৯৮৩ সালে।
২১. NSFNET প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৬ সালে।
২২. ARPANET বন্ধ হয় - ১৯৯০ সালে।
২৩. সবার জন্য ইন্টারনেট উন্মুক্ত হয় - ১৯৮৯ সালে।
২৪. ISOC প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯২ সালে।

২৫. বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় ৭ কোটি ৩৩ লাখ। (সূত্রঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮)

২৬. ইন্টারনেটের পরীক্ষামূলক পর্যায় ১৯৬৯ - ১৯৮৩।

২৭. টিভি -একমূখী যোগাযোগ ব্যবস্থা।

২৮. "Global Village" ও "The Medium is the Message" এর উদ্ভাবক - মার্শাল ম্যাকলুহান (১৯১১-১৯৮০)

২৯. The Gutenberg:The Making Typographic Man প্রকাশিত হয় - ১৯৬২ সালে।

৩০. Understanding Media প্রকাশিত হয় - ১৯৬৪ সালে।

৩১. বিশ্বগ্রামের মূলভিত্তি - নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান।

৩২. বিশ্বগ্রামের মেরুদণ্ড - কানেকটিভিটি।

৩৩. কম্পিউটার দিয়ে গাণিতিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক কাজ করা যায়।

৩৪. বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানের প্রধান ভান্ডার – ওয়েবসাইট।

৩৫. EHR এর পূর্ণরূপ - Electronic Heath Records

৩৬. অফিসের সার্বিক কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করাকে বলে - অফিস অটোমেশন।

৩৭. IT+Entertainment = Xbox

৩৮. IT+Telecommunication = iPod

৩৯. IT+Consumer Electronics = Vaio

৪০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থাকবে - ৫ম প্রজন্মের কম্পিউটারে।

৪১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয় - প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ।

৪২. রোবটের উপাদান- Power System, Actuator, Sensor Manipulation

৪৩. PCB এর পূর্ণরূপ - Printed Circuit Board

৪৪. খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে ত্বকের চিকিৎসায় শীতল তাপমাত্রা ব্যবহার করতো – মিশরীয়রা।

৪৫. নেপোলিয়নের চিকিৎসক ছিলেন - ডমিনিক জ্যা ল্যারি।

৪৬. মহাশূন্যে প্রেরিত প্রথম উপগ্রহ - স্পুটনিক-১।

৪৭. চাঁদে প্রথম মানুষ পৌঁছে - ২০জুলাই, ১৯৬৯ সালে।

৪৮. MRP এর পূর্ণরূপ - Manufacturing Resource Planning

৪৯. UAV উড়তে সক্ষম ১০০ কি.মি. পর্যন্ত।

৫০. GPS এর পূর্ণরূপ - Global Positioning System

৫১. ব্যক্তি সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয় - বায়োমেট্রিক পদ্ধতি।

৫২. হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডার পরিমাপ করতে পারে - ৩১০০০+ পয়েন্ট।

৫৩. আইরিস সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে সময় লাগে - ১০-১৫ সেকেন্ড।

৫৪. Bioinformatics শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন - Paulien Hogeweg

৫৫. Bioinformatics এর জনক - Margaret Oakley Dayhaff

৫৬. এক সেট পূর্নাঙ্গ জীনকে বলা হয় – জিনোম।

৫৭. Genetic Engineering শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন – Jack Williamson

৫৮. রিকম্বিনান্ট ডিএনএ তৈরি করেন - Paul Berg(1972)

৫৯. বিশ্বের প্রথম ট্রান্সজেনিক প্রাণি- ইঁদুর(1974)

৬০. বিশ্বের প্রথম Genetic Engineering Company – Genetech (1976)

৬১. GMO এর পূর্ণরূপ - Genetically Modified Organism

৬২. পারমানবিক বা আনবিক মাত্রার কার্যক্ষম কৌশল – ন্যানোটেকনোলজি।

৬৩. অনুর গঠন দেখা যায় - স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপে।

৬৪. Computer Ethics Institute এর নির্দেশনা - ১০টি।

৬৫. ব্রেইল ছাড়া অন্ধদের পড়ার পদ্ধতি - Screen Magnification / Screen Reading Software.

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

- ☑ IELTS এর পূর্ণরূপ – International English Language Testing System.
- ☑ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন – কম্পিউটার হ্যাকার লেনিয়ার।
- ☑ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS) ১৬টি দেশ একত্রে তৈরি করে – ২০ বছর সময় নিয়ে।

☑ এডহক নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয় – যুদ্ধক্ষেত্রে অল্প সময়ের জন্য।
☑ ১৯৫৯ সালে ন্যানো প্রযুক্তি সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন – রিচার্ড ফাইনম্যান।
☑ মলিকুলার পর্যায়ে ফাংশনাল সিস্টেম নিয়ে কাজ করার প্রকৌশলকে বলা হয় – ন্যানোটেকনোলজি। একে সংক্ষেপে ন্যানোটেকও বলা হয়।
☑ Nanometer Scale Technology শব্দটির আধুনিক ও পরিবর্তিত রূপ – Nanotechnology.

কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্কিং

৬৬. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান - ৫টি।
৬৭. ট্রান্সমিশন স্পিডকে বলা হয় – Bandwidth.
৬৮. Bandwidth মাপা হয় - bps এ।
৬৯. ন্যারো ব্যান্ডের গতি 45-300 bps.
৭০. ভয়েস ব্যান্ডের গতি 9600 bps.

Boighar.com

৭১. ব্রডব্যান্ডের গতি- 1 Mbps.
৭২. ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ট্রান্সমিশন- এসিনক্রোনাস।
৭৩. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে প্রতি ব্লকে ক্যারেক্টার ৮০-১৩২টি।
৭৪. ডাটা ট্রান্সমিশন মোড- ৩ প্রকার।
৭৫. একদিকে ডাটা প্রেরণ- সিমপ্লেক্স মোড।
৭৬. উভয় দিকে ডাটা প্রেরণ, তবে এক সাথে নয়- হাফ ডুপ্লেক্স মোড।
৭৭. একই সাথে উভয় দিকে ডাটা প্রেরণ - ফুল ডুপ্লেক্স মোড।
৭৮. ক্যাবল তৈরি হয়- পরাবৈদ্যুতিক (Dielectric) পদার্থ দ্বারা।
৭৯. Co-axial Cable এ গতি 200 Mbps পর্যন্ত।
৮০. Twisted Pair Cable এ তার থাকে - 4 জোড়া।
৮১. Fiber Optic- Light signal ট্রান্সমিট করে।
৮২. মাইক্রোওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 300 MHz - 30 GHz
৮৩. কৃত্রিম উপগ্রহের উদ্ভব ঘটে - ১৯৫০ এর দশকে।
৮৪. Geosynchronous Satellite স্থাপিত হয় - ১৯৬০ এর দশকে।
৮৫. কৃত্রিম উপগ্রহ থাকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে ৩৬০০০ কি.মি. উর্ধ্বে।
৮৬. Bluetooth এর রেঞ্জ 10 -100 Meter
৮৭. Wi-fi এর পূর্ণরূপ - Wireless Fidelity

৮৮. Wi-fi এর গতি - 54 Mbps
৮৯. WiMax শব্দটি চালু হয় - ২০০১ সালে।
৯০. WiMax এর পূর্ণরুপ - Worldwide Interoperability for Microwave Access.
৯১. ৪র্থ প্রজন্মের প্রযুক্তি - WiMax
৯২. WiMax এর গতি - 75 Mbps
৯৩. FDMA = Frequency Division Multiple Access
৯৪. CDMA = Code Division Multiple Access
৯৫. মোবাইলের মূল অংশ - ৩টি।
৯৬. SIM = Subscriber Identity Module
৯৭. GSM = Global System for Mobile Communication
৯৮. GSM প্রথম নামকরণ করা হয় - ১৯৮২ সালে।
৯৯. GSM এর চ্যানেল- ১২৪টি (প্রতিটি 200 KHz)
১০০. GSM এ ব্যবহৃত ফ্রিকুয়েন্সি - 4 ধরনের।
১০১. GSM ব্যবহৃত হয় ২১৮টি দেশে।
১০২. GSM প্রযোজ্য - 3G এর জন্য।
১০৩. GSM এ বিদ্যুৎ খরচ গড়ে ২ ওয়াট।
১০৪. CDMA আবিষ্কার করে Qualcom (১৯৯৫)
১০৫. রেডিও ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ 10 KHz-1GHz
১০৬. রেডিও ওয়েভের গতি 24 Kbps
১০৭. CDMA 3G তে পা রাখে ১৯৯৯ সালে।
১০৮. CDMA ডাটা প্রদান করে স্প্রেড স্পেকট্রামে।
১০৯. 1G AMPS চালু করা হয় ১৯৮৩ সালে উত্তর আমেরিকায়।
১১০. সর্বপ্রথম প্রিপেইড পদ্ধতি চালু হয় 2G তে।
১১১. MMS ও SMS চালু হয় 2G তে।
১১২. 3G চালু হয় ১৯৯২ সালে।
১১৩. 3G এর ব্যান্ডউইথ 2MHz
১১৪. 3G Mobile প্রথম ব্যবহার করে জাপানের NTT Docomo (২০০১)
১১৫. 4G এর প্রধান বৈশিষ্ট্য IP ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার।
১১৬. 4G এর গতি 3G এর চেয়ে ৫০ গুণ বেশি।

১১৭. 4G এর প্রকৃত ব্যান্ডউইথ 10Mbps.
১১৮. টার্মিনাল দুই ধরনের।
১১৯. ভৌগলিকভাবে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক - ৪ ধরনের।
১২০. PAN সীমাবদ্ধ ১০ মিটারের মধ্যে।
১২১. PAN এর ধারণা দেন থমাস জিমারম্যান।
১২২. LAN সীমাবদ্ধ ১০ কিলোমিটারের মধ্যে।
১২৩. LAN এ ব্যবহৃত হয় Co-axial Cable.
১২৪. কেবল টিভি নেটওয়ার্ক – MAN.
১২৫. NIC = Network Interface Card
১২৬. NIC কার্ডের কোডে বিট সংখ্যা - 48
১২৭. মডেম দুই ধরনের।
১২৮. Hub হল দুইয়ের অধিক পোর্টযুক্ত রিপিটার।
১২৯. স্বনামধন্য রাউটার কোম্পানি - Cisco
১৩০. ব্রিজ প্রধানত ৩ প্রকার।
১৩১. নেটওয়ার্কে PC যে বিন্দুতে যুক্ত থাকে, তাকে নোড বলে।
১৩২. Office Management- এ ব্যবহৃত হয় - Tree Topology.
১৩৩. বানিজ্যিকভাবে Cloud Computing শুরু করে - আমাজন (২০০৬)
১৩৪. Cloud Computing এর বৈশিষ্ট্য- ৩টি।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

☑ ডেটা কমিউনিকেশনে তারবিহীন মাধ্যম – বেতার তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, ভূ-উপগ্রহ, ইনফ্রারেড ইত্যাদি।
☑ ডেটা কমিউনিকেশনে তার মাধ্যম – কো- এক্সিয়াল, টুইস্টেড পেয়ার, অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি।
☑ STP ক্যাবলের বাইরে জ্যাকেট ফোসং থাকে।
☑ লেজার সিগন্যালিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় – সিঙ্গেল মোড ফাইবার।
☑ Wifi এর গতি বৃদ্ধি করা যায় – Router ব্যবহার করে।
☑ GMRS এর পূর্ণরূপ – General Mobile Radio Service.
☑ IEEE এর পূর্ণরূপ – Institute of Electrical and Electronics Engineers

☑ PDA এর পূর্ণরূপ – Personal Digital Assistance.

☑ 4G মোবাইলের বৈশিষ্ট্য – 3D TV, Wimax, VSB ওয়্যারলেস মডেম ইত্যাদি।

☑ নেটওয়ার্ক ডিভাইস – Hub, Router, Gateway, Switch, NIC, Modem ইত্যাদি।

☑ Router – কয়েকটি ভিন্ন নেটওয়ার্ককে যুক্ত করে।

☑ মডেমে সিগন্যাল পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বলে – Modulation and Demodulation.

☑ বাস টপোলজিতে সংযুক্ত থাকে – সবকটি ওয়ার্ক স্টেশন।

☑ স্টার টপোলজিতে ডেটা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে – Hub.

☑ স্টার, রিং, বাস ইত্যাদি নেটওয়ার্কে সমন্বয়ে গঠিত হয় – হাইব্রিড নেটওয়ার্ক।

সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

১৩৫. সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক – অংক।

১৩৬. সংখ্যা পদ্ধতি দুই ধরনের।

১৩৭. Positional সংখ্যা পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন - 3টি ডাটা।

১৩৮. সংখ্যাকে পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশে ভাগ করা হয় Radix Point দিয়ে।

১৩৯. Bit এর পূর্ণরুপ - Binary Digit

১৪০. Digital Computer এর মৌলিক একক - Bit

১৪১. সরলতম গণনা পদ্ধতি - বাইনারী পদ্ধতি।

১৪২. "O" এর লজিক লেভেল : 0 Volt থেকে +0.8 Volt পর্যন্ত।

১৪৩. "1" এর লজিক লেভেল : +2 Volt থেকে +5 Volt পর্যন্ত।

১৪৪. Digital Device কাজ করে- Binary মোডে।

১৪৫. n বিটের মান 2^n টি।

১৪৬. BCD Code = Binary Coded Decimal Code

১৪৭. ASCII = American Standard Code for Information Interchange

১৪৮. ASCII উদ্ভাবন করেন - রবার্ট বিমার (১৯৬৫)

১৪৯. ASCII কোডে বিট সংখ্যা - ৭টি।

১৫০. EBCDIC = Extended Binary Coded Decimal Information Code

১৫১. Unicode উদ্ভাবন করে Apple and Xerox Corporation (1991)
১৫২. Unicode বিট সংখ্যা- 2 Byte.
১৫৩. Unicode এর ১ম 256 টি কোড ASCII কোডের অনুরুপ।
১৫৪. Unicode এর চিহ্নিত চিহ্ন - ৬৫,৫৩৬টি (2^{16})
১৫৫. ASCII এর বিট সংখ্যা - 1 Byte.
১৫৬. বুলিয়ান এলজেবরার প্রবর্তক - জর্জ বুলি।
১৫৭. বুলিয়ান যোগকে বলে - Logical Addition
১৫৮. Dual Principle মেনে চলে - "and" ও "OR"
১৫৯. এক বা একাধিক চলক থাকে Logic Function এ।
১৬০. Logic Function এ চলকের বিভিন্ন মান - Input
১৬১. Logic Function এর মান বা ফলাফল - Output
১৬২. বুলিয়ান উপপাদ্য প্রমাণ করা যায় - ট্রুথটেবিল দিয়ে।
১৬৩. Digital Electronic Circuit হলো - Logic Gate
১৬৪. মৌলিক Logic Gate - ৩টি (OR, AND, NOT)
১৬৫. সার্বজনীন গেইট - ২টি (NAND,NOR)
১৬৬. বিশেষ গেইট - X-OR, X-NOR.
১৬৭. Encoder এ 2^nটি ইনপুট থেকে n টি আউটপুট হয়।
১৬৮. Decoder এ nটি ইনপুট থেকে 2^nটি আউটপুট দেয়।
১৬৯. Half Adder এ Sum ও Carry থাকে।
১৭০. Full Adder এ ১টি Sum ও ২টি Carry থাকে।
১৭১. একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ হলো - রেজিস্ট্রার।
১৭২. Input pulse গুনতে পারে - Counter.

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

☑ ইনফিনিটি বা অসীম (∞) সর্বপ্রথম প্রচলন করেন – এরিস্টটল।
☑ ভগ্নাংশের সর্বপ্রথম প্রবর্তন হয় – মিশরে।
☑ মিশরীয় সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতি – হায়ারোগ্লিফিক।
☑ শূন্যের ব্যবহার সর্বপ্রথম করে – ভারতীয়রা।
☑ সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষুদ্রতম প্রতীক – অঙ্ক।
☑ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা দেন – গটফ্রিড লিবনিজ।

- ☑ হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় – দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিকে।
- ☑ অকটাল সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক – ৮টি।
- ☑ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি – ১৬।
- ☑ অকটাল সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভাবক – রাজা ৭ম চার্লস।
- ☑ চিহ্ন বা সাইনযুক্ত সংখ্যাকে বলা হয় – সাইন্ড নাম্বার।
- ☑ কম্পিউটার BIOS এর তারিখ সংরক্ষণ করে – BCD কোড।
- ☑ ৮ বিট BCD কোডকে বলে – EBCDIC Code।
- ☑ মানুষের ভাষা কম্পিউটারের ভাষায় পরিণত করার পদ্ধতিকে বলে – Encoding।
- ☑ কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষায় পরিণত করার পদ্ধতিকে বলে – Decoding।
- ☑ বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত অঙ্ক – 0 ও 1।
- ☑ বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ – ২টি।
- ☑ 0 ও 1 কে বলা হয় – বুলিয়ানধ্রুবক।
- ☑ বুলিয়ান অ্যালজেবরায় সাধারণ উপপাদ্য – ৬টি।
- ☑ De-Morgan এর উপপাদ্যঃ

$$\overline{A+B} = \bar{A}.\bar{B}$$
$$\overline{A.B} = \bar{A}+\bar{B}$$

- ☑ OR ও AND গেইটে দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে।
- ☑ OR গেইটের সাথে NOT গেইট যোগ করে NOR গেইট তৈরি করা হয়।
- ☑ NAND গেইট একটি সার্বজনীন গেইট।
- ☑ X-OR গেইটের ইনপুট দুটি অসমান হলে আউটপুট 1 হবে।
- ☑ X-NOR গেইট ব্যবহৃত হয় – দুটি বিট একই কি না তা তুলনার জন্য।
- ☑ ASCII-7 কোডের প্রথম 3 bitকে জোন এবং শেষ 4 bitকে সংখ্যাসূচক বলে।
- ☑ EBCDIC কোডে ২৫৬টি বর্ণ,চিহ্ন ও সংখ্যা আছে।
- ☑ EBCDIC কোড ব্যবহৃত হয়- IBM Mainframe Computer ও Mini Computer- এ।
- ☑ একটি ডিকোডারের ইনপুট 7 টি হলে আউটপুট হবে – 128টি।

☑ রেজিস্টার কাজ করে – ক্যাশ মেমোরি হিসেবে।

☑ রেজিস্টারে নতুন তথ্য রাখাকে বলে – Loading.

☑ MOD-10 একটি সিনক্রোনাস কাউন্টার।

☑ কাউন্টার ব্যবহৃত হয় – ডিজিটাল ঘড়িতে।

☑ সংখ্যা পদ্ধতির ছকঃ

ধরন	বেস বা ভিত্তি	মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক	উদাহরণ
বাইনারি	2	0, 1	$(1101)_2$
অকটাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(375)_8$
ডেসিমেল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(550)_{10}$
হেক্সাডেসিমেল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(17BFC)_{16}$

☑ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরঃ

ডেসিমেল	বাইনারি	অকটাল	হেক্সাডেসিমেল
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E

ডেসিমেল	বাইনারি	অকটাল	হেক্সাডেসিমেল
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14

☑ ASCII সারণিঃ

Boighar.com

0 - 3 & 127	Control Character
32 - 64	Special Character
65 - 96	Capital Letters & Some Signs
97 - 127	Small Letters & Some Signs

☑ EBCDIC কোড সারণিঃ

0-9	1111
A - Z	1100, 1101, 1110
Special Signs	0100, 0101, 0110, 0111

ওয়েব ডিজাইন পরিচিত এবং HTML

১৭৩. Web page তৈরি করা হয় - HTML দ্বারা।
১৭৪. ছবির ফাইল - .jpg/.jpeg/.bmp
১৭৫. ভিডিও ফাইল - .mov/.mpeg/mp4
১৭৬. অডিও ফাইল - mp3
১৭৭. ওয়েবসাইটকে দৃষ্টিনন্দন করতে ব্যবহৃত হয় - .css
১৭৮. বর্তমানে চালু আছে - IPV4
১৭৯. IPV4 প্রকাশে প্রয়োজন - 32bit
১৮০. IP address এর Alphanumeric address – DNS.

১৮১. সারাবিশ্বের ডোমেইন নেইম নিয়ন্ত্রণ করে - InterNIC.
১৮২. জেনেরিক টাইপ ডোমেইন - টপ লেভেল ডোমেইন।
১৮৩. http = hyper text transfer protocol
১৮৪. URL = Uniform Resource Locator
১৮৫. HTML আবিষ্কার করেন - টিম বার্নার লী (১৯৯০)
১৮৬. HTML তৈরি করে - W3C.
১৮৭. ওয়েব ডিজাইনের মূল কাজ - টেমপ্লেট তৈরি করা।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

- ☑ ইন্টারনেটে ওয়েব পেইজটি যে সার্ভারে থাকে – URL বা ওয়েব এড্রেস।
- ☑ Cascading Style Sheet, Script এবং ইমেজ সংযুক্ত করা হয় – ওয়েব পেইজকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য।
- ☑ একটি ওয়েবসাইট কমপক্ষে একটি সার্ভারে হোস্ট করা থাকে।
- ☑ ওইয়েবসাইটে তথ্য উপস্থাপনের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি – হায়ারর্কিক্যাল।
- ☑ সরল Hub স্ট্রাকচার – স্টার স্ট্রাকচার।
- ☑ HTML এর পূর্ণরূপ – Hyper Text Markup Language.
- ☑ HTML হলো –ওয়েব পেইজ তৈরি করার ভাষা।
- ☑ HTML এর মৌলিক বিষয় – Tag ও Attribute.
- ☑ HTML ফাইলের এক্সটেনশন হলো – html বা .htm.
- ☑ HTML এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল।
- ☑ HTML কে ট্যাগের ভাষাও বলা হয়।
- ☑ টেক্সটকে বোল্ড করতে <b> ব্যবহার করা হয়।
- ☑ সবচেয়ে বড় হেডিং – h1.
- ☑ ওয়েবের মূল হলো – হাইপার সিস্টেম অর্থাৎ একটির সাথে আরেকটির লিঙ্ক।
- ☑ ওয়েবসাইটের জন্য কাঠামো তৈরি করাই হলো – ওয়েব ডিজাইনিং।
- ☑ ওয়েব ডিজাইনে মূল কাজ হলো – একটি টেমপ্লেট তৈরি করা।
- ☑ ওয়েব পেইজের ব্যাপক বিস্তার ঘটে – ১৯৮৮- ২০০১ সালের মধ্যে।
- ☑ ওয়েবসাইট পাবলিশ করতে হলে প্রথমে যা করতে হবে – একটি ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন।

☑ Webpage, FTP ইত্যাদিকে বলা হয় – ইন্টারনেট ডকুমেন্ট।
☑ একটি ওয়েবসাইট তৈরির ক্ষেত্রে 203.92.129.02 এই ধরণের নাম্বার হলো – IP Address.

প্রোগ্রামিং ভাষা

১৮৮. প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা – ৫ স্তর বিশিষ্ট।
১৮৯. Machine Language (1G) - 1945
১৯০. Assembly Language (2G) - 1950
১৯১. High Level Language (3G) - 1960
১৯২. Very High Level Language (4G) - 1970
১৯৩. Natural Language (5G) - 1980
১৯৪. লো লেভেল ভাষা - 1G, 2G
১৯৫. বিভিন্ন সাংকেতিক এড্রেস থাকে - লেভেলে।
১৯৬. C Language তৈরি করেন - ডেনিস রিচি (১৯৭০)।
১৯৭. C++ তৈরি করেন - Bijarne Stroustrup (১৯৮০)।
১৯৮. Visual Basic শেষবার প্রকাশিত হয় - ১৯৯৮ সালে।
১৯৯. Java ডিজাইন করে - Sun Micro System.
২০০. ALGOL এর উদ্ভাবন ঘটে - ১৯৫৮ সালে।
২০১. Fortran তৈরি করেন - জন বাকাস (১৯৫০)।
২০২. Python তৈরি করেন - গুইডো ভ্যান রোসাম (১৯৯১)।
২০৩. 4G এর ভাষা - Intellect, SQL.
২০৪. Pseudo Code - ছদ্ম কোড।
২০৫. Visual Programming- Event Driven.
২০৬. C Language এসেছে BCPL থেকে।
২০৭. Turbo C তৈরি করে - Borland Company.
২০৮. C ভাষার দরকারী Header ফাইল - stdio.h
২০৯. C এর অত্যাবশ্যকীয় অংশ - main () Function.
২১০. ANSI C ভাষা সমর্থন করে - 4 শ্রেণির ডাটা।
২১১. ANSI C তে কী-ওয়ার্ড - 47 টি।

২১২. ANSI C++ এ কী-ওয়ার্ড - 63 টি।
২১৩. ডাটাবেজের ভিত্তি - ফিল্ড।
২১৪. Database Modelএর ধারণা দেন - E.F.Codd (১৯৭০)
২১৫. সবচেয়ে জনপ্রিয় Query - Select Query
২১৬. SQL = Structured Query Language
২১৭. SQL তৈরি করে - IBM(১৯৭৪)
২১৮. ERP = Enterprise Resource Planning
২১৯. বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয় - ২১ মে, ২০০৬।
২২০. MIS = Management Information System.

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

- ☑ COBOL এর পূর্ণরূপ – Common Business Oriented Language.
- ☑ প্যাসকেল উদ্ভাবন করেন – নিকোলাস হুইরথ।
- ☑ বেসিকের উপভাষা – কিউবেসিক।
- ☑ কিউবেসিক উদ্ভাবন করেছে – মাইক্রোসফট।
- ☑ উচ্চ স্তরের ভাষার উদাহরণ – C, C++, Visual Basic, COBOL, Java, Fortran, Algol, Python, Oracle ইত্যাদি।
- ☑ "C" কে কম্পিউটার ভাষার জনক বলা হয়।
- ☑ "C++" ভাষার বিশেষ সুবিধা – অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ফিচার।
- ☑ "C++" এর বানিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় – ১৯৮৫ সালে।
- ☑ Visual Basic মূলত বেসিক প্রোগ্রামিং ভাষার "গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস" ভার্সন।
- ☑ Java এর পূর্বনাম OAK.
- ☑ Oracle একটি RDBMS প্রোগ্রাম।
- ☑ Algol এর পূর্ণরূপ – Algorithmic Language.
- ☑ Fortran এর পূর্ণরূপ – Formula Translation.
- ☑ Fortran তৈরি করা হয়েছিলো - IBM 704 মেইনফ্রেম কম্পিউটারের জন্য (১৯৫৩)।
- ☑ IDE এর পূর্ণরূপ – Integrated Development Environment.
- ☑ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষাকে বলা হয় – Rapid Application Development.

☑ পঞ্চম প্রজন্মের ভাষাকে বলা হয় – Natural Language.
☑ কম্পাইলার উচ্চস্তরের ভাষাকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে।
☑ ইন্টার প্রেইটার এক লাইন পড়ে ও অনুবাদ করে।
☑ প্রোগ্রাম রচনার মূল ভিত্তি হলো – প্রোগ্রাম ডিজাইনিং।
☑ "অ্যালগরিদম" শব্দটি আরবীয় গণিতবিদ আল খোয়ারিজমির নাম থেকে উৎপত্তি হয়েছে।
☑ অবজেক্ট বা চিত্রভিত্তিক কমান্ডের সাহায্যে প্রচলিত প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য – ৩টি।
☑ C প্রোগ্রামে ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে এমন মৌলিক ধ্রুবক – ৪ ধরনের।
☑ ফ্লোটিং পয়েন্ট ধ্রুবক 0-9 পর্যন্ত দশমিক যুক্ত সংখ্যা নিয়ে গঠিত।
☑ স্ট্রিং ধ্রুবককে প্রকাশ করা হয় – ডাবল কটেশানের মাধ্যমে।
☑ IF স্টেটমেন্টের পর কমা বা সেমিকোলন ব্যবহৃত হয় না।
☑ প্রোগ্রামে একই কাজ বার বার করার প্রক্রিয়া হচ্ছে – লুপ।
☑ লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট – For, while, do while, break continue, go to ইত্যাদি।
☑ মাত্রা অনুসারে অ্যারে – ৩ প্রকার।
☑ C প্রোগ্রামে modular প্রোগ্রামিংয়ের অন্যতম মাধ্যম – ফাংশন।
☑ লাইব্রেরি ফাংশন – scant( ), printf (c), getch ( ) ইত্যাদি।

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

২২১. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হলো – ডেটাবেজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

২২২. Database অর্থ – উপাত্তের সমাবেশ।

২২৩. ডেটাবেজ ও ডেটাবেজ ব্যবহারকারীর মধ্যে সমন্বয়কারী সফটওয়্যার – DBMS.

২২৪. DDL এর পূর্ণরূপ – Data Definition Language.

২২৫. ডেটাবেজ হতে টেবিল বা অন্য কোনো অবজেক্ট বাতিল করার জন্য ব্যবহৃত হয় DROP TABLE।

২২৬. ডেটাবেজ সংরক্ষিত থাকে – হার্ডডিস্কে।

২২৭. সর্বাধিক ব্যবহৃত অবাণিজ্যিক RDBMS সফটওয়্যার –MYSQL.

২২৮. সর্বপ্রথম RDBMS প্রবর্তন করেন – Edgar Frank Codd.

২২৯. রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তিত হয় – ১৯৭০ সালে।

২৩০. সবচেয়ে দক্ষ RDBMS Oracle.

২৩১. সবচেয়ে ছোট ও ব্যবহারে সহজ RDBMS – MS Access.

২৩২. RDBMS জন মানুষের বোধগম্য হয় – SQL Language এর মাধ্যমে।

২৩৩. Text ফিল্ডে সর্বোচ্চ বর্ণ ব্যবহার করা যায় – ২৫৫টি।

২৩৪. কখনো খালি (Null) থাকতে পারে না – প্রাইমারি "কি"।

২৩৫. ডেটা হায়ারার্কির সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ – বিট।

২৩৬. প্রচলিত ফাইল সিস্টেমে ডেটার ক্ষুদ্রতম ভাগ – ফিল্ড।

২৩৭. 1 বাইট জায়গা সংরক্ষণ করা হয় যে ফিল্ডে – Logical।

২৩৮. Currency ডেটা টাইপের জন্য জায়গার প্রয়োজন – 8 Byte.

২৩৯. Action Query – চার ধরনের।

২৪০. Sorting অর্থ – সাজানো।

২৪১. ATM বুথের জন্য প্রয়োজন – কর্পোরেট ডেটাবেজ।

২৪২. BANBEIS এ সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংবলিত ডেটাবেজ সংরক্ষণ করা হয়।

২৪৩. সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফরম ডাউনলোড করা যায় যে ওয়েবসাইট থেকে **www.forms.gov.bd**

২৪৪. আন্তর্জাতিক ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগরিদম – ব্লক সাইফার।

২৪৫. Caesar Code অনুসারে এনক্রিপ্টেড ডেটাকে বলে – Cipher Text.

<u>বোনাস গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী</u>

☑ ভুয়া মেইল জমার স্থান - Spam CD = Compact Disk।

☑ MS Excel - Spreadsheet Software।

☑ বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালু হয় - ১৯৯৬ সালে।

☑ বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার – ENIAC।

☑ ল্যাপটপ প্রথম বাজারে আসে - ১৯৮১ সালে।

☑ ROM = Read Only Memory।

☑ Wifi এর দ্রুততম সংস্করণ - IEEE 802.11G (Speed- 54 Mbps)।

☑ টুইটারের জনক - জ্যাক ডরসি।

☑ MODEM এ আছে – Modulator ও Demodulator।

☑ UNIX হলো Operating System।

☑ CPU = Central Processing Unit।

☑ IC দিয়ে তৈরি প্রথম কম্পিউটার - IBM360।

☑ ডিজিটাল কম্পিউটারের সূক্ষতা ১০০%

☑ ১ম প্রোগ্রামার - লেডি অগাস্টা।

☑ ১ম প্রোগ্রামিং ভাষা – ADA।

☑ কম্পিউটারে দেয়া অপ্রয়োজনীয় তথ্য - গিবারিশ।

☑ কম্পিউটার ভাইরাস আসে- ১৯৫০ সালে।

☑ কম্পিউটার ভাইরাস নাম দেন- ফ্রেড কোহেন।

☑ Mother of All Virus – CIH।

☑ VIRUS = Vital Information Resources Under Seize।

☑ প্রোগ্রাম রচনার সবচেয়ে কঠিন ভাষা - মেশিন ভাষা।

☑ NORTON - একটি এন্টিভাইরাস।

☑ ফাইবার অপটিক ক্যাবল তৈরিতে ব্যবহৃত অন্তরক পদার্থ-SiO_2 ও Muli Component Glass (Soda Boro Silicet, NaOH Silicet etc.)

☑ স্বর্ণের পরমাণুর আকার - 0.3 nm।

☑ আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশনে সময় লাগে শূন্য সেকেন্ড।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী - শেখ মুজিবুর রহমান

সাধারণ তথ্যাবলি

১. প্রথম প্রকাশ - জুন ২০১২।
২. প্রকাশক - মহিউদ্দিন আহমদ।
৪. প্রকাশনা সংস্থা - দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
৫. গ্রন্থস্বত্ব - জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।
৬. মূল পান্ডুলিপির চারটি খাতা শেখ হাসিনার হাতে আসে - ২০০৪ সালে।
৭. পান্ডুলিপির সম্পাদক - শেখ হাসিনা, বেবী মওদুদ ও অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান; সার্বিক তত্ত্বাবধানে- শেখ রেহেনা। Boighar.com
৮. ভূমিকা লেখেন - শেখ হাসিনা (০৭ আগস্ট ২০০৭ সালে ঢাকায় সাবজেলে বন্দি থাকা অবস্থায়)।
৯. কনসাল্টিং এডিটর - বদিউদ্দিন নাজির।
১০. প্রচ্ছদ - সমর মজুমদার।
১১. বইটির ইংরেজি নাম - Unfinished Memoirs.
১২. বিভিন্ন ভাষায় অসমাপ্ত আত্মজীবনীর অনুবাদকগণঃ

ভাষা	অনুবাদক	সময়কাল
ইংরেজি	প্রফেসর মো. ফকরুল আলম	২০১২
জাপানি	কাজুহিরো ওয়াতানাবে	২০১৫
আরবি	ফিলিস্থিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (মো. দিবাজাহ)	২০১৬
চীনা	চাই শি	২০১৬
হিন্দি	ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (প্রেম কাপুর)	২০১৭
ফরাসি	প্রফেসর ফ্রান্স ভট্টাচার্য	২০১৭
তুর্কি	আতাতুর্ক সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র, তুরস্ক	২০১৮
স্প্যানিশ	বেঞ্জামিন ক্লার্ক	২০১৮
অসমীয়া	সৌমেন ভারতীয়া ও জুরি শর্মা	২৫ ডিসেম্বর ২০১৮

☑ স্প্যানিশ ভাষায় বইটির নাম – Memorias Inacabadas.

১৩. বইটি প্রথম পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪. বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির পুরাতন ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ির বর্তমান সড়ক নম্বর - ১১, বাড়ি নম্বর-১০।
১৫. শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন - ১৯৮১ সালের ১৭ মে।
১৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়ার" প্রতিষ্ঠা করে- মাহবুবউল্লাহ-জেবুন্নেছা ট্রাস্ট।
১৭. বঙ্গবন্ধু ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে গবেষণা করতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেয়ার"-এ যোগ দেন- আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এনায়েতুর রহিম।
১৮. অসমাপ্ত আত্মজীবনীর রচনাকাল- ১৯৬৬-৬৯ (কেন্দ্রীয় কারাগারে)।
১৯. বইতে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত জীবনের ঘটনাবলি।
২০. "একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস অক্ষয় ভালবাসা, যে ভালবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে"- উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর।

বঙ্গবন্ধুর মূলরচনা

১ বঙ্গবন্ধুর জন্ম- ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ।
২ বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান- তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহাকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রাম।
৩ খুলনা ও ফরিদপুরকে ভাগ করে রেখেছে- মধুমতী নদী।
৪ বঙ্গবন্ধুর জন্ম শেখ বংশে। এর গোড়াপত্তন করেন- শেখ বোরহান উদ্দিন।
৫ বইটির প্রথম লাইন- বন্ধুবান্ধবরা বলে,"তোমার জীবনী লেখ"।
বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর ডাক নাম - রেণু।
"টাকা গুনি না, মেপে রাখি"- উক্তিটি কুদরত উল্লাহ শেখের।
বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম- শেখ লুতফর রহমান।
বঙ্গবন্ধুর মাতার নাম- সায়েরা খাতুন।
বঙ্গবন্ধুর নানার নাম- শেখ আবদুল মজিদ।

১১. বঙ্গবন্ধুর দাদার নাম- শেখ আবদুল হামিদ।
১২. বঙ্গবন্ধুর বিয়ে হয়- ১৩ বছর বয়সে। তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিলো-
৩ বছর।
১৩. বঙ্গবন্ধু প্রথমে ভর্তি হন- এম ই স্কুলে।
১৪. বঙ্গবন্ধু বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন- ১৯৩৪ সালে ৭ম শ্রেণিতে পড়াকালীন। তখন তাঁর চিকিৎসা করেন- কলকাতার ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে রায় চৌধুরী প্রমূখ।
১৫. বঙ্গবন্ধুর চোখে গ্লুকোমা রোগ হয়- ১৯৩৬ সালে। তখন তাঁর চিকিৎসা করেন- কলকাতার ডাক্তার টি. আহমেদ।
১৬. বঙ্গবন্ধু চশমা পরা শুরু করেন- ১৯৩৬ সাল হতে।
১৭. বঙ্গবন্ধুর প্রথম জেলে যান- ১৯৩৮ সালে।
১৮. বঙ্গবন্ধু ম্যাট্রিক পাশ করেন- ১৯৪১ সালে। সে বছর ভর্তি হন- কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে। থাকতেন- বেকার হোস্টেলে।
১৯. বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের রাজনৈতিক পিতা বলেছেন- অল বেঙ্গল মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল ওয়াসেককে।
২০. ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়- ১৯৪৩ সালে।
২১. খাজা নাজিমুদ্দিন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন- ১৯৪৩ সালে।
২২. বঙ্গবন্ধুর ফুলশয্যা হয়- ১৯৪২ সালে।
২৩. "Sincerity of purpose and honesty of purpose" থাকলে জীবনে কখনো পরাজিত হবা না- উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর পিতার।
২৪. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবার কথা ছিলো দুইটি। বাংলা ও আসাম নিয়ে- পূর্ব পাকিস্তান এবং পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে- পশ্চিম পাকিস্তান। অন্যটি হিন্দুস্তান।
২৫. "পাকিস্তান" নামে আলাদাভাবে বই লিখেন- হাবীবুল্লাহ বাহার ও মুজিবুর রহমান খাঁ।
২৬. কলকাতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাসা ছিলো- ৪০ নম্বর থিয়েটার রোডে।
২৭. আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।
২৮. সিঙ্গাপুর থেকে বেতারে বক্তৃতা দিতেন- নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।
২৯. ১৯৪৫ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন- মওলানা আবুল কালাম

আজাদ।

৩০. লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়- ২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে।

৩১. মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনকে একমাত্র সমর্থন দিত- দৈনিক আজাদ।

৩২. দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ছিলেন- মওলানা আকরাম খাঁ।

৩৩. আবুল হাশিম-এর সম্পাদনায় বের হয়- সাপ্তাহিক মিল্লাত।

৩৪. আবুল হাশিম ভক্ত ছিলেন- মওলানা আজাদ সোবহানীর।

৩৫. ১৯৩৭ এর নির্বাচনে কলকাতা থেকে দুইটি আসনে এমএলএ নির্বাচিত হন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

৩৬. "আমাদের বাঙালিদের মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হল আমরা মুসলমান, আর একটা হল, আমরা বাঙালি। পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে"- উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর।

৩৭. ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন- ক্লিমেন্ট এটলি।

৩৮. এটলির পাঠানো ক্যাবিনেট মিশন ঢাকায় আসে- ১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ।

৩৯. ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন- লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, এ ভি আলেকজান্ডার।

৪০. মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়- ৭-৯ এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে। এতে লাহোর প্রস্তাবের একাধিক পাকিস্তানের স্থলে একটি পাকিস্তানের প্রস্তাব পাশ হয়। এটি ছিলো লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক রদবদল।

৪১. তারাগড় পাহাড় আছে- ভারতের আজমীর শরীফে।

৪২. ইতিমাদ-উদ-দৌলা- বেগম নূরজাহানের পিতার কবর।

৪৩. ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেন- মোগল সম্রাট আকবর।

৪৪. ফতেহপুর সিক্রির সামনেই অবস্থিত- খানওয়া ময়দান। সম্রাট বাবর সংগ্রাম সিংহকে এখানে পরাজিত করেই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলেন।

৪৫. বাদশা আকবরের পীর ছিলেন- সেলিম চিশতী।

৪৬. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ "ডাইরেক্ট একশন ডে" ঘোষণা করেন- ১৬ আগস্ট ১৯৪৭ এ। এদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী।

৪৭. হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়- ১৬ আগস্ট থেকে।

৪৮. "সাময়িক পত্র" ও "সওগাত" পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক ছিলেন- মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন।

৪৯. সাপ্তাহিক "বেগম" পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন- বেগম নূরজাহান বেগম।

৫০. দৈনিক "ইত্তেহাদ" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন- আবুল মনসুর আহমদ।
৫১. "শরৎ বাবু পাগলামি ছাড়েন, কলকাতা আমাদের চাই"- উক্তিটি সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের।
৫২. "আমার রক্তের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ভাগ হবে। আমার জীবন থাকতে বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব না"- উক্তিটি মওলানা আকরাম খাঁর।
৫৩. মহাত্মা গান্ধী কারো সাথে কথা বলতেন না- রবিবারে।
৫৪. পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়- ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ ; ফজলুল হক মুসলিম হলের এসেম্বলি হলের সভায়। প্রথম কনভেনর ছিলেন- নইমউদ্দিন। অফিস ছিলো- ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে।
৫৫. কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান- ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮; করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার বৈঠকে।
৫৬. তমদ্দুন মজলিস নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নেতা ছিলেন- অধ্যাপক আবুল কাশেম।
৫৭. রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে- পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস মিলে।
৫৮. বাংলা ভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়- ১১ মার্চ ১৯৪৮ কে।
৫৯. ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের উপর গুলি চালিয়ে সংগঠিত হত্যাকান্ডের নির্দেশদাতা ছিলেন- জেল সুপারিন্টেনডেন্ট মি. বিল।
৬০. উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা- ঘোষণা দেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ১৯ মার্চ ১৯৪৮ সালে, ঢাকায়।
৬১. পাকিস্তান সরকার কর্ডন প্রথা চালু করে- ১৯৪৮ সালে।
৬২. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মারা যান- ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে।
৬৩. প্রথমবার পাকিস্তানে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির আন্দোলন এবং জুলুমের প্রতিবাদ ছিলো- ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত "জুলুম প্রতিরোধ দিবস"। এরজন্য ঘোষিত কমিটির কনভেনর ছিলেন বঙ্গবন্ধু।
৬৪. আসামের "বাঙ্গাল খেদা" আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
৬৫. সীমান্ত প্রদেশে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন- পীর মানকী শরীফ। সভাপতি ছিলেন- পীর মানকী শরীফ এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন- খান গোলাম

মোহাম্মদ খান লুন্দখোর।
৬৬. বঙ্গবন্ধু সীমান্ত শার্দুল বলেছেন- সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী খান আবদুল কাইয়ুম খানকে।
৬৭. সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত ছিলেন- খান আবদুল গাফফার খান।
৬৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭জন ছাত্রকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে শাস্তি প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়- ১৭ এপ্রিল ১৯৪৯ সালে। ধর্মঘটে একমাত্র ছাত্রী হিসেবে অংশ নেন- মুনীর চৌধুরীর ভগ্নি নাদেরা বেগম।
৬৯. গনআজাদী লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন- কামরুদ্দিন আহমদ।
৭০. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়- ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে।
৭১. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটিঃ
সভাপতি- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী;
সহ-সভাপতি- আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, আলী আহমদ খান, আলী আমজাদ খান প্রমুখ;
সাধারণ সম্পাদক- শামসুল হক;
যুগ্ম-সম্পাদক- শেখ মুজিবুর রহমান।
৭২. আওয়ামী লীগের প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়- ১৫০ মোগলটুলীতে।
৭৩. ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
৭৪. দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেন- নাথুরাম গডসের সহকর্মী মহাত্মা গান্ধীর হত্যা মামলার সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দিতে।
৭৫. শামসুল হকের স্ত্রীর নাম- বেগম আফিয়া খাতুন।
৭৬. ১৯৪৯ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্ধিরা ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিন অনশন করেন, যার ফলে মারা যান- শিবেন রায়।
৭৭. পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সদস্য ছিলো- ৪৪ জন।
৭৮. ঢাকায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন ঢাকা হয়েছিলো- ১৯৫০ সালে।
৭৯. "পাকিস্তান অবজারভার" পত্রিকা বের করেন- হামিদুল হক চৌধুরী।
৮০. "সাপ্তাহিক ইত্তেফাক" পত্রিকা বের করেন- মওলানা ভাসানী। কয়েক সপ্তাহ চলার পর এটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে সম্পাদক হিসেবে এর দায়িত্ব নেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।

৮১. যে দেশের বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল সে দেশের মানুষ সত্যিকারের ইনসাফ পেতে পারে কি না সন্দেহ!- উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর।
৮২. লিয়াকত আলী খানকে রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়- ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর।
৮৩. "Either I will go out of the jail or my deadbody will go out"- জেল কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু।
৮৪. জেলে বঙ্গবন্ধুর সাথে অনশন করা মহিউদ্দিন ভুগছিলেন- প্লুরিসিস রোগে।
৮৫. রাষ্ট্রভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে।
৮৬. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করা হয়- কাজী গোলাম মাহবুবকে।
৮৭. স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠে- সর্বদলীয় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে।
৮৮. "মানুষকে ব্যবহার, ভালবাসা ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়, অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না"- উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর।
৮৯. "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি আব্বা বলি"- উক্তিটি শেখ কামাল করেছিলেন শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে।
৯০. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারি ছিলেন- মোহাম্মদউল্লাহ।
৯১. জাভেদ মঞ্জিল- কবি আল্লামা ইকবালের বাড়ি।
৯২. পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সভপতি ছিলেন- আতাউর রহমান। স্লোগান ছিলো- "যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই"।
৯৩. সাপ্তাহিক “যুগের দাবী” পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- খন্দকার ইলিয়াস।
৯৪. হংকংকে ইংরেজরা নাম দিয়েছিলো- ভিক্টোরিয়া।
৯৫. নয়া চীনের স্বাধীনতা দিবস- ১ অক্টোবর। নয়া চীন স্বাধীনতা ঘোষণা করে - ১ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে।
৯৬. তিয়েন শিং- চীনের সমুদ্র বন্দর।
৯৭. সান ইয়েৎ সেনের সমাধি রয়েছে- চীনের সাবেক রাজধানী নানকিংয়ে।
৯৮. চীনের কাশ্মীর বলা হয়- চীনের হ্যাংচোকে।
৯৯. "আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না"- উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর।
১০০. গণতান্ত্রিক যুবলীগ জনমত সৃষ্টি করে- অলি আহাদের নেতৃত্বে।
১০১. বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী বলেছেন- শামসুল হককে।
১০২. আরবি হরফে বাংলা লেখার পদ্ধতি চালুর চেষ্টা করেন- ফজলুর রহমান।

১০৩. Evil Genius বলা হতো- ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) কে।
১০৪. আদমজী জুট মিলের মালিক ছিলেন- গুল মোহাম্মদ আদমজী।
১০৫. গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণপরিষদ ভেঙে দিলেন- ২৩ অক্টোবর ১৯৫২ সালে।
১০৬. ভারত শাসনতন্ত্র তৈরি করে দেশজুড়ে প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেয়- ১৯৫২ সালে।
১০৭. আইয়ুব খানের আত্মজীবনী- "ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স"।
১০৮. পাকিস্তান-আমেরিকা মিলিটারি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে- ১৯৫৪ সালের মে মাসে।
১০৯. গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে গোলাম মোহাম্মদের বেআইনিভাবে গণপরিষদ ভাঙার বিরুদ্ধে মামলা করেন – তমিজুদ্দিন খান।
১১০. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করেন- ১৯৩৫ সালে।
১১১. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯৫৩ সালে।
১১২. অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয়- ১৯০৬ সালে।
১১৩. বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৫ সালে।
১১৪. পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক দর্শন প্রচার ও ভিত্তি নির্মাণের লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর।
১১৫. পাবলিক এন্ড রিপ্রেজেনটেটিভ অফিসেস ডিসকোয়ালিফিকেশন এক্ট ১৯৪৯ মামলা রুজু করা হয়- পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবাব ইফতিখার হোসেন মামদোতের বিরুদ্ধে। আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
১১৬. আইয়ুব খানের সামরিক সরকার Public Offices Disqualification Order জারি করেন- ৭ আগস্ট ১৯৫৯ সালে।
১১৭. ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল:
মোট আসন- ৩০৯ (যুক্তফ্রন্ট ও সহযোগী- ২৯১, মুসলিম লীগ- ৯, অন্যান্য- ৯)
মুসলিম আসন- ২৩৭ (যুক্তফ্রন্ট- ২২৩, মুসলিম লীগ- ৯, খিলাফত-ই-রব্বানী-১, স্বতন্ত্র- ৪);
অমুসলিম আসন- ৭২ (কংগ্রেস ও অন্যান্য)

১১৮. ১৯৫৪ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে জেতে- ১৪০টি আসনে।
১১৯. "পলিটিক্যাল এলিটস ইন বাংলাদেশ" বইয়ের রচয়িতা- রঙ্গলাল সেন।
১২০. রুমি প্রেসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন- আজিজুর রহমান।
১২১. দেশ ভাগের পূর্বে বঙ্গীয় আইনসভার প্রথম মুসলিম মহিলা সদস্য ছিলেন- বেগম আনোয়ারা খাতুন।
১২২. হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনের নেতা ছিলেন- আবদুল ওয়াসেক।
১২৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রধান কৌঁসুলি ছিলেন- আবদুস সালাম খান।
১২৪. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি ২১ দফার অন্যতম প্রণেতা ছিলেন- আবুল মনসুর আহমদ।
১২৫. আর.পি. সাহা নামে পরিচিত রনদাপ্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠা করেন- ভারতেশ্বরী হোমস, কুমুদিনী হাসপাতাল ও কুমুদিনী কলেজ।
১২৬. লায়ন সিনেমা হলের প্রতিষ্ঠাতা- কাদের সর্দার নামে পরিচিত মির্জা আবদুল কাদের।
১২৭. "ভাসানী যখন ইউরোপে", "কত ছবি কত গান", "মুজিববাদ" বইসমূহের লেখক- খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস।
১২৮. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী- খাজা নাজিমুদ্দিন।
১২৯. আইয়ুব খানের তথ্যমন্ত্রী হিসেবে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন- খাজা নাজিমুদ্দিনের ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন।
১৩০. মহাত্মা গান্ধী নামে বিখ্যাত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নিহত হন- নাথুরাম গডস নামক এক আততায়ীর গুলিতে।
১৩১. কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র ছিলেন- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তির জন্যও বিখ্যাত।
১৩২. হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য "বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি" সম্পাদিত হয়- ১৯২৩ সালে।
১৩৩. স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।
১৩৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য- আই. এইচ. জুবেরী।
১৩৫. তিতুমীর নামে বিখ্যাত মীর নিসার আলী নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেন ১৮৩১ সালে।
১৩৬. তিতুমীর শহীদ হন- ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ সালে।

১৩৭. মাসিক "বেগম" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- "সওগাত" পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের কন্যা নূরজাহান বেগম।
১৩৮. কবি কাজী নজরুল ইসলাম "ভাঙ্গার গান" কাব্যে অন্তর্ভুক্ত "পূর্ণ অভিনন্দন" কবিতাটি রচনা করেন- মাদারীপুরের বিপ্লবী অধ্যক্ষ পূর্ণদাসের জেলমুক্তি উপলক্ষে। এই কবিতায় নজরুল তাঁকে মাদারীপুরের "মর্দবীর" বলে উল্লেখ করেন।
১৩৯. অবিভক্ত বাংলায় দুইবার (১৯৩৭ ও ১৯৪১) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- শেরে এ. কে. ফজলুল হক।
১৪০. ঋণসালিসি বোর্ডের মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের মহাজনদের ঋণ থেকে মুক্ত করেন- শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।
১৪১. ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ছিলেন- পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি ও মার্কসবাদী।
১৪২. মওলানা ভাসানী আসামে কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন- ১৯২৬ সালে।
১৪৩. মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯৫৭ সালে। ন্যাপের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন ভাসানী নিজেই।
১৪৪. ১৯৬৪ সালে ঢাকার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রতিরোধে ঢাকার প্রধান পত্রিকাসমূহে "পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়- তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার উদ্যোগে।
১৪৫. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সচিব ও বুলবুল ললিতকলা একাডেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা- মাহমুদ নুরুল হুদা।
১৪৬. পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন- দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। তিনি ছিলেন পাকিস্তান ক্যাবিনেটে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একমাত্র হিন্দু।
১৪৭. পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- লিয়াকত আলী খান।
১৪৮. ঢাকা শহরের ইতিহাস লেখক- সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর।
১৪৯. ১৯৫০-এ হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল "জনসংঘ" তৈরি করেন- শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
১৫০. "শতাব্দীর স্মৃতি" নামক স্মৃতিকথা লিখেন- প্রফেসর সাইদুর রহমান।
১৫১. বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
১৫২. উর্দু পত্রিকা "নওয়াই ওয়াক্ত"-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন- হামিদ নিজামী।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন (১৯৫৫-১৯৭৫)

১. বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন- ১৯৫৫ সালের ৫ জুন।
২. আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করে- ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন।
৩. আওয়ামীলীগ দলীয় সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে আইনসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন- ১৯৫৫ সালের ২৩ জুন।
৪. আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেওয়া হয়- ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর।
৫. বঙ্গবন্ধু "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ" নামে গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯৬০ সালে।
৬. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করেন- ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর।
৭. মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হন- ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি।
৮. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়- ১৯৬৪ সালের ১১ মার্চ।
৯. বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন- ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে।
১০. বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন- ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ।
১১. বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে বঙ্গবন্ধুসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে পাকিস্তান সরকার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" দায়ের করে- ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি।
১২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্য শুরু হয়- ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে।
১৩. ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়- ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি।
১৪. পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ সকল বন্দিকে মুক্তি দেয়- ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
১৫. শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি দেওয়া হয়- ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ১০ লাখ ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ।

১৬. বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নাম "বাংলাদেশ" রাখেন- ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর।
১৭. বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন- ১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি।
১৮. বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে "নৌকা" পছন্দ করেন- ১৯৭০ সালের ১৭ অক্টোবর।
১৯. ঘুর্ণিঝড় গোর্কি উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে- ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর। প্রাণ হারায় ১০ লাখ মানুষ।
২০. পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর।
২১. নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসন লাভ করে।
২২. বঙ্গবন্ধু জনপ্রতিনিধিদের রেসকোর্স ময়দানে শপথ গ্রহণ করান- ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি।
২৩. ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দেন- ১৯৭১ সালের ১ মার্চ।
২৪. প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু হরতাল আহবান করেন- ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।
২৫. "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা"- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন রেসকোর্সের জনসভায়।
২৬. ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়- ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ ঢাকায়।
২৭. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে।
২৮. বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেশের সর্বত্র প্রেরিত হয়- ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে।
২৯. পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাত ১টা ৩০ মিনিটে।
৩০. ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেন- ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ।
৩১. চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন- এম.এ. হান্নান।
৩২. বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
৩৩. বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে - ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের

বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমান মুজিবনগর)।
৩৪. বিপ্লবী সরকারে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করা হয়।
৩৫. পাকিস্তান সরকার গোপন বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করে মৃত্যুদন্ডের রায় প্রদান করে- ১৯৭১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর (পাকিস্তানের ফায়জালাবাদে (লায়ালপুর)।
৩৬. বাংলাদেশ স্বাধীন হয়- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
৩৭. বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধুর নি:শর্ত মুক্তি দাবি করে- ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর।
৩৮. বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান- ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি।
৩৯. বঙ্গবন্ধু লন্ডন-দিল্লি-ঢাকা হয়ে বাংলাদেশে আসেন- ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।

Boighar.com

৪০. বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি।
৪১. বঙ্গবন্ধু ভারত যান- ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি।
৪২. বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে- ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ।
৪৩. বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে "জুলিও কুরী" পুরস্কারে ভূষিত করে- ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর।
৪৪. বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন- ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর।
৪৫. বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের ঘোষণা দেন- ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর।
৪৬. বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়- ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
৪৭. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। আওয়ামী লীগ লাভ করে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ আসন।
৪৮. বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়- ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
৪৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।
৫০. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন- বঙ্গবন্ধু ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে।
৫১. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি।

৫২. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন- ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি।
৫৩. ২য় বিপ্লবের ডাক দেন- বঙ্গবন্ধু।
৫৪. ২য় বিপ্লবের লক্ষ্য ছিলো- দুর্নীতি দমন, ক্ষেতে খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
৫৫. বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হন- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।
৫৬. বঙ্গবন্ধু ছাড়া বাকি নিহতেরা হলেন:
- সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুননেছা
- জ্যেষ্ঠ পুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল
- পুত্র লে. শেখ জামাল
- কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল
- পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল
- ভাই শেখ নাসের
- ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত
- ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি
- সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ
১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টু।
৫৭. দেশে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়- ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর।
৫৮. বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে- ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন।
৫৯. বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় এজাহার দায়ের করা হয়- ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর।
৬০. জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়- ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর।
৬১. বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিচারকার্য শুরু হয়- ১ মার্চ ১৯৯৭ সালে।
৬২. বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার দায়ে আদালত ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন- ৮ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে।
৬৩. বঙ্গবন্ধুর পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়- ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি।

কারাগারের রোজনামচা - শেখ মুজিবুর রহমান

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

১. কারাগারের রোজনামচা বইটির লেখক - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।
২. বইটির অর্থায়ন করে - সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়।
৩. বইটি অর্থায়ন করা হয় - অর্থবছর ২০১৬-১৭ সালে।
৪. বইটির প্রথম প্রকাশ - ফাল্গুন ১৪২৩/ মার্চ-২০১৭ইং।
৫. দ্বিতীয় মুদ্রণ - বৈশাখ ১৪২৪ / মে ২০১৭ সালে।
৬. বইটির গ্রন্থস্বত্ব - জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।
৭. বইটির প্রকাশক ও কর্মসূচী পরিচালক - মোবারক হোসেন, পরিচালক-গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ।
৮. বইটির মুদ্রক ছিলেন - ড. আমিনুর রহমান সুলতান।
৯. বইটি মুদ্রণ করে - বাংলা একাডেমী প্রেস।
১০. বইটির প্রচ্ছদ ও গ্রন্থ নকশা করেন - তারিক সুজাত।
১১. বইটির প্রচ্ছদে ব্যবহৃত পোট্রেট করেন - রাসেল কান্তি দাশ।
১২. বইটিতে মোট পৃষ্ঠা আছে - ৩৩২টি।
১৩. বইটির ভূমিকা লেখেন - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২৫শে জানুয়ারি ২০১৭ সালে)।
১৪. বঙ্গবন্ধুর ভাষা আন্দোলন শুরু - ১৯৪৮ সালে।
১৫. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন - ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। মুক্তি পান ১৫ই মার্চ।
১৬. তৎকালীন সরকার বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার করে - ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর।
১৭. ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর গ্রেফতারের পর মুক্তি পান - ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি।
১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেনির কর্মচারীদের দাবির প্রতি সমর্থনের জন্য গ্রেফতার হন - ১৯৪৯ সালের ১৯শে এপ্রিল।
১৯. আর্মানিটোলার ময়দানে জনসভা ও শেষে ভুখা মিছিল করেন - ১৯৪৯ সালের ১৪ই অক্টোবর।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হয়ে বঙ্গবন্ধু করাচি সফর করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন - ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে।
২১. ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে গ্রেফতারের পরে বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করেন - ২৩শে ডিসেম্বর।
২২. বঙ্গবন্ধু জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন - ১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি।
২৩. জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন - ১৮ই জুন।
২৪. বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পর গ্রেফতার হন - ১৯৬৪ সালে।
২৫. বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবি পেশ - ১৯৬৬ সালে।
২৬. বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন - ১৯৬৬ সালে।
২৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১ নং আসামী ছিলেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২৮. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয় - ১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি।
২৯. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মোট আসামী ছিলেন - বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন।
৩০. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয় - ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন।
৩১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার কাজ করা হয় - ঢাকা সেনানিবাসে।
৩২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হয় - ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি।
৩৩. আওয়ামীলীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে - ১৯৭০ এর নির্বাচনে।
৩৪. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন - ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ।
৩৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের আটকে রাখা হয় - ধানমন্ডির ১৮ নাম্বার সড়কের একটি একতলা বাড়িতে।
৩৬. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আত্মজীবনীর খাতাগুলো সেনাবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে উদ্ধার করেন - বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।
৩৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর খাতাগুলো উদ্ধার করা হয় - ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ির ড্রেসিং রুমের আলমারি থেকে।
৩৮. বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর খাতা উদ্ধারের নির্দেশ দেন - বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুননেছা।
৩৯. উদ্ধারকৃত বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর খাতাগুলো পাকিস্তানিদের ভয়ে ছালার চট দিয়ে বেঁধে মুরগীর ঘরের চালের সাথে ঝুলিয়ে রেখে সংরক্ষণ করেন - শেখ হাসিনার খালাতো বোন মাখন আপা ও তার স্বামী মীর আশরাফ আলী।
৪০. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ৩২নং বাড়ির হত্যাকান্ডে মোট হত্যা করা হয় - ১৮

জনকে।
৪১. ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সাথে হত্যা করা হয় - পুলিশের ২ জন বড়কর্তাসহ এক সামরিক সচিবকে।
৪২. ১৫ আগস্ট নিহত হওয়া সামরিক সচিবের নাম - কর্নেল জামিল।
৪৩. ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডে দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান - শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।
৪৪. শেখ হাসিনা দেশে ফিরেন - ১৯৮১ সালে।
৪৫. শেখ হাসিনাকে আওয়ামীলীগের সভাপতি করা হয় - ১৯৮১ সালে।
৪৬. ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িটি শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করা হয় -১৯৮১ সালের ১২ই জুন (৩০ মে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর)।
৪৭. বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর খাতাগুলো টাইপ করানোর দায়িত্ব নেন - বেবী মওদুদ।
৪৮. খাতাগুলো অনুবাদ করতে শুরু করেন - ড. এনায়েতুর রহিম এবং তার স্ত্রী জয়েস রহিম।
৪৯. এনায়েতুর রহিম মারা যান - ২০০২ সালে।
৫০. ড. এনায়েত রহিম এর মৃত্যুর পর আবার কাজ শুরু হয় - প্রফেসর সালাউদ্দিন সাহেবের পরামর্শে।
৫১. এরপর বইটি নিয়ে যারা কাজ শুরু করেন - প্রফেসর সামসুল হুদা হারুন (রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), শামসুজ্জামান খান (বাংলা একাডেমি), বেবী মওদুদ এবং শেখ হাসিনা।
৫২. খাতাগুলি কম্পিউটারে টাইপ করেন - নিনু।
৫৩. ফটোকপি করার কাজ করেন - রহমান।
৫৪. ১৯৬৬ - ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখা ডায়েরি বই আকারে প্রকাশের প্রস্তুতির সময় পরামর্শ দেন - অধ্যাপক শামসুজ্জামান।
৫৫. অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ভূমিকা লিখেন - শেখ হাসিনা।
৫৬. অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ইংরেজী অনুবাদ করেন - ড: ফকরুল ইসলাম।
৫৭. বেবী মওদুদ মারা যান - ২০১৩ সালে।
৫৮. 'কারাগারের রোজনামচা' বইটির নামকরন করেন - শেখ রেহানা।
৫৯.'কারাগারের রোজনামচা' বইটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনী উল্লেখ আছে - ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত।
৬০. ১৯৫৮ সালে আইয়ুবখানের মার্শাল ল' জারিকালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার ও তার

রাজনীতি নিষিদ্ধ হয় - ১২ই অক্টোবর।

৬১. ১৯৬০ সালে কারাগার থেকে মুক্তিকালে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় দুটি খাতা।

৬২. একটি খাতার সন্ধান পাওয়া যায় - SB (Special Branch) থেকে।

৬৩. বঙ্গবন্ধু সেই খাতাটির নাম দেন-

"থালা বাটি কম্বল

জেল খানা সম্বল"।

৬৪. Solitary Confinement - এর অর্থ - কারাগারে একাকী বন্দি।

৬৫. বঙ্গবন্ধুকে এই শাস্তি দেওয়া হয় – ৭ দিনের জন্য।

৬৬. বঙ্গবন্ধুকে Solitary Confinement শাস্তি হিসাবে - বিনা বিচারে দিনের পর দিন আটক রাখা হয়।

Boighar.com

৬৭. "কারাগারের রোজনামচা" প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহায়তা দেন - সেলিমা, শাকিল, বাঁভ।

৬৮. "জেলের ভিতরে অনেক ছোট ছোট জেল আছে" উক্তিটি - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

মাধ্যমিক বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭ - ১৯৭০)

১. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব দেন - ১৯৩৭ সালে।
২. তমদ্দুন মজলিশ গড়ে উঠে - ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর।
৩. তমদ্দুন মজলিস গড়ে তোলেন - অধ্যাপক আবুল কাশেম।
৪."পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" নামে পুস্তিকা বের হয় - ১৯৪৭ সালে।
৫. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা হিসাবে বাংলা ব্যবহারের দাবি জানান - ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি।
৬. প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় - ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
৭. প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন করা হয় - শহীদ শফিউরের পিতাকে দিয়ে।
৮."কাঁদতে আসিনি ফাসির দাবি নিয়ে এসেছি" কবিতাটি লিখেছেন - কবি মাহবুব-উল-আলম।
৯."স্মৃতির মিনার" কবিতাটি রচনা করেন - কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ।
১০."আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি" গানটি রচনা করেন - আবদুল গাফফার চৌধুরী।
১১."ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়" রচনা ও সুর করেন - আব্দুল লতিফ।
১২."তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি" রচনা করেন - আব্দুল লতিফ।
১৩."কবর" নাটক রচনা করেন - মুনির চৌধুরী।
১৪."আরেক ফাল্গুন" রচনা করেন - জহির রায়হান।
১৫.শহীদ দিবস হিসাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়ে আসছে -১৯৫৩ সাল থেকে।
১৬.জাতিসংঘের শিক্ষা,বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হলো -ইউনেস্কো।
১৭.২১শে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয় - ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর।
১৮.পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় -১৯৪৯ সালের ২৩ জুন।
১৯.আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় -ঢাকার রোজ গার্ডেনে।

২০.আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন – মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।
২১.আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন -শামসুল হক।
২২.আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন -শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ।
২৩.যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোগ ছিল – আওয়ামী লীগের।
২৪.১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নামকরণের কারণ -অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শ ধারণ করা।
২৫. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম আসন ছিল - ২৩৭ টি।
২৬. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পায় - ২২৩ টি আসন।
২৭. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ পায় - ৯ টি আসন।
২৮. ২১ দফার প্রথম দফা ছিল - বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
২৯. এ কে ফজলুল হক মূখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন - ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল।
৩০. যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল - মাত্র ৫৬ দিন।
৩১. যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হয় - ১৯৫৪ সালের ৩০ মে।
৩২. ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করেন - ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর।
৩৩. ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয় - ৬ সেপ্টেম্বর।
৩৪. এই যুদ্ধ টিকে ছিল - ১৭ দিন।
৩৫."ছয় দফা" দাবি ঘোষণা করেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি, লাহোরে।
৩৬. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্য নাম - "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য"।
৩৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নাম্বার আসামী ছিলেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
৩৮. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সংখ্যা ছিল - বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জন।
৩৯. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় - ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি।
৪০. শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয় - ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।
৪১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ৭ ডিসেম্বর।
৪২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভিত্তি ছিল - এক ব্যক্তির এক ভোট।

৪৩. ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায়- ১৬৭ টি আসন।
৪৪. ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বরের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় - ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি।
৪৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয় - ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।
৪৬. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয়া হয় - ১৯৭১ সালের ১ মার্চ।
৪৭. বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন - ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

☑ ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের প্রশাসনের চিত্রে শিক্ষাখাতে বাঙালী নিযুক্ত ছিলো – ২৩%।
☑ খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সংগ্রাম পরিষদের চুক্তি হয়েছিলো – ৮ দফা।
☑ পাকিস্তান হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয় – এপ্রিল মাসে।
☑ ১৯৪৭ সালে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবি জানায় – গণ আজাদী লীগ।
☑ যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় – ৪টি সংগঠন নিয়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশ

৪৮. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন - ২৫ মার্চ রাত ১২টার পরপরই অর্থাৎ ২৬ মার্চ।
৪৯. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল - ইংরেজিতে।
৫০. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তা পাঠিয়ে দেন - ওয়্যারলেস যোগে।
৫১. বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় - ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।
৫২. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচার করা হয় - ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টার দ্বারা।
৫৩. "বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ " ঘোষিত হয় - ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

৫৪. মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার বা প্রবাসী সরকার গঠিত হয় – ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
৫৫. অস্থায়ী সরকারের গঠন ছিল-

- ☑ রাষ্ট্রপতি - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ☑ উপ-রাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
- ☑ প্রধানমন্ত্রী – তাজ উদ্দীন আহমেদ।
- ☑ পররাষ্ট্রমন্ত্রী - খন্দকার মোশতাক আহমেদ
- ☑ অর্থমন্ত্রী - ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী
- ☑ স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী - এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান।
- ☑ সেনাবাহিনী প্রধান - কর্ণেল (অব.) এম. এ. জি. ওসমানী।
- ☑ সেনাবাহিনী উপপ্রধান - কর্নেল (অব.) এ. রব।

৫৬. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেন - ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল, মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে।
৫৭. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় ছিল - ১২ টি।
৫৮. মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশকে ভাগ করেন - ৪টি সামরিক জোনে।
৫৯. ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করা হয় - ১০ এপ্রিল।
৬০. ৪টি সামরিক জোনকে পুনর্নির্ধারিত করে পুরো দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় - ১১ এপ্রিল।
৬১. ১৯৭১ সালে গঠন করা হয় - ৩টি ব্রিগেড ফোর্স।
৬২. কাদেরিয়া বাহিনী গঠন করা হয় - টাঙ্গাইলে।
৬৩. পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় - ১৪ ডিসেম্বর।
৬৪. পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকেন ১২ বছর।
৬৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন - তাজউদ্দীন আহমেদ।
৬৬. ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় - ৬ ডিসেম্বর।
৬৭. মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে গড়ে তোলা হয় - যৌথ কমান্ড।
৬৮. ১৯৭১ সালে জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবে ভেটো দেয় - সোভিয়েত ইউনিয়ন।
৬৯. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং দানসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ৪০,০০০ লোকের সমাগমে গান পরিবেশন করেন - জর্জ হ্যারিসন।
৭০. জর্জ হ্যারিসন জন্মগ্রহণ করেন - লন্ডনে।
৭১. বাংলাদেশ স্বাধীন হয় - ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
৭২. বাংলাদেশ সরকার দেশে এসে শাসনভার গ্রহণ করে - ২২ ডিসেম্বর।
৭৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের পরে দেশে ফিরে আসেন - ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।
৭৪. বঙ্গবন্ধু অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন - ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে।
৭৫. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়- ৩৪ সদস্য নিয়ে।
৭৬. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন – ড. কামাল হোসেন।
৭৭. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ৩৪ জন সদস্যের - ৩৩ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য এবং ১ জন ছিলেন ন্যাপ সদস্য।
৭৮. ন্যাপ (মোজাফফর) সদস্য হিসাবে ছিলেন - সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।
৭৯. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে মহিলা সদস্য ছিলেন - ১ জন।
৮০. খসড়া কমিটির প্রথম বৈঠক বসে - ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে।
৮১. সংবিধান প্রণয়ন কমিটি বিল আকারে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করেন - ১২ অক্টোবর।
৮২. গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয় - ৪ নভেম্বর ১৯৭২।
৮৩. সংবিধান কার্যকর হয় - ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।
৮৪. পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল - ৩৮ হাজার।
৮৫. শিক্ষা কমিশন গঠিন করা হয় - ১৯৭২ সালে।
৮৬. শিক্ষা কমিশনের প্রধান করা হয় - বিজ্ঞানী কুদরত – এ – খুদাকে।
৮৭. কুদরত -এ-খুদা কমিশন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির রূপরেখা উপস্থাপন করেন - ১৯৭৪ সালে।
৮৮. বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ।
৮৯. ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে যায় - ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে।
৯০. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে - ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।
৯১. পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করতে লাগে - নয় বছর।
৯২. ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করতে লাগে - তিন বছর।
৯৩. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করতে লাগে - ১০ মাস।

৯৪. বঙ্গবন্ধু সংবিধানের উপরে ভাষণে বলেন - "এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত, এই সংবিধান জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।"
৯৫. ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ঠ্যগুলো হলো-

☑ বাংলাদেশ সংবিধান লিখিত।
☑ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।
☑ ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ।
☑ একটি প্রস্তাবনাসহ চারটি তফসিল।

৯৬. ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪টি মূলনীতি ছিল - জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা।
৯৭. সংবিধানে বাংলাদেশকে ঘোষণা করা হয় - এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসাবে।
৯৮. সার্বভৌম আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয় - জাতীয় সংসদকে।
৯৯. সংবিধান পরিপন্থী কোন আইন বাতিল করতে পারবে - সুপ্রিমকোর্ট।
১০০. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা প্রদান করা হয় - সংবিধানকে।
১০১. সংবিধানে - সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।
১০২. ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে - সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
১০৩. সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে - ১৮ বছর বয়স্ক যে কোন নাগরিককে, "এক ব্যক্তি এক ভোট " নী তির ভিত্তিতে।
১০৪. দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
১০৫. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয় - ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে।
১০৬. ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয় - ১৯৭৫ সালে, জারি করেন খন্দকার মোশতাক।
১০৭. জাতীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করা হয় - ১৯৭৫ সালের ২২ আগস্ট।
১০৮. জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয় - ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর।
১০৯. জাতীয় চার নেতা হলেন - তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী এবং
এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান।
১১০. নুর হোসেন পুলিশের গুলিতে নিহত হন - ১০ নভেম্বর, ১৯৮৭ সালে।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

☑ "তত্ত্বাবধায়ক সরকার" আইন পাশ হয় - ১৯৯৬ সালে।
☑ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় উপদেষ্টা কমিটির আহবায়ক ছিলেন – তাজউদ্দিন আহমদ।
☑ "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি"- কবিতার পটভূমি – ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ
☑ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নিযুক্ত সেক্টর কমান্ডার – ৪ জন।
☑ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন - ২ মার্চ ১৯৭১।
☑ ২য় বিপ্লব কর্মসূচি ঘোষণা করেন – বঙ্গবন্ধু।

সৌরজগত ও ভূমন্ডল

১১১. সৌরজগতে গ্রহ আছে - ৮টি।
১১২. পৃথিবীর উপগ্রহ আছে - ১টি (চাঁদ)।
১১৩. সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা - ১৩ লক্ষ গুণ বড়।
১১৪. সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা - ৫৭,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
১১৫. সূর্যে আছে - শতকরা ৫৫ ভাগ হাইড্রোজেন, ৪৪ ভাগ হিলিয়াম এবং ১ ভাগ অন্যান্য গ্যাস।
১১৬. গ্রহ হলো - যেসব জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো বা তাপ নাই।
১১৭. সৌরজগতের ৮টি গ্রহ হলো - পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ,শনি,বৃহস্পতি, শুক্র,ইউরেনাস,নেপচুন।
১১৮. গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রহ - বৃহস্পতি।
১১৯. গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট গ্রহ হল - বুধ।
১২০. সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ - বুধ।
১২১. সূর্যের চারদিকে ঘুরতে বুধের সময় লাগে - ৮৮ দিন।
১২২. বুধের কোন - উপগ্রহ নেই।
১২৩. সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব - ৫.৮ কোটি কিলোমিটার।
১২৪. সূর্যের থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে শুক্রের অবস্থান - দ্বিতীয়।
১২৫. পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হল - শুক্র।
১২৬. শুক্র গ্রহকে ভোরের আকাশে- শুকতারা বলে।

১২৭. শুক্র গ্রহকে সন্ধ্যার আকাশে - সন্ধ্যাতারা বলে।
১২৮. শুক্রের মেঘাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডল মূলত - কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তৈরী।
১২৯. সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ - শুক্র।
১৩০. শুক্রতে যে বৃষ্টি হয় - তা মূলত এসিড বৃষ্টি।
১৩১. সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে শুক্রের সময় লাগে - ২২৫ দিন।
১৩২. পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল আছে - শুক্রের।
১৩৩. শুক্রের বায়ুমণ্ডলে নেই - অক্সিজেন।
১৩৪. বছরে দুইবার সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায় - শুক্রের আকাশে।
১৩৫. শুক্র পৃষ্ঠে বাতাসের চাপ পৃথিবীর তুলনায় - ৯০ গুণ বেশি।
১৩৬. সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ হল - পৃথিবী।
১৩৭. সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব - ১৫ কোটি কিলোমিটার।
১৩৮. পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে - ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।
১৩৯. পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা - ১৩.৯০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।
১৪০. পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ - চন্দ্র।
১৪১. পৃথিবীকে একবার পরিক্রমণ করতে চন্দ্রের লাগে - ২৯ দিন ১২ ঘন্টা।
১৪২. সূর্যের থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর পরে আছে - মঙ্গল।
১৪৩. সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে মঙ্গলের লাগে - ৬৮৭ দিন।
১৪৪. মঙ্গলের উপগ্রহ রয়েছে দুইটি। যথা - ডিমোস ও ফেবোস।
১৪৫. মঙ্গলের পাথরগুলো - লালচে বর্ণের।
১৪৬. গ্রহাণুপুঞ্জঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ একত্রে পুঞ্জিভূত হয়ে পরিক্রমণ করছে। ৮০৫ কিলোমিটার থেকে ১.৬ কিলোমিটার এর কম ব্যসসম্পন্ন এসব জ্যোতিষ্ককে গ্রহাণু বলে। একত্রিত ভাবে এসব গ্রহাণুকে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে।
১৪৭. সূর্য থেকে দূরত্বের দিক থেকে বৃহস্পতির অবস্থান - পঞ্চম।
১৪৮. বৃহস্পতির আয়তন পৃথিবীর তুলনায় - ১৩০০ গুণ।
১৪৯. বৃহস্পতি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে - ১২ বছর।
১৫০. বৃহস্পতি গ্রহে পৃথিবীর একদিনে - দুইবার সূর্য উঠে এবং দুইবার সূর্য অস্ত যায়।
১৫১. বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা – ৭৯ টি।
১৫২. বৃহস্পতির প্রধান উপগ্রহ গুলো হলো - লো, ইউরোপা, গ্যানিমেড, ক্যাপলিস্টো।

১৫৩. সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ - শনি।
১৫৪. খালি চোখে দেখা যায় - শনিকে।
১৫৫. শনি পৃথিবী থেকে - ৯ গুণ বড়।
১৫৬. শনিকে বেষ্টন করে আছে - তিনটি উজ্জ্বল বলয়।
১৫৭. শনির উপগ্রহ - ৬২ টি।
১৫৮. তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ হল - ইউরেনাস।
১৫৯. ইউরেনাসের আবহমন্ডলে অধিক রয়েছে - মিথেন গ্যাস।
১৬০. ইউরেনাসের উপগ্রহ রয়েছে- ২৭ টি।
১৬১. নেপচুন গ্রহের বর্ণ অনেকটা - নীলাভ। Boighar.com
১৬২. নেপচুনের উপগ্রহ দুইটি - ট্রাইটন ও নেরাইড।
১৬৩. একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে নেপচুনের সময় লাগে - ১৬৫ বছর।
১৬৪. বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর হলো - ট্রপোমণ্ডল।
১৬৫. মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবকিছু সৃষ্টি হয়- ট্রপোমন্ডলে।
১৬৬. ট্রপোমন্ডলের উর্ধ্বসীমাকে বলে - ট্রপোপস।
১৬৭. ওজোনস্তর না থাকলে প্রাণিকূল বিনষ্ট হতো - সূর্যের মারাত্মক বেগুনী রশ্মি বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে।
১৬৮. ভূগর্ভের স্তর তিনটি - অশ্মমণ্ডল, গুরুমন্ডল, কেন্দ্রমন্ডল।
১৬৯. কেন্দ্রমন্ডলের প্রধান উপাদান - নিকেল ও লোহা।এজন্য একে বলা হয় নাইফ (NiFe)।
১৭০. গুরুমন্ডল গঠিত মূলত - ব্যাসল্ট দ্বারা। এজন্য একে বলা হয় ব্যাসল্ট অঞ্চল।
১৭১. গুরুমন্ডলের উপরাংশকে বলা হয় - অশ্বমন্ডল বা শিলা মন্ডল।
১৭২. অশ্বমন্ডলের গভীরতা - মহাদেশীয় অঞ্চলে বেশি এবং মহাসাগরের নিচে কম।
১৭৩. পৃথিবীর উত্তর - দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে - অক্ষ বা মেরুরেখা বলে।
১৭৪. অক্ষের উত্তর প্রান্ত বিন্দুকে - উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণ প্রান্তের বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলা হয়।
১৭৫. পৃথিবী বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ - ৩৬০ ডিগ্রী।
১৭৬. দ্রাঘিমা রেখাকে - মধ্যরেখা বলা হয়।
১৭৭. সর্বোচ্চ দ্রাঘিমা হয় - ১৮০ ডিগ্রী।
১৭৮. গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে যে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে

সেই স্থানের - দ্রাঘিমা বলে।
১৭৯. মূল মধ্যরেখাঃ যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের কাছে গ্রিনিচ মানমন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে, তাকে মূল মধ্যরেখা বলে।
১৮০. গ্রিনিচে দ্রাঘিমা - শূণ্য ডিগ্রী ধরা হয়।
১৮১. নিরক্ষরেখাঃ পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে যে রেখাটি পূর্ব পশ্চিমে পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে তাই নিরক্ষরেখা।
১৮২. সমাক্ষরেখায় অবস্থিত সকল স্থানের অক্ষাংশ - একই।
১৮৩. নিম্ন অক্ষাংশ বলা হয় - ১-৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত।
১৮৪. মধ্য অক্ষাংশ বলা হয় - ৩০- ৬০ ডিগ্রী পর্যন্ত অক্ষাংশকে।
১৮৫. উচ্চ অক্ষাংশ বলা হয় - ৬০-৯০ ডিগ্রী পর্যন্ত অক্ষাংশকে।
১৮৬. গ্রিনিচের সময় জানা যায় - ক্রোনোমিটার ঘড়ি দ্বারা।
১৮৭. যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা যায় তাকে বলে - সেক্সট্যান্ট যন্ত্র।
১৮৮. এক ডিগ্রী দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।
১৮৯. ঢাকার প্রতিপাদ স্থান - দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
১৯০. গ্রিনিচ থেকে পূর্বগামী কোন জাহাজ বা বিমান আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে স্থানীয় সময়ের সাথে মিল রাখার জন্য বর্ধিত সময় থেকে - একদিন বিয়োগ করে। অন্যদিকে পশ্চিমগামী জাহাজ বা বিমান একদিন যোগ করে তারিখ হিসাব করে।
১৯১. পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনের সময়কে বলে - সৌরদিন।
১৯২. পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনে সময় লাগে - ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড।
১৯৩. পৃথিবীর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী বৃত্তাকার অংশকে বলে - ছায়াবৃত্ত।
১৯৪. সুমেরু বৃত্তঃ উত্তর গোলার্ধে ৬৬.৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখাকে সুমেরুবৃত্ত বলে।
১৯৫. কুমেরুবৃত্তঃ ৬৬.৫ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষরেখাকে কুমেরুবৃত্ত বলে।
১৯৬. উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত - ২১শে জুন।
১৯৭. দক্ষিণ গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত - ২২ শে ডিসেম্বর।
১৯৮. দিনরাত সমান হয় - ২১শে মার্চ (বাসন্ত বিষুব) ও ২৩শে সেপ্টেম্বর (শারদ

বিষুব।
১৯৯. উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল - দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল।
২০০. জানুয়ারির ১ থেকে ৩ তারিখ সূর্য পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে থাকাকে বলা হয় - অনুসূর।
২০১. জুলাই এর ১ থেকে ৪ তারিখ সূর্যের পৃথিবী থেকে দূরে থাকাকে বলা হয় - অপসূর।
২০২. বাংলাদেশ অবস্থিত - উত্তর গোলার্ধে।
২০৩. বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে গেছে - কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা)।
২০৪. জোয়ার ভাটার মধ্যবর্তী সময় - ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট পরপর।
২০৫. সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর উপর আকর্ষণ বেশি - চন্দ্রের।
২০৬. জোয়ার- ভাটা হয় মূলত - চন্দ্রের আকর্ষণে।
২০৭. তেজকটাল বা ভরা কটাল হয়- অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে।
২০৮. মরাকটাল হয়- সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে।
২০৯. একমাসে মরাকটাল ও তেজকটাল হয় - দুই বার।
২১০. একটি মূখ্য জোয়ার হওয়ার পরে গৌণ জোয়ার হয় - ১২ ঘন্টা ৫৬ মিনিট পর।
২১১. একটি মুখ্য জোয়ার হওয়ার পর আরেকটি মুখ্য জোয়ার হয় - ২৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট পর।

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু

২১২. বাংলাদেশের উত্তরে - ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য।
২১৩. বাংলাদেশের পূর্বে অবস্থিত - আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমার।
২১৪. বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত - বঙ্গোপসাগর।
২১৫. বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত - ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।
২১৬. ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা -

- ☑ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
- ☑ প্লাইস্টোসিনকালের পাহাড়সমূহ
- ☑ সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি।

২১৭. টারশিয়ারি যুগের পাহাড় হলো - বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।
২১৮. টারশিয়ারি যুগের পাহাড় সৃষ্টি হয় - হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময়।
২১৯. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলো - আসামের লুসাই ও মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়।
২২০. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলো গঠিত - বেলে পাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা।
২২১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা -
ক) দক্ষিণ - পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহঃ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশের পাহাড়
খ) উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহঃ ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়সমূহ।
২২২.বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ -তাজিংডং বা বিজয় যার উচ্চতা ১২৩১ মিটার।
২২৩. তাজিংডং অবস্থিত - বান্দরবানে।
২২৪. কেওক্রাডাংয়ের উচ্চতা - ১২৩০ মিটার।
২২৫. প্লাইস্টোসিন কাল ধরা হয় - ২৫০০০ বছর পূর্বের সময়কে।
২২৬. প্লাইস্টোসিনকালের পাহাড়সমূহ হলো - বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়।
২২৭. বরেন্দ্রভূমির আয়তন - ৯৩২০ কিলোমিটার।
২২৮. বরেন্দ্রভূমির উচ্চতা - ৬-১২ মিটার।
২২৯. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের আয়তন - ৪১০৩ বর্গকিলোমিটার।
২৩০. লালমাই পাহাড় অবস্থিত - কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে।
২৩১. লালমাই পাহাড়ের আয়তন - ৩৪ বর্গকিলোমিটার। এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার।
২৩২. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী-

- ☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় - ১৪.৯৭ কোটি
- ☑ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার - ১.৩৭%
- ☑ প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব - ১০১৫ জন।

২৩২. বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস - এপ্রিল।
২৩৩. বাংলাদেশের শীতলতম মাস - জানুয়ারি।
২৩৪. যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে বলে - ভূমিকম্পের কেন্দ্র।
২৩৫. কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি উপরের ভূ -পৃষ্ঠের নাম - উপকেন্দ্র।
২৩৬. কম্পনের বেগ উপকেন্দ্র হতে ধীরে ধীরে - চারদিকে কমে যায়।
২৩৭. বাংলাদেশ অবস্থিত - ইন্ডিয়ান ও ইউরোপিয়ান প্লেটের সীমানার কাছে।
২৩৮. সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয় - প্রশান্ত মহাসাগরের বহির্সীমানা বরাবর।
২৩৯. বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে - টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণে।
২৪০. ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে - আসাম থেকে শুরু করে ঢাকার পাগলা পর্যন্ত রয়েছে লিনিয়ামোট।
২৪১. লিনিয়ামোট পূর্ব -পশ্চিমে সংযুক্ত রয়েছে - ডাউকি ডেঞ্জার ফ্রন্টের সাথে।
২৪২. ডেঞ্জার ফ্রন্ট লাইনে অবস্থান করছে - বাংলাদেশের সিলেট জেলা।
২৪৩. বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলয় সম্বলিত মানচিত্র তৈরী করেন - ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম।
২৪৪. বাংলাদেশে ভূমিকম্পের তিনটি বলয় চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা -
ক) প্রলয়ঙ্করী বলয়ঃ এই বলয়ে আছে বান্দরবন, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর।
খ) বিপদজনক বলয়ঃ এই বলয়ে আছে ঢাকা, টাংগাইল, বগুড়া, দিনাজপুর, কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটি।
গ) লঘু বলয়ঃ দেশের অন্যান্য অঞ্চল এই বলয়ে অবস্থিত।

আরও কিছু গুরুত্বপুর্ণ সংযোজনী

- ☑ ভূমধ্যসাগরীয় হিমালয় ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল – ককেশাস।
- ☑ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত – বান্দরবান জেলায়।
- ☑ ব- দ্বীপ সমভূমি গঠিত – খুলনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলার কিয়দংশ নিয়ে।
- ☑ শীতকালে অল্প বৃষ্টিপাত হয় – উত্তরপূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে।

বাংলাদেশের নদ - নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ

৪৫. পদ্মা নদী গঙ্গা নামে পরিচিত - ভারত ও ভারতের উত্তরবঙ্গে।
৪৬. গঙ্গা উৎপত্তি লাভ করেছে - হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।
৪৭. পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - রাজশাহী জেলা দিয়ে।
৪৮. পদ্মা নদী যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে - দৌলতদিয়ার নিকট।
৪৯. পদ্মা নদী মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে - চাঁদপুরের কাছে।
৫০. পদ্মার উপনদীগুলো - কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।
৫১. ব্রহ্মপুত্র উৎপন্ন হয়েছে - কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে।
৫২. ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - কুড়িগ্রাম দিয়ে।
৫৩. ১৭৮৭ সালের আগে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হত - ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে উত্তর - পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ - পূর্ব দিকে আড়াআড়িভাবে।
৫৪. ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পের কারণে এই নদীর নতুন একটি স্রোতধারার সৃষ্টি হয় যা গোয়ালন্দ পর্যন্ত পরিচিত হয়েছে - যমুনা নামে।
৫৫. যমুনার শাখা নদী - ধলেশ্বরী।
৫৬. ধলেশ্বরীর শাখা নদী - বুড়িগঙ্গা।
৫৭. যমুনার উপনদী - ধরলা, তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই।
৫৮. মেঘনা নদীর সৃষ্টি হয়েছে - সিলেট জেলার সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিতস্থলে।
৫৯. সুরমা ও কুশিয়ারার উৎপত্তি আসামের বরাক নদী - নাগা - মনিপুর অঞ্চলে।
৬০. মেঘনা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে - ভৈরব বাজার অতিক্রম করে।
৬১. বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যার মিলিত জলধারা মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে - মুন্সীগঞ্জের কাছে।
৬২. মেঘনা পতিত হয়েছে - বঙ্গোপসাগরে।
৬৩. মেঘনার উপনদী গুলো হলো - মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী।
৬৪. কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি - আসামের লুসাই পাহাড় থেকে।
৬৫. কর্ণফুলী নদীর দৈর্ঘ্য -
৩২০ কিলোমিটার (মাধ্যমিক বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)
২৭৪ কিলোমিটার (মাধ্যমিক ভূগোল)
৬৬. কর্ণফুলীর উপনদী- কাসালং, হালদা ও বোয়ালখালী।

২৬৭. কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে - কর্ণফুলী নদীতে বাধ দিয়ে।
২৬৮. বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর অবস্থিত - কর্ণফুলী নদীর তীরে।
২৬৯. তিস্তা নদীর উৎপত্তি - সিকিম পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে।
২৭০. তিস্তা নদী প্রবেশ করেছে - বাংলাদেশের ডিমলা অঞ্চল দিয়ে।
২৭১. ১৯৮৭ সালের বন্যায় তিস্তা গতিপথ পরিবর্তন করে প্রবাহিত হতে থাকে - ব্রহ্মপুত্রের পরিত্যক্ত একটি গতিপথে।
২৭২. ১৯৮৭ সালের আগে তিস্তা মিলিত হতো - গঙ্গার সাথে।
২৭৩. ১৯৮৭ সালের পরে তিস্তা মিলিত হয় - ব্রহ্মপুত্রের সাথে।
২৭৪. তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি নির্মিত হয় - ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে।
২৭৫. মংলা বন্দর অবস্থিত - পশুর নদীর তীরে।
২৭৬. সাঙ্গু নদীর উৎপত্তি - আরাকান পাহাড় থেকে।
২৭৭. সাঙ্গু নদীর দৈর্ঘ্য - ২৯৪ কিঃমিঃ।
২৭৮. সাঙ্গু নদী পতিত হয়েছে - বঙ্গোপসাগরে।
২৭৯. ফেনী নদী অবস্থিত - ফেনী জেলায়।
২৮০. ফেনী নদীর উৎপত্তি - পার্বতী ত্রিপুরা থেকে।
২৮১. ফেনী নদীটি পতিত হয়েছে - সন্দ্বীপের উত্তরে বঙ্গোপসাগরে।
২৮২. নাফ নদী অবস্থিত - বাংলাদেশ - মায়ানমার সীমান্তে।
২৮৩. নাফ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় - ৫৬ কিলোমিটার।
২৮৪. মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তি - লামার মাইভার থেকে।
২৮৫. মাতামুহুরী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে - কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার পশ্চিম পাশ ঘেঁষে।
২৮৬. অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ তৈরী করা হয় - ১৮৫৮ সালে।
২৮৭. নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাকে বলা হয় - জলবিদ্যুৎ।
২৮৮. জলবিদ্যুৎ হলো - নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ।
২৮৯. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭২ সালে।
২৯০. উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বনাঞ্চলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা -
ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমিঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ - পূর্ব ও উত্তর -পূর্ব অংশের পাহাড়ি অঞ্চলকে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বনভূমি বলা হয়। সারাবছর বনগুলো সবুজ থাকে তাই এসব বনকে চিরহরিৎ বা চিরসবুজ বন বলা হয়।

খ) ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল অরণ্যঃ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, দিনাজপুর ও রংপুর জেলা পাতাঝরা অরণ্যের অঞ্চল। এই বনভূমিতে শীতকালে গাছের পাতা একবার সম্পূর্ণ ঝরে যায়। এই বনভূমিতে শালগাছ প্রধান বৃক্ষ তাই এই বনকে শালবন হিসাবেও অভিহিত করা হয়।
গ) স্রোতজ বা গরান বনভূমিঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ - পশ্চিমাংশে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে জোয়ার ভাটার লোনা ও ভেজা মাটিতে যেসব উদ্ভিজ্জ জন্মায় তাদের স্রোতজ বা গরান বনভূমি বলা হয়।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

- ☑ বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন হওয়ার কারণ – মৌসুমি বায়ুর প্রভাব।
- ☑ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ তৈরি করা হয় - ১৯৫৮ সালে।
- ☑ ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমির বৃক্ষ –তেলসুর।
- ☑ মাতামুহুরী নদীর দৈর্ঘ্য - ১২০ কিলোমিটার।
- ☑ কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ার পশ্চিম পাঁশ ঘেষে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে – মাতামুহুরী নদী।

Boighar.com

রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন

২৯১. রাষ্ট্রের চারটি উপাদান - জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।
২৯২. Modern State গ্রন্থের রচয়িতা - আর.এম. ম্যাকাইভার।
২৯৩. নাগরিক শব্দটির উৎপত্তি - ল্যাটিন শব্দ Civics থেকে।
২৯৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক - এরিস্টটল।
২৯৫. চিন্তা, বিবেক ও বাক - স্বাধীনতাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে - সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে।
২৯৬. বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার আইন জারি করেন - ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে (রাষ্ট্রপতির সম্মতি দেন – ৫ এপ্রিল ২০০৯ সালে)।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

- ☑ তথ্য কমিশনের সৃষ্টি হয়েছে – তথ্য অধিকার আইন দ্বারা।

☑ তথ্য কমিশনে তথ্য কমিশনার - ২জন।
☑ নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ – বিচার বিভাগের প্রাধান্য।
☑ রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন –গার্নার।
☑ লর্ড ব্রাইসের নীতি অনুসারে সুনাগরিকের গুণাবলি - ৩টি।
☑ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস – ৬টি।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা

২৯৭. বাংলাদেশের আইনসভার নাম - জাতীয় সংসদ।
২৯৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম - কংগ্রেস।
২৯৯. ব্রিটেনের আইনসভার নাম - পার্লামেন্ট।
৩০০. বাংলাদেশের আইনসভা - এক কক্ষ বিশিষ্ট।
৩০১. ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনের আইনসভা – দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট।
৩০২. প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ পরিচালিত হয় - রাষ্ট্রপতির নামে।
৩০৩. সংসদ নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন।
৩০৪. রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিয়োগ দেন - মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, এটর্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও অন্য বিচারকবৃন্দ, রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারকে।
৩০৫. সংসদ আহবান করেন - রাষ্ট্রপতি।
৩০৬. প্রতিটি নতুন সংসদের অধিবেশনে এবং নতুন বছরের অধিবেশনের সূচনায় ভাষণ দান করেন - রাষ্ট্রপতি।
৩০৮. জরুরী অবস্থার ঘোষণা করতে পারেন - রাষ্ট্রপতি।
৩০৯. জরুরি অবস্থায় অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন - রাষ্ট্রপতি।
৩১০. সরকারী ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিল সংসদে উত্থাপন করতে হলে সুপারিশ লাগে - রাষ্ট্রপতির।
৩১১. বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়ক - রাষ্ট্রপতি।
৩১২. জাতীয় সংসদের নেতা হলেন - প্রধানমন্ত্রী।
৩১৩. পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী জাতীয় সংসদ গঠিত হবে - ৩৫০ জন সদস্য

নিয়ে।
(৩০০ জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং ৫০ টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত)।
৩১৪. সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নামে একটি আইনসভা থাকবে।
৩১৫. মন্ত্রনালয়ের প্রধান - মন্ত্রী।
৩১৬. সচিব হলেন মন্ত্রণালয়ের - প্রশাসনিক প্রধান।
৩১৭. অধিদপ্তরের প্রধান হলেন - মহা-পরিচালক।
৩১৮. সচিবালয় হলো - বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র।
৩১৯. বিভাগীয় প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন - বিভাগীয় কমিশনার।
৩২০. বিভাগীয় কমিশনার হলেন - একজন যুগ্ম সচিবের সমমর্যাদার।
৩২১. উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন - উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

☑ রাষ্ট্রীয় সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে – বিচার বিভাগ।
☑ শাসন বিভাগের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে – আইনসভা।
☑ তৃণমূল পর্যায়ের সরকার – স্থানীয় সরকার।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন

৩২২. একটি ইউনিয়ন গঠিত হয় - ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে।
৩২৩. ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় - একজন চেয়ারম্যান এবং ১২ জন সদস্য নিয়ে।
৩২৪. উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় - ১৯৮৩ সালে।
৩২৫. জেলা পরিষদ আইন প্রবর্তিত হয় - ২০০০ সালে।
৩২৬. বর্তমানে মোট উপজেলা - ৪৯২টি (সর্বশেষ – হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা)।
৩২৭. বর্তমানে মোট পৌরসভা - ৩২৮টি (সর্বশেষ –সিরাজগঞ্জের তাড়াশ)।
৩২৮. বর্তমানে মোট সিটি কর্পোরেশন - ১২টি (সর্বশেষ – ময়মনসিংহ)।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

- ☑ গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় – নির্বাচন।
- ☑ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ হয় – সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।
- ☑ গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করে – আইনের শাসন।
- ☑ নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ – ৫ বছর।
- ☑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় – পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা।
- ☑ গণতন্ত্র সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় – এথেন্সে।
- ☑ আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন – বলেছেন ফাইনার।
- ☑ গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য – জনগণের কল্যান সাধন।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

৩২৯. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয় - ১৯১৪- ১৯১৯ সালে।
৩৩০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয় – ১৯৩৯ - ১৯৪৫ সালে।
৩৩১. লীগ অব নেশনস গঠিত হয় - ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি।
৩৩২. জাতিসংঘ গঠিত হয় - ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর।
৩৩৩. জাতিসংঘ দিবস পালিত হয় - ২৪শে অক্টোবর।
৩৩৪. জাতিসংঘ গঠিত - পাঁচটি অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে।
৩৩৫. জাতিসংঘের পাঁচটি অঙ্গ হল-

- ☑ সাধারণ পরিষদ
- ☑ নিরাপত্তা পরিষদ
- ☑ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
- ☑ অছি পরিষদ এবং
- ☑ আন্তর্জাতিক বিচারালয়।

৩৩৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গঠিত হয় - জাতিসংঘের সকল সদস্যদের নিয়ে।
৩৩৭. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় - ৫টি স্থায়ী এবং ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে।
৩৩৮. নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হলো - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট

ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন।
৩৩৯. পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের আছে - ভেটো প্রদান করার ক্ষমতা।
৩৪০. অছি পরিষদের কাজ হচ্ছে - স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নয় এরূপ বিশেষ এলাকার তত্ত্বাবধান।
৩৪১. আন্তর্জাতিক আদালত বা বিচারালয়ের কাজ হচ্ছে - আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করা।
৩৪২. আন্তর্জাতিক আদালত অবস্থিত - নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে।
৩৪৩. সেক্রেটারিয়েট হল - জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ।
৩৪৪. জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী হলেন - সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব।
৩৪৫. জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত - আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে।
৩৪৬. বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা - ১৯৩ টি।
৩৪৭. বাংলাদেশ জাতিসংঘের - ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র।
৩৪৮. বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় – ১৯৭৯ - ১৯৮০ সময়ের জন্য।
৩৪৯. সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ সভাপতিত্ব করে - ১৯৮৬ সালে ৪১তম অধিবেশনে।
৩৫০. সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন - সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
৩৫১. জাতিসংঘের উদ্যোগে বাংলাদেশে - "কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি" চালু করা হয়েছিল।
৩৫২. জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে - ১৯৮৪ সাল থেকে।
৩৫৩."মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র" ঘোষণা করা হয় - ১৯৪৮ সালে।
৩৫৪. প্রথম নারী সম্মেলন হয় - ১৯৭৫ সালে, মেক্সিকোতে।
৩৫৫. নারী বছর ঘোষণা করা হয় - ১৯৭৫ সালকে।
৩৫৬. নারী দশক - ১৯৭৬-১৯৮৫।
৩৫৭. CEDAW বা সিডও সনদ পরিচিত – নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের সনদ হিসেবে।
৩৫৯. সিডও সনদ কার্যকর হয় - ১৯৮১ সালে।
৩৬০. সিডও সনদে ধারা ছিলো - ৩০টি।
৩৬১. চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন হয় - ১৯৯৫ সালে, বেইজিংয়ে।

৩৬২. বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণা ছিলো - নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন।
৩৬৩. সিডও সনদ অনুমোদন করছে - বাংলাদেশসহ ১৮৯টি দেশ এবং সাক্ষর করেছে – ৯৯টি দেশ।
৩৬৪. আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস - ২৫শে নভেম্বর।
৩৬৫. আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয় - ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর।
৩৬৬. "বিশ্ব নারী দিবস" ঘোষণা করা হয় - ৮ মার্চ কে।
৩৬৭. "বাংলাদেশ সড়ক " অবস্থিত - আইভরিকোষ্টে।
৩৬৮. বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে - সিয়েরালিওন।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

- ☑ রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে – UNHCR।
- ☑ জাতিসংঘের “বিতর্ক সভা” বলা হয় – সাধারণ পরিষদকে।
- ☑ WHO বাংলাদেশে কাজ করেছে – পোলিও নিবারনের ক্ষেত্রে।
- ☑ UNICEF মূলত কাজ করে – সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য।

জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি

৩৬৯. GDP : একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোন দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে বসবাসকারী সকল জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থ মূল্যের সমষ্টিকে Gross Domestic Product (GDP) বলে।
৩৭০. GNP : দেশের জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থ মূল্যের সমষ্টিকে Gross National Product (GNP) বলে। এখানে দেশের ভিতরে বসবাসকারী বিদেশি ব্যক্তি বা সংস্থার আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না।
৩৭১. মাথাপিছু আয় = মোট জাতীয় আয়/ মোট জনসংখ্যা।

৩৭২. বিশ্বব্যাংক এটলাস পদ্ধতিতে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছে। যথা-

শ্রেণি	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	দেশের সংখ্যা	সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান
নিম্ন আয়	৯৯৫ বা তার কম	৩৪টি	আফগানিস্তান, নেপাল
নিম্ন মধ্যম আয়	৯৯৬ - ৩,৮৯৫	৪৭টি	বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা
উচ্চ মধ্যম আয়	৩,৮৯৬ - ১২,০৫৫	৫৬টি	মালদ্বীপ
উচ্চ আয়	১২,০৫৬ বা তার বেশি	৮১টি	-

[সূত্রঃ ১ জুলাই ২০১৮ বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত New Country Classification by Income Level 2018-19]

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

☑ প্রাচীনকালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিলো – সামন্ততান্ত্রিক।
☑ বিশ্ব প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা – ৪ ধরনের।
☑ সম্পদের বৈশিষ্ট্য – ৪টি।
☑ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক – মাথাপিছু আয়।
☑ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভাগ করা হয়েছে – ১৫টি খাতে।
☑ উৎপাদনের উপাদান – ৪টি।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

৩৭৩. একটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান - কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
৩৭৪. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম - বাংলাদেশ ব্যাংক।
৩৭৫. দেশের কাগজের মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকারী হল - কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
৩৭৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রাই হল - চিহ্নিত মুদ্রা।
৩৭৭. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বলা হয় - নিকাশ ঘর।

৩৭৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ - জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা ও বিনিয়োগ করা।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী

- ☑ রেজিস্ট্রেশন হলো – কর রাজস্ব।
- ☑ দেশের শ্রমবাজারে প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছে – ২০-২৫ লাখ কর্মক্ষম মানুষ।
- ☑ কর বহির্ভূত রাজস্ব – বন।
- ☑ চিনি, তামাক, চা, ঔষধ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর ধার্যকৃত কর – আবগারি শুল্ক।

বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ
বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

৩৭৯. খাসিয়া ও গারোদের পরিবার - মাতৃতান্ত্রিক।
৩৮০. গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ – পরিবার।
৩৮১. শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ – মা- বাবা।
৩৮২. মানুষের সমাজ জীবনের মূল বিষয় – মিথস্ক্রিয়া।
৩৮৩. বাংলাদেশে দেখা যায় না – বহুপতি পরিবার।
৩৮৪. পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত –বিবাহ।
৩৮৫. বহুপতি গ্রহণ পদ্ধতি ছিলো – তিব্বতে।
৩৮৬. সামাজিক পরিবর্তনের জৈবিক উপাদান – জনসংখ্যার ঘনত্ব।
৩৮৭. বস্তি সমস্যার প্রধান কারণ – শিল্পায়ন।
৩৮৮. সমাজ পরিবর্তনের প্রাকৃতিক উপাদান – নদীভাঙন।

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রতিকার

৩৮৯. জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি প্রণীত হয় – ২০১০ সালে।
৩৯০. Militant শব্দটি এসেছে – ল্যাটিন ভাষা থেকে।
৩৯১. জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন (১৯৮৯) অনুযায়ী - ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩৯২. HIV এর পূর্ণরূপ হল- Human Immuno Deficiency Virus.
৩৯৩. AIDS এর পূর্ণরূপ হল - Acquired Immune Deficiency Syndrome।
৩৯৪. বিশ্বে প্রথম HIV সংক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত করা হয় - ১৯৮১ সালে।
৩৯৫. বাংলাদেশে প্রথম HIV সংক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত করা হয় - ১৯৮৯ সালে।
৩৯৬. এইডস দিবস হল - ১ ডিসেম্বর।
৩৯৭. HIV ভাইরাসের সুপ্তকাল – ৬ -৭ মাস।
৩৯৮. নৈরাজ্যের মূল কারণ – মূল্যবোধের অবক্ষয়।
৩৯৯. মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস কার্যকর হয় – ৯ জানুয়ারি ২০১১।
৪০০. বাংলাদেশ শিশু আইন, ১৯৭৪ এ শিশুদের বয়সের সর্বোচ্চ সীমা – ১৬ বছর।
৪০১. নারী ও শিশু নির্যাতনের সর্বনিম্ন শাস্তি -২ বছরের কারাদন্ড।
৪০২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণীত হয় – ২০০০ সালে।
৪০৩. বাংলাদেশ "জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ" সমর্থন করেছে - ১৯৮৯ সালে।

Boighar.com

উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি ও সুশাসন - ১ম পত্র

অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক

পৌরনীতি ও সুশাসন পরিচিতি

১. পৌরনীতি ও সুশাসন হলো - সামাজিক বিজ্ঞান।
২. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ - Civics
৩. Civics. শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Civis ও Civitas থেকে যাদের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র।
৪. প্রাচীনকালে নগররাষ্ট্র বিদ্যমান ছিলো - গ্রিসের এথেন্স ও স্পার্টায়।
৫. পৌরনীতিকে জ্ঞানের মূল্যবান শাখা বলেছেন - ই এম হোয়াইট।
৬. আধুনিক যুগে নগররাষ্ট্রের স্থলে গড়ে উঠেছে - জাতীয় রাষ্ট্র।
৭. নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান - পৌরনীতি ও সুশাসন।
৮. মানবসভ্যতা রক্ষায় পৌরনীতি ও সুশাসন পাঠের জনপ্রিয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন - জর্জ বার্নার্ড শ
৯. গ্রিক শব্দ Polites ও Polis এর অর্থ যথাক্রমে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র।
১০. শাসক যদি ন্যায়বান হয় তাহলে আইন অনাবশ্যক, আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তাহলে আইন নিরর্থক - বলেছেন প্লেটো।
১১. সুনাগরিক হবার শিক্ষা দেয় - পৌরনীতি ও সুশাসন।
১২. নাগরিকতার স্থানীয় রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান - ইউনিয়ন পরিষদ।
১৩. নাগরিকতার জাতীয় রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান – রাষ্ট্র।
১৪. বিশ্বের সব মানুষ ভালোবাসার সূক্ষ্ম ও নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ - মানবতাবোধের কারণে।
১৫. উৎপত্তিগত দিক থেকে পৌরনীতি ও সুশাসনের কাছাকাছি – রাষ্ট্রবিজ্ঞান।
১৬. ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় - সভ্যতা ও সংস্কৃতি।
১৭. সর্বপ্রথম অর্থনীতিকে স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দেন - অ্যাডাম স্মিথ।
১৮. পৌরনীতি ও সুশাসন পর্যালোচনা করে - নাগরিকের কার্যাবলি।
১৯. স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে - স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত

প্রতিষ্ঠান।
২০. জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে - রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ।
২১. সুনাগরিক হতে সাহায্য করে - পৌরনীতি ও সুশাসনের পাঠ।
২২. 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ আমি দেখিতে চাহিনা আর'
- এতে দেশাত্মবোধক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।
২৩. জর্জ হ্যারিসন ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গান গেয়ে অর্জিত অর্থ বাংলাদেশের অসহায় মানুষের জন্য দান করেছিলেন। এ সময় তাঁর নাগরিকত্বের প্রকৃতি ছিলো – আন্তর্জাতিক।

সুশাসন

২৪. সুশাসন (Good Governance) এর অর্থ হলো - নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন।
২৫. 'সুশাসন' ধারণাটির উদ্ভাবক - বিশ্বব্যাংক।
২৬. সুশাসন প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় - ১৯৮৯ বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায়।
২৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমস্যাসমূহঃ
- বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ও সহিংসতা
- সরকারের জবাবদিহিতার অভাব
- আমলাদের জবাবদিহিতার অভাব
- আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা
- আইনের শাসনের অভাব
- সরকারের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা
- দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা
- রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব
- রাজনৈতিক দলের ভেতরে গনতান্ত্রিক চর্চার অভাব এবং ব্যক্তিপূজো
- রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ
- স্বজনপ্রীতি
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকা

জন অংশগ্রহণের অভাব
অকার্যকর জাতীয় সংসদ

- দারিদ্র্য
- স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা
- জনসচেতনতার অভাব
- ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব
- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব
- সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব

২৯. সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধানের উপায়ঃ

- সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ ও তা বাস্তবায়ন
- মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমের উপর সরকারি হস্তক্ষেপের অবসান
- সহিংসতা দূর ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা
- জবাবদিহিতার নীতি প্রতিষ্ঠা
- স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা
- নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা
  আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ
- সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি
- দুর্নীতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ
- সুযোগ্য নেতৃত্ব
- সার্বভৌম ও কার্যকর আইনসভা
- জন অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি
- স্বাধীন কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা
- স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা
- স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা
- জনস্বার্থকে প্রাধান্য প্রদান
- দারিদ্র্য দূরীকরণ
- স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালীকরণ
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা
- ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

৩০. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ
- সামাজিক দায়িত্ব পালন
- রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন
- আইন মান্য করা
- সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন
- নিয়মিত কর প্রদান
- রাষ্ট্রের সেবা করা
- সন্তানদের শিক্ষাদান
- রাষ্ট্রের উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ
- জাতীয় সম্পদ রক্ষা
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা
- সচেতন ও সজাগ হওয়া
- সংবিধান মেনে চলা
- সুশাসনের প্রতি আগ্রহ থাকা
- উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন

৩১. দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজন - স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন।

৩২. সুশাসন বাধাগ্রস্থ হয় - আইনের শাসন না থাকলে।

৩৩. সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয় - নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাবে।

৩৪. বারবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে - এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন (দক্ষিণ) আমেরিকা মহাদেশে।

মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

৩৫. মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদানসমূহঃ
- নীতি ও ঔচিত্যবোধ
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- শৃঙ্খলাবোধ
- সহনশীলতা
- সহমর্মিতা
- শ্রমের মর্যাদা

- আইনের শাসন
- নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ
- সরকার ও রাষ্টের জনকল্যাণমুখিতা
- সরকার ও রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

৩৬. ফার্সি 'আইন' শব্দের অর্থ - সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম।

৩৭. আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law যেটি এসেছে টিউটনিক মূল শব্দ Lag থেকে।

৩৮. Law শব্দের অর্থ অপরিবর্তনীয় এবং সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

৩৯. বিশ্লেষণপন্থি লেখক ছিলেন - টমাস হবস, জ্যাঁ বোঁদা, অধ্যাপক হল্যান্ড, জন অস্টিন প্রমূখ।

৪০. সার্বভৌম শাসকের আদেশই আইন বলেছেন - বিশ্লেষণপন্থি লেখকেরা।

৪১. 'আইনের উৎস একটি এবং তা হচ্ছে সার্বভৌম শাসকের আদেশ' - বলেছেন জন অস্টিন।

৪২. অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইনের উৎস ৬টি। যথাঃ
- প্রথা
- ধর্ম
- বিচারকের রায়
- ন্যায়বিচার
- বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা
- আইনসভা

৪৩. জনমতকেও আইনের উৎস বলেছেন – ওপেনহাইম।

৪৪. আইনের অন্যান্য উৎস - প্রশাসনিক ঘোষণা ও সংবিধান।

৪৫. আইনের সর্বজনগ্রাহ্য ও চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।

৪৬. 'আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পেছনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে' - বলেছেন উড্রো উইলসন।

৪৭. আধুনিক রাজনৈতিক আইন দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ
- জাতীয় আইন
- আন্তর্জাতিক আইন

৪৭. জাতীয় আইন দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:

সরকারি আইন
বেসরকারি আইন

৪৮. সরকারি আইন তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:
শাসনতান্ত্রিক আইন
প্রশাসনিক আইন
ফৌজদারি আইন

৪৯. শাসনতান্ত্রিক আইন দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:
লিখিত আইন
অলিখিত আইন

৫০. আন্তর্জাতিক আইন দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:
ব্যক্তিকেন্দ্রিক
সরকারি

৫১. সরকারি আন্তর্জাতিক আইন তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:
শান্তি সংক্রান্ত
যুদ্ধ সংক্রান্ত
নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত

৫২. নৈতিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Morality যেটি এসেছে ল্যাটিন Moralitas থেকে; Moralitas এর অর্থ সঠিক আচরণ বা চরিত্র।

৫৩. সর্বপ্রথম নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল।

৫৪. সৎ গুণই জ্ঞান - বলেছেন সক্রেটিস।

৫৫. সর্বপ্রথম আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন - ইতালির প্রখ্যাত রাষ্ট্র দার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি।

৫৬. 'Essay on Liberty' গ্রন্থের রচয়িতা - জন স্টুয়ার্ট মিল।

৫৭. মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ - বলেছেন রুশো।

৫৮. স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ – আইন।

৫৯. স্বাধীনতার অন্যান্য রক্ষাকবচ:
সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সমাবেশ
দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা
প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

- আইনের অনুশাসন
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- সাম্য
- সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা
- সাংবিধানিক সরকার
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক
- শোষণমুক্ত সামাজিক কাঠামো
- সদা জাগ্রত জনমত ইত্যাদি

৬০. পৌরনীতিতে সাম্যের অর্থ হচ্ছে - সুযোগ-সুবিধাদির সমতা।

৬১. অধ্যাপক লাস্কির মতে, সাম্যের বিশেষ তিনটি দিক রয়েছে:

- বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি
- পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি
- বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়, সম্পদ ও দ্রব্যাদির সমভাবে বন্টন

৬১. আদর্শ হিসেবে সাম্য ও স্বাধীনতার রূপ প্রকাশ পায় - আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে (১৭৭৬) ও ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণায় (১৭৮৯)

৬২. হেদায়া ও আলমগীরী - মুসলিম আইনগ্রন্থ।

৬৩. আইন নিয়ন্ত্রণ করে - মানুষের বাহ্যিক আচরণ।

৬৪. অপরাধীকে শাস্তি দেয় - বিচার বিভাগ।

৬৫. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া - নৈতিক আইনের সাথে সম্পৃক্ত।

৬৬. জনগণ সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে – গণতন্ত্রে।

৬৭. আইনের উৎস নয়- আমলাতন্ত্র।

৬৮. গ্রেট ব্রিটেনের সাধারণ আইন - প্রথা নির্ভর।

৬৯. অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যবহৃত হয় - ফৌজদারি আইন।

৭০. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার - রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

৭১. রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন - অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া।

৭২. অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ - অভাব থেকে মুক্তি।

৭৩. সভ্য সমাজের মানদন্ড - আইনের শাসন।

৭৪. পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের উৎস – ধর্মগ্রন্থ।
৭৫. ধর্মচর্চার অধিকার - ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।
৭৬. ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিলো - সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব।

ই- গভর্নেন্স ও সুশাসন

৭৭. E-Governance শব্দের পূর্ণরূপ- Electronic Governance
৭৮. E-Governance কে অনলাইন গভর্নেন্স, ইলেকট্রনিক সরকার বা শাসনও বলা হয়।
৭৯. ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য হলো - অনলাইনের মাধ্যমে পাবলিক ডেলিভারি ও সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করা।
৮০. যুক্তরাষ্ট্রে 'ই-গভর্নেন্স আইন' পাস হয় - ২০০২ সালে।
৮১. ই-গভর্নেন্সের কার্যক্রম চার ধরনের:
বিভিন্ন তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো
সরকার ও বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ
বিভিন্ন ধরণের লেনদেন পরিচালনা
সরকার পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ
৮২. ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
সুশাসন প্রতিষ্ঠা
সরকার পরিচালনা ও প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়ন করা
প্রশাসনকে গতিশীল করা
জনগণের নিকট দ্রুত বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ পৌঁছে দেওয়া
দক্ষ ও সাশ্রয়ী পন্থায় সেবা দেওয়া
জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি
নাগরিকদের মধ্যে সেবার মান উন্নতকরণ
জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
তথ্যপ্রবাহে অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা
ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা-বানিজ্যের উন্নতি সাধন করা
সুশাসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি
৮৩. বাংলাদেশে ডিজিটাল পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন - শেখ হাসিনার

সরকার।
৮৪. ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য- সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
৮৫. ই-গভর্নেন্স চালু হলে - দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।
৮৬. প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরিচিত হয় তার প্রদত্ত অধিকার দ্বারা- বলেছেন অধ্যাপক লাস্কি।

নাগরিক অধিকার, কর্তব্য এবং মানবাধিকার

৮৭. অধিকারের ধারণা উদ্ভূত - মানুষের সামাজিক চেতনাবোধ থেকে।
৮৮. অধিকার – সর্বজনীন।
৮৯. অধিকার দুই ধরনের। যথা: নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার।
৯০. নৈতিক অধিকার উদ্ভূত - নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে।
৯১. আইনগত অধিকার - রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত।
৯২. আইনগত অধিকারের উৎস – রাষ্ট্র।
৯৩. অধিকারের রক্ষাকবচসমূহ:

Boighar.com

- আইন
- গনতন্ত্র
- সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা
- আইনের অনুশাসন
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- জনগণেরর সজাগ দৃষ্টি

৯৪. তথ্য অধিকারের ধারণা বিকশিত হয় - রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে খ্রিস্ট্রপূর্ব ৬০-২৭ সালে।
৯৫. তথ্য অধিকার বিষয়টি সর্বপ্রথম আইনে পরিণত হয় - সুইডিশ পার্লামেন্টে ১৭৬৬ সালে।
৯৬. সুইডিশ পার্লামেন্টে পাস হওয়া আইনটির নাম - Ordinance on Freedom of Writing and of the Press
৯৭. বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন পাসের সাল:

☑ যুক্তরাষ্ট্র - ৪ জুলাই, ১৯৬৬
☑ ব্রিটিশ ভারত – ১৯০৫

☑ গ্রেট ব্রিটেন – ২০০০
☑ জার্মানি – ২০০৫
☑ বাংলাদেশ - ৬ এপ্রিল, ২০০৯
☑ পাকিস্থান – ২০১০

[বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে – ৫ এপ্রিল ২০০৯, সোমবার এবং কার্যকর হয় ৬ এপ্রিল ২০০৯ থেকে।]

৯৮. তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য রয়েছে - তথ্য অধিকার আইনের ৩য় ধারায়।
৯৯. তথ্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে - তথ্য অধিকার আইনের ৫ম ধারায়।
১০০. তথ্য প্রকাশের কথা বলা হয়েছে - তথ্য অধিকার আইনের ৬নং ধারায়।
১০১. তথ্য কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে - আইন কার্যকর হবার অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে।
১০২. তথ্য কমিশনের গঠন :

☑ প্রধান তথ্য কমিশনার - ১ জন
☑ তথ্য কমিশনার - ২ জন (অন্তত ১ জন মহিলা)
☑ মোট সদস্য - ৩ জন

১০৩. তথ্য প্রাপ্তির উপায় বলা আছে - তথ্য অধিকার আইনের ৮নং ধারায়।
১০৪. ব্রিটিশ জনগণের নাগরিক অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করেছে - হেবিয়াস কর্পাস (Habeus Corpus) আইন।
১০৫. বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের বিভিন্ন অধিকারের বর্ণনা দেওয়া আছে - ৩য় ভাগের ২৬-৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে।
১০৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবাধিকারসমূহ গৃহীত ও মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র ঘোষিত হয় - ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে।
১০৭. মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র বলা হয়েছে - অধিকারের প্রশ্নে মানুষ স্বাধীন ও সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সবসময় সেভাবে থাকতে চায়।
১০৮. ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে - ৩নম্বর থেকে ৩০ নম্বর ধারায়।
১০৯. মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় অধিকার। এর উৎস সংবিধান এবং রক্ষক রাষ্ট্র ও

বইঘর.কম

সংবিধান।

১১০. মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। এর উৎস ও রক্ষক জাতিসংঘ।

১১১. মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

১১২. আন্তর্জাতিক মানিবাধিকার দিবস- ১০ ডিসেম্বর।

১১৩. সামাজিক অধিকার পায়, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার পায় না – বিদেশিরা।

১১৪. ভোট প্রদান- রাজনৈতিক অধিকার।

১১৫. সম্পত্তি ভোগের অধিকার, খ্যাতি লাভের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার - সামাজিক অধিকার।

১১৬. অধিকার যদি অবাধ হয় তাহলে তা হবে – স্বেচ্ছাচার।

১১৭. নাগরিকের প্রধান কর্তব্য - রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।

১১৮. জাতিসংঘে মানবাধিকার ঘোষিত হয়েছে - সাধারণ পরিষদে।

১১৯. অধিকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষকবচ - জনগণের সজাগ দৃষ্টি।

১২০. রাজনৈতিক অধিকার - আইনগত অধিকার।

১২১. মানবাধিকারের জন্ম হয়েছে - মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধবোধ থেকে।

১২২. মানবাধিকার রক্ষার জন্য উপযোগী সরকার ব্যবস্থা – গণতন্ত্র।

১২৩. সকল অধিকারের উৎস – রাষ্ট্র।

১২৪. কর্তব্যের দাবি সীমা নির্ধারিত করে – অধিকারের।

রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

১২৫. সংবাদপত্র স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলে - সুস্থ জনমত গঠিত হয় ও রাজনৈতিক দল শক্তিশালী হয়।

১২৬. জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে - রাজনৈতিক দল।

১২৭. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি - রাজনৈতিক দল।

১২৮. সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা:
- একদলীয় ব্যবস্থা
- দ্বিদলীয় ব্যবস্থা
- বহুদলীয় ব্যবস্থা

১২৯. অধ্যাপক লাস্কি সন্তোষজনক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলেছেন - দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে।

১৩০. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য:
- বেসরকারি সংগঠন
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ
- নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন
- সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী
- সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি

১৩১. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ন্যায় ভূমিকা রাখছে - আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা সংস্থা, এনজিও, সুশীল সমাজ ইত্যাদি।

১৩২. সুশীল সমাজ ভূমিকা রাখছে - মানব পুঁজি গঠন, সমাজসেবা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে।

১৩৩. নেতৃত্ব চার প্রকারের; যথা:
রাজনৈতিক নেতৃত্ব
সম্মোহনী নেতৃত্ব
বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব
প্রশাসনিক নেতৃত্ব বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব

১৩৪. নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ হলো আত্মবিশ্বাস এবং দ্রুত ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা - বলেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল।

১৩৫. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে- রাজনৈতিক দল।

১৩৬. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে - রাজনৈতিক দল।

১৩৭. 'স্বার্থ একত্রীকরণকারী' বলা হয় - রাজনৈতিক দলকে।

১৩৮. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ - রাজনৈতিক দলের ভূমিকা।

১৩৯. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয় - বিরোধী দলকে।

১৪০. রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ - প্রার্থী মনোনয়ন।

১৪১. ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী - একদলীয় ব্যবস্থা।

১৪২. রাজনৈতিক জোট গড়ে উঠে - বহুদলীয় ব্যবস্থায়।

১৪৩. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে - ১৯৫৪ সালে।

১৪৪. ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে - রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের মধ্যে।

১৪৫. রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করে - নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট।

১৪৬. রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ নিহিত থাকে - দলের কর্মসূচির মধ্যে।

বইঘর.কম

১৪৭. নেতৃত্ব বলতে বুঝায় - নেতার গুণাবলি।
১৪৮. যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে- আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে।
১৪৯. সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে - মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে।
১৫০. আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে - সুযোগ্য নেতৃত্বের ওপর।
১৫১. সম্মোহনী নেতৃত্বের অধিকারী আহমেদ সুকর্ণ নেতা ছিলেন- ইন্দোনেশিয়ার।
১৫২. রাজনৈতিক দল বলতে বুঝায়- সংঘবদ্ধ একদল লোক।
১৫৩. রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে- নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে।
১৫৪. গণতান্ত্রিক সরকারকে দলীয় সরকার বলার কারণ- দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন।
১৫৫. রাজনৈতিক দল সহায়তা করে- সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তন করতে।
১৫৬. গণতন্ত্রের অপর নাম - দলীয় শাসন।
১৫৭. নেতৃত্ব হচ্ছে- সামাজিক গুণ। দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের ভালোর জন্য নেতার থাকতে হবে- দূরদৃষ্টি।
১৫৮. সুযোগ্য নেতার জন্য অপরিহার্য - জনগণের আনুগত্য
১৫৯. নেতার লক্ষ্য হলো- সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করা।
১৬০. বাংলাদেশে নেতৃত্বের মূল সমস্যা - সততা, দেশপ্রেম ও প্রজ্ঞার অভাব। রাজনৈতিক দলগুলোর বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো উচিত- জাতীয় আদর্শ ও মর্যাদা রক্ষায়।
১৬১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে বড় সমালোচনা- নির্দিষ্ট সময়ে দলীয় সম্মেলন করে নেতা নির্বাচনে ব্যর্থতা।
১৬২. আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়- রাজনৈতিক দলকে।

সরকার কাঠামো

১৬৩. এরিস্টটল দুটি নীতির সাহায্যে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন; যথা:
- সংখ্যা নীতি
- লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নীতি

১৬৪. সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র- বলেছেন অধ্যাপক লাস্কি।
১৬৫. গণতন্ত্রে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস – জনগণ।

বইঘর.কম

১৬৬. সমাজতান্ত্রিক সরকারের লক্ষ্য হলো- সামাজিক কল্যাণ ও সম্পদের সুষম বন্টন।

১৬৭. গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy এসেছে গ্রিক শব্দ Demos (জনগণ) এবং Kratos বা Kratia (শাসন ক্ষমতা)। অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে 'জনগণের শাসন ক্ষমতা'

১৬৮. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:
- জনগণের সম্মতি
- বহুদল ব্যবস্থা
- স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা
-নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা
- আইনের শাসন
-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
- প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার
-দায়িত্বশীল সরকার ইত্যাদি

Boighar.com

১৬৯. গণতন্ত্র দুই প্রকার; যথা:
- প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র
- পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

১৭০. সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের কোনো আইন পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়- গণনির্দেশ বা জনমত।

১৭১. গণউদ্যোগ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে- যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি অঙ্গরাজ্যে এবং সুইজারল্যান্ডে।

১৭২. ১৯৪৭ সালে গণভোট হয়েছিলো- আসামের সিলেট ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্থানে অন্তর্ভুক্ত হবে কি না সে প্রশ্নে।

১৭৩. বাংলাদেশে গণভোট হয় -
- ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময়ে
- ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদের সময়ে
- ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সংবিধানের ১২শ সংশোধনী আইনে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিবেন কি না সে প্রশ্নে

১৭৪. জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত - ৩টি।

১৭৫. "A Dictionary of Political Thought" গ্রন্থের রচয়িতা - রজার স্ক্রুটন।

১৭৬. "এক জাতি, এক দল ও এক নেতা"- এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন- স্পেনে ফ্রাঙ্কো, জার্মানিতে হিটলার, ইতালিতে মুসোলিনি।
১৭৭. মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদের শ্লোগান ছিলো- সবকিছুই রাষ্ট্রের মধ্যে, রাষ্ট্রের বাইরে কিছু নয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও কিছু থাকতে পারে না।
১৭৮. নারীর নিকট মাতৃত্ব যেমন অপরিহার্য, পুরুষের নিকট যুদ্ধও তেমনি অপরিহার্য- উক্তিটি মুসোলিনীর।
১৭৯. সাম্রাজ্যবাদ জীবনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম- উক্তিটি মুসোলিনীর।
১৮০. ২য় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রধানত দায়ী- হিটলার ও মুসোলিনী।
১৮১. আন্তর্জাতিক শান্তিকে 'ভীরুর স্বপ্ন' বলে আখ্যায়িত করেছেন- মুসোলিনী।
১৮২. গণতান্ত্রিক সরকারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা:
- সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার (গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি)
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতি)
১৮৩. সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের প্রধান- প্রধানমন্ত্রী।
১৮৪. 'ফেডারেশন' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'ফোয়েডাস' থেকে এসেছে যার অর্থ সন্ধি বা মিলন।
১৮৫. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্যের প্রথম ও প্রধান শর্ত - যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোভাব।
১৮৬. স্বাধীনতাকালে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয়- ১৩টি অঙ্গরাজ্য।
১৮৭. সর্বাপেক্ষা জটিল শাসনব্যবস্থা- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।
১৮৮. সর্বপ্রথম সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে- গ্রেট ব্রিটেনে।
১৮৯. সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯১৭ সালে রাশিয়ায়।
১৯০. সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় - 'ওল্ড স্টেটামেন্ট' ও 'মোজেজ' কর্তৃক প্রণীত অনুশাসনের মধ্যে।
১৯১. 'রিপাবলিক' গ্রন্থের রচয়িতা- গ্রিক দার্শনিক প্লেটো।
১৯২. ১৫১৬ সালে প্রকাশিত 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থের রচয়িতা- টমাস ম্যুর।
১৯৩. বৈপ্লবিক উপায়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন- ফরাসি বিপ্লবের নেতা বেবউফ।
১৯৪. কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন- সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়ের ও রবার্ট ওয়েন।
১৯৫. অবাধ নীতিই সমাজের সর্বপ্রকার অসাম্যের কারণ বলে মনে করেন- কাল্পনিক

সাম্যবাদীরা।
১৯৬. সমাজতন্ত্রের যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন- জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও তাঁর ব্রিটিশ সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস।
১৯৭. সর্বপ্রর্থম সমাজতন্ত্রকে জড়বাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন- কার্ল মার্কস।
১৯৮. লেনিন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন- কার্ল মার্কসের আদর্শকে সামনে রেখে।
১৯৯. ধর্মতান্ত্রিক সরকার রয়েছে- ভ্যাটিকান সিটি ও ইরানে।
২০০. সরকারের কাজ তিন প্রকারের; যথা:
- আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত
- শাসন সংক্রান্ত
- বিচার সংক্রান্ত
২০১. সরকারের বিভাগ তিনটি; যথা:
- আইন বিভাগ
- শাসন বিভাগ
- বিচার বিভাগ;
সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ হলো আইন বিভাগ।
২০২. আইনসভা দুই ধরনের; যথা:
- এককক্ষবিশিষ্ট
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট
২০৩. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় প্রথম কক্ষকে নিম্নকক্ষ এবং দ্বিতীয় কক্ষকে উচ্চকক্ষ বলা হয়।
২০৪. প্রতিটি রাষ্ট্রের নিম্নকক্ষই- প্রতিনিধিত্বমূলক।
২০৫. সমষ্টিগত শাসক ছিলো- প্রাচীন এথেন্স, স্পার্টা ও প্রজাতান্ত্রিক রোমে।
২০৬. পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক – রাষ্ট্রপ্রধান।
২০৭. বিচার বিভাগের শীর্ষে আছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছস গ্রাম আদালত, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাত সালিশী আদালত।
২০৮. নিম্ন আদালত দুইভাবে বিভক্ত; যথা:
- ফৌজদারি আদালত
- দেওয়ানি আদালত
২০৯. ফৌজদারি মামলার বিচার করে থাকেন- ১ম,২য় ও ৩য় শ্রেণির ক্ষমতাপ্রাপ্ত

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।
২১০. অপরাধ সংক্রান্ত বিবাদের বিচার হয়- ফৌজদারি আদালতে।
২১১. সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের বিচার হয়- দেওয়ানি আদালতে।
২১২. যুগ্ম জেলা জজগণ যখন ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করেন তখন তাঁদের বলা হয়- সহকারী দায়রা জজ।
২১৩. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট গঠিত- আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে।
২১৪. প্রধান বিচারপতি আসন গ্রহণ করেন- আপিল বিভাগে।
২১৫. সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষভাবে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি প্রচলিত হয়- ফ্রান্সের জনগণ কর্তৃক।
২১৬. সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা দেন- ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু তাঁর 'The Spirit of Laws' গ্রন্থে ১৭৪৮ সালে।
২১৭. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়- ৪টি।
২১৮. যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর রয়েছে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি (Checks & Balance Theory)
২১৯. গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি প্রদান করেন- আব্রাহাম লিঙ্কন।
২২০. গণতন্ত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে - রাষ্ট্রের জনগণের হাতে।
২২১. গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি- সাম্য ও স্বাধীনতা।
২২২. গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র- সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব।
২২৩. শাসন বিভাগের মূল কাজ- আইন প্রয়োগ।
২২৪. বিচারক নিয়োগের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি- শাসন বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ।
২২৫. ব্রিটেনের উচ্চকক্ষ গঠিত হয়- উত্তরাধিকার সূত্রে।
২২৬. ব্রিটেনের নিম্নকক্ষের নাম- হাউস অব কমন্স।
২২৭. যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষকে বলা হয় সিনেট এবং নিম্নকক্ষককে বলা হয় প্রতিনিধি সভা।
২২৮.ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির শ্রেষ্ট প্রবক্তা – মন্টেস্কু।
২২৯. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে - একনায়কতান্ত্রিক সরকার।
২৩০. ধর্মতান্ত্রিক সরকারে সার্বভৌমত্বের মালিক- আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তা।
২৩১. অধ্যাদেশ জারি করতে পারে- শাসন বিভাগ।

২৩২. বিচার বিভাগের কাজ- দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।
২৩৩. বাজেট পাস বা অনুমোদন করে- আইন বিভাগ।
২৩৪. আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান ও বিচার করা- বিচার বিভাগের কাজ।
২৩৫. সুইজারল্যান্ডের শাসন ক্ষমতা ন্যাস্ত- ৭ জনের হাতে।
২৩৬. সংবিধানের অভিভাবক- বিচার বিভাগ।
২৩৭. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল উদ্দেশ্য - জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা।
২৩৮. আইনসভার নিম্নকক্ষ অত্যধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবার কারণ- জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া।

জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি

২৩৯. 'জনমত' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়- রুশোর লেখনীতে।
২৪০. রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো- রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি।
২৪১. জনমতের বৈশিষ্ট্য হলো- জনমত সৎ ও জনকল্যাণধর্মী।
২৪২. স্বৈরতান্ত্রিক প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে- সদাজাগ্রত জনমত।
২৪৩. সরকারকে গতিশীল হতে সাহায্য করে- জনমত।
২৪৪. সুষ্ঠু জনমত গঠনে অসীম গুরুত্বপূর্ণ - মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।
২৪৫. জনগণের যুক্তিভিত্তিক ও সচেতন মতের সমষ্টি- জনমত।
২৪৬. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে অগ্রাহ্য করার অর্থ- সরকারের পতন ডেকে আনা।
২৪৭. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে- সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের উপর।
২৪৮. ক্ষমতাসীন দল জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে- ক্ষমতা হারানোর ভয়ে।

জনসেবা ও আমলাতন্ত্র

২৪৯. 'আমলা' আরবি শব্দ যার অর্থ আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন।
২৫০. আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Bureaucracy এর উৎপত্তি হয়েছে ফরাসি Bureau (লেখার টেবিল) এবং গ্রিক Kratrein (শাসন) থেকে;

উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে ডেস্ক গভর্নমেন্ট বা দপ্তর সরকার।
২৫১. সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্রকে একটি আইনগত ও যুক্তিসঙ্গত মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেন- জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার।
২৫২. আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক- ম্যাক্সওয়েবার।
২৫৩. Red Tapism বা লালফিতা প্রত্যয়টি প্রচলিত হয় - সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে।
২৫৪. লালফিতার দৌরাত্ম্য কথাটি ব্যবহৃত হয়- আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি বুঝাতে।
২৫৫. 'The Civil Service in Britain & France' গ্রন্থের রচয়িতা- অধ্যাপক রবসন।
২৫৬. সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়ন করেন- আমলা প্রশাসকগণ।
২৫৭. কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ জবাবদিহি করতে বাধ্য- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট।
২৫৮. আমলাতন্ত্রে অনুসরণ করা হয়- পদসোপান নীতি।
২৫৯. আমলাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়- মেধার ভিত্তিতে।
২৬০. আমলাদের নিয়োগবিধি নির্ধারিত হয়- সংসদের আইন দ্বারা।
২৬১. সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও দায়িত্ব ও কর্তৃত্বে থেকে যান- আমলারা।
২৬২. জনগণের সাথে আমলাদের সম্পর্ক- আনুষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক।
২৬৩. অনুন্নত বিশ্ব আমলারা নিজেদের মনে করেন- জনগণের প্রভু।
২৬৪. লালফিতার দৌরাত্ম্য বেশি যায়- আমলাতন্ত্রে।
২৬৫. নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন- মন্ত্রীগণ।
২৬৬. আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে কর্মচারীরা সর্বোচ্চ মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করেন- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।
২৬৭. আমলাদের নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হয়- স্বজনপ্রীতি রোধের জন্য।

দেশপ্রেম ও জাতীয়তা

২৬৮. জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State) এর স্বপ্নদ্রষ্টা - ইতালীয় রাষ্ট্রদার্শনিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি।
২৬৯. জাতীয়তাবাদের স্বর্ণযুগ- উনিশ শতকের শেষাংশ এবং বিংশ শতক।

২৭০. Nation ও Nationality শব্দ দু'টির উদ্ভব ঘটেছে - ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus থেকে যার অর্থ জন্ম।
২৭১. ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে- পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে।
২৭২. রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ বলা হয়- জাতীয়তাকে।
২৭৩. জাতীয়তা = জনসমাজ + রাজনৈতিক চেতনা।
২৭৪. জাতি = জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ + রাজনৈতিক সংগঠন ও স্বাধীনতা।
২৭৫. ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি হলো- জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল।
২৭৬. জাতীয়তাবাদের উপাদানসমূহ:
- বংশগত ঐক্য
- ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য
- আচরণ ও রীতিনীতিগত ঐক্য
- ধর্মগত ঐক্য
- ভৌগোলিক ঐক্য
- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য
- রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ঐক্য
- মানসিক বা ভাবগত ঐক্য

২৭৭. ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে জাতীয় ঐক্যের অন্যতম প্রধান উপাদান মনে করতেন- জার্মান দার্শনিক ফিকটে।
২৭৮. ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্ত্বাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি- বলা হয়েছে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯ম অনুচ্ছেদে।
২৭৯. জাতীয়তার ধারণা মূলত ভাবগত বলে মনে করেন রেনাঁ।
২৮০. জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে- পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে
২৮১. জাতি ও জাতীয়তার পার্থক্যের মূলে রয়েছে- রাজনৈতিক সংগঠন ও স্বাধীনতা।
২৮২. জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল- জাতি।
২৮৩. জার্মানিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেন- বিসমার্ক।
২৮৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২৮৫. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- ভাষা,

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য।
২৮৬. বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক পরিচয় বা জাতীয়তা- বাংলাদেশি।
২৮৭. বাংলাদেশের জনগণের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বা জাতীয়তা- বাঙালি।
২৮৮. পশ্চিম বাংলার জনগণের রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা- ভারতীয়।
২৮৯. পশ্চিম বাংলার জনগণের নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তা- বাঙালি।
২৯০. ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্থান সৃষ্টির কারণ- ধর্মীয় পার্থক্য।
২৯১. পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির কারণ- ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য।
২৯২. জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য- রাজনৈতিক সংগঠন।
২৯৩. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মূল প্রেরণা ছিলো- বাঙালি জাতীয়তা।
২৯৪. একটি জনসমাজ থেকে অন্যসমাজ পৃথক হয়ে উঠে- জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে।
২৯৫. বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমার্থক দল- বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, গণতন্ত্রী দল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি।

উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক

ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

১. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী সেন বংশের রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে রাজধানী নদীয়া দখল করেন - ১২০৪ সালে।
২. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ সোনারগাঁয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন - ১৩৩৮-৪০ সালে।
৩. ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন - ১৩৪৫-৪৬ সালে, ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমলে।
Boighar.com
৪. "শাহ-ই-বাঙ্গালা" উপাধি ধারণ করেন - শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, ১৩৫২ সালে।
৫. বার ভূঁইয়ারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হোন - সুবেদার ইসলাম খানের শাসনামলে।
৬. বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়- ১৬০৮ সালে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে ঢাকার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর।
৭. মুর্শিদ কুলী খানের প্রকৃত নাম- মুহাম্মদ হাদী করতলব খান। মুর্শিদ কুলী খান ১৭০০ সালে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত হোন।
৮. মুর্শিদাবাদের পূর্বনাম – মকসুদাবাদ।
৯. সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হোন - ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল।
১০. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়- ১৬০০ সালে, ২১৮ জন বণিক নিয়ে।
১১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আগমন করে- সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
১২."আলীনগরের সন্ধি" হয় -১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।
১৩. পলাশীর যুদ্ধ শুরু হয় - ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন
১৪. সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়- ১৭৫৭ সালের ২৯শে জুন।
১৫. মীরজাফর বাংলার নবাব হোন- ১৭৫৭ সালের ২৯শে জুন।
১৬. বক্সারের যুদ্ধ হয় - ১৭৬৪ সালে।

১৭. "একসালা" ও "পাঁচসালা" বন্দোবস্ত হয় - ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে।
১৮. " চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত " ঘোষিত হয়- ১৭৯৩ সালে।
১৯. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়- লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক।
২০. "The Indian Mussalman " গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন- উইলিয়াম হান্টার।
২১. Bengal British India Society গঠিত হয়- ১৮৪৩ সালে।
২২. Indian Association গঠিত হয়- ১৮৭৬ সালে।
২৩. "সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস " গঠিত হয়- ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে।
২৪. দশসনা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়- ১৭৯০ সালে।
২৫. সিপাহী বিদ্রোহ হয়-১৮৫৭ সালে।
২৬. সূর্যাস্ত আইন হলো- নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে জমিদাররা রাজস্ব কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে জমি নিলামে বিক্রির অধিকার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে থেকে যাওয়া।
২৭."নিখিল ভারত মুসলিম লীগ" গঠিত হয়- ১৯০৬ সালে, ঢাকায়।
২৮."বেঙ্গল প্যাক্ট" চুক্তি সম্পাদিত হয়- ১৯২৩ সালে।
২৯."লাহোর প্রস্তাব" গৃহীত হয়- ১৯৪০ সালে।
৩০."ছিয়াত্তরের মন্বন্তর " হয়- ১৭৭০ সালে।
৩১. ফকির- সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন- ফকির মজনু শাহ।
৩২. ফকির- সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল- পাটনা ও উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড়।
৩৩. বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নীল চাষ আরম্ভ করেন- লুই বন্নো নামের একজন ফরাসি বিজ্ঞানী, ১৭৭৭ সালে।
৩৪. প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন- ক্যারেল রুম নামক এক ব্যাক্তি, ১৭৭৮ সালে।
৩৫. নীলকরদের বিরূদ্ধে প্রথম আন্দোলন করেন- নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বীর কৃষক বিশ্বনাথ সর্দার। যিনি সাম্রাজ্যবাদীদের লেখনীতে "বিশে ডাকাত" নামে পরিচিত।
৩৬. নীল কমিশন গঠিত হয়- ১৮৬০ সালে।
৩৭. নীল বিদ্রোহের সময়কাল হলো- ১৮৫৯-১৮৬১ সাল পর্যন্ত।
৩৮. নীলদর্পণ নাটকের লেখক- দীনবন্ধু মিত্র।
৩৯. প্রথম প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম হলো- ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ।
৪০. রংপুর বিদ্রোহ সংঘটিত হয়- ১৭৮৩ সালে।
৪১. ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হচ্ছেন- হাজী শরীয়তউল্লাহ যিনি ওয়াহাবী

মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। হাজী শরীয়তউল্লাহ মূলত মুসলমানদের পাঁচটি ফরজ পালনের উপর জোর দেন।

৪২. হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন-১৭৮১ সালে ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে।

৪৩. তিতুমীরের অপর নাম- মীর নিসার আলী।

৪৪. তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন- ১৭৮৬ সালে, চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে।

৪৫. তিতুমীর শহীদ হন- ১৮৩১ সালে।

৪৬. তিতুমীর স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষনা দেন- ১৮২৫ সালে, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ নিয়ে।

৪৭. বারাসাতের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন- তিতুমীর।

৪৮. বাশের কেল্লা নির্মিত হয়- নারকেল বাড়িয়ায়।

৪৯. তিতুমীরের বাশের কেল্লা আক্রমন করেন- কর্নেল স্টুয়ার্ড।

৫০. মুসলিম সাহিত্য সমিতি স্থাপন করেন- নবাব আব্দুল লতিফ।

৫১. মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়- ১৮৬৩ সালে।

৫২. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়- নবাব আব্দুল লতিফকে।

৫৩. আব্দুল লতিফকে নবাব উপাধি দেন- ব্রিটিশ সরকার।

৫৪. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন- নবাব আব্দুল লতিফ, ১৮৬৩ সালে।

৫৫. বঙ্গভঙ্গ হয়- ১৯০৫ সালে।

১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৫ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হয়।

৫৬. বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকা।

৫৭. আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন- নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

৫৮. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন - বরিশালের সাতুরিয়া গ্রামে।

৫৯. শেরে বাংলা ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন করেন- ১৯৩৭ সালে।

৬০. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন- ১৯৫৬ সালে।

৬১."আওয়ামী মুসলিম লীগ" গঠিত হয়- ১৯৪৯ সালে।

৬২. আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে "মুসলিম " শব্দটি বাদ দেয়া হয়- ১৯৫৫ সালে।

৬৩. National Democratic Front (NDF) গঠন করেন- গণতন্ত্রের মানসপুত্র

খ্যাত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

৬৪. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, নামকরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৬৫. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী জন্মগ্রহণ করেন- সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে। তিনি ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ গঠন করেন।

৬৬. লাইন প্রথা চালু হয়- ১৯৩৭ সালে।

৬৭.গভর্নর জেনারেলের পদ সৃষ্টি হয়- Regulating Act, 1773 দ্বারা।

৬৮. সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম মূল কারণ ছিল- এনফিল্ড নামক এক প্রকার বন্দুক সিপাহীদের ব্যবহার করতে দিলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে এনফিল্ড নামক বন্দুকের কার্তুজ গরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি। এতে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের সিপাহীদের ধারণা হয় যে তাদের ধর্মনাশের উদ্দেশ্যেই এই বন্দুক দেয়া হয়েছে। এভাবেই মূলত সিপাহীদের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করা হয়।

৬৯. ভারত শাসন আইন রচিত হয়- ১৮৫৮ সালে।

৭০. সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৮৫ সালে, এলান অক্টাভিয়ান হিউম কর্তৃক।

৭১. ১৯০৫ সালের পূর্বে ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ ছিল- বাংলা প্রেসিডেন্সি।

৭২.বঙ্গভঙ্গের ফলে-

ক) ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় "পূর্ববঙ্গ ও আসাম", যার রাজধানী হয় ঢাকা। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হোন বামফিল্ড ফুলার।

খ)পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত "পশ্চিমবঙ্গ " প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হোন এন্ড্রু ফ্রেজার।

৭৩. বঙ্গভঙ্গ করেন- লর্ড কার্জন।

৭৪. বঙ্গভঙ্গ রদ হয়- ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর।

৭৫.ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি এবং ঘটনার সাল :

ক) মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন - ১৯০৯ সাল

খ) ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন- ১৯১৯ সালে

গ) দ্বৈতশাসন আইন প্রণয়ন - ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে

ঘ) খিলাফত আন্দোলন - ১৯১৯- ১৯২২ সাল

ঙ) খিলাফত দিবস পালিত হয়- ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর

চ) অহিংস অসহযোগ আন্দোলন - ১৯২০ সালে
ছ) তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা- ১৯২৩ সালে
জ) রাওলাট আইন- ১৯১৯ সালে
ঝ) বেঙ্গল প্যাক্ট - ১৯২৩ সালে
ঞ) সাইমন কমিশন - ১৯২৭ সালে
ট) ক্রিপস মিশন- ১৯৪২ সালে

৭৬."গভর্নর জেনারেল শাসন পরিষদের" সর্বপ্রথম ভারতীয় সদস্য হওয়ার সুযোগ লাভ করেন- এম. পি. সিনহা।

৭৭. মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সরকারি অস্ত্রাগার লুট- ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল।

৭৮. লাহোর প্রস্তাব - অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ উত্থাপন করেন। বলা হয়ে থাকে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ।

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭ – ১৯৭১)

৭৯. ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয়- ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই।

৮০.স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়- ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট

৮১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ১৯৩৯ সালে।

৮২. তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়- ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবুল কাশেমের নেতৃত্বে।

৮৩. " পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু " বইয়ের লেখক - কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ,, আবুল কাশেম।

৮৪. গণপরিষদের অধিবেশন বসে- ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি।

৮৫. বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা করার প্রস্তাব করেন- কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৮৬. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়- ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি।

৮৭. ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে নিহত হন- রফিক, সালাম, জব্বার।

৮৮. ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে নিহত হন- শফিউর রহমান ওরফে শফিক।

৮৯. প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন - শহীদ শফিউর রহমানের পিতা

২৪ ফেব্রুয়ারি।
২৬ শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন- জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
৯০. প্রথম গণপরিষদের সদস্যা সংখ্যা ছিলো- ৬৯ জন।
৯১.যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর । যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল- নৌকা।
৯২. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচী - ২১সে ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকে কেন্দ্র করে ২১ দফা কর্মসূচী দেয়া হয়
২১ দফার প্রথম দফা বা প্রথম দাবী ছিল- " পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা "।
Boighar.com
৯৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন- মোট আসন ছিল ৩০৯টি। যুক্তফ্রন্ট পায়- ২২৩টি এবং মুসলিম লীগ ৯টি।
৯৪. ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হয়- ১৯৫৬ সালে।
৯৫.১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর -
গভর্নর জেনারেল হন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
প্রধানমন্ত্রী হন- লিয়াকত আলী খান
পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হন- খাজা নাজিমুদ্দিন।
৯৬. ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন- নুরুল আমীন।
৯৭. ছয়দফা কর্মসূচী- ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচী পেশ করেন। ছয়দফা কর্মসূচী কে বলা হয় বাঙ্গালীর মুক্তির সনদ।
৯৮. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়- শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে।
৯৯. মামলার নাম ছিল - "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যদের মামলা"।
১০০. ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়- ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি।
১০১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়- ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি।
১০২. ডঃ শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়- ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি।
১০৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়- ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি।
১০৪. শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়- ১৯৬৯ সালের

২৩শে ফেব্রুয়ারি, রেসকোর্স ময়দানে।
১০৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর।
১০৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে - আওয়ামীলীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে।
১০৭. "এক ব্যক্তি এক ভোট" নীতির ভিত্তিতে প্রথম জাতীয় নির্বাচন ছিল- ১৯৭০ সালের নির্বাচন।
১০৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়- ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।
১০৯. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয়া হয়- ১৯৭১ সালের ১ মার্চ।
১১০. বঙ্গবন্ধু "অসহযোগ আন্দোলনের " ডাক দেন- ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে।
১১১. বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন- ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে।
১১২. পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস- ২৩শে মার্চ।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

১১৩. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন- ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পরপরই অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে।
১১৪. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল- ইংরেজি তে।
১১৫. কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মতৎপরতা শুরু করে - ২৬ শে মার্চ সন্ধ্যা ৭ টা থেকে।
১১৬."বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ " ঘোষিত হয়- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
১১৭. মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার বা প্রবাসী সরকার গঠিত হয় - ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
১১৮. অস্থায়ী সরকারের গঠন ছিল –

- ☑ রাষ্ট্রপতি - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- ☑ উপ- রাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)

☑ প্রধানমন্ত্রী - তাজউদ্দীন আহমেদ।
☑ পররাষ্ট্রমন্ত্রী - খন্দকার মোশতাক আহমেদ
☑ অর্থমন্ত্রী - ক্যাপ্টেন (অব) মনসুর আলী
☑ স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী - এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান।
☑ সেনাবাহিনী প্রধান- কর্নেল (অব) এম.এ.জি. ওসমানী।
☑ সেনাবাহিনী উপপ্রধান - কর্নেল (অব) এ.রব।

১১৯. মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেন- ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল, মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে।
১২০. শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
১২১. অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন- আওয়ামীলীগের ৫ জন প্রতিনিধিসহ ৯ জন।
১২২. ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর।
১২৩. মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত "যৌথ বাহিনীর " প্রধান ছিলেন - জগজিৎ সিং অরোরা।
১২৪. পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে- রেসকোর্স ময়দানে।
১২৫. আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন- জেনারেল নিয়াজী ও জগজিৎ সিং অরোরা। এখানে উল্লেখ্য যে পাকিস্তান বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ লে.জ. নিয়াজী প্রায় ৯৩ হাজার অফিসার ও জোয়ানদের নিয়ে যৌথ বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন।
১২৬.আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।
১২৭. "গণপরিষদ আদেশ " জারি করা হয়- ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ।
১২৮. গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে- ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল।
১২৯. গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল- ৪০৩ জন।
১৩০. গণ পরিষদের প্রথম স্পীকার- শাহ আব্দুল হামিদ।
১৩১. গণ পরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার- জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ।
১৩২. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়- ৩৪ সদস্য নিয়ে।
১৩৩. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন- ডঃ কামাল হোসেন।

১৩৪. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ৩৪ জন সদস্যের - ৩৩ জন ছিলেন আওয়ামীলীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য এবং ১ জন ছিলেন ন্যাপ সদস্য।
১৩৫. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে মহিলা সদস্য ছিলেন- ১ জন।
১৩৬. খসড়া কমিটির প্রথম বৈঠক বসে- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে।
১৩৭. সংবিধান প্রণয়ন কমিটি বিল আকারে খসড়া সংবিধান গণ পরিষদে উত্থাপন করেন- ১২ অক্টোবর।
১৩৮. গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয়- ৪ নভেম্বর।
১৩৯. সংবিধানের হস্তলিপি সংস্করণে গণপরিষদের সদস্যরা স্বাক্ষর করে- ১৫ ডিসেম্বর।
১৪০. সংবিধান কার্যকর হয়- ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।
১৪১. ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ঠ্যগুলো হলো-
ক) বাংলাদেশ সংবিধান লিখিত।
খ) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।
গ) ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ।
ঘ) একটি প্রস্তাবনাসহ চারটি তফসিল।

বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো, স্থানীয় শাসন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

১৪২. সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- সংবিধানের ২য় ভাগের ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে।
১৪৩. সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহের বর্ণনা রয়েছে- ২৭ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদে।
১৪৪. বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনের বিধান রয়েছে- ১৪২ নং অনুচ্ছেদে।
১৪৫. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিলো- ১৯৭৫ সালের ২৫শে মার্চ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে।
১৪৬. রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে অন্যূন - ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।
১৪৭. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তির বিধান আছে- ৫১ নং অনুচ্ছেদে।
১৪৮. জরুরী অবস্থার ঘোষণা করতে পারেন- রাষ্ট্রপতি।
১৪৯. রাষ্ট্রপতি যাদের শপথ পাঠ করান -
- প্রধানমন্ত্রী

- অন্যান্য মন্ত্রী
- প্রধান বিচারপতি।

১৫০. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করা হয়- ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে।

১৫১. জাতীয় সংসদের নেতা হলেন- প্রধানমন্ত্রী।

১৫২. জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হতে হলে কোন ব্যক্তিকে- অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।

১৫৩. জাতীয় সংসদে কোরাম হয়- কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে।

১৫৪. ন্যায়পাল বা OMBUDSMAN এর পদ প্রথম সৃষ্টি হয়- ১৮০৯ সালে, সুইডেনে।

১৫৫. বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়পালের কথা বলা হয়েছে- ৭৭ নং অনুচ্ছেদে।

১৫৬. সরকারি বিল হলো- জাতীয় সংসদে মন্ত্রীরা যেসব বিল উত্থাপন করেন।

১৫৭. বেসরকারি বিল হলো - জাতীয় সংসদের সাধারণ সদস্যরা যেসব বিল উত্থাপন করেন।

১৫৮. সংসদে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব- হুইপদের।

১৫৯. সংসদের সভাপতি- স্পিকার।

১৬০. সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ান- স্পিকার।

১৬১. অর্থবিল সংক্রান্ত বিধান রয়েছে- ৮১ নং অনুচ্ছেদে।

১৬২. সংযুক্ত তহবিল ও সরকারি হিসাব সংক্রান্ত বিধান রয়েছে- ৮৪ নং অনুচ্ছেদে

১৬৩. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট সংক্রান্ত বিধান রয়েছে- ৮৭ নং অনুচ্ছেদে।

১৬৪. জরুরি অবস্থায় অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন- রাষ্ট্রপতি।

১৬৫. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের বিধান রয়েছে - সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদে।

১৬৬. কোর্ট অব রেকর্ড হিসাবে কাজ করবে- সুপ্রিম কোর্ট।

১৬৭. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরনের রায় প্রকাশ করে- ১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর।

১৬৮. সুপ্রিম কোর্টের নির্বাহী থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হয়- "মাজদার হোসেন মামলার " রায়ের প্রেক্ষিতে।

১৬৯. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হয়- ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর।

১৭০. দুটি কর্মকমিশনের পরিবর্তে একটি কর্মকমিশন গঠিত হয়- ১৯৭৭ সালের

২৮ শে নভেম্বর, রাষ্ট্রপতির ৫৭ নং অধ্যাদেশ দ্বারা।
১৭১. সরকারী কর্মকমিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে- সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদে।
১৭২. সরকারি কর্মকমিশনের প্রধান কার্যালয় - ঢাকায় অবস্থিত।
১৭৩. সরকারি কমিশন একটি- স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা।
১৭৪. সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এটর্নি জেনারেল হিসাবে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।
১৭৫. বাংলাদেশের হিসাব নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক থাকবেন- সংবিধানের ১২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
১৭৬. প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ পরিচালিত হয়- রাষ্ট্রপতির নামে।
১৭৭. বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়গুলোকে যৌথভাবে বলা হয়- সচিবালয়।
১৭৮. মন্ত্রী হলেন মন্ত্রনালয়ের - নির্বাহী প্রধান।
১৭৯. সচিব হলেন মন্ত্রণালয়ের - প্রশাসনিক প্রধান।
১৮০. সচিব হলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের - " মুখ্য হিসাব নিরীক্ষক " ।
১৮১. মন্ত্রনালয়ের নির্বাহী প্রধানের প্রধান উপদেষ্টা- সচিব।
১৮২. বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রধানের নাম- বিভাগীয় কমিশনার।
১৮৩. বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি- বিভাগীয় কমিশনার।
১৮৪. বিভাগীয় কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয়- ১৯২৯ সালে।
১৮৫. বর্তমান জেলা প্রশাসকের পদকে তুলনা করা হয়- "আমল গুজার বা আমিল" এর সাথে।
১৮৬. ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়- একজন চেয়ারম্যান এবং বারজন সদস্য নিয়ে।
১৮৭. উপজেলা প্রবর্তিত হয় - ১৯৮৩ সালে।
১৮৮. বর্তমানে মোট উপজেলা – ৪৯২ টি।
১৮৯. সর্বশেষ উপজেলা - হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা।
১৯০. বর্তমানে মোট পৌরসভা - ৩২৮ টি।
১৯১. সর্বশেষ পৌরসভা – সিরাজগঞ্জের তাড়াশ।
Boighar.com
১৯২. বর্তমানে মোট সিটি কর্পোরেশন - ১২ টি।
১৯৩. সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন - ময়মনসিংহ।
১৯৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হয়- ১৮৬০ সালে।
১৯৫. কাপ্তাই বাধ নির্মাণ কাজ শুরু হয়- ১৯৫৮ সালে।
১৯৬. কাপ্তাই বাধ নির্মাণ কাজ শেষ হয়- ১৯৬০ সালে।

১৯৭. শান্তিবাহিনী গঠিত হয়- ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি।

১৯৮.শান্তিবাহিনীর সাথে সরকারের "শান্তিচুক্তি " সম্পাদন হয়- ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর।

১৯৯.বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী তিনভাগে বিভক্ত। যথাঃ

স্থলবাহিনী
নৌবাহিনী
বিমান বাহিনী।

২০০. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদর দপ্তর – ঢাকায়।

২০১. একটি স্থায়ী নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে- চট্টগ্রামে।

২০২. প্রথমে সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়- কুমিল্লার ময়নামতিতে,১৯৭৪ সালে।

২০৩. বর্তমানে সামরিক একাডেমী অবস্থিত - চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে।

২০৪. ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়- ১৯৭৫ সালে, জারি করেন খন্দকার মোশতাক।

২০৫. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়- ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ সালে।

২০৬. জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়- ১৯৭৫ সালের, ৩ নভেম্বর।

২০৭. জাতীয় চার নেতা হলেন- তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী এবং
এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান।

২০৮. বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয়- ১৯৭৩ সালে।

২০৯. প্রথম সংশোধনীর বিষয় ছিল- যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।

২১০. রাষ্ট্রপতি কে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করা হয়- সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে।

২১১. সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়-১৯৭৩ সালে।

২১২. চুক্তি অনুযায়ী ভারতের নিকট বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিধান করা হয়- সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে।

২১৩. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনা হয়- ১৯৭৪ সালে।

বাংলাদেশের নির্বাচন

২১৪. উপরাষ্ট্রপতি হতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান করা হয়- সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে।
২১৫. রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান- সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে।
২১৬. সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনা হয়- ১৯৮৮ সালে।
২১৭. রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে পরপর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখার বিধান করা হয়- সংবিধানের নবম সংশোধনীর মাধ্যমে।
২১৮. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করা হয়- ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে
২১৯. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়-১৯৯৬ সালে।
২২০. পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল- তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল ও অন্তবর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
২২১.সংবিধানের ষোড়শ সংবিধানের বিষয়বস্তু ছিল- বিচারপতিদের অভিশংসন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপরে অর্পণ।
২২২.স্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ।
২২৩. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়- ১৯৭৩ সালে।
২২৪. স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন - ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি।
২২৫. বঙ্গবন্ধু "অস্থায়ী সংবিধান আদেশ" জারি করেন- ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি।
২২৬. গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর।
২২৭. এই চুক্তির মেয়াদ- ৩০ বছর।
২২৮. সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে।
২২৯. সর্বশেষ নির্বাচন ছিলো - একাদশ জাতীয় নির্বাচন।
২৩০. বর্তমান সংসদের মোট নারী সদস্য - ২২ জন।
২৩১. বর্তমান মন্ত্রিসভায় নারী মন্ত্রীর সংখ্যা- ৪ জন।
২৩২. বর্তমান মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীর সংখ্যা - ৪৭ জন।
২৩৩. বর্তমান মন্ত্রিসভায় টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীর সংখ্যা - ৩ জন।
২৩৪. বর্তমান মন্ত্রিসভায় উপমন্ত্রীর সংখ্যা- ৩ জন।

২৩৫. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ইভিএম ব্যবহৃত হয় – ৬টি কেন্দ্রে।
২৩৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে থাকা মন্ত্রণালয়সমূহ হলো – সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৩৭. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এককভাবে জয়লাভ করে - ২৫৭টি আসনে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

২৩৮. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হল- "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয় (Friendship to all and malice to none)
২৩৯. বিশ্ববাসীর নিকট পরাশক্তি নামে পরিচিত ছিল- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।
২৪০. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় - ১৯৬১ সালে।
২৪১. সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়- যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে।
২৪২. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন- যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোশেফ ব্রজ টিটো, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট শোয়েকার্নো, ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমা, বার্মার প্রেসিডেন্ট উ-নু, শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েকে প্রমুখ।
২৪৩. বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে শরীক হয় - ১৯৭৩ সালের আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ৪র্থ শীর্ষ সম্মেলনে।
২৪৪. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে প্রথম বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন - তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২৪৫. SAARC এর পূর্ণরূপ - South Asian Association for Regional Co-operation।
২৪৬. প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হয়- ৭-৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে।
২৪৭. প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনটি হয়- ঢাকায়।
২৪৮. প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন- স্বাগতিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এইচ.এম.এরশাদ।

২৪৯. সার্ক সনদ স্বাক্ষরিত হয়- ৮ ডিসেম্বর।
২৫০. সার্ক জন্মলাভ করে- ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে।
২৫১. ৮ ডিসেম্বর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে হয়- 'সাতভাই চম্পা " শীর্ষক সার্ক রজনী।
২৫২. সার্ক সনদের লক্ষ্য ছিল- ৮ টি।
২৫৩. সর্বশেষ ১৮ তম সার্ক সম্মেলন হয়- কাঠমুন্ডুতে, ২০১৪ সালে।
২৫৪. পরবর্তী সার্ক সম্মেলন -পাকিস্তানে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা বাতিল হয়।
২৫৫. ১৯৮৫ সালে সার্কের সমন্বিত কর্মসূচীতে - ৯টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়।
২৫৬. ১৯৮৭ সালে সার্কের ৯ টি ক্ষেত্রকে - ১৮টিতে বৃদ্ধি করা হয়।
২৫৭. সার্ক সচিবালয় অবস্থিত - নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডু তে।
২৫৮. সার্ক গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন - প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।
২৫৯. সার্কের প্রথম মহাসচিব নিযুক্ত হন- আবুল আহসান।
২৬০. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হয়- ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল।
২৬১. কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে - প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশভূক্ত দেশগুলো নিয়ে।
২৬২. কমনওয়েলথের সদস্য বর্তমানে- ৫২টি।
২৬৩. কমনওয়েলথের প্রধান হলে- ব্রিটিশ রাজা বা রানী।
২৬৪. ১৯৭৩ সালের অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২৬৫. বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।
২৬৬. বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়- ১৯৭৮ সালে।
২৬৭. বাংলাদেশ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন- ১৯৮০ সালে।
২৬৮. সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ সভাপতিত্ব করেন- ১৯৮৬ সালে ৪১ তম অধিবেশনে।
২৬৯. সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন- সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
২৭০. জাতিসংঘের উদ্যোগে বাংলাদেশে - "কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি "চালু করা হয়েছিল।
২৭১. জাতিসংঘের কার্যপ্রণালী তে বাংলাভাষার ব্যবহার করা হয়- ১৯৮৪ সালে।
২৭২. জাতিসংঘের প্রতি সমর্থনের আবশ্যিকতা তুলে ধরা হয়েছে- সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে।
২৭৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন- ১৯৭৪ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর।
২৭৪. বাংলাদেশ IMF এর সদস্যপদ লাভ করে - ১৯৭২ সালের ১০ মে।
২৭৫. বাংলাদেশ ILO এর সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭২ সালের ২২ জুন।

২৭৬. বাংলাদেশ WHO এর সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৫ সালে।
২৭৭. বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করে- ১৯৭৯-১৯৮০ সালে।
২৭৮. জাতিসংঘের মহাসচিব পেরেজ দ্যা কুইয়ার বাংলাদেশ সফর করেন- ১৯৮৯ সালে।
২৭৯. বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে- সিয়েরা লিয়নের সরকার।
২৮০. প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠিত হয়- ১৯৪৮ সালে।
২৮১. প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনীর নাম ছিল- United Nation Truce Supervision Organisation (UNTSO)।
২৮২. প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা হয়- প্যালেস্টাইনে।
২৮৩. বাংলাদেশের প্রথম শান্তিমিশন ছিল- ১৯৮৮ সালে, ইরাক- ইরান যুদ্ধে।
২৮৪. বাংলাদেশ প্রথম যে মিশনে অংশগ্রহণ করে- United Nation Iran- Iraq Military Observer Group (UNIIMOG)।

Boighar.com

২৮৫. OIC এর পূর্ণরূপ - Organisation of Islamic Conference.
২৮৬. বাংলাদেশ OIC এর সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।
২৮৭. OIC এর প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ICTVTR প্রতিষ্ঠিত হয়- গাজীপুরে, ১৯৮৩ সালে।
২৮৮. ICTVTR এর বর্তমান নাম -IUT বা Islamic University of Technology।
২৮৯. প্যালেস্টাইন ও ইসরাইল দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- প্যালেস্টাইনের পক্ষে।
২৯০. ASEAN এর পূর্ণরূপ - Association of South East Asian Nations.
২৯১. আসিয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৭ সালে।
২৯২. প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়ানের সদস্যদেশ ছিল- ৫ টি।
২৯৩. বর্তমানে আসিয়ানের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা- ১০ টি।
২৯৪. AFTA চুক্তি কার্যকর হয়- ২০০৩ সালে।
২৯৫. এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে- আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোকে সহযোগিতা প্রদান ও সমর্থন করা।
২৯৬. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে - ২০০৩ সালের পর থেকে Look East নীতির উপরে গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি।

বাংলাদেশের সংবিধান

নির্বাচিত তথ্যসমূহ

১. বাংলাদেশ সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারি করেন - ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি।
২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি গণপরিষদ আদেশ জারি করেন - ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ।
৩. গণপরিষদের সদস্য ছিলেন - ৪০৩ জন।
৪. গণপরিষদের সদস্যরা ছিলেন - ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি মাসে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য।
৫. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে - ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল।
৬. গণপরিষদের প্রথম স্পীকার - শাহ আব্দুল হামিদ।
৭. গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার - জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ।
গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন - মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ। সংসদ নেতা ছিলেন – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
সংবিধান রচনার প্রধান পদক্ষেপ ছিল - গণপরিষদ আদেশ।
১০. সংবিধান রচনা কমিটি গঠিত হয়- গণপরিষদের ৩৪ জন সদস্য নিয়ে।
১১. সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি ছিলেন - ড. কামাল হোসেন।
১২. সংবিধানের জনক, রূপকার বা স্থপতি বলা হয় - ড. কামাল হোসেনকে।
১৩. সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন - বেগম রাজিয়া বানু।
১৪. সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন - সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।
১৫. বাংলাদেশ সংবিধানের খসড়া সর্ব প্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয় - ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর।
সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে উত্থাপন করেন - ড. কামাল হোসেন।
১৭. বাংলাদেশ সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে গৃহীত হয় - ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর (১৮ই কার্তিক ১৩৭৯)।
সংবিধান দিবস হল - ৪ নভেম্বর।

১৯. বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হয় - ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর।
২০. বাংলাদেশের প্রথম হস্তলিখিত সংবিধান ছিল - ৯৩ পাতার (স্বাক্ষর সহ ছিল ১০৮ পাতা)।
২১. হস্তলিখিত সংবিধানটির মূল লেখক ছিলেন - শিল্পী আব্দুর রউফ।
২২. হস্তলিখিত সংবিধানটির অঙ্গসজ্জা করেন - শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
২৩. হস্তলিখিত সংবিধান রচিত হয় - দুই ভাষায় (বাংলা ও ইংরেজি)।
২৪. গণপরিষদের সদস্যরা হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করে - ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর।
২৫. হস্তলিখিত মূল সংবিধানে গণপরিষদের - ৩৯৯ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন।
২৬. হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি - সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।
২৭. বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে - ভারত ও ব্রিটেনের সংবিধানের আলোকে।
২৮. সংবিধান হলো - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন।
২৯. সংবিধানে অধ্যায় আছে - ১১ টি।
৩০. সংবিধানে অনুচ্ছেদ আছে - ১৫৩ টি।
৩১. সংবিধানে তফসিল আছে - ৭ টি।
৩২. সংবিধান শুরু হয়েছে প্রস্তাবনা দিয়ে।
৩৩. সংবিধানের সাতটি তফসিলঃ

তফসিল	বিষয়বস্তু
প্রথম তফসিল	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
দ্বিতীয় তফসিল	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)
তৃতীয় তফসিল	শপথ ও ঘোষণা
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকাল ও অস্থায়ী বিধানমালা
পঞ্চম তফসিল	১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ
ষষ্ঠ তফসিল	১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা

সপ্তম তফসিল	১০ এপ্রিল ১৯৭১ এর মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

৩৪.সংবিধানের বিভিন্ন বিভাগসমূহ হলো -

- প্রথম বিভাগ - প্রজাতন্ত্র
- দ্বিতীয় বিভাগ - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
- তৃতীয় বিভাগ - মৌলিক অধিকার
- চতুর্থ বিভাগ - নির্বাহী বিভাগ
- পঞ্চম বিভাগ - আইনসভা
- ষষ্ঠ বিভাগ - বিচার বিভাগ
- সপ্তম বিভাগ - নির্বাচন
- অষ্টম বিভাগ - মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
- নবম বিভাগ - বাংলাদেশ কর্মবিভাগ
- দশম বিভাগ - সংবিধান সংশোধন
- একাদশ বিভাগ - বিবিধ।

৫. একনজরে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহঃ

অনুচ্ছেদ	বিষয়বস্তু
১	বাংলাদেশের নাম
২	বাংলাদেশের সীমানা
২(ক)	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম
৩	রাষ্ট্রভাষা বাংলা
৪(ক)	বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি
৮	রাষ্ট্রীয় মূলনীতি
১২	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
১৮ (ক)	পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

১৯	সুযোগের সমতা
২১	নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য
২২	নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ
২৩ (ক)	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
২৫	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন
২৭	আইনের দৃষ্টিতে সমতা
২৮ (২)	রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ
২৮ (৪)	নারী, শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান
২৯	সরকারী নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতা
৩১	আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার
৩২	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার
৩৪	জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ
৩৬, ৩৭, ৩৮	চলাফেরা, সমাবেশ, সংগঠনের স্বাধীনতা
৩৯	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা
৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৪২	সম্পত্তির অধিকার
৪৪	মৌলিক অধিকার বলবৎ / রীট করার অধিকার
৪৬	দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা
৪৭	কতিপয় আইনের হেফাজত (এই অনুচ্ছেদটি হলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসংক্রান্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ)
৪৮ (৩)	কারো পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারেন
৫১	রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
৫২	রাষ্ট্রপতির অভিশংসন
৫৫	মন্ত্রীসভা
৫৭	প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ
৫৯	স্থানীয় শাসন
৬৩	যুদ্ধ

৬৪	এটর্নি জেনারেল (বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইনজীবীকে বলা হয় এটর্নি জেনারেল)
৬৫	সংসদ প্রতিষ্ঠা
৬৬	সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৬৫ (৩)	একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে পরবর্তী ২৫ বছর পর্যন্ত সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি সংরক্ষণ
৭৪	স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
৭৫	কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম প্রভৃতি
৭৭	ন্যায়পাল
৮০	আইন প্রণয়ন পদ্ধতি
৮১	অর্থবিল
৮৪	সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব
৮৭	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
৯৩	অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা
৯৪	সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
৯৫	বিচারক নিয়োগ
১০০	সুপ্রিম কোর্টের আসন
১০২	কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা
১০৮	"কোর্ট অব রেকর্ড " রূপে সুপ্রিম কোর্ট
১১৭	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
১১৮	নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা
১২১	প্রতিটি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা
১২২	ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা
১২৭	মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা
১৩৭	সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা
১৪১ (ক)	জরুরী অবস্থা ঘোষণা
১৪২	সংবিধানের বিধান (সংশোধনের) ক্ষমতা
১৫২	আইনের ব্যাখ্যা

৩৬. রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগপ্রাপ্তির নূন্যতম বয়স - ৩৫ বছর।
৩৭. রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন - স্পিকারের নিকট।
৩৮. রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পালন করবেন – স্পিকার।
৩৯. সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী - রাষ্ট্রপতি।
৪০. প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগপ্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স - ২৫ বছর।
৪১. প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন - রাষ্ট্রপতির নিকট।
৪২. মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর নিয়োগপ্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স - ২৫ বছর।
৪৩. স্পিকার পদে নিয়োগপ্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স - ২৫ বছর।
৪৪. সংসদ সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়স - ২৫ বছর।
৪৫. আদালতের এখতিয়ার নেই - রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বের উপরে।
৪৬. বাংলাদেশ মন্ত্রীপরিষদ তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন - জাতীয় সংসদের কাছে।
৪৭. সংবিধান অনুযায়ী Technocrat মন্ত্রী নিয়োগ করা যাবে - সর্বাধিক ১০%।
৪৮. দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ - আইন বিভাগ।
৪৯. সংসদ সদস্য স্পীকারের অনুমতি ছাড়া সংসদের বাইরে থাকতে পারেন - ৯০ দিন।
৫০. সংসদ অধিবেশন আহবান করেন – রাষ্ট্রপতি।
৫১. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কোরাম হয়- ৬০ জনে।
৫২. সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে - ৬০ দিনের বেশি বিরতি থাকবে না।
৫৩. সাধারণ নির্বাচনের - ৩০ দিনের মধ্যে সংসদ আহবান করতে হয়।
৫৪. জাতীয় সংসদের সভাপতি হলেন- স্পীকার।
৫৫. কাস্টিং ভোট হলো- স্পীকারের ভোট।
৫৬. সরকারী বিল হলো - মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের উত্থাপিত বিল।
৫৭. বেসরকারি বিল হলো - মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ছাড়া অন্য সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল।
৫৮. সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলে- রাষ্ট্রপতি তাতে ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করেন।
৫৯. রাষ্ট্রপতি সম্মতি দানে বিলম্ব করতে পারেন না - অর্থবিলে।

৬০. সংসদে বিল পাস হবে না - রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া।
৬১. রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা সম্ভব - শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে।
৬২. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সম্ভব - সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের জন্য।
৬৩. অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেন - রাষ্ট্রপতি।
৬৪. জাতীয় সংসদে আইন পাশ হয়- ৫০%+১ ভোটে।
৬৫. বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখাকারক হলো - সুপ্রিম কোর্ট।
৬৬. রিট আবেদন করা যায় - সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
৬৭. আইনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে - বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে।
৬৮. জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদ স্থগিত থাকে - ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদ।
৬৯. রাষ্ট্রপতি শপথ পড়ান –

☑ প্রধানমন্ত্রী,
☑ মন্ত্রীপরিষদ,
☑ স্পিকার,
☑ ডেপুটি স্পিকার ও
☑ প্রধান বিচারপতিকে।

৭০. স্পিকার শপথ পড়ান – রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের।
৭১. প্রধান বিচারপতি শপথ পড়ান –

☑ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার,
☑ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,
☑ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য,
☑ সুপ্রিম কোর্টের আপীলবিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণকে।

৭২. রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ দেন –

☑ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি
☑ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার
☑ মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক।

৭৩. বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ -

- ☑ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
- ☑ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
- ☑ নির্বাচন কমিশন
- ☑ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
- ☑ সরকারি কর্ম কমিশন
- ☑ এটর্নি জেনারেল।

৭৪. বাংলাদেশের সাংবিধানিক পদসমূহ –

- ☑ রাষ্ট্রপতি
- ☑ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
- ☑ এটর্নি জেনারেল
- ☑ সংসদ সদস্য
- ☑ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
- ☑ ন্যায়পাল
- ☑ প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি
- ☑ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার
- ☑ মহা হিসাব নিরীক্ষক
- ☑ সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ।

Boighar.com

৭৫. বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ –

সংশোধনী	বিষয়বস্তু
প্রথম সংশোধনী (১৯৭৩)	যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার নিশ্চিত করা।
দ্বিতীয় সংশোধনী (১৯৭৩)	অভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ গোলযোগে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হলে সে অবস্থায় জরুরী অবস্থা

	ঘোষণার বিধান।
তৃতীয় সংশোধনী (১৯৭৪)	বাংলাদেশ -ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়িকে ভারতের নিকট হস্তান্তরের বিধান।
চতুর্থ সংশোধনী (১৯৭৫)	সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু করা এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি (বাকশাল) প্রবর্তন।
পঞ্চম সংশোধনী (১৯৭৯)	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডের বৈধতা দান।
ষষ্ঠ সংশোধনী (১৯৮১)	উপ রাষ্ট্রপতি পদে থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ।
সপ্তম সংশোধনী (১৯৮৬)	১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের পর থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসনের অধীনে যে সমস্ত আদেশ জারি হয় তা বৈধ করা।
অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮)	☑ রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান। ☑ DACCA এর বানান DHAKA এবং BENGALI এর বানান BANGLA করা হয়।
নবম সংশোধনী (১৯৮৯)	☑ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। ☑ রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৫ বছর এবং রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যাক্তি একাদিক্রমে দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা।
দশম সংশোধনী (১৯৯০)	সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০ টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ।
একাদশ সংশোধনী (১৯৯১)	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদের স্বপদে ফিরে যাওয়ার বিধান।

সংশোধনী	বিষয়বস্তু
দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১)	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। উপ রাষ্ট্রপতি, উপ প্রধানমন্ত্রীর পদগুলো বিলুপ্ত করা হয়।
ত্রয়োদশ সংশোধনী (১৯৯৬)	অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন।
চতুর্দশ সংশোধনী (২০০৪)	☑ ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন আগামী ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ। ☑ সরকারিভাবে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারি অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। ☑ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছরে উন্নীতকরণ। ☑ নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ করাতে স্পিকার ব্যর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথবাক্য পাঠ করাবেন।
পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১)	☑ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল। ☑ দলীয় সরকারের অধীনে মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। ☑ প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন। ☑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতার স্বীকৃতি এবং তার প্রতিকৃতি নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। ☑ সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে ৫০ এ উন্নীতকরণ। ☑ পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম তফসিল সংযোজন। ☑ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ চার মাস।

সংশোধনী	বিষয়বস্তু
ষোড়শ সংশোধনী (২০১৪)	বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদে অর্পণ।
সপ্তদশ সংশোধনী (২০১৮)	৬৫(৩) অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে "একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে পরবর্তী ২৫ বছর পর্যন্ত সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি সংরক্ষণ" দ্বারা

৭৬. ষোড়শ সংশোধনী দশম সংসদে প্রথমবার ২০১৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর উত্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়বার ২০১৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর উত্থাপিত হয়।
৭৭. সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত সংবিধানের তিনটি সংশোধনী হল - পঞ্চম, সপ্তম ও ত্রয়োদশ।
৭৮. বাংলাদেশের সংবিধান - লিখিত সংবিধান।
৭৯. লিখিত সংবিধান নেই - ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও সৌদি আরবের।
৮০. বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান - ভারতের।
৮১. বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান - আমেরিকার।
৮২. বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন করা হয় - ১৯৯৯ সালে।
৮৩. সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে - হাইকোর্টকে।
৮৪. সংবিধানের যে অংশগুলো সংশোধনের জন্য গণভোট প্রয়োজন - সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং ৮, ৪৮, ৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ।
৮৫. জাতীয় সংসদে ন্যায়পালের আইন পাস হয় - ১৯৮০ সালে।
৮৬. বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তিত হয়- ১৯৭৮ সালে।
৮৭. সপ্তদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাশ হয় – ৮ জুলাই ২০১৮।
৮৮. সপ্তদশ সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তাঃ সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমানে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের ১০ বছর মেয়াদ ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ এ শেষ হবে। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা এখনো বিদ্যমান রয়েছে বিধায় সপ্তদশ সংশোধনী অনুসারে ৬৫(৩) অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে "একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে পরবর্তী ২৫ বছর পর্যন্ত সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি সংরক্ষণ" দ্বারা।

মাধ্যমিক ভূগোল (নতুন সিলেবাস)

ভূগোল ও পরিবেশ

১. যেসব জ্যোতিষ্কের নিজের আলো আছে তাদের- নক্ষত্র বলে।
২. নক্ষত্রগুলো - হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরী।
৩. সূর্য একটি – নক্ষত্র।
৪. সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে – ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।
৫. সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র - প্রক্সিমা সেনটোরাই।
৬. কয়েকটি নক্ষত্র মন্ডলী হলো- সপ্তর্ষিমণ্ডল (Great Bear), কালপুরুষ (Orion), লঘুসপ্তর্ষি (Little Bear).
৭. সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলো- বৃহৎ আকৃতির।
৮. উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিগুলো - বেশি উজ্জ্বল হয়।
৯. কোন একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে- ছায়াপথ বলে।
১০. হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায় - প্রতি ৭৬ বছরে একবার।
১১. হ্যালির ধূমকেতু প্রথম দেখা যায়- ২৪০ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে।
১২. হ্যালির ধূমকেতু সর্বশেষ দেখা যায়- ১৯৮৬ সালে।
১৩. গ্রহ হলো- যেসব জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো বা তাপ নাই।
১৪. সৌরজগতের ৮টি গ্রহ হলো- পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, শনি, বৃহস্পতি, শুক্র, ইউরেনাস, নেপচুন।
১৫. উপগ্রহ হলো- যেসব জ্যোতিষ্ক গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয়।
১৬. পৃথিবীরর একমাত্র উপগ্রহ হলো- চাঁদ।
১৭. বুধ ও শুক্রের- উপগ্রহ নাই।
১৮. সবচেয়ে বেশি উপগ্রহ আছে- বৃহস্পতির (৭৯টি)।
১৯. টাইটান হচ্ছে- শনি গ্রহের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ।
২০. গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রহ- বৃহস্পতি।
২১. গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট গ্রহ- বুধ।
২২. সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল - শুক্র গ্রহ। উজ্জ্বল গ্রহগুলো হলো- বুধ, শুক্র,মঙ্গল,

বৃহস্পতি, শনি। এসব গ্রহগুলোকে কোন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই দেখা যায়।
২৩. কম উজ্জ্বল গ্রহগুলো হলো- ইউরেনাস ও নেপচুন। এদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না।
২৪. বুধ সূর্যের - নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার।
২৫. সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বুধের লাগে- ৮৮ দিন।
২৬. শুক্র গ্রহকে ভোরের আকাশে- শুকতারা বলে।
২৭. শুক্র গ্রহকে সন্ধ্যার আকাশে - সন্ধ্যাতারা বলে।
২৮. শুক্রের মেঘাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডল মূলত - কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তৈরী।
২৯. সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ- শুক্র।
৩০. শুক্রতে যে বৃষ্টি হয় - তা মূলত এসিড বৃষ্টি।
৩১. সকল গ্রহ নিজ অক্ষের উপরে পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খেলেও শুক্র পাক খায়- পূর্ব থেকে পশ্চিমে।
৩২. সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ হলো- পৃথিবী।
৩৩. পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয়- ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।
৩৪. পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী গ্রহ হলো- মঙ্গল গ্রহ। খালি চোখে এই গ্রহকে লালচে দেখায়।
৩৫. বৃহস্পতিকে বলা হয়- গ্রহরাজ।
৩৬. সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ হলো- শনি।
৩৭. শনির - ৬২টি চাঁদ রয়েছে।
৩৮. সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ - নেপচুন।

মানচিত্র গঠন ও ব্যবহার

৩৯. পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি হলো- অভিগত গোলকের মতো।
৪০. পৃথিবীর উত্তর - দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে - অক্ষ বা মেরুরেখা বলে।
৪১. অক্ষের উত্তর প্রান্ত বিন্দুকে - উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণ প্রান্তের বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলা হয়।
৪২. পৃথিবী বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ- ৩৬০ ডিগ্রী।
৪৩. যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা যায় তাকে বলে- সেক্সট্যান্ট যন্ত্র।

৪৪. সূর্য যেদিন যে অক্ষাংশের উপরে লম্বভাবে কিরণ দেয় সেটাই সেদিনের - বিষুবলম্ব।
৪৫. দ্রাঘিমা রেখাকে- মধ্যরেখা বলা হয়।
৪৬. মূল মধ্যরেখা হলো- যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের কাছে গ্রিনিচ মানমন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে।
৪৭. গ্রিনিচে দ্রাঘিমা - শূণ্য ডিগ্রী ধরা হয়।
৪৮. বাংলাদেশ গ্রিনিচ থেকে ৯০ ডিগ্রী পূর্বে অবস্থিত বলে- বাংলাদেশের সময় ৬ ঘন্টা এগিয়ে থাকে।
৪৯. নিরক্ষরেখা- পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে যে রেখাটি পূর্ব পশ্চিমে পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে তাই নিরক্ষরেখা।
৫০. কর্কটক্রান্তি রেখা- উত্তর গোলার্ধে ২৩.৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখাকে কর্কটক্রান্তি রেখা বলে।
৫১. মকর ক্রান্তি রেখা- দক্ষিণ গোলার্ধে ২৩.৫ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষরেখাকে মকর ক্রান্তি রেখা বলে।
৫২. সুমেরু বৃত্ত- উত্তর গোলার্ধে ৬৬.৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখাকে সুমেরুবৃত্ত বলে।
৫৩. কুমেরুবৃত্ত - ৬৬.৫ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষরেখাকে কুমেরুবৃত্ত বলে।
৫৪. ১৮০ ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা করা হয়- ১৮৮৪ সালে।
৫৫. প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে ১৮০ ডিগ্রী দ্রাঘিমা অনুসরণ করে- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নির্ধারণ করা হয়েছে।
৫৬. সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বাংশ এবং আলিউসিয়ান, ফিজি , এবং চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের স্থলভাগ এড়িয়ে চলার জন্য- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কে আলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের কাছে ১১ ডিগ্রী পূর্ব দিয়ে বেকে এবং বেরিং প্রণালীতে ১২ ডিগ্রী পূর্বে বেকে শুধু পানির উপর দিয়ে টানা হয়েছে।
৫৭. পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারদিকে দিনে একবার নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করতে সময় নেয়- ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘন্টা লাগে। এই সময়কে বলা হয় সৌরদিন।
৫৮. পৃথিবীর পরিধি বেশি- নিরক্ষরেখায়। এজন্য নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সবচেয়ে বেশি।
৫৯. ফেরেলের সূত্র- সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যাওয়ার সূত্রের নাম ফেরেলের সূত্র।

৬০. আহ্নিক গতির ফলাফল- দিবারাত্রির সংগঠন, জোয়ার ভাটা সৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি ইত্যাদি।
৬১. উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত- ২১শে জুন।
৬২. দক্ষিণ গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত- ২২ শে ডিসেম্বর।
৬৩. দিনরাত সমান হয় - ২১শে মার্চ (বাসন্ত বিষুব) ও ২৩শে সেপ্টেম্বর (শারদ বিষুব) ।
৬৪. উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল - দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন

৬৫. ভূগর্ভের স্তর তিনটি- অশ্মমণ্ডল, গুরুমন্ডল, কেন্দ্রমন্ডল।
৬৬. অশ্মমণ্ডল - এই মন্ডলে সিলিকন এবং আলুমিনিয়াম অধিক।
৬৭. ভূত্বকের শিলাস্তরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-
ক) সিয়াল বা হালকাস্তর- এই স্তরে থাকে সিলিকা ও আলুমিনিয়াম তাই এর নাম সিয়াল। এটি মূলত মহাদেশীয় ভূত্বকের স্তর।
খ) সিমা বা ভারী স্তর - সিমা হলো ভূত্বকের নিচের স্তর। এটি সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে তৈরি তাই এর নাম সিমা।
সমুদ্র তলদেশ এই শিলাস্তর দিয়ে তৈরি।
৬৮. গুরুমন্ডল গঠিত মূলত - ব্যাসল্ট দ্বারা।
৬৯. কেন্দ্রমন্ডলের প্রধান উপাদান- নিকেল ও লোহা।
৭০. ক্যালাসাইট নামক খনিজ - শিলা হিসাবে চুনাপাথর নামে পরিচিত।
৭১. আগ্নেয় শিলার অপর নাম- প্রাথমিক শিলা বা অস্তরীভূত শিলা।
৭২. আগ্নেয় শিলাতে- জীবাশ্ম নেই।
৭৩. আগ্নেয় শিলার উদাহরণ - ব্যাসল্ট ও গ্রানাইট।
৭৪. পাললিক শিলার অপর নাম- স্তরীভূত বা জৈব শিলা।
৭৫. পাললিক শিলার উদাহরণ - বেলেপাথর, কয়লা, চুনাপাথর, কাদাপাথর ইত্যাদি।
৭৬. চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে হয়- মার্বেল।
৭৭. বেলেপাথর রূপান্তরিত হয়ে হয়- কোয়ার্টজাইট।
৭৮. কাদা ও শেল রূপান্তরিত হয়ে হয়- শ্লেট।
৭৯. গ্রানাইট রূপান্তরিত হয়ে হয়- নিস।

৮০. কয়লা রূপান্তরিত হয়ে হয়- গ্রাফাইট।
৮১. সুনামি (Tsunami) একটি- জাপানী শব্দ। এর অর্থ- পোতাশ্রয়ের ঢেউ।
৮২. সুনামির ঢেউগুলোকে বলা হয়- ঢেউয়ের রেলগাড়ি।
৮৩. পার্বত্য অবস্থায় - নদীর স্রোত বেশি থাকে।
৮৪. নদী যখন কোন হ্রদ বা সাগরে এসে পড়ে তখন তাকে- মোহনা বলে।
৮৫. প্রবাহমান দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে বলে- দোয়াব।
৮৬. পর্বত বা হ্রদ থেকে যেসব ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে কোন বড় নদীতে পতিত হলে ছোট নদীগুলোকে বড় নদীর - উপনদী বলা হয়।
৮৭. যমুনা নদীর উপনদী হলো- তিস্তা ও করতোয়া।
৮৮. মূল নদী থেকে যেসব নদী বের হয় তাদের বলার হয়- শাখা নদী।
৮৯. নদী উপত্যকার তলদেশকে- নদীগর্ভ বলে।
৯০. নদীর গতিপথকে ভাগ করা হয়েছে তিনভাগে। যথা-
উর্ধ্বগতি, মধ্যগতি ও নিম্ন গতি।
৯১. উর্ধ্বগতি- উর্ধ্বগতির হলো নদীর প্রাথমিক অবস্থা। যে স্থান থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে সেই স্থান থেকে সমভূমিতে পৌঁছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর উর্ধ্বগতি বলে। উর্ধ্বগতিতে নদীর প্রধান কাজ হলো ক্ষয়সাধন।
৯২. মধ্যগতি- পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে নদী যখন সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তাকে মধ্যগতি বলে। মধ্যগতিতে উর্ধ্বগতির তুলনায় বিস্তার বেশি হলেও গভীরতা কমে যায়। মধ্যগতির কারণেই প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়।
৯৩. নিম্নগতি- নদীর জীবন চক্রের শেষ পর্যায় হলো নিম্নগতি। এই অবস্থায় স্রোত একেবারেই কমে যায়।
৯৪. নদী দুইভাবে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। যথা- একটি হলো ক্ষয়কার্য এবং অপরটি হলো সঞ্চয়কার্য।
৯৫. "ভি" আকৃতির উপত্যকা - নদীখাতে পার্শ্ব অপেক্ষা নিম্নদিকের শিলা বেশি কোমল বলে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি হয়। এভাবে ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজি "V" আকৃতির হয় তাই একে "ভি" আকৃতির উপত্যকা বলে।
৯৬. গিরিখাত ও ক্যানিয়ন - নদীর দুপাশে ভূমি ক্ষয় কম হলে এসব খাত খুব গভীর ও সংকীর্ণ হয়। এক পর্যায়ে এসব খাত খুব গভীর হয়। তখন এসব খাতকে গিরিসংকট বা গিরিখাত বলে।
ক্যানিয়ন হলো- নদী যখন শুষ্ক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে যদি কোমল

শিলার স্তর থাকে তাহলে গিরিখাতগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গভীর হয়।
এরূপ গিরিখাতগুলোকে ক্যানিয়ন বলে।
৯৭. পর্বত- সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে।
৯৮. পাহাড় – ৬০০ - ১০০০ পর্যন্ত উঁচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে।

বায়ুমন্ডল

৯৯. বায়ুমন্ডলের বিস্তৃতি হল- ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার।
১০০. বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা-

উপাদান	শতকরা হার
নাইট্রোজেন	৭৮.০২%
অক্সিজেন	২০.৭১%
আরগন	০.৮০%
কার্বন ডাই অক্সাইড	০.০৩%
অন্যান্য গ্যাস	০.০২%
জলীয়বাষ্প	০.৪১%
ধূলিকণা	০.০১%

১০১. বায়ুমন্ডলের প্রধান দুইটি উপাদান হলো- নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন।
১০২. বায়ুমন্ডলকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমন্ডল, মেসোমন্ডল,তাপমন্ডল ও এক্সোমন্ডল।
এই স্তরগুলোর প্রথম তিনটি সমমণ্ডল এবং বাকি দুইটি বিষমমন্ডল।
১০৩. বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর হলো- ট্রপোমণ্ডল।
১০৪. মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবকিছু সৃষ্টি হয়- ট্রপোমন্ডলে।
১০৫. ট্রপোমন্ডলের শেষ প্রান্তের নাম- ট্রপোবিরতি।
১০৬. উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে - বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে।

১০৭. উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে- উষ্ণতাও কমতে থাকে।
১০৮. প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় - ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়।
১০৯. নিচের দিকে বাতাসে- জলীয়বাষ্প বেশি থাকে
১১০. সমগ্র বায়ুমন্ডলের ওজনের ৭৫ ভাগ বহন করে- ট্রপোমণ্ডল।
১১১. ট্রপোবিরতির উপরের দিকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত- স্ট্রাটোমন্ডল।
১১২. স্ট্রাটোবিরতি হলো- স্ট্রাটোমন্ডল এবং মেসোমন্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চল।
১১৩. স্ট্রাটোমন্ডলে - ওজন গ্যাসের পরিমাণ বেশি।
১১৪. সূর্যের আলোর অতিবেগুনী রশ্মি শুষে নেয়- স্ট্রাটোমন্ডল।
১১৫. স্ট্রাটোমন্ডলের বায়ুতে- ধূলিকণা ছাড়া কোন জলীয়বাষ্প থাকে না।
১১৬. স্ট্রাটোমন্ডলের আবহাওয়া থাকে- শান্ত ও শুষ্ক।
১১৭. ঝড় বৃষ্টি থাকেনা বলে এই স্তরের মধ্য দিয়ে- জেট বিমানগুলো চলাচল করে।
১১৮. মেসোমন্ডল হলো- স্ট্রাটোমন্ডলের উপরে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তর।
১১৯. বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা ধারণ করে- মেসোমন্ডল।
১২০. মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা ছুটে আসে- সেগুলো মেসোমন্ডলে এসে পুড়ে যায়।
১২১. তাপমন্ডলের নিম্ন অংশকে বলা হয়- আয়নমণ্ডল।
১২২. তাপমন্ডলে তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে হয়- ১৪৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত।
১২৩. ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে- আয়নমন্ডলের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে।
১২৪. এক্সোমন্ডলে - হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের প্রাধান্য দেখা যায়।
১২৫. ট্রপোমণ্ডল ছাড়া সৃষ্টি হতো না- আবহাওয়ার।
১২৬. ওজোনস্তর না থাকলে প্রাণিকূল বিনষ্ট হতো- সূর্যের মারাত্মক বেগুনী রশ্মি বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে।
১২৭. আবহাওয়া হলো- কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের তাপ, চাপ, আদ্রতা,মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থা।
১২৮. জলবায়ু হলো- একটি অঞ্চলের ৩০-৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থা।
১২৯. সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকার শীত- গ্রীষ্ম তেমন পার্থক্য হয়না বলে এই জলবায়ু কে বলে- সমভাবাপন্ন জলবায়ু।
১৩০. গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম এবং শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা অনুভূত হয়- মহাদেশীয় চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর কারণে।

১৪০.শীতকালে বাংলাদেশেত উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়- মহাদেশীয় বায়ু।
১৪১. পরিপৃক্ত বায়ু উষ্ণতর হলে- আরো বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে।
১৪২. বায়ু যে উষ্ণতায় ঘনীভূত হয় তাকে বলে- শিশিরাংক।
১৪৩. জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিণত হওয়াকে বলে- ঘনীভবন।
১৪৪. আদ্র বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ থাকে- ২-৫ ভাগ।
১৪৫. বায়ুর আদ্রতা পরিমাপ করা হয়- হাইগ্রোমিটার দ্বারা।

বারিমন্ডল

১৪৬. বৃষ্টিপাত কে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
যথা- পরিচলন, শৈলোৎক্ষেপ, বায়ু প্রাচীরজনিত ও ঘূর্ণি বৃষ্টি।
১৪৭. পরিচলন বৃষ্টি- দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে সোজা উপরে উঠে যায় এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঐ জলীয়বাষ্প প্রথমে মেঘ এবং পরে বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে সোজাসুজি নিচে নেমে আসে।
এরূপ বৃষ্টিকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। Boighar.com
১৪৮. পরিচলন বৃষ্টি হয়- নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর বিকালে এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের শুরুতে।
১৪৯. পর্বতে বাধা পাওয়ার কারনে যে বৃষ্টির সৃষ্টি হয় তা মূলত - শৈলৎক্ষেপ বৃষ্টি।
১৫০. বায়ু প্রাচীর জনিত বৃষ্টি মূলত দেখা যায়- নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে।
১৫১. ঘূর্ণি বৃষ্টি হয় - মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে।
১৫২. নিয়ত বায়ু মূলত তিন প্রকার। যথা- অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু, মেরু বায়ু।
১৫৩. অয়ন বায়ু- কর্কটিয় মকরিয় উচ্চচাপ বলয় থেকে যে ভারী ও শীতল বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।
১৫৪. প্রাচীনকালে জাহাজগুলো চলাচল করতো- অয়ন বায়ুকে অনুসরণ করে।
১৫৫. অয়ন বায়ুর অপর নাম - বাণিজ্য বায়ু।
১৫৬. পশ্চিমা বায়ু- কর্কটিয় মকরিয় উচ্চচাপ বলয় থেকে অয়ন বায়ু ব্যাতিত আর যে বায়ু প্রবাহিত হয়।
১৫৭. পশ্চিমা বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়- দক্ষিণ গোলার্ধে (দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের পরিমাণ বেশি বলে)।
১৫৮. পশ্চিমা বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় বলে একে বলা প্রবল

পশ্চিমা বায়ু।
১৫৯. ৪০ ডিগ্রি থেকে ৪৭ ডিগ্রি দক্ষিণ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর বেগ সর্বাপেক্ষা বেশি বলে এই অঞ্চল কে বলা হয়- গর্জনশীল চল্লিশ।
১৬০. অশ্ব অক্ষাংশ - আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত বলয়কে অশ্ব অক্ষাংশ বলা হয়।
১৬১. মেরু বায়ু- মেরু অঞ্চলের ভারী শীতল যে বায়ু উত্তর গোলার্ধের নিম্ন বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় তাই মেরু বায়ু।
১৬২. মেরু বায়ুর অপর নাম হলো- সুমেরু বায়ু ও কুমেরু বায়ু।
১৬৩. জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত বায়ুকে বলা হয়- সমুদ্রবায়ু।
১৬৪. স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত বায়ুকে বলা হয়- স্থলবায়ু।
১৬৫. আরবী ভাষায় মৌসুম শব্দের অর্থ হলো - ঋতু।
১৬৬. মৌসুমি বায়ু- ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তিত হয় তাই মৌসুমি বায়ু।
১৬৭. মৌসুমী বায়ুর দুটি শাখা। যথা- আরব সাগরীয় এবং বঙ্গোপসাগরীয়।
১৬৮. আরব সাগরীয় শাখা বৃষ্টিপাত ঘটায়- পাকিস্তানে ও পশ্চিম ভারতে।
১৬৯. বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বৃষ্টিপাত ঘটায়- বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়ে।
১৭০. ঋতু আশ্রয়ী বায়ু হলো ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে যে বায়ু।
১৭১. ঋতু আশ্রয়ী বায়ুর উদাহরণ- মৌসুমী বায়ু ও ভূমধ্যসাগরীয় বায়ু।
১৭৩. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় বায়ু হলোঃ

- ☑ রকি পর্বতের - চিনুক বায়ু।
- ☑ আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের - পাম্পের বায়ু।
- ☑ আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলের- বোরা বায়ু।
- ☑ উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার- সিরক্কো বায়ু।
- ☑ আরব মালভূমির - সাইমুম বায়ু।
- ☑ মিসরের - খামসিন বায়ু।
- ☑ ভারতীয় উপমহাদেশের - লু বায়ু।

১৭৩. Hydrosphere এর বাংলা প্রতিশব্দ - বারিমন্ডল। Hydro শব্দের অর্থ - পানি এবং Sphere শব্দের অর্থ ক্ষেত্র।
১৭৪. পৃথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর হল- প্রশান্ত মহাসাগর।
১৭৫. ভগ্ন উপকূলবিশিষ্ট মহাসাগর হল- আটলান্টিক মহাসাগর।
১৭৬. অনেক আবদ্ধ সাগরের সৃষ্টি করেছে- আটলান্টিক মহাসাগর।
১৭৭. এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ দ্বারা বেষ্টিত- ভারত মহাসাগর।
১৭৮. দক্ষিণ মহাসাগরের অবস্থান- ৬০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে এন্টার্কটিকার হিমভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।
১৭৯. বছরের সকল সময়ে বরফে আচ্ছন্ন থাকে- দক্ষিণ এন্টার্কটিকা মহাদেশ।
১৮০. চারদিকে স্থলবেষ্টিত হল- উত্তর মহাসাগর।
১৮১. মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট জলরাশি হল - সাগর।
১৮২. তিনভাগ স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত আর একদিকে জল হলে তাকে বলে- উপসাগর বলে।
১৮৩. চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত জলভাগকে বলে- হ্রদ বলে।
১৮৪. বৈকাল হ্রদ অবস্থিত - রাশিয়ায়।
সুপিরিয়র হ্রদ অবস্থিত - যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তে।
ভিক্টোরিয়া হ্রদ অবস্থিত - আফ্রিকায়।
১৮৫. সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়- শব্দতরঙ্গ দ্বারা।
১৮৬. সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রের নাম- ফ্যাদোমিটার।
১৮৭. সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ কে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-
- মহীসোপান
- মহীঢাল
- গভীর সমুদ্রের সমভূমি
- নিমজ্জিত শৈলশিরা
- গভীর সমুদ্রখাত।

১৮৮. মহীসোপান- সমুদ্রের উপকূলরেখা থেকে তলদেশ ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে।
১৮৯. মহীসোপানের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা - ১৫০ মিটার।
১৯০. মহীসোপান নিমজ্জিত থাকে- ১ ডিগ্রী কোণে সমুদ্র তলদেশে।
১৯১. মহীসোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে বলা হয়- উপকূলীয় ঢাল।

১৯২. পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান অবস্থিত - ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে।
১৯৩. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের আয়তন- ৭১৬ বর্গ কিলোমিটার।
১৯৪. মহীঢাল- মহীসোপানের শেষ সীমা থেকে ভূভাগ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সঙ্গে মিলে যায়। এই অংশকে মহীঢাল বলে।
১৯৫. আন্তঃসাগরীয় গিরিখাত অবস্থিত - মহীঢালে।
১৯৬. নিমজ্জিত শৈলশিরার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা।
১৯৭. গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা অধিক - প্রশান্ত মহাসাগরে। এর অধিকাংশই পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।
১৯৮. সর্বাপেক্ষা গভীর সমুদ্রখাত হলো- গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ - পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত।
১৯৯. সমুদ্রের পানি একটি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করে চলাচল করে। একে বলা হয়- সমুদ্রস্রোত।
২০০. সমুদ্রস্রোতকে উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- উষ্ণ স্রোত ও শীতল স্রোত।
২০১. উষ্ণ স্রোত - নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা বেশি হওয়ার জলরাশি হালকা হয় এবং হালকা জলরাশি সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ স্রোতকে উষ্ণ স্রোত বলে।
২০২. শীতল স্রোত- মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারী জলরাশি জলের নিচের অংশ দিয়ে অন্তঃপ্রবাহরূপে নিরক্ষীয় উষ্ণমন্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ স্রোতকে শীতল স্রোত বলা হয়।
২০৩. সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ- নিয়ত বায়ুপ্রবাহ।

জনসংখ্যা

২০৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায় হলো- অতীতকাল হতে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত।
২০৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমিক পর্যায় হলো- ১৬৫০- ১৯৫০ সাল পর্যন্ত।
২০৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক পর্যায় হলো- ১৯৫০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।
২০৭. শিশুদের বয়সসীমা হলো- ০-১৮ বছর।
২০৮. নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলা হয় - ৬৫ উর্ধ্ব জনসংখ্যাকে।
২০৯. বলপূর্বক অভিগমনের ফলে যে সমস্ত ব্যাক্তি কোন স্থানে আগমন করে এবং

স্থায়ীভাবে আবাস স্থাপন করে তাদের বলা হয় - উদ্বাস্তু।
২১০. যারা অন্য দেশে সাময়িক ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সুযোগমত দেশে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকে তাদের বলা হয়- শরণার্থী।
২১১. অভিবাসনের স্বাভাবিক ফলাফল হচ্ছে- জনসংখ্যার বণ্টন।
২১২. কাম্য জনসংখ্যা হলো- কোন দেশের মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির অনুপাতে ভারসাম্য থাকলেই তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি

২১৩. বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন- ৯৪০৫ বর্গকিলোমিটার।
২১৪. বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমা- ১২ নটিক্যাল মাইল।
২১৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক একান্ত অঞ্চল - ২০০ নটিক্যাল মাইল।
২১৬. বাংলাদেশের সামুদ্রিক মালিকানা - মহীসোপানের শেষ সীমানা পর্যন্ত।
২১৭. মায়ানমার ও ভারতের দাবীকৃত সমদূরত্ব পদ্ধতি তে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা হতো- ১৩০ নটিক্যাল মাইল।
২১৮. সমদূরত্ব পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পেত- ৫০,০০০ বর্গকিলোমিটার কম জলসীমা।
২১৯. বঙ্গোপসাগরে জলসীমা নির্ধারণ এবং সমুদ্র সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মামলা করে- ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে।
২২০. বাংলাদেশ মায়ানমারের বিপক্ষে মামলা করে- জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইব্যুনালে।
২২১. বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে মামলা করে- নেদারল্যান্ডের হেগে অবস্থিত সালিশ ট্রাইব্যুনালে।
২২২. আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশ - মায়ানমার মামলার রায় দেন- ১৪ই মার্চ, ২০১২ সালে।
২২৩. মামলার রায়ের ফলে-
- বাংলাদেশ প্রায় এক লক্ষ বর্গকিলোমিটারের বেশি জলসীমা পেয়েছে।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপকে উপকূলীয় বেজলাইন ধরে ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকা পেয়েছে।
- ২০০ নটিক্যাল মাইল Exclusive Economic Zone পেয়েছে।
- প্রাপ্ত এই জলরাশি ও তলদেশ এবং তার বাইরে মহীসোপান এলাকার সকল খনিজ

সম্পদে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।
২২৪. বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখণ্ড সমুদ্রে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত যার ভৌগোলিক নাম- মহীসোপান।
২২৫. এক নটিক্যাল মাইল - ১.৮৫২ কিলোমিটার।
২২৬. বাংলাদেশের উত্তরে - ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য।
২২৭. বাংলাদেশের পূর্বে অবস্থিত - আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমার।
২২৮. বাংলাদেশের দঃক্ষিণে অবস্থিত- বঙ্গোপসাগর
২২৯. বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত - ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।
২৩০. বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা- ৪৭১১ কিলোমিটার।
২৩১. ভারত- বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য - ৩৭১৫ কিলোমিটার।
২৩২. বাংলাদেশ - মায়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য- ২৮০ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ

২৩৩. ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-
- টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ
- প্লাইস্টোসিনকালের পাহাড়সমূহ
- সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি।

২৩৪. টারশিয়ারি যুগের পাহাড় হল - বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।
২৩৫. টারশিয়ারি যুগের পাহাড় সৃষ্টি হয়- হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময়।
২৩৬. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলো-আসামের লুসাই ও মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়।
২৩৭. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলো গঠিত- বেলে পাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা।
২৩৮. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ
- দক্ষিণ - পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশের পাহাড়)
- উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ- (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়সমূহ)।

২৩৯. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ - তাজিনডং বা বিজয় যার উচ্চতা ১২৩১ মিটার।
২৪০. তাজিনডং বা বিজয় অবস্থিত - বান্দরবানে।
২৪১. কিওক্রাডাং এর উচ্চতা- ১২৩০ মিটার।
২৪২. প্লাইস্টোসিন কাল বলা হয়- ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে।
২৪৩. প্লাইস্টোসিনকালের পাহাড়সমূহ হলো- বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়।
২৪৪. বরেন্দ্রভূমির আয়তন - ৯৩২০ কিলোমিটার।
২৪৫. বরেন্দ্রভূমির উচ্চতা - ৬-১২ মিটার।
২৪৬. মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের আয়তন- ৪১০৩ বর্গকিলোমিটার।
২৪৭. লালমাই পাহাড় অবস্থিত - কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে।
২৪৮. লালমাই পাহাড়ের আয়তন - ৩৪ বর্গকিলোমিটার। এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার।
২৪৯. সুন্দরবন অঞ্চল - সমুদ্র সমতলে অবস্থিত।
২৫০. সমুদ্র সমতল থেকে দিনাজপুরের অবস্থান- ৩৭.৫০ মিটার।
২৫১. বিল, ঝিল, হাওড়গুলো মূলত - অশ্বখুরাকৃতি।
২৫২. রংপুর ও দিনাজপুর হচ্ছে- পাদদেশীয় সমভূমি।
২৫৩. নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা হলো- চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি।
২৫৪. খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে এলাকা হলো- স্রোতজ সমভূমি।
২৫৫. গঙ্গা উৎপত্তি লাভ করেছে- হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।
২৫৬. পদ্মা নদী যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে- দৌলতদিয়ার নিকট।
২৫৭. পদ্মা নদী মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে- চাঁদপুরের কাছে।
২৫৮. পদ্মার উপনদীগুলো হল - কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।
২৫৯. মহানন্দার উপনদী হল- পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা,কুলিখ ও ট্যাংগন।
২৬০. ব্রহ্মপুত্র উৎপন্ন হয়েছে - কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে।
২৬১. ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে- কুড়িগ্রাম দিয়ে।
২৬২. ব্রহ্মপুত্র মেঘনায় পতিত হয়েছে- ভৈরব বাজারে।
২৬৩. ব্রহ্মপুত্রের উপনদী - ধরলা ও তিস্তা।

২৬৪. ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখানদী - বংশী ও শীতলক্ষ্যা।
২৬৫. যমুনার প্রধান উপনদী - করতোয়া ও আত্রাই।
২৬৬. যমুনার শাখানদী - ধলেশ্বরী।
২৬৭. ধলেশ্বরীর শাখানদী - বুড়িগঙ্গা।
২৬৮. মেঘনার উপনদী গুলো হলো - মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী।
২৬৯. কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি - আসামের লুসাই পাহাড় থেকে।
২৭০. কর্ণফুলী নদীর দৈর্ঘ্য - ২৭৪ কিলোমিটার। কর্ণফুলী নদী প্রবাহিত হয়েছে- রাঙামাটি ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে।
২৭১. কর্ণফুলী নদীর উপনদী- কাসালং, হালদা ও বোয়ালখালী।
২৭২. কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে - কর্ণফুলী নদীতে বাধ দিয়ে।
২৭৩. বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর অবস্থিত - কর্ণফুলী নদীর তীরে।
২৭৪. সাঙ্গু নদীর উৎপত্তি - আরাকান পাহাড় থেকে।
২৭৫. ফেনী নদী অবস্থিত - ফেনী জেলায়।
২৭৬. ফেনী নদীর উৎপত্তি - পার্বতী ত্রিপুরা থেকে।
২৭৭. বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত - ২০৩ সেন্টিমিটার।
২৭৮. বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস হলো - এপ্রিল।
২৭৯. বাংলাদেশের শীতলতম মাস হলো - জানুয়ারি।
২৮০. সুন্দরনের পূর্বে অবস্থিত - হরিণঘাটা নদী।
২৮১. সুন্দরবনের আয়তন - ৬০০০ বর্গকিলোমিটার।

বাংলাদেশের সম্পদ, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য

২৮২. সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া যায়- ১৯৮৬ সালে।
২৮৩. বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত - বরমচালে।
২৮৪. বাংলাদেশে প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫১ সালের আদমজী নগরে।
২৮৫. প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়- ১৯৫৩ সালে চন্দ্রঘোনায়।
২৮৬. বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে।
২৮৭. বর্তমানে সার কারখানা রয়েছে- ৮ টি। সবচেয়ে বড় কারখানা- যমুনা।

২৮৮. পোশাক শিল্পকে বলা হয় - বিলিয়ন ডলার শিল্প।
২৮৯. A sleeping beauty emerging from mists and water গ্রন্থের লেখক হলেন - হিউয়েন সাং।
২৯০. হিউয়েন সাং ছিলেন - চৈনিক পরিব্রাজক।
২৯১. EPZ এর পূর্ণরূপ - Export processing zone।
২৯২. মিটারগেজ হলো - ১ মিটার প্রস্থ রেলপথ।
Boighar.com
২৯৩. ব্রডগেজ হলো - ১.৬৮ মিটার প্রস্থ রেলপথ।
২৯৪. বাংলাদেশে নাব্য জলপথের পরিমাণ - ৮৪৩৩ কিলোমিটার।
২৯৫. সারাবছর নৌ চলাচলের উপযোগী পথ - ৫৪০০ কিলোমিটার।
২৯৬. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদীর সংখ্যা - ৫৭ টি।
২৯৭. আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যে ৫৪টির উৎসস্থল - ভারতে অবস্থিত।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২৯৮. ঘূর্ণিঝড় পরিচিত - কেন্দ্রমুখী ও উর্ধ্বমুখী বায়ু রূপে।
২৯৯. বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় হয়- আশ্বিন -কার্তিক ও চৈত্র - বৈশাখ মাসে।
৩০০. ঘূর্ণিঝড় একটি - সাময়িক প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
৩০১. বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় বেশি হয় - দেশের পূর্বাংশে।
৩০২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো- তিনটি। যথা -
ক) দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা।
খ) প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ পৌছানো ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।
গ) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।
৩০৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে - দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগ কালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের কার্যক্রমকে বুঝায়।
৩০৪. দুর্যোগ প্রশমন হলো - দুর্যোগের হ্রাস এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি।
৩০৫. বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র হলো - পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন।
৩০৬. ভূমিকম্প সম্পর্কিত রেকর্ড সংগ্রহ করা হয় - ১৫৪৮ সাল হতে।

মাধ্যমিক ভূগোল (পুরাতন সিলেবাস)

ভূগোল ও মহাবিশ্ব

১. ভূগোলের প্রধান উপাদান- মানুষ ও পৃথিবী।
২. Geography শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- ইরাটসথেনিস।
৩. Perspectives of the Nature of Geography বইয়ের রচয়িতা- রিচার্ড হার্টশোন (১৯৫৯)
৪. পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের বর্ণনাই ভূগোল- বলেছেন ডাডলি স্টাম্প।
৫. সব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জননী- ভূগোল।
৬. সন্ধানপ্রাপ্ত নক্ষত্রের সংখ্যা- ১০০ কোটির অধিক।
৭. নক্ষত্রগুলো- প্রকৃতপক্ষে জলন্ত বাষ্পপিন্ড।
৮. পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র- সূর্য।
৯. সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব- ১৫ কোটি কিলোমিটার।
১০. সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে- ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।
১১. সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র- Proxima Centuri.
১২. কৃষ্ণগহবর ও কৃষ্ণবামনের মহাকর্ষ বল বেশি- উচ্চ ঘনত্বের কারণে।
১৩. গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশ- ছায়াপথ।
১৪. রাতের অন্ধকারে আকাশে উত্তর- দক্ষিণে উজ্জ্বল দীপ্ত দীর্ঘপথ- ছায়াপথ।
১৫. নীহারিকা- স্বল্পালোকিত তারকারাজি।
১৬. ছায়াপথ অবস্থান করে- নীহারিকার সমতলে।
১৭. ধূমকেতুর ইংরেজি নাম Comet এসেছে Komet থেকে।
১৮. গ্রীক Komet অর্থ- এলোকেশী।
১৯. হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়- ১৭৫৯, ১৮৩৫, ১৯১০ ও ১৯৮৬ সালে।
২০. উপগ্রহ সবচেয়ে বেশি- বৃহস্পতির (৬৩টি)
২১. শনির উপগ্রহ-৩১টি।
২২. সূর্যের ভর- **1.99×10^{30} Kg**
২৩. সূর্যের ব্যাসার্ধ- ৬৯২ হাজার কিলোমিটার।
২৪. সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা- ১৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস।

২৫. পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ- শুক্র।
২৬. সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ- বুধ।
২৭. মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ-ডিমোস ও ফিবোস।
২৮. গ্রহাণুপুঞ্জের দৈর্ঘ্য- ৫৬ .৩১ কোটি কিলোমিটার।
২৯. গ্রহাণুর ব্যাস- ১.৬-৮০৫ কিলোমিটার।
৩০. বলয় আছে- শনি গ্রহে।
৩১. ইউরেনাসের উপগ্রহ- ২৭টি।
৩২. নেপচুন আবিষ্কৃত হয়-১৮৪৬ সালে(উপগ্রহ-১৪টি)
৩৩. প্লুটো আবিষ্কার করেন- ক্লাইড টমবাউ (১৯৩০)
৩৪. প্লুটোর উপগ্রহ- ক্যারন।

মানচিত্র গঠন ও ব্যবহার

৩৫. সূর্যের উন্নতি মাপার যন্ত্র- সেক্সট্যান্ট।
৩৬. সূর্যের বিষুব লম্ব- $23.5^0N - 23.5^0S$ অক্ষাংশ।
৩৪. 23.5^0S অক্ষাংশ-মকরক্রান্তি।
৩৫. 23.5^0N অক্ষাংশ-কর্কটক্রান্তি।
৩৬. 66.5^0N অক্ষাংশ-সুমেরুবৃত্ত।
৩৭. 66.5^0S অক্ষাংশ-কুমেরুবৃত্ত।
৩৮. মূল মধ্যরেখার মান-শূন্য ডিগ্রি।
৩৯. সর্বোচ্চ অক্ষাংশ-৯০ ডিগ্রি।
৪০. সর্বোচ্চ দ্রাঘিমা-১৮০ ডিগ্রি।
৪১. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা- ১৮০ডিগ্রি পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা।
৪২. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার অবস্থান- সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, এলিউসিয়ান, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জ।
৪৩. পৃথিবীর আহ্নিক গতি- ঘন্টায় ১৬১০ কিলোমিটার।
৪৪. পৃথিবীর আহ্নিক গতি প্রমাণ করেন - ফুকো(১৮৫১)
৪৫. দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে - বার্ষিক গতির ফলে।
৪৬. সূর্যের উত্তর অয়নান্ত (বড় দিন) - ২১জুন ।
৪৭. সূর্যের দক্ষিণ অয়নান্ত (দীর্ঘতম রাত) - ২২ডিসেম্বর।

৪৮. দিবারাত্রি সমান – ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।
৪৯. বাসন্ত বিষুব - ২১মার্চ।
৫০. শারদ বিষুব - ২৩সেপ্টেম্বর।
৫১. পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য- ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৫১ হাজার ৮২৭ কিলোমিটার।
৫২. সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকে -১-৩ জানুয়ারি (অনুসূর)
৫৩. সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে দূরে থাকে - ১-৪ জুলাই (উপসূর)
৫৪. তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে বছরকে ভাগ করা হয়- ৪ ভাগে।
৫৫. প্রাকৃতিক ভূগোল বিভক্ত - ৩ ভাগে।

পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন

৫৬. অশ্মমন্ডল বিভক্ত- ৩ স্তরে।
৫৭. ভূত্বকের পুরুত্ব- ২০ কিলোমিটার।
৫৮. ভূত্বকের নিচে প্রতি কিলোমিটারে তাপমাত্রা বাড়ে -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
৫৯. ভূত্বক ও গুরুমন্ডলকে বিভক্ত করেছে – মোহোবিচ্ছেদ।
৬০. মোহোবিচ্ছেদ আবিষ্কার করেন - মোহোরোভিসিক (১৯০৯)
৬১. কেন্দ্রমন্ডলের প্রধান উপাদান- নিকেল(Ni)ও লৌহ (Fe)
৬২. লাভা সৃষ্টি হয়- তরল ম্যাগমা থেকে।
৬৩. জিপসাম- রাসায়নিক পাললিক শিলা।
৬৪. জীবাশ্মের উপস্থিতি থাকে - পাললিক শিলায়।
৬৫. ভুকম্পন শক্তি মাপা হয়- রিকটার স্কেলে।
৬৬. ভূকম্পন তরঙ্গ মাপা হয়- ভূকম্পন লিখন যন্ত্রে।
৬৭. Tsunami-এর প্রধান উৎস- ভূকম্পনে সৃষ্ট সামুদ্রিক ঢেউ।
৬৮. আগ্নেয়শিলার প্রধান উৎস-ম্যাগমা।
৬৯. পৃথিবীতে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি- ৮৫০টি।
৭০. মনালোয়া কিলাউয়া- শিল্ড আগ্নেয়গিরি।
৭১. পারকুটিন- সিনডারকোণ আগ্নেয়গিরি।
৭২. মাউন্ট মেওন,ফুজিয়ামা- মিশ্রকোণ আগ্নেয়গিরি।
৭৩. আগ্নেয়গিরির প্রধান বলয়- আগ্নেয় মেখলা (Fiery Ring)
৭৪. ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য-ভাঁজ (হিমালয়,রকি)

বইঘর.কম

৭৫. চ্যুতি পর্বত - পাকিস্থানের লবণ।
৭৬. মধুপুর ও বরেন্দ্রভূমি - ক্ষয়জাত সমভূমি।
৭৭. ধলেশ্বরী, যমুনা - প্লাবন সমভূমি।
৭৮. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল - গাঙ্গেয় বদ্বীপ।
৭৯. চট্টগ্রাম - উপকূলীয় সমভূমি।

বায়ুমন্ডল

৮০. বায়ুমন্ডলের বয়স - ৩৫ কোটি বছর।
৮১. ট্রপোমন্ডলের গভীরতা - ৮ কিলোমিটার।
৮২. স্ট্রাটোমন্ডলের বিস্তৃতি - ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত।
৮৩. ওজোন স্তর অবস্থিত - স্ট্রাটোমন্ডলে (২০-২৩ কিলোমিটার)
৮৪. মেসোমন্ডলের বিস্তৃতি - ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত।
৮৫. বায়ুর চাপ কম – মেসোমন্ডলে।
৮৬. তাপমন্ডলের নিম্নাংশ – আয়নমন্ডল।
৮৭. ৩০-৪০ বছরের গড় আবহাওয়াকে বলে – জলবায়ু।
৮৮. প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে তাপমাত্রা কমে - ৬° সেলসিয়াস।
৮৯. নিরক্ষীয় নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় - ০° – ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত।
৯০. ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় - ২৫° – ৩৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত
৯১. উপমেরু বৃত্তের নিম্নচাপ বলয় - ৬০° – ৭০° অক্ষাংশ পর্যন্ত।
৯২. চাপের মান দেখানো হয় - মিলিবারে (mb)
৯৩. বায়ুপ্রবাহ - ৪প্রকার।
৯৪. $40^0S - 47^0S$ অঞ্চলকে বলে - গর্জনশীল চল্লিশ।
৯৫. গর্জনশীল চল্লিশে পশ্চিমা বায়ুর বেগ সবচেয়ে বেশি।
৯৬. বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বলে- আর্দ্রতা।
৯৭. জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হয়- শিশিরাংকে।
৯৮. এশিয়ার শস্যপঞ্জি নিয়ন্ত্রিত হয় - মৌসুমি জলবায়ু দ্বারা।
৯৯. বারিমন্ডলের আয়তন - ৩,৬২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।
১০০. প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা- ৪,২৭০ মিটার।
১০১. সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ – বায়ুপ্রবাহ।

১০২. উপসাগরীয় স্রোতের বর্ণ – নীল।
১০৩. স্রোতহীন সাগর - শৈবাল সাগর।
১০৪. ল্যাব্রাডর স্রোতের বর্ণ – সবুজ।
১০৫. উপসাগরীয় স্রোত ও ল্যাব্রাডর স্রোতের সীমান্তকে বলে - হিমপ্রাচীর (বিপরীতধর্মী স্রোত)
১০৬. জাহাজ চালানো নিরাপদ - উষ্ণ স্রোতে।

পৃথিবীর ভৌগোলিক বিবরণ

১০৭. এশিয়া ও ইউরোপকে পৃথক করেছে - ইউরাল পর্বত।
১০৮. একমাত্র স্থলবেষ্টিত সাগর – কাস্পিয়ান।
১০৯. ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ইউরোপ বিভক্ত - ৪ভাগে।
১১০. যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ - বেন নেভিস।
১১১. পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি - মধ্য ইউরোপ (পশ্চিমে বিস্কে উপসাগরের উপকূল থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত)
১১২. আল্পস পর্বতমালার দৈর্ঘ্য- ১,১১৬ কিলোমিটার।
১১৩. আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ - মাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক (৪,৮০৭ মিটার)
১১৪. ইউরোপের জলবায়ু বিভক্ত - ৪ভাগে।
১১৫. পূর্ব ইউরোপের জলবায়ু - চরম ভাবাপন্ন।
১১৬. ইউরোপের রাষ্ট্র সংখ্যা - ৪৮টি।
১১৭. ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে এশিয়া বিভক্ত - ৫ভাগে।
১১৮. পৃথিবীর ছাদ বলা হয় - পামীর মালভূমিকে (৪,৮১৩মিটার)
১১৯. পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণি - হিমালয় (৮,৮৪৮ মিটার)
১২০. পদ্মার উৎপত্তি - হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।
১২১. তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মিলিত স্রোতকে একত্রে বলা হয় - শাত-ইল-আরব।
১২২. জলবায়ু অনুসারে এশিয়া বিভক্ত - ৭ভাগে।
১২৩. পশ্চিম সাইবেরিয়ার জলবায়ু - চরম ভাবাপন্ন।
১২৪. পৃথিবীর শীতলতম স্থান - ভারখয়ানস্ক।
১২৫. প্যালেস্টাইন গঠিত হয় - ১৯৯৩ সালে।
১২৬. এশিয়ার সবচেয়ে ছোট দেশ - বাহরাইন (৬৬৫ বর্গ কিলোমিটার)

১২৭. মালয় উপদ্বীপকে বলা হয় - পশ্চিম মালয়েশিয়া।
১২৮. সাবাহ্ ও সারাওয়াককে বলা হয় - পূর্ব মালয়েশিয়া।
১২৯. মালেশিয়ার রাষ্ট্রভাষা - মালয়।
১৩০. কিনাবালু শৃঙ্গের উচ্চতা - ৪,০৫০ মিটার।
১৩১. সুমাত্রা ও মালয়ের মধ্যবর্তী প্রণালী – মালাক্কা ।
১৩২. মালয়েশিয়ায় রাবার চাষ শুরু হয় - ১৮৯৫ সালে।
১৩৩. মালয়েশিয়ার প্রধান খনিজ - টিন।
১৩৪. টিন উৎপাদনে প্রধান দেশ - মালয়েশিয়া।
১৩৫. প্রাচীন নগর মালাক্কা স্থাপিত হয় - ১৫১১ সালে।
১৩৬. মালয়েশিয়ার সর্ববৃহৎ বন্দর – ক্ল্যাঙ্গ।
১৩৭. মালয়েশিয়া স্বাধীন হয় - ৩১ আগস্ট, ১৯৫৭।
১৩৮. কোরিয়া স্বাধীন হয় - ১৫ আগস্ট, ১৯৪৮।
১৩৯. কোরিয়া ভাগ হয় - ১৯৫২ সালে।
১৪০. কোরিয়ানরা জাতিগতভাবে – মঙ্গোলীয়।
১৪১. দক্ষিণ কোরিয়ার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত - ১২৭ সেন্টিমিটার।
১৪২. উষ্ণতা দুই মাস হিমাঙ্কের নিচে থাকে – সিউলে।
১৪৩. টাইফুন ঝড়ের সময় - জুলাই ও আগস্ট।
১৪৪. দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাচীনতম নগর- পুসান।
১৪৫. দক্ষিণ কোরিয়ার জিডিপি ১০% ছিল- ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত।
১৪৬. মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীরা- ককেশীয়।
১৪৭. মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমভূমি অঞ্চল - মেসোপটোমিয়া ও নীলনদের অববাহিকা।
১৪৮. কৃষি ব্যবস্থায় ভূমি আবর্তন পদ্ধতি ব্যবহার করে – ইরান।
১৪৯. মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান খাদ্য - গম।
১৫০. "মোহেইর" হল - ছাগলের পশম ও চামড়া।
১৫১. পৃথিবীর বৃহত্তম তেল শোধনাগার - আবাদান (ইরান)
১৫২. প্যালেস্টাইন প্রসিদ্ধ - ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে।
১৫৩. গাজা প্রসিদ্ধ - ক্ষুদ্র বয়ন শিল্পে।
১৫৪. ইরাকের পরিবহন ব্যবস্থার প্রাণ - দজলা ও ফোরাত নদী।
১৫৫. মালভূমির প্রধান পরিবহন মাধ্যম – উট।
১৫৬. প্যালেস্টাইনের আয়তন - ৬,২২০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের ভূ- প্রকৃতি ও জলবায়ু

১৫৭. বাংলাদেশের অবস্থানঃ
$20^0 34' N - 26^0 38' N$ অক্ষরেখা
$88^0 01' E - 92^0 41' E$ দ্রাঘিমারেখা
১৫৮. বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে গেছে - কর্কটক্রান্তি রেখা।
১৫৯. বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা - ৪,৭১২ কিলোমিটার।
১৬০. বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখা - ৩,৭১৫ কিলোমিটার।
১৬১. বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমারেখা - ২৮০ কিলোমিটার।
১৬২. বাংলাদেশের তটরেখার দৈর্ঘ্য- ৭১৬ কিলোমিটার।
১৬৩. স্থায়ী বসবাসের জন্য আদর্শ – সমভূমি।
১৬৪. ভূপ্রকৃতি অনুসারে-বাংলাদেশ বিভক্ত - ৩ ভাগে।
১৬৫. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ - তাজিংডং।
১৬৬. প্লাইস্টোসিন কাল - ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়।
১৬৭. বরেন্দ্রভূমির মাটি - ধূসর ও লাল।
১৬৮. বাংলাদেশের নদীর সংখ্যা - ২৩০টি।
১৬৯. বাংলাদেশের নদীপথের দৈর্ঘ্য - ২৪,১৪০ কিলোমিটার।
১৭০. পদ্মা নদীর দৈর্ঘ্য - ১৪৫ কিলোমিটার।
১৭১. পদ্মা ও মেঘনা মিলিত হয়েছে – চাঁদপুরে।
১৭২. পদ্মার প্রধান উপনদী – মহানন্দা।
১৭৩. পদ্মা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - কুষ্টিয়া হয়ে।
১৭৪. ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থল - হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর।
১৭৫. ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে - কুড়িগ্রাম হয়ে।
১৭৬. সুরমা ও কুশিয়ারা - বরাক নদীর অংশ।
১৭৭. মেঘনা মূলত - কালনী, সুরমা ও কুশিয়ারার সম্মিলন।
১৭৮. কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তিস্থল - আসামের লুসাই পাহাড়।
১৭৯. ফেনী নদীর উৎপত্তিস্থল - পার্বত্য ত্রিপুরা।
১৮০. বাংলাদেশের জলবায়ু - ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু।
১৮১. বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা - ২৬.০১°সেলসিয়াস ।
১৮২. বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত - ২০৩ সেন্টিমিটার।

১৮৩. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় - জুন থেকে অক্টোবর মাসে (সিলেট)
১৮৪. বাংলাদেশে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা - ২৮°সেলসিয়াস (এপ্রিল)
১৮৫. বাংলাদেশে উষ্ণতম মাস – এপ্রিল।
১৮৬. বাংলাদেশে শীতলতম মাস – জানুয়ারি।
১৮৬. বাংলাদেশে গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা - ১১° সেলসিয়াস।
১৮৭. বাংলাদেশে রেকর্ডকৃত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা - ১° সেলসিয়াস (দিনাজপুর,১৯০৫)
১৮৮. বাংলাদেশের মোট বনভূমি - ২৫০০০ বর্গকিলোমিটার (১৭%)
১৮৯. চিরহরিৎ গাছের সৃষ্টি - অতিবৃষ্টির জন্য।
১৯০. বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি - দিনাজপুরের বনভূমি।
১৯১. গজারি গাছ পাওয়া যায় - মধুপুর ও ভাওয়ালে।
১৯২. জাতীয় আয়ে বনজ সম্পদের অবদান - ৫%

বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প

১৯৩. পৃথিবীর পানিবিদ্যুৎ শক্তি - মোট বিদ্যুৎ শক্তির ৬%
১৯৪. বাংলাদেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ - ৬৪.৫৬%
১৯৫. কর্ণফুলি বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬২ সালে।
১৯৬. আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয় - ১৯৭০ সালে।
১৯৭. প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র - সিলেটের হরিপুর (১৯৮৬)
১৯৮. বাংলাদেশে সিলিকা বালি উৎপন্ন হয় - বছরে ১,৮০,০০০ বর্গফুট।
১৯৯. গন্ধক পাওয়া যায় – কুতুবদিয়ায়।
২০০. গ্যাস জ্বালানির চাহিদা পূরণ করে - ৭১%
২০১. দেশে আবিষ্কৃত গ্যাস ব্লক -২৭ টি
২০২. গ্যাস তোলা হচ্ছে - ১৭টি ক্ষেত্রের ৭৯টি কূপ থেকে।
২০৩. দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ - ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।
২০৪. পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল - আদমজী (প্রতিষ্ঠা- ১৯৫১)
২০৫. পাটশিল্প প্রধান কেন্দ্র - নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম
২০৬. দেশে সচল পাটকল- ১৮ টি।
২০৭. দেশে বর্তমানে বস্ত্র ও সুতাকল – ৬৩ টি।
২০৮. বস্ত্র খাতের নিয়ন্ত্রক - Bangladesh Textile Mills Corporation

২০৯. প্রথম কাগজকল কর্ণফুলি পেপার মিল স্থাপিত হয় - ১৯৫৩ সালে।
২১০. প্রথম সার কারখানা- সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ (১৯৬১)
২১১. দেশে মোট সার কারখানা- ৮টি।
২১২. দেশে চিনিকল আছে - ১৪টি।
২১৩. আঁখ উৎপাদন ভালো হয় - উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায়।
২১৪. দেশে পোশাকশিল্পের যাত্রা - ১৯৮৩ সালে।
২১৫. জাতীয় আয়ে পোশাকশিল্পের অবদান - ৩৭%
২১৬. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করে – যুক্তরাষ্ট্রে।
২১৭. বাংলাদেশের জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য- ৩,৮১৩ কিলোমিটার।
২১৮. বাংলাদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য- ২৮৭৭ কিলোমিটার।
২১৯. দেশে মোট রেলস্টেশন – ৪৬৯ টি।
২২০. দেশে মোট চা বাগান – ১৬৬ টি।

আরো কিছু তথ্য

২২১. মানচিত্রে স্কেল নির্দেশ করা হয় - তিনটি পদ্ধতিতে।
২২২. স্কেল অনুসারে মানচিত্র - দুই প্রকার।
২২৩. বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র - ক্রাডাস্ট্রাল মানচিত্র।
২২৪. ব্রিটিশ পদ্ধতিতে 1:36 R.F মানে 1 inch = 36 inch
২২৫. এক ইঞ্চি = $\frac{১}{৬৩৩৬০}$ মাইল।
২২৬. উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হিসেবে মানচিত্র - দুই প্রকার।
২২৭. গ্রামে চাষাবাদযোগ্য জমি - ৮০%
২২৮. পরিসংখ্যান আকারে প্রাপ্ত - ভৌগলিক উপাত্ত।
২২৯. স্তম্ভচিত্রকে দন্ডচিত্রও বলে।
২৩০. সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ আসে - সূর্য গ্রহণে।
২৩১. কুয়াশা ও ঝড় সৃষ্টি হয় - উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনে।
২৩২. জোয়ার ভাঁটার কারণ- চাঁদের আকর্ষণ।
২৩৩. বায়ুমন্ডলে - নাইট্রোজেন ৭৮.০১%,কার্বন ডাই অক্সাইড ০.০৩%
২৩৪. বায়ুমন্ডলের উপাদানকে ভাগ করা হয় - ৩ ভাগে।
২৩৫. বায়ুর তাপের প্রধান উৎস – সূর্য।

২৩৬. পৃথিবীর চাপ বলয় - ৭টি।
২৩৭. ১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য - ৪মিনিট।
২৩৮. দিনরাত্রি সমান হয় – নিরক্ষরেখায়।
২৩৯. জোয়ার ভাঁটার ব্যবধান - ৬ঘন্টা ১৩মিনিট।
২৪০. বাংলাদেশের মোট সমুদ্রসীমা - ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার।

জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯

- ☑ বাজেট ঘোষণা- ৭জুন, ২০১৮।
- ☑ বাজেট ঘোষক - অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।
- ☑ বাজেট কার্যকর - ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে।
- ☑ স্লোগান- সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ।
- ☑ এটি দেশের ৪৮তম, অর্থমন্ত্রীর ১২তম ও আওয়ামী লীগ সরকারের ১৮তম বাজেট।
- ☑ মোট বাজেট- ৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকা (জিডিপির ১৮.৩১%)
- ☑ মোট ঘাটতি- ১,২১,২৪২ কোটি টাকা।
- ☑ বাংলাদেশের বাজেট- ঘাটতি বাজেট।
- ☑ বৈদেশিক অনুদান- ৪,০৫১ কোটি টাকা।
- ☑ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) তে বরাদ্দ – ১,৭৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ৬.৮২%)।
- ☑ রাজস্ব আয়- ৩,৩৯,২৮০ কোটি টাকা।
- ☑ বৈদেশিক ঋণ- ৫০,০১৬ কোটি টাকা।
- ☑ অভ্যন্তরীণ ঋণ- ৭১,২২৬ কোটি টাকা।
- ☑ মোট জিডিপি- ২৫,৩৭,৮৪৯ কোটি টাকা।
- ☑ অনুমিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি- ৭.৮%
- ☑ অনুমিত মূল্যস্ফীতি- ৫.৬%
- ☑ সর্বোচ্চ বরাদ্দ – জনপ্রশাসন খাতে ৮৩,৫০৯ কোটি টাকা (১৮.০%)
- ☑ ২য় সর্বোচ্চ বরাদ্দ- শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ৬৭,৯৩৫ কোটি টাকা (১৪.৬%)
- ☑ ৩য় সর্বোচ্চ বরাদ্দ- পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৫৬,৪৬৪ কোটি টাকা (১২.২%)
- ☑ কৃষি খাতে বরাদ্দ- ২৬,২৬০ কোটি টাকা (৫.৭%)
- ☑ মাথাপিছু বরাদ্দ- ২৮,০৭৩০ টাকা।
- ☑ মাথাপিছু আয় (প্রক্ষেপণ)- ১,৯৫৬ ডলার।
- ☑ মাথাপিছু ঘাটতি- ৭,৫০৩ টাকা।
- ☑ ভ্যাট থেকে অনুমিত আয়- ১,১০,৪৮৩ কোটি টাকা (২৩.৭%)
- ☑ সাধারণ করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা- ২৫০০০০ টাকা।

- ☑ মহিলা ও ৬৫ বছর উর্ধ্বদের করমুক্ত আয়ের সীমা- ৩০০০০০ টাকা।
- ☑ ভ্যাটের তথ্য কল করে জানা যাবে- ১৬৫৫৫ নম্বরে।
- ☑ ভ্যাটের স্তর-৫টি; পূর্বে ছিলো-৯টি।
- ☑ এবারের বাজেট বক্তৃতা ছিলো -সর্ববৃহৎ বাজেট বক্তৃতা (১৫৬ পৃষ্ঠা)।
- ☑ মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি সর্বোচ্চ বরাদ্দ- অর্থ বিভাগে; ১,১৭,১৪২ কোটি টাকা।
- ☑ জাতীয় সংসদের জন্য বরাদ্দ- ৩৩২ কোটি টাকা।
- ☑ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য থাকছে- বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা, ২,০০০ টাকা বৈশাখী ভাতা ও ৫,০০০ টাকা বিজয় দিবস ভাতা এবং যুদ্ধাহত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও পরিবারের জন্য মোট ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- ☑ রোহিঙ্গাদের জন্য বরাদ্দ- ৪০০ কোটি টাকা।
- ☑ সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ দেওয়া হয়-১৩ খাতে।
- ☑ জলবায়ু খাতে বরাদ্দ-১৮,৯৮৪.৭৬ কোটি টাকা (বাজেটের ৪.০৯%)।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন- তাজউদ্দীন আহমদ ৩০ জুন, ১৯৭২ সালে।
- ☑ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের প্রথম বাজেটের আকার ছিলো- ৭৮৬ কোটি টাকা।
- ☑ সবচেয়ে বেশি ১২ বার বাজেট পেশ করেন - এম সাইফুর রহমান ও আবুল মাল আবদুল মুহিত।
- ☑ টানা ১০ বার বাজেট ঘোষণা করেন- আবুল মাল আবদুল মুহিত।
- ☑ এবারের বাজেট ১ম বাজেটের চেয়ে আকারে ৫৯১ গুণ বড়।
- ☑ বাংলাদেশের আর্থিক বছর - ০১ জুলাই থেকে ৩০ জুন।
- ☑ বাজেট সম্পর্কিত প্রকাশনা – ১৬টি।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮

- ☑ জনসংখ্যা- ১৬ কোটি ৮ লক্ষ।
- ☑ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৩৭%
- ☑ পুরুষ-মহিলা অনুপাত- ১০০.৩ : ১০০
- ☑ জনসংখ্যার ঘনত্ব- প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০৯০ জন।
- ☑ স্থূল জন্মহার- প্রতি হাজারে ১৮.৭ জন।
- ☑ প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল- ৭১.৬ বছর।
- ☑ ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা- ২,০৩৯ জন।
- ☑ সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) - ৭১%
- ☑ মোট নিয়োজিত শ্রমশক্তি - ৬.৩৫ কোটি।
- ☑ কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি - ৪০.৬%
- ☑ CBN পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের জাতীয় উর্ধ্বসীমা- ২৪.৩%
- ☑ CBN পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের জাতীয় নিম্নসীমা- ১২.৯%
- ☑ চলতি মূল্যে জিডিপি- ২২,৩৮,৪৯৮ কোটি টাকা।
- ☑ স্থির মূল্যে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার- ৭.৬৫%
- ☑ চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয়- ১,৭৫২ ডলার।
- ☑ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি- ১,৬৭৭ ডলার।
- ☑ রপ্তানি আয়- ২৭,৪৫১.৫৫ মিলিয়ন ডলার।
- ☑ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (৯ মে,২০১৮)- ৩১,৯২৩.৫৭ মিলিয়ন ডলার।
- ☑ রেমিট্যান্স- ১২,০৮৮.১৮ মিলিয়ন ডলার।
- ☑ মোট তফসিলি ব্যাংক - ৫৭টি।
- ☑ রাষ্ট্রীয় বানিজ্যিক ব্যাংক - ৬ টি।
- ☑ বেসরকারি বানিজ্যিক ব্যাংক - ৪০টি।
- ☑ জাতীয় মহাসড়ক – ৩,৮১৩ কি.মি.
- ☑ জাতীয় রেলপথ- ২,৮৭৭ কি.মি.
- ☑ রিজার্ভ মুদ্রা (মার্চ ২০১৮) – ২,১২,২৫০ কোটি টাকা।
- ☑ মূল্যস্ফীতি - ৫.৮৩%
- ☑ মোট বিনিয়োগ- জিডিপির ৩১.৫%
- ☑ মোট রাজস্ব আদায়- জিডিপির ১১.৬%

- ☑ জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান- ১৪.১০%
- ☑ সবচেয়ে বেশি প্রবাসী জনশক্তি আছে- সৌদি আরবে (৫,৫১,৩০৮ জন)
- ☑ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে- সৌদি আরব থেকে (২,২৬৭.২২ মিলিয়ন ডলার, ১৮%)
- ☑ প্রবাসে দক্ষ শ্রমিকের হার- ৪৩.০৭%
- ☑ ২০১৮ প্রক্ষেপণে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি- ৫.১%
- ☑ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় আসে- তৈরি পোশাক থেকে (৪১.৫৩ %)
- ☑ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়- যুক্তরাষ্ট্রে (৫,৮৪৬.৬৪ মিলিয়ন ডলার)
- ☑ সবচেয়ে বেশি আমদানি হয়- চীন থেকে (১৩,২৯২ মিলিয়ন ডলার)
- ☑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা- ৪০৭.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন।
- ☑ ইপিজেডসমূহে উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠান- ৪৬৯টি এবং বাস্তবায়নাধীন ১৩১টি।
- ☑ মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা- ১৩,৮৪৬ মেগাওয়াট।
- ☑ মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন- ৩৫,৪৭৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা।
- ☑ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা জ্বালানির চাহিদা পূরণ হয়- ৭১%
- ☑ আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা- ২৭টি।
- ☑ প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাথমিক মজুদ- ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)
- ☑ প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য মজুদ- ২৭.৭৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)
- ☑ বিদ্যুৎ খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়- ৪০.৭৮%
- ☑ দেশে মোবাইলের গ্রাহক- ১৪.৭০ কোটি।
- ☑ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী- ৭.৩৩ কোটি।
- ☑ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (EPI) আওতায় টিকা প্রাপ্তির হার- ৮২.৩%
- ☑ মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১,৩৩,৯০১টি।
- ☑ সরকারি কলেজ- ২৮৩টি।

পরিক্রমা ২০১৮

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

- ☑ বাংলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক - কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজী।
- ☑ বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের বর্তমান হাইকমিশনার - রিভা গাঙ্গুলি।
- ☑ বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের ২য় ড্রিমলাইনার - হংসবলাকা (১ম – আকাশবীণা)।
- ☑ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানের বর্তমান - অপারেশন উত্তরণ।
- ☑ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ক্যাপ্টেন হিসেবে যোগ দেওয়া বাংলাদেশি –খন্দকার আবদুল্লাহ।
- ☑ বেগম রোকেয়া পদক ২০১৮ লাভ করেন ৫জন নারী – জিন্নাতুননেসা তালুকদার, প্রফেসর জোগরা আনিস, শীলা রায়, রমা চৌধুরী (মরণোত্তর) ও রোকেয়া বেগম।
- ☑ বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলোশিপ লাভকারী সাতজন – অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, মঞ্জুলিকা চাকমা, এস এম মহসীন, সামন্ত লাল সেন, রওশন আরা মুস্তাফিজ, পলান সরকার।
- ☑ ২৫ নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনার সংখ্যা - ২৫৩ জন।
- ☑ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।
- ☑ ষষ্ঠ আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হবে – ২০২১ সালে।
- ☑ পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী, আদমশুমারির নতুন নাম হবে - জনশুমারি।
- ☑ 'বাংলাদেশের সুইজারল্যান্ড' নামে খ্যাত - টেকেরহাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
- ☑ 'নীলাদ্রী লেক' অবস্থিত - টেকেরহাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।
- ☑ বীরপ্রতীক তারামন বিবি মারা যান - ০১ ডিসেম্বর ২০১৮।

- ☑ চলচ্চিত্র নির্মাতা, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার, অভিনয়শিল্পী এবং সাহিত্যিক আমজাদ হোসেন মারা যান - ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮।
- ☑ মুক্তিযোদ্ধা দিবস – ০১ ডিসেম্বর।
- ☑ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস – ১২ ডিসেম্বর।
- ☑ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮ এর প্রতিপাদ্য বিষয় - ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।
- ☑ জাতীয় মূসক বা VAT দিবস – ১০ ডিসেম্বর।
- ☑ জাতীয় মূসক দিবস ২০১৮ এর স্লোগান - ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন।
- ☑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র অসমীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয় - ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮। অনুবাদক - সৌমেন ভারতীয়া ও জুরি শর্মা।
- ☑ দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল (EZ) - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (চট্টগ্রামের মীরসরাই ও সীতাকুন্ড এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় ৩০,০০০ একর জমিতে স্থাপিত)।
- ☑ দেশের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সন্দ্বীপ উপজেলায় জাতীয় গ্রিড থেকে প্রথমবারের মতো বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় – ১৫ নভেম্বর ২০১৮। সাগরের তলদেশে স্থাপিত সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে এই সংযোগ দেওয়া হয়।
- ☑ ২০১৮ সালে কাতারে 'শেখ জাসিম বিন মোহাম্মদ বিন থানি হিফজুল কোরআন' প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে - বাংলাদেশের কিশোর হাফেজ সাইয়্যেদ ইসলাম মোহাম্মদ।
- ☑ বাংলাদেশের মোট জাতীয় মহাসড়ক - ৮টি।
- ☑ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC) এর ট্রাস্ট ফর ভিকটিমসের নির্বাহী পর্ষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত বাংলাদেশি - শেখ মুহম্মদ বেলাল।
- ☑ দেশের ২৭তম গ্যাসক্ষেত্র - ভোলা উত্তর - ১ (মাঝিরহাট, ভেদুরিয়া, ভোলা)।
- ☑ দেশে 4G চালু হয় - ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
- ☑ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জনে জাতিসংঘের প্রাথমিক স্বীকৃতি পত্র লাভ করে - ১৬ মার্চ ২০১৮।

☑ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 'বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বা Delta Plan 2100 জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (ECNEC) এর সভায় অনুমোদিত হয় - ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮। এই পরিকল্পনার জাতীয় বা উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্ট ৩টি এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট ৬টি।

☑ সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী সংসদে পাস হয় - ৮ জুলাই ২০১৮।

☑ ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর শারীরিক পরীক্ষা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' ও বায়োম্যানুয়াল টেস্ট নিষিদ্ধ করে হাইকোর্ট রায় প্রদান করে - ১২ এপ্রিল ২০১৮।

☑ বিশ্বের ৭২তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে Mobile Number Portability (MNP) সেবা চালু হয় - ১ অক্টোবর ২০১৮। Boighar.com

☑ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সংসদে পাস হয় - ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮। (রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হয় - ৮ অক্টোবর ২০১৮)।

☑ সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে (৯ম-১৩তম গ্রেড) কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করা হয় - ৪ অক্টোবর ২০১৮।

☑ দশম জাতীয় সংসদের শেষ ও ২৩তম অধিবেশন ছিলো - ২১-২৯ অক্টোবর ২০১৮।

☑ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীরা ইলিশ মাছের জীবনরহস্য উন্মোচনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন - ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীও এ ঘোষণা দেন।

☑ সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত ঘোষণা করা হয় - ০১ নভেম্বর ২০১৮।

☑ বিসিএসের ইকনমিক ক্যাডারটি বিলুপ্ত করা হয় - ১৩ নভেম্বর ২০১৮।

☑ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে বর্তমানে ক্যাডার সংখ্যা - ২৬টি।

☑ বর্তমানে দেশে সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় - ৪টি (৪র্থ - সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়)।

☑ ২০১৮-২১ সালের রপ্তানি নীতিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত - ১৫টি।

☑ বাংলাদেশ রেলওয়ের দীর্ঘতম রুট - ঢাকা - পঞ্চগড় (৬৩৯ কি.মি.)।

☑ দেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন - মুশফিকুর রহিম।

☑ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বর্তমান সভাপতি - নাজমুল হাসান পাপন।

☑ ২০১৮ সালের ফেডারেশন কাপের চ্যাম্পিয়ন - আবাহনী লিমিটেড।

☑ বাংলাদেশের ৮ম টেস্ট ভেন্যু - সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

☑ একাত্তরের মুজিবনগর সরকারের কর্মচারীর সংখ্যা - ৫৪৯ জন।

☑ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT) একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে তাদের ৩৫তম রায় প্রদান করে - ৫ নভেম্বর ২০১৮।

☑ দেশের প্রথম 3D কার্টুন সিরিজ - চাচা বাহিনীর আজব কাহিনি। নির্মাতা ওয়াহিদ ইবনে রেজার প্রযোজনায় নির্মাণ করে ম্যাভেরিক স্টুডিও।

☑ বাংলাদেশ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট - ১' এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে - ৯ নভেম্বর ২০১৮।

☑ নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে - ২৮ অক্টোবর ২০১৮। ২০০৮ সালে নিবন্ধন বাতিল হওয়া দল ৩টি। যথা- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ ফ্রিডম পার্টি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন। বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল - ৩৯টি।

☑ ২৮ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার দেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত - আলীখালী, হ্নীলা, টেকনাফ, কক্সবাজারে।

☑ দেশের বর্তমান সেনাপ্রধান - জেনারেল আজিজ আহমেদ।

☑ ৩ নভেম্বর ২০১৮ জাপান সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান, গোল্ড রেইস উইথ নেক রিবন' লাভকারী বাংলাদেশি বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক ড .জামিলুর রেজা চৌধুরী।

☑ বাংলাদেশে প্রথম Electronic Voting Machine (EVM) ব্যবহৃত হয় - ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। ৬টি আসনে EVM ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হলো - ঢাকা-৬, ঢাকা-১৩, চট্টগ্রাম-৯, রংপুর-৩, খুলনা-২ ও সাতক্ষীরা-২। সর্বপ্রথম EVM চালু হয় যুক্তরাষ্ট্রে - ১৯৬০ সালে।

☑ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) মোট সংশোধিত হয় - ১৭বার।

☑ দেশের ৫৯তম ও সর্বশেষ তফসিলভুক্ত ব্যাংক - কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

☑ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মোবাইল ব্যাংকিং সেবার নাম - নগদ। এতে একদিনে গ্রাহক সর্বোচ্চ ১০ বারে মোট ২,৫০,০০০ টাকা জমা ও একই পরিমাণ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

☑ ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় প্রদান করা হয় - ১০ অক্টোবর ২০১৮।

- ☑ পাট থেকে পলিথিন ব্যাগ তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন - বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন) BJMC) এর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড .মোবারক আহমেদ খান। তার উদ্ভাবিত পলিথিন ব্যাগের নাম - সোনালী ব্যাগ।
- ☑ সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দুটি এওয়ার্ড লাভ করেন- IPS International Achievement Award ও Special Recognition for Outstanding Leadership Award ।
- ☑ 'তিনাম ঝরনা' অবস্থিত - আলীকদম, বান্দরবান।
- ☑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে '৭ মার্চ ভবন' উদ্বোধন করা হয় - ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮।
- ☑ দেশীয় প্রতিষ্ঠানের তৈরি প্রথম সোলার চালিত ল্যাপটপ – তালপাতা। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান - ডেটাসফট সিস্টেম লিমিটেড।
- ☑ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের মালিকানাধীন ব্যাংক - কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।
- ☑ অর্থবিভাগের 'ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' অনুবিভাগের পরিবর্তিত নাম - ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ।
- ☑ রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যান্সার শনাক্তকরণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন - শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।
- ☑ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এর নির্বাহী প্রধান - চেয়ারম্যান।
- ☑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা প্রকাশিতব্য নতুন তিনটি বই - নয়া চীন ভ্রমণ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং স্মৃতিকথা। অন্য দুটি রচনা - অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচা।
- ☑ ২০১৯ সালের 'মাদার তেরেসা রত্ন সম্মাননা' পাবেন - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মরণোত্তর)।
- ☑ ২০১৯ সালে অস্কারের ৯১তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে - মোস্তফা সরয়ার ফারুকী পরিচালিত চলচ্চিত্র 'ডুব'।
- ☑ পোশাক খাতে বর্তমানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি - ৮০০০ টাকা।
- ☑ দেশের প্রথম 'Y' আকৃতির সেতুর নাম - শেখ হাসিনা তিতাস সেতু।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম নারী মেজর জেনারেল - ডা .সুসানে গীতি।
- ☑ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (BRRI) উদ্ভাবিত নতুন দুটি ধানের জাত - ব্রি-৮৮ ও ব্রি-৮৯।

☑ দেশের প্রথম সয়েল আর্কাইভ অবস্থিত - খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
☑ দেশে ইলিশ পাওয়া যায় - ১২৫টি উপজেলার নদ-নদীতে।
☑ গ্রামীনফোনের নতুন নম্বর সিরিজ - ০১৩।
☑ 'জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮'তে অন্তর্ভুক্ত খাত - ২৪টি।
☑ দেশের সবচেয়ে ছোট গ্রাম - শ্রীমুখ; বিশ্বনাথ, সিলেট।
☑ কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আইয়ুব বাচ্চু মারা যান - ১৮ অক্টোবর ২০১৮।
☑ বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা - ৭ জন।
☑ গাজীপুর সার্কিট হাউজে নির্মিত ভাস্কর্য - অনুপ্রেরণা ১৯।
☑ 'জাতীয় পাটনীতি ২০১৮' এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় - ০১ আগস্ট ২০১৮।
☑ দেশের ৩২তম ও সর্বশেষ নদী বন্দর - রূপপুর নদী বন্দর।
☑ বঙ্গবন্ধুর জেল জীবনের ওপর রচিত বইয়ের নাম - ৩০৫৩ দিন।
☑ দেশে উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র - ১৯টি।
☑ সরকারি কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা - সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ।
☑ দেশের প্রথম গ্রিন শিপইয়ার্ড - PHP রিসাইক্লিং ইয়ার্ড।
☑ সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয় - ৬ আগস্ট ২০১৮।
☑ বর্তমান অর্থসচিব - আব্দুর রউফ তালুকদার।
☑ দেশের ১২তম মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (CAG) - মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী।
☑ 'মুজিব বর্ষ' পালিত হবে - ২০২০-২১ সালে।
☑ e-passport চালুতে বাংলাদেশ - বিশ্বে ১১৯তম।
☑ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হবে - ২৬ মার্চ ২০২১।
☑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি - ৫.৮১%।
☑ ২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ সর্বাধিক রপ্তানি করে - যুক্তরাষ্ট্রে।
☑ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয়ে শীর্ষ খাত - তৈরি পোশাক।
☑ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে - ২৫ ধরনের।
☑ বিশ্বের বৃহত্তম ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র অবস্থিত - বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শপিংমল যমুনা ফিউচার পার্কে।
☑ ৫৯তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে (IMO) প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক জয়ী বাংলাদেশি - আহমেদ জাওয়াদ চোধুরী।

☑ ২৯তম আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে (IBO) এ প্রথমবারের মতো ব্রোঞ্জ পদক লাভকারী বাংলাদেশি - অদ্বিতীয় নাগ।
☑ বর্তমানে দেশে সেবা খাত রয়েছে - ২১টি।
☑ 'বিহঙ্গ দ্বীপ' অবস্থিত - পাথরঘাটা, বরগুনায়।
☑ বাংলাদেশের প্রথম নারী সলিসিটর - জেসমিন আরা বেগম।
☑ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান - মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত।
☑ ২০১৮ সালে হিউম্যানিটারিয়ান এওয়ার্ড লাভকারী - প্রখ্যাত বাংলাদেশি আলোকচিত্রী শহীদুল আলম।
☑ ব্রিটেনের কুইন্স ইয়াং লিডারস এওয়ার্ড লাভকারী বাংলাদেশি - টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক।
☑ বর্তমান জাতীয় অধ্যাপকগণ - অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক ড .জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং ড .রফিকুল ইসলাম।
☑ এ পর্যন্ত নিয়োগপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপকের সংখ্যা - ২৬।
☑ বর্তমানে দেশে তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা - ৫৯টি; ৫৯তম - কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।
☑ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রধান- জেনারেল আজিজ আহমেদ।
☑ বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বর্তমান প্রধান- মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত।
☑ দেশে সেবা খাত রয়েছে- ২১টি।
☑ দেশে সরকারি আয়ের প্রধান উৎস- মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা VAT।
☑ বর্তমানে VAT এর স্তর- ৫টি; পূর্বে ছিলো ৯টি।
☑ বাংলাদেশের প্রথম নারী সলিসিটর – জেসমিন আরা বেগম।
☑ দেশের প্রথম তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে- পটুয়াখালীর কুয়াকাটায়।
☑ পাটের লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত – সি-১২২২১, সি-২৫৯৩, সি-১২০৩৩ ও সি-৩৪৭৩।
☑ ২০১৮ সালে রবীন্দ্র পদক লাভ করেন – আবুল মোমেন এবং শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী।
☑ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে – ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

☑ বাংলাদেশ ভবন উদ্বোধন করা হয় – ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।

☑ দেশের প্রথম ভাসমান তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) টার্মিনাল অবস্থিত- কক্সবাজারের মহেশখালীতে।

☑ দেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ICANN (Internet Corporation for Assigned Names & Numbers)-এর রেজিস্ট্রার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে- ইনোভেডিয়াস প্রাইভেট লিমিটেড।

☑ যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম সিনেটর- শেখ মোজাহিদুর রহমান।

☑ কবি বেলাল চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন- ২৪ এপ্রিল ২০১৮।

☑ প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন- মোহাম্মদ পনির হোসেন।

☑ প্রস্তাবিত ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য- ২১৭.৫০ কিলোমিটার।

☑ পাটের আঁশ থেকে পচনশীল পলিমার ব্যাগ তৈরির পদ্ধতির উদ্ভাবক- অধ্যাপক মোবারক আহমদ খান।

☑ দেশের ৪র্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হচ্ছে- সৈয়দপুরে।

☑ বাংলাদেশের নতুন চারটি বিমানের প্রস্তাবিত নাম- আকাশবীণা, হংসবলাকা, গাঙচিল ও রাজহংস।

☑ ২০১৮ সালের 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

☑ ২০১৮ সালে 'লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করে- 'মেডেল অব ডিসটিংকশন' সম্মানে।

☑ দেশের পাঁচ জেলার ইংরেজি বানান পরিবর্তন করা হয়- ২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে।

জেলা	পূর্বের ইংরেজি বানান	বর্তমান ইংরেজি বানান
চট্টগ্রাম	Chittagong	Chattogram
কুমিল্লা	Comilla	Cumilla
বরিশাল	Barisal	Barishal
বগুড়া	Bogra	Bogura
যশোর	Jessore	Jashore

- ☑ ২০১৮ সালে মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত ২৫তম আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন – বাংলাদেশের মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম।
- ☑ দেশের প্রথম নারী প্রোগ্রামার – শাহেদা মুস্তাফিজ।
- ☑ সম্প্রতি থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (AIT)তে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার'-এর প্রথম প্রফেসর নির্বাচিত হন- অধ্যাপক ড. জয়শ্রী রায় (ভারত)।
- ☑ সিঙ্গাপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে নামকরণকৃত অর্কিডের নাম- ***Dendrobium Sheikh Hasina*** ।
- ☑ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে- চীন, ভারত ও জাপান।
- ☑ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে প্রথম নারী চেয়ারম্যান- লুনা শামসুদ্দোহা (জনতা ব্যাংক লিমিটেড)।
- ☑ জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতিমালা মন্ত্রীসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়- ১৯ মার্চ ২০১৮।
- ☑ নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের বিমান বিধ্বস্ত হয়- ১২ মার্চ ২০১৮।
- ☑ ব্যবহারকারীর দিক থেকে বিশ্বে বাংলা ভাষার অবস্থান- ৬ষ্ঠ।
- ☑ বাংলাদেশে ব্যবহৃত নৃ-তাত্ত্বিক ভাষার সংখ্যা- ৪১।
- ☑ দেশের ২২তম ও বর্তমান প্রধান বিচারপতি- বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।
- ☑ দেশের ৩১তম সেনানিবাস- শেখ হাসিনা সেনানিবাস (লেবুখালী, পটুয়াখালী)।
- ☑ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদাতিক ডিভিশন – ১০টি।
- ☑ দেশে ফোরজি (4G) চালু হয়- ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।
- ☑ দেশের প্রথম পতাকা ভাস্কর্য 'পতাকা ৭১' অবস্থিত- মুন্সিগঞ্জে।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে এক টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন- মমিনুল হক।
- ☑ বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত চা বাগানের সংখ্যা - ১৬৪টি।
- ☑ মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত- কক্সবাজারের মহেশখালীতে।
- ☑ বাংলাদেশের পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে – ৫২টি দেশে।
- ☑ বাংলাদেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী SOCAR (State Oil Company of the Azerbaijan Republic) যে দেশের কোম্পানি- আজারবাইজান।
- ☑ বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রস্তাবিত তফসিলি ব্যাংকের নাম- কমিউনিটি ব্যাংক

বাংলাদেশ।
- ☑ তুলা আমদানি বর্তমানে শীর্ষদেশ- বাংলাদেশ।
- ☑ দেশের ৩য় ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য – ক্ষীরশাপাতি (চাঁপাইনবাবগঞ্জের উৎকৃষ্ট জাতের আম)।
- ☑ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আদলে তৈরি দেশের প্রথম কুরআন ভাস্কর্য অবস্থিত- ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় (ভাস্কর- কামরুল হাসান শিপন)।
- ☑ দেশের প্রথম ছয় লাইনের ফ্লাইওভার অবস্থিত- ফেনীর মহিপালে।
- ☑ বাংলাদেশের ইতিহাসে শীতলতম দিন – ৮ জানুয়ারি ২০১৮ (তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ২.৬° সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায়)।
- ☑ বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনার – মরতুজা আহমদ।
- ☑ বানৌজা শেখ হাসিনা সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মিত হচ্ছে – কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়।
- ☑ ২০১৮ সালের Product of the Year – ঔষুধ।
- ☑ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ডি.লিট উপাধি প্রদান করে- ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে।
- ☑ GDP নিরূপণের জন্য ভিত্তি খাত- ১৫টি।
- ☑ বর্তমান GDP'র ভিত্তি বছর- ২০০৫-০৬ অর্থবছর।
- ☑ দেশের সর্বোচ্চ ওয়াচ টাওয়ার- জ্যাকব টাওয়ার (চরফ্যাশন, ভোলা)।
- ☑ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রনালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা বিবেচনার ন্যূনতম বয়স- ১২ বছর ৬ মাস।
- ☑ ইউনেস্কো স্বীকৃত বাংলাদেশের অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য- ৪টি। যথাঃ
    - ক) বাউল গান (২০০৮)
    - খ) জামদানি বয়নশিল্প (২০১৩)
    - গ) বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) এবং
    - ঘ) শীতলপাটির বুনন পদ্ধতি (৬ ডিসেম্বর ২০১৭)।
- ☑ দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক মঞ্চায়িত নাটক- কঞ্জুস।
- ☑ শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অবস্থিত- বেজপাড়া, যশোর।
- ☑ আর্থিক লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ 'ডাক টাকা' চালু করে- ১১ ডিসেম্বর ২০১৭।
- ☑ জাতীয় গ্রিডে প্রথমবারের মতো সৌরবিদ্যুৎ যুক্ত হয়- ৩ আগস্ট ২০১৭।
- ☑ রোবট 'সোফিয়া' বাংলাদেশে আসে- ৫ ডিসেম্বর ২০১৭।

- ☑ বিশ্ব পরমাণু ক্লাবে বাংলাদেশ- ৩২তম।
- ☑ ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' ঘোষণা করে- ৩০ অক্টোবর ২০১৭।
- ☑ বিশ্বে প্রথম MNP (Mobile Number Portability) চালু হয়- সিঙ্গাপুরে।
- ☑ বাংলাদেশে MNP চালু করে- Infozillion BD-Teletech.
- ☑ ২০১৭ যুক্তরাজ্যে নাইটহুড উপাধি প্রাপ্ত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত- আখলাকুর রহমান চৌধুরী।
- ☑ ৪টি থানা রয়েছে এমন একমাত্র উপজেলা- চরফ্যাশন ।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য- জামদানি (নিবন্ধনপ্রাপ্ত সংস্থা - বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন)
- ☑ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন দেয় জাতিসংঘের যে সংস্থা- WIPO.
- ☑ বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন দেওয়ার এখতিয়ার WIPO যে সংস্থাকে দিয়েছে-শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন 'পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর' (DPDT)।
- ☑ ব্রিটিশ হাইকোর্টে প্রথম বাংলাদেশি বিচারপতি- আখলাকুর রহমান চৌধুরী।
- ☑ দেশে প্রথম নদী গবেষণাকেন্দ্র চালু করে- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (হালদা নদী নিয়ে)।
- ☑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নি:শর্তভাবে বন্ধ করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পেশ করেন- সুনির্দিষ্ট ৫টি প্রস্তাব।
- ☑ Melbourne Cricket Club (MCC) কমিটিতে প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার- সাকিব আল হাসান।
- ☑ দেশের প্রথম ও একমাত্র ছয় লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মিত হচ্ছে- ফেনীর মহিপালে।
- ☑ দেশের প্রথম স্মার্টফোন কারখানা অবস্থিত- চন্দ্রা, গাজীপুর।
- ☑ শেখ হাসিনা টেকনোলজি পার্ক অবস্থিত- বেজপাড়া, যশোর।
- ☑ শান্তিতে নোবেল জয়ী সংগঠন জোট ICAN-এর বাংলাদেশি দুই সদস্য সংগঠন-
    - Centre for Bangladesh Studies (CBS)
    - Physicians for Social Responsibility,Bangladesh (PSRB)

☑ ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে- ৩০ অক্টোবর ২০১৭।
☑ সিনিয়র সচিবের মর্যাদা লাভকারী প্রথম বাংলাদেশি কূটনীতিক- ইসমাত জাহান।
☑ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস- ২২ অক্টোবর।
☑ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে 'আহমদ শরীফ অধ্যাপক চেয়ার' পদে প্রথম নিয়োগ পান- ড. সনজীদা খাতুন।
☑ ১২ ডিজিটের TIN নম্বর বাধ্যতামূলক- ৩১টি কাজের জন্য।
☑ দেশের প্রথম ঘোষিত ডিজিটাল আইল্যান্ড- মহেশখালী।
☑ বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ- কক্সবাজার - টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ।
☑ কক্সবাজার - টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের দৈর্ঘ্য- ৮০ কি.মি.
☑ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত নাটক- মহামানবের দেশে।
☑ 'মহামানবের দেশ' নাটকের নাট্যরুপ নির্দেশক ও পরিচালক- মান্নান হীরা।
☑ বাংলাদেশের মোবাইল নাম্বার শুরু হয়- '০১' দিয়ে।
☑ VVPAT - Voter Verifiable Paper Audit Train
☑ বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অবস্থিত- আগারগাঁও, ঢাকায়।
☑ সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ নির্মিত ভাস্কর্য- অপরাজেয় বাংলা, অঙ্কুর ও ডলফিন, মা ও শিশু এবং অঙ্গীকার।
☑ মুক্তিযুদ্দের সর্বোর্চ ভাস্কর্য- বীর ; মূল ডিজাইনার- হাজ্জাজ কায়সার।
☑ 'বীর' ভাস্কর্য অবস্থিত- নিকুঞ্জ, ঢাকায়।
☑ শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার অবস্থিত- রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রামে।
☑ বঙ্গবন্ধু কারাগারে ছিলেন- ৪৬৮২ দিন।
☑ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে – ভূটান; ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে।
☑ জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ অনুসারে যুবদের বয়সসীমা- ১৮-৩৫ বছর।
☑ দেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার- বেগম কবিতা খানম।
☑ স্বর্ণদ্বীপের অবস্থান- হাতিয়া, নোয়াখালীতে; পূর্বনাম- জাহাইজ্জ্যার চর।
☑ বিনিয়োগ শিক্ষার বিষয়- ১২টি।
☑ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষিত হয়-৩ জুলাই ২০১৭।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট –১

- ☑ উৎক্ষেপণ করা হয় - ১১ মে ২০১৮ (বাংলাদেশ সময় ১২ মে ২০১৮)।
- ☑ এটি বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।
- ☑ উৎক্ষেপণ স্থান - লঞ্চ কমপ্লেক্স ৩৯এ, কেনেডি স্পেস সেন্টার, কেপ ক্যানাভেরাল, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র।
- ☑ নিজস্ব অরবিটাল স্লট - ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ক্লার্ক অরবিট।
- ☑ উচ্চতা - ৩৫৮০০ কিলোমিটার।
- ☑ রকেট - ফ্যালকন-৯ ব্লক-৫।
- ☑ এটি প্রদান করবে - ৪০ ধরনের সেবা।
- ☑ ওজন - ৩৬০০ কেজি।
- ☑ আয়ুস্কাল - ১৫ বছর (ডিজাইন আয়ুস্কাল ১৮ বছর)।
- ☑ নিজস্ব অরবিটালে অবস্থানের পর গতিবেগ হবে- ঘন্টায় ১১০০০ কিলোমিটার।
- ☑ এটি বিশ্বের ৪৭৩৯ তম স্যাটেলাইট (সূত্রঃ n2y.com) ।
- ☑ বিশ্ব স্যাটেলাইট ক্লাবে বাংলাদেশ - ৫৭তম।
- ☑ ধরণ- ভূ-স্থির যোগাযোগ ও সম্প্রচার স্যাটেলাইট (Geostationary Communication Satellite)।
- ☑ ট্রান্সপন্ডার - ৪০টি (১৪টি সি-ব্যান্ডের এবং ২৬টি কে-ইউ ব্যান্ডের)।
- ☑ সক্ষমতা- প্রতিটি ট্রান্সপন্ডার থেকে ৪০/মেগাহার্টজ হারে তরঙ্গ বরাদ্দ।
- ☑ নির্মাতা- থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস (ফ্রান্স)।
- ☑ উৎক্ষেপনকারী প্রতিষ্ঠান - থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস (ফ্রান্স) ও Space X ।
- ☑ নির্মাণসহ উৎক্ষেপণ ব্যয় - ২৭৬৫ কোটি টাকা।
- ☑ গ্রাউন্ড স্টেশন - গাজীপুরের তালিবাবাদ (প্রধান কেন্দ্র) এবং রাঙামাটির বেতবুনিয়া (বিকল্প কেন্দ্র)।
- ☑ পরিচালনা - থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস (ফ্রান্স)।
- ☑ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কার্যক্রম পরিচালনা, স্থল স্টেশন থেকে উপগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ করা, বিপণন ও বিক্রয় সেবা ইত্যাদির জন্য গঠন করা হয় - বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (BCSCL) ।
- ☑ BCSCL যাত্রা শুরু করে - ১০ আগস্ট ২০১৭
- ☑ BCSCL এর প্রধান - পদাধিকার বলে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব।

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৮

ক্যাটাগরি	মনোনীত ব্যক্তিগণ
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ	কাজী জাকির হাসান (মরণোত্তর),শহীদ বুদ্ধিজীবী এ.এম.এ. রাশীদুল হাসান (মরণোত্তর),শংকর গোবিন্দ চৌধুরী (মরণোত্তর),এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ (বীর উত্তম),এম. আব্দুর রহিম (মরণোত্তর),শহীদ লে.মো. আনোয়ারুল আজিম (মরণোত্তর), হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (মরণোত্তর),শহীদ আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (মরণোত্তর),শহীদ মতিউর রহমান মল্লিক (মরণোত্তর),শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক (মরণোত্তর),ও আমজাদুল হক।
চিকিৎসাবিদ্যা	অধ্যাপক ডা. এ.কে.এমডি আহসান আলী
সমাজসেবা	অধ্যাপক এ.কে. আজাদ খান
সাহিত্য	সেলিনা হোসেন
খাদ্য নিরাপত্তা	ড.মো.আব্দুল মজিদ

☑ মনোনীত ব্যক্তি - ১৬ জন।

☑ এটি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা।

একুশে পদক ২০১৮

ক্যাটাগরি	মনোনীত ব্যক্তিগণ
ভাষা আন্দোলন	আ.. জা.ম. তকীয়ুল্লাহ (মরণোত্তর) ও অধ্যাপক মির্জা মাজহারুল ইসলাম
শিল্পকলা (সঙ্গীত)	শেখ সাদী খান, সুজেয় শ্যাম, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, মো. খুরশীদ আলম ও মতিউল হক খান
শিল্পকলা (নৃত্য)	বেগম মীনু হক (মীনু বিল্লাহ)
শিল্পকলা (অভিনয়)	হুমায়ূন ফরীদি (মরণোত্তর)
শিল্পকলা (নাটক)	নিখিল সেন

শিল্পকলা (চারুকলা)	কালিদাস কর্মকার
শিল্পকলা (আলোকচিত্র)	গোলাম মুস্তফা
সাংবাদিকতা	রণেশ মিত্র
গবেষণা	ভাষা সৈনিক অধ্যাপক জুলেখা হক (মরণোত্তর)
সমাজসেবা	ইলিয়াস কাঞ্চন
অর্থনীতি	ড. মইনুল ইসলাম
ভাষা ও সাহিত্য	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম খান (কবি হায়াৎ সাইফ), সুব্রত বড়ুয়া, রবিউল হুসাইন ও খালেকদাদ চৌধুরী (মরণোত্তর)

☑ পদকের জন্য মনোনীত - ২১ জন

☑ পদক প্রদান করে - সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭

ক্যাটাগরি	মনোনীত ব্যক্তিগণ
কবিতা	মোহাম্মদ সাদিক ও মারুফুল ইসলাম
কথাসাহিত্য	মামুন হুসাইন
প্রবন্ধ	অধ্যাপক মাহবুবুল হক
গবেষণা	রফিকউল্লাহ খান
অনুবাদ	আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য	কামরুল ইসলাম ভুঁইয়া ও সুরমা জাহিদ
ভ্রমণকাহিনি	শাকুর মজিদ
নাটক	মলয় ভৌমিক
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি	মোশতাক আহমেদ
শিশুসাহিত্য	ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

☑ ক্যাটাগরি - ১০টি

☑ পুরস্কারপ্রাপ্ত - ১২জন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮

- ☑ তারিখ – ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।
- ☑ আসন সংখ্যা – ৩০০ টি।
- ☑ প্রতীক সংখ্যা – ৬৪ টি।
- ☑ নির্বাচন ব্যয় – ৭০২ কোটি টাকা।
- ☑ নিবন্ধিত দল – ৩৯ টি।
- ☑ মোট প্রার্থী – ১৮৪১ জন।
- ☑ প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়সীমা – সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা। ভোটার প্রতি ১০ টাকা।
- ☑ মোট ভোটার - ১০ কোটি ৪১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৮০ জন।
- ☑ প্রথমবার ভোট দিবে - আড়াই কোটি ।
- ☑ ভোট কেন্দ্র - ৪০,১৮৩ টি।
- ☑ ইভিএম ব্যবহৃত হয় যেসব আসনে – ঢাকা-৬, ঢাকা-১৩, চট্টগ্রাম-৯, রংপুর-৩, খুলনা-২, সাতক্ষীরা-২।
- ☑ নির্বাচনে বিজয়ী – আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট।
- ☑ প্রধান তিনটি দলের দলভিত্তিক প্রাপ্ত আসন –

Boighar.com

দলের নাম	প্রতীক	প্রাপ্ত আসন
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	২৫৭
জাতীয় পার্টি	লাঙল	২২
বিএনপি	ধানের শীষ	৬

- ☑ সবচেয়ে বেশি প্রার্থী ছিলো –কুমিল্লা -৩ আসনে (১৫ জন)।
- ☑ দলীয়ভাবে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী – ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের।
- ☑ ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থী ড.টি আই এম ফজলে রাব্বি চৌধুরীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত যে আসনে –গাইবান্ধা -৩।
- ☑ তরুণ ভোটারের সংখ্যা – ২২%।
- ☑ বিজয়ী বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নির্বাচনি ইশতেহার ছিলো – ১৯ দফা। স্লোগান –সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যগন ও মন্ত্রণালয়ের তালিকা

প্রধানমন্ত্রী

ক্রম	নাম	মন্ত্রণালয় / বিভাগ
১	শেখ হাসিনা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী

ক্রম	নাম	মন্ত্রণালয়
২	আ ক ম মোজাম্মেল হক	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	ওবায়দুল কাদের	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৪	আবদুর রাজ্জাক	কৃষি মন্ত্রণালয়
৫	আসাদুজ্জামান খান কামাল	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬	হাছান মাহমুদ	তথ্য মন্ত্রণালয়
৭	আনিসুল হক	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮	আ হ ম মুস্তফা কামাল	অর্থ মন্ত্রণালয়
৯	তাজুল ইসলাম	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
১০	দীপু মনি	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১	এ কে আবদুল মোমেন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২	এম এ মান্নান	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৩	নূরুল মজিদ মাহমুদ হারুন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১৪	গোলাম দস্তগীর গাজী	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৫	জাহিদ মালেক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১৬	সাধন চন্দ্র মজুমদার	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৭	টিপু মুনশি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৮	নুরুজ্জামান আহমেদ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৯	শ ম রেজাউল করিম	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
২০	শাহাব উদ্দিন	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়
২১	বীর বাহাদুর উ শৈ সিং	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২২	সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ	ভূমি মন্ত্রণালয়
২৩	নুরুল ইসলাম সুজন	রেলপথ মন্ত্রণালয়
২৪	ইয়াফেস ওসমান (টেকনোক্রেট)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২৫	মোস্তাফা জব্বার (টেকনোক্রেট)	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

[illegible]

ক্রম	নাম	মন্ত্রণালয়
২৬	কামাল আহমেদ মজুমদার	শিল্প মন্ত্রণালয়
২৭	ইমরান আহমেদ চৌধুরী	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৮	জাহিদ আহসান রাসেল	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২৯	নসরুল হামিদ বিপু	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩০	আশরাফ আলী খান খসরু	মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩১	মুন্নুজান সুফিয়ান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩২	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়
৩৩	জাকির হোসেন	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩৪	শাহরিয়ার আলম	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩৫	জুনাইদ আহমেদ পলক	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৩৬	ফরহাদ হোসেন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩৭	স্বপন ভট্টাচার্য্য	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৩৮	জাহিদ ফারুক	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩৯	মুরাদ হাসান	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪০	শরীফ আহমেদ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪১	কে এম খালিদ	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
৪২	এনামুর রহমান	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪৩	মাহবুব আলী	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৪৪	শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ (টেকনোক্রেট)	ধর্ম মন্ত্রণালয়

উপমন্ত্রী

ক্রম	নাম	মন্ত্রণালয়
৪৫	হাবিবুন নাহার	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৪৬	এ কে এম এনামুল হক শামীম	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪৭	মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল	শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ উপদেষ্টা

ক্রম	নাম	বিষয়
১	এইচ টি ইমাম	রাজনৈতিক
২	ড. মসিউর রহমান	অর্থনৈতিক
৩	ড. গওহর রিজভী	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
৪	তারিক আহমেদ সিদ্দিক	নিরাপত্তা
৫	ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

☑ মোট মন্ত্রী – ৪৭ জন। (নারী – ৪ জন, টেকনোক্রেট – ৩ জন)।

সাম্প্রতিক বিশ্ব

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

- ☑ বিশ্বে প্রথম 8-k রেজুলেশনের টিভি চ্যানেল চালু করেছে - জাপানের টিভি সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান NHK ।
- ☑ ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় 'ফেথাই' (Phethai) নামকরণ করে - থাইল্যান্ড। স্থানীয় ভাষায় রত্নপাথর জিরকনকে 'ফেথাই' বলে।
- ☑ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) প্রথম নারী অর্থনীতিবিদ - প্রফেসর গীতা গোপীনাথ; দায়িত্ব গ্রহণ ১ জানুয়ারি ২০১৯।
- ☑ Comprehensive & Progressive Agreement for Trans-pacific Partnership (CPTPP) বা TPP11 কার্যকর হয় - ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮।
- ☑ পৃথিবীর একমাত্র কার্বন নেতিবাচক দেশ - ভুটান। ভুটানকে 'প্রাচ্যের নিউজিল্যান্ড' বলা হয়।
- ☑ বৈশ্বিক অভিবাসন চুক্তি (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) বা সংক্ষেপে Global Compact for Migration (GCM) অনুমোদিত হয়- ১০ ডিসেম্বর ২০১৮; মরক্কোর মারাকাশে। এই চুক্তির লক্ষ্য - ২৩টি।
- ☑ ২০১৯ সালের ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল – শারজাহ (সংযুক্ত আরব আমিরাত)।
- ☑ ২০১৯ সালের ইসলামী সাংস্কৃতিক রাজধানী –আল কুদস (ফিলিস্তিন), তিউনিশ (তিউনিশিয়া)।
- ☑ জ্বালানি তেলের বাড়তি কর কমানোর দাবিতে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ট্যাক্সি চালকদের ব্যবহৃত হলুদ জ্যাকেট পরে বিক্ষোভকারীরা Yellow Vest আন্দোলন করেছে - ফ্রান্সে।
- ☑ বাজারমূল্যে বিশ্বের শীর্ষ শেয়ার বাজার অবস্থিত - যুক্তরাষ্ট্রে।
- ☑ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পাওয়া বৈশ্বিক ব্যাংক- এশীয় অবিকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (AIIB) ও নতুন উন্নয়ন ব্যাংক (NDB)।
- ☑ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র মারা যান - ৩০ নভেম্বর ২০১৮।
- ☑ প্রথম 5G চালু হয় - দক্ষিণ কোরিয়ায়।

- ☑ ব্রিটিশ তাত্ত্বিক ও পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং মারা যান - ১৪ মার্চ ২০১৮।
- ☑ বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন - ১০ মে ২০১৮।
- ☑ চীন - মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধ ৯০ দিনের জন্য স্থগিত হয় - ১ ডিসেম্বর ২০১৮।
- ☑ ইসরাইলকে 'ইহুদি জনগণের রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেশটির পার্লামেন্ট আইন পাশ করে - ১৯ জুলাই ২০১৮।
- ☑ প্রখ্যাত সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে তুরস্কের সৌদি কনস্যুলেটের ভেতর হত্যা করা হয় - ২ অক্টোবর ২০১৮।
- ☑ শতাব্দীর দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ সংগঠিত হয় - ২৭ জুলাই ২০১৮।
- ☑ থাইল্যান্ডের বন্যাপ্লাবিত থাম লুয়াং নাং নন গুহায় আটকা পড়ার ১৭ দিন পর ১২ খুদে ফুটবলার ও তাদের কোচকে জীবিত উদ্ধার করা হয় - ১০ জুলাই ২০১৮।
- ☑ জর্জিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - সালোম জুরাবিশভিলি।
- ☑ সুইডিশ পার্লামেন্টে প্রথম হিজাব পরা মুসলিম নারী - লায়লা আলী এলমি।
- ☑ জার্মানির ক্ষমতাসীন দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের নতুন প্রধান - আনেগ্রেট ক্রাম্প-কারেনবাউয়ার।
- ☑ ২০১৮ সালের Time Person of the Year নির্বাচিত হয়েছেন - বিশ্বব্যাপী নিহত ও কারাবন্দি সাংবাদিকরা।
- ☑ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক Forbes বিজনেস ম্যাগাজিনের তালিকায় বিশ্বের শীর্ষ ক্ষমতাধর নারী - জার্মানির চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল। তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান - ২৬তম।
- ☑ স্বাধীন ভারতে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের প্রথম মুসলিম মেয়র - ফিরহাদ হাকিম।
- ☑ BBC এর জরিপে সেরা ১০০ বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্রের মধ্যে সেরা চলচ্চিত্র- Seven Samurai।
- ☑ BBC এর জরিপে সেরা ১০০ বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্রের মধ্যে স্থান পাওয়া বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র- পথের পাঁচালী।
- ☑ টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে একাধিক ডাবল সেঞ্চুরি করেন - মুশফিকুর রহিম।

☑ অভিষেক টেস্টে সর্বকনিষ্ঠ বোলার হিসেবে ৫ উইকেট নেয়ার বিশ্বরেকর্ডধারী - নাঈম হাসান) বাংলাদেশ(।

☑ আন্তর্জাতিক আত্মসংযম বর্ষ (International Year of Moderation) - ২০১৯।

☑ জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (UNEP) বর্তমান নির্বাহী পরিচালক - জোয়েস মাসুয়া (তাঞ্জানিয়া)।

☑ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ইউনেস্কো ত্যাগকারী দেশ - যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল।

☑ ২০মে ২০১৯ থেকে কিলোগ্রামকে সংজ্ঞায়িত করা হবে - বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আলোকে।

☑ ইউনিসেফের কনিষ্ঠ শুভেচ্ছা দূত - মিলি ব্রাউন (ব্রিটিশ অভিনেত্রী)।

☑ ভারতের প্রথম আকাশপথ (Skywalk) চালু হয় - পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণেশ্বরে।

☑ ভারতের গুজরাট রাজ্যে নির্মিত বিশ্বের সর্বোচ্চ ভাস্কর্য Statue of Unity উদ্বোধন করা হয় - ৩১ অক্টোবর ২০১৮। 'লৌহমানব' হিসেবে পরিচিত ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতি ভাস্কর্যটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়। ভাস্কর্যটিত উচ্চতা - ১৮২ মিটার বা ৫৯৭ ফুট।

☑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ নারী কংগ্রেস - ২৯ বছর বয়সী আলেকজান্দ্রিয়া ওকাশিয়ো-কার্তেজ।

☑ প্রথমবার মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে জয়ী দুই মুসলিম নারী - সোমালি অভিবাসী ইলহান ওমর এবং ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত রশিদা তালিব।

☑ মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন ২০১৮-তে জয়ী দুই বাংলাদেশি - শেখ রহমান এবং আবুল খান।

☑ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার – সামিট (যুক্তরাষ্ট্র)।

☑ বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু (৫৫ কি.মি.) - Hong Kong - Zhuhai - Macau Bridge (চীন)।

☑ ৩০ সেপ্টেম্বর দেশের নাম বদলের জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয় - মেসিডোনিয়ায়।

☑ ২০১৮ সালে সাহিত্যের বিকল্প নোবেল 'নিউ একাডেমি প্রাইজ ফর লিটারেচার' লাভ করেন - ম্যারিস কোন্ডি।

☑ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক অর্থনীতির জনক (Father of Climate Change Economy) - অধ্যাপক উইলিয়াম নর্ডহাস (যুক্তরাষ্ট্র)।

☑ Five Eyes বা Fvey হলো - অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের গোয়েন্দা সংস্থা নিয়ে গঠিত বিশ্বের শীর্ষ গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক।

☑ বিশ্বে প্রথম Mobile Number Portability (MNP) সুবিধা চালু হয় – সিঙ্গাপুরে; ১ এপ্রিল ১৯৯৭।

☑ ২০১৮ সালের বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার লাভ করেন - ড .ডেভিড নাবাররো ও ড লওরেস হাদ্দাদ।

☑ ২০১৮ সালের এবেল পুরস্কার লাভ করেন - রবার্ট ল্যাংল্যান্ডস।

☑ ২০১৮ সালের ম্যান বুকার পুরস্কার লাভ করেন - অ্যানা বার্নস Milkman গ্রন্থের জন্য।

☑ USMCA'র পূর্ণরূপ- United States - Mexico - Canada Agreement. পূর্বের North American Free Trade Agreement (NAFTA) এর জায়গায় প্রতিস্থাপিত হবে USMCA. চুক্তিভুক্ত অঞ্চলগুলোর মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায়)।

☑ ভারতের উত্তর প্রদেশের মহানগর এলাহাবাদের নতুন নাম - প্রয়াগরাজ।

☑ কলকাতার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য - অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।

☑ IPCC Special Report on Global Warming of 1.5° তে বলা হয়, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৫° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে - ২০৩০ সালের মধ্যেই।

☑ যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অঙ্গরাজ্যের প্রথম মুসলিম এটর্নি জেনারেল - কেইথ এলিসন।

☑ ২০১৮ সালের ইউএস ওপেনে চ্যাম্পিয়ন-
পুরুষ এককে - নোভাক জোকোভিচ (সার্বিয়া)।
নারী এককে - নাওমি ওসাকা (জাপান)।

☑ COMCASA এর পূর্ণরূপ- Communications Compatibility & Security Agreement.

☑ IoT এর পূর্ণরূপ- Internet of Things.

☑ HEAT এর পূর্ণরূপ- Higher Education Acceleration & Transformation.

☑ বিশ্বের প্রথম Electromagnetic রকেট উদ্ভাবনকারী দেশ - চীন।

☑ ২০১৮ সালের FIFA The Best ও UEFA বর্ষসেরা খেলোয়াড় - লুকা মডরিচ (ক্রোয়েশিয়া / রিয়াল মাদ্রিদ)।

☑ ২০১৮ সালের ১৮তম এশিয়ান গেমিসে শীর্ষ পদকজয়ী দেশ - চীন।

☑ ২০১৮ সালের দ্বাদশ সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন - মালদ্বীপ।

☑ 'ক্যাগোমে কোয়ান্টাম চুম্বক' আবিষ্কার করেন - বাংলাদেশি ড .জাহিদ হাসান তাপসের নেতৃত্বাধীন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ২২ সদস্যের গবেষক দল।

☑ বিশ্বের ইতিহাসে বৃহত্তম সামরিক মহড়া প্রদর্শন করে - রাশিয়া। চীন ও মঙ্গোলিয়ার সাথে যৌথভাবে করা এই মহড়ার নামকরণ করা হয় Vostok 2018 বা প্রাচ্য ২০১৮।

☑ জাতিসংঘের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহাসচিব ও কূটনীতিক কফি আনান মারা যান - ১৮ আগস্ট ২০১৮।

☑ কফি আনান রচিত আত্মজীবনী- Interventions : A Life in War & Peace.

☑ বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রপরিচালিত স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প - 'আয়ুস্মান ভারত' বা 'মোদি কেয়ার'।

☑ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ফিলিপাইনে আঘাত হানা ইতিহাসের ভয়াবহ টাইফুনের নাম - মাংখুত।

☑ কাঠের তৈরি বিশ্বের সর্ববৃহৎ কোরআন রয়েছে - ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ সুমাত্রা প্রদেশের পালেমবাংয়ে।

☑ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বর্তমান ও প্রথম নারী হাইকমিশনার - মিশেল বাশেলেট (চিলি)।

☑ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচিত প্রথম অমুসলিম সদস্য - মহেশ কুমার মালানী।

☑ পাকিস্তানের হাইকোর্টের প্রথম নারী প্রধান বিচারপতি - সৈয়দা তাহিরা সফদার।

☑ মিন্দানাও স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত আইন Bangsamoro Basic Law (BBL) কার্যকর হয় - ১০ আগস্ট ২০১৮। আইন অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন পাওয়া মুসলিম অঞ্চলটির নাম হবে 'বাংসামরো'।

☑ MILF-এর পূর্ণরূপ - Moro Islamic Liberation Front. MILF গঠিত হয় - ১৯৭৭ সালে।

☑ ২৫ জুলাই ২০১৮ অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে জিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন - ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের প্রধান ইমরান খান।

☑ ভারতের আসাম রাজ্যের হালনাগাদ জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণের (NRC) চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয় - ৩০ জুলাই ২০১৮। তালিকা থেকে বাদ পড়ে ৪০ লাখ ৭ হাজার ৭০৭ জন।

☑ ১০০০তম টেস্ট খেলা প্রথম ক্রিকেট দল - ইংল্যান্ড।
☑ এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নতুন মহাসচিব - কুমি নাইডু।
☑ ২০১৮ সালের গোল্ডেন ম্যান বুকার পুরস্কার লাভ করেন - মাইকেল ওন্দাতজ The English Patient গ্রন্থের জন্য।
☑ যুক্তরাজ্যের BREXIT মন্ত্রী - ডমিনিক রাব।
☑ ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে সীমান্ত যুদ্ধ সমাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয় - ৯ জুলাই ২০১৮।
☑ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ও জাপানের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১৭ জুলাই ২০১৮।
☑ বিশ্বে বর্তমানে মোট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য - ৮৪৫টি।

☑ যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ (UNHCR) ত্যাগের ঘোষণা দেয়- ১৯ জুন ২০১৮।
☑ যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ সংক্রান্ত ব্রেক্সিট বিল আনুষ্ঠানিকভাবে আইনে পরিণত হয়- ২৬ জুন ২০১৮।
☑ মেসিডোনিয়ার প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্রীয় নাম- Republic of North Macedonia।
☑ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৩তম বার্ষিক অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট- মারিয়া ফার্নান্দো এস্পিনোসা গারসেস (ইকুয়েডর)।
☑ বিশ্বের প্রথম EPR (European Pressurized Reactor) পরমাণু প্রকল্পের কাজ শুরু করে- চীন।
☑ গণমাধ্যমে Meeting of the Century হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে- ১২ জুন ২০১৮ সিঙ্গাপুরের সেন্তোসা দ্বীপে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের মধ্যকার ঐতিহাসিক বৈঠককে।
☑ চীনের তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী- Type 001A।
☑ ইরানের সাথে স্বাক্ষরিত ছয়জাতি পারমাণবিক চুক্তি থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন- ৮ মে ২০১৮।
☑ সাউথ ওয়েস্ট এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (SWAFF)-এর সদস্য দেশ- ১০টি (বাংলাদেশও এর অন্তর্ভুক্ত)।
☑ SWAFF-এর সদর দপ্তর- জেদ্দা (সৌদি আরব)।
☑ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা (CIA)-এর বর্তমান ও প্রথম নারী পরিচালক- জিনা

হাসপেল।

- ☑ বিশ্বে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতির দেশ- ভেনিজুয়েলা।
- ☑ বিশ্বের প্রথম ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নাম- Akademik Lomonsov (রাশিয়া)।
- ☑ সোকোত্রো দ্বীপের মালিকানা- ইয়েমেনের।
- ☑ বিশ্বের বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী- মাহাথির মোহাম্মদ (মালয়েশিয়া)।
- ☑ মাহাথির মোহাম্মদের নির্বাচনী জোট- পাকাতান হারাপান।
- ☑ ২০১৮ স্সালের ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ লাভ করেন- পোল্যান্ডের ওলগা টোকারচুক (Flights গ্রন্থের জন্য)।
- ☑ ২০১৮ সালে যে ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হবে না- সাহিত্যে।
- ☑ বার্বাডোজের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- মিয়া আমর মোটলি।
- ☑ যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী- পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সাজিদ জাভিদ।
- ☑ সোয়াজিল্যান্ডের পরিবর্তিত নতুন নাম- Kingdom of eSwatini ।
- ☑ সোয়াতি ভাষায় ইসোয়াতিনি (eSwatini) শব্দের অর্থ- সোয়াজিদের ভূমি।
- ☑ বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সেতুর নাম- Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge ।
- ☑ বর্তমানে বিশ্বে তেল আমদানিতে শীর্ষ দেশ- চীন।
- ☑ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC)'র বর্তমান সদর দপ্তর- কলম্বো, শ্রীলংকা।
- ☑ বিশ্বের প্রথম বানিজ্যিক হাইপারলুপ তৈরি হচ্ছে- সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- ☑ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং মারা যান- ১৪ মার্চ ২০১৮।
- ☑ সৌদি আরবের প্রথম নারী মন্ত্রী- তামাদুর বিনতে ইউসেফ আল-রামাহ।
- ☑ বিশ্বের দীর্ঘতম সোজা মহাসড়কের নাম- Highway 10 (সৌদি আরব, ২৫৬ কি.মি.)
- ☑ Comprehensive & Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) স্বাক্ষরকারী দেশ- ১১টি।
- ☑ ওয়ানডে ক্রিকেটের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক- রশিদ খান (আফগানিস্তান)।
- ☑ বিশ্বের ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান- Ethnologue Languages of the World.
- ☑ বিশ্বে E-Passport চালু রয়েছে- ১১৮টি দেশে।
- ☑ International Decade for Action Water for Sustainable Development- এর সময়কাল- ২০১৮-২০২৮।

☑ টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মহাসাগরীয় বিজ্ঞান দশক- ২০২১-২০৩০।
☑ লাইবেরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট- সাবেক বিশ্বসেরা ও ব্যালন ডি অর জয়ী একমাত্র আফ্রিকান ফুটবলার জর্জ উইয়াহ।
☑ ২০১৮ সালের জন্য G-77 এর চেয়ারম্যান দেশ- মিশর।
☑ জাতিসংঘ স্বীকৃত বিশ্বের প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা- ১৮০টি।
☑ বিশ্বের সর্বশেষ প্রচলিত মুদ্রা- South Sudanese Pound (SSP)।
☑ নাগরিকদের একাকিত্ব দূর করতে 'নিঃসঙ্গ মন্ত্রনালয়' গঠন করেছে- যুক্তরাজ্য।
☑ বিশ্বের বৃহত্তম উভচর উড়োজাহাজ AG 600 এর নির্মাতা- চীন।
☑ International Year of Camelids – ২০২৪ সাল।
☑ International Year of Artisanal Fisheries & Aquaculture – ২০২২ সাল।

Boighar.com

☑ United Nations Decade of Family Farming – ২০১৯ – ২০২৮।
☑ চাবাহার হলো- ইরানের নতুন সমুদ্র বন্দর।
☑ Knyaz Vladimir বা Prince Vladimir সাবমেরিনের নির্মাতা- রাশিয়া।
☑ স্পেন ও ফ্রান্স যে দ্বীপের মালিকানা ছয় মাস অন্তর অদলবদল করে-ফেজ্যান্ট আইল্যান্ড।
☑ কানাডার মন্ট্রিলের প্রথম নারী মেয়র- ভ্যালেরি প্ল্যান্টে।
☑ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম- A-135।
☑ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সুপার কম্পিউটার রয়েছে- চীনে।
☑ সর্বশেষ টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়া দেশ - আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড।
☑ হামফ্রেইস সমুদ্রবন্দর অবস্থিত- দক্ষিণ কোরিয়ায়।
☑ চীনের মনুষ্যবিহীন প্রথম হেলিকপ্টারের নাম- AV500W।
☑ সিঙ্গাপুরের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট- হালিমা ইয়াকুব।
☑ UN ESCAP'র কাগজবিহীন বানিজ্য সহজীকরণ কাঠামো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ- বাংলাদেশ।
☑ বিশ্বের প্রথম ফতোয়া বুথ বা ইসলামিক অনুশাসন কেন্দ্র চালু হয়েছে- মিশরের কায়রোতে।
☑ চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' কর্মসূচির প্রবক্তা- শি চিন পিং।
☑ পোলার সিল্ক রোডের প্রস্তাবক – চীন।

- ☑ 2019 : International Year of Indigenous Languages
- ☑ 2019 : International Year of Moderation
- ☑ 2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements
- ☑ দশকঃ ২০১৯ – ২০২৮ : United Nations Decade of Family Planning
- ☑ ওয়াখন করিডর অবস্থিত – আফগানিস্তানে।
- ☑ জাতিসংঘের পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ- ব্রাজিল।
- ☑ Lloyd's List অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ বন্দর- সাংহাই, চীন (চট্টগ্রাম বন্দর ৭১তম)
- ☑ কাতালোনিয়ার রাজধানী- বার্সেলোনা।
- ☑ কাতালোনিয়ার স্বাধীনতাকামী নেতা- কার্লোস পুজদেমন।
- ☑ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘ মহাসচিবের ফর্মুলা ছিলো- তিন দফা।
- ☑ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে গঠিত আনান কমিশনের দাফতরিক নাম- Advisory Commission on Rakhain State
- ☑ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসকে বলা হচ্ছে- চীনের ৩য় অধ্যায়।
- ☑ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম- A-135
- ☑ জিম্বাবুয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- এমারসন এমনানগাগওয়া।
- ☑ বিশ্বে প্রথম নাগরিকত্বপ্রাপ্ত রোবট- সোফিয়া (প্রদানকারী দেশ- সৌদিআরব)
- ☑ মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বিমানঘাঁটি- আল উদেইদ বিমানঘাঁটি, কাতার।
- ☑ এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু- ভুপেন হাজারিকা সেতু, ভারত; দৈর্ঘ্য- ৯.১৫ কি.মি.
- ☑ চীন প্রথম বৈদেশিক নৌঘাঁটি নির্মাণ করে- জিবুতিতে।
- ☑ GSLV এর পূর্ণরুপ- Geosynchronous Satellite Launch Vehicle
- ☑ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের বর্তমান নেতা- ইসমাইল হানিয়া।
- ☑ ফ্রান্সের ২৫তম ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট- ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ; প্রধানমন্ত্রী- এডওয়ার্ড ফিলিপ।
- ☑ হলোকাস্ট ডেনিয়াল ল' আছে- ১৭টি দেশে।
- ☑ সম্প্রতি লন্ডন থেকে সরাসরি চীনে আসা প্রথম ট্রেন- ইস্ট উইন্ড।

- ☑ মোজাম্বিক শব্দ 'চিকনগুনিয়া' শব্দের অর্থ- ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া।
- ☑ চিকনগুনিয়া প্রথম দেখা যায়- ১৯৫২ সালে, আফ্রিকায়।
- ☑ যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র- Minuteman-III
- ☑ উত্তর কোরিয়ার তৈরি পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র- Hwasong-10
- ☑ ফাদার অব অল বোম্বস (FOAB)- রাশিয়ার তৈরি।
- ☑ মাদার অব অল বোম্বস (MOAB)- যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি।
- ☑ আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা বর্ষ- ২০১৯।
- ☑ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার নতুন গভর্ণর- আনিস বাসউইদেন।
- ☑ দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু- ঢোল-সাদিয়া সেতু, ভারত।
- ☑ চীনের নিজস্ব তৈরি বিমানবাহী রণতরী- Type 001A
- ☑ এশিয়ার বাঘ বলা হয়- হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানকে।
- ☑ জাতিসংঘের সর্বকনিষ্ঠ শান্তিদূত- মালালা ইউসুফজাঈ; পাকিস্তান।
- ☑ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর বর্তমান প্রশাসক- অসিম স্টেইনার; জার্মানি।
- ☑ ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (TPP) চুক্তির প্রস্তাবিত নাম- TPP 12 Minus One
- ☑ SEA-ME-WE এর পূর্ণরূপ- South East Asia- Middle East- Western Europe
- ☑ বাংলাদেশ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE 4 এ যুক্ত হয়- ২১ মে, ২০০৬
- ☑ SEA-ME-WE 4 এর বাংলাদেশের ল্যান্ডিং স্টেশন - ঝিলংজা, কক্সবাজার।
- ☑ ২য় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE 5 কনসোর্টিয়ামে সংযুক্ত রয়েছে- ১৭টি দেশ ও ১৯টি টেলিকম অপারেটর।
- ☑ SEA-ME-WE 5 এ বাংলাদেশ যুক্ত হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে।
- ☑ SEA-ME-WE 5 এর ল্যান্ডিং স্টেশন- কুয়াকাটা, পটুয়াখালী ; দৈর্ঘ্য- ২০০০০ কি.মি.
- ☑ বিশ্বের প্রথম স্মার্টফোন- আইবিএমের 'সাইমন'
- ☑ সর্বাধিক সাবমেরিন আছে- যুক্তরাষ্ট্রের; ৭৫টি

☑ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা THAAD এর পূর্ণরুপ- Terminal High Altitude Area Defense
☑ নিউজিল্যান্ড 'মানবীয় সত্তা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে- হোয়াংগানুই নদীকে।
☑ যুক্তরাষ্ট্র THAAD ক্ষেপনাস্ত্র স্থাপন করেছে- দক্ষিণ কোরিয়ায়।
☑ জাতিসংঘের ৫ম উপ-মহাসচিব- আমিনা মোহাম্মদ।
☑ ইথনোলগঃ বিশ্ব ভাষাচিত্র ২০১৮

- বিশ্ব প্রচলিত ভাষা - ৭০৯৭টি
- সর্বাধিক ভাষার দেশ- পাপুয়া নিউগিনি; ৮৪১টি
- সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা- চৈনিক
- বাংলা ভাষার অবস্থান- ৬ষ্ঠ

☑ CETA এর পূর্ণরুপ- Comprehensive Economic & Trade Agreement
☑ যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তের দৈর্ঘ্য- ৩২০১ কি.মি.
☑ 'নীলা জয়ন্তী' পালিত হয়- ৬৫ বছরে।
☑ E7 বা উদীয়মান অর্থনীতির গ্রুপভুক্ত দেশসমূহ- চীন, ভারত, রাশিয়া, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো ও তুরস্ক।
☑ বিশ্বের সর্ববৃহৎ তামাখনি- এস্কোনদিদা; চিলি।
☑ ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস করেন- সাংবাদিক কার্ল বার্নস্টেইন।
☑ পর্তুগালের গণতন্ত্রের জনক- মারিও সোয়ারেস।
☑ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে গঠিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)- এর সদর দপ্তর- ইনচিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়ায়।
☑ মানবদেহের অঙ্গের সংখ্যা- ৭৯টি; ৭৯তম অঙ্গ- মেসেনটেরি।
☑ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF) এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান- প্রফেসর ক্লাউস মার্টিন স্কোয়াব।
☑ Land of Ruby নামে পরিচিত- মোগক উপত্যকা, মান্দালয়, মিয়ানমার।
☑ পিন্টারেস্ট যে ধরণের ওয়েবসাইট- ফটো শেয়ারিং।
☑ জাতিসংঘের ৯ম ও বর্তমান মহাসচিব- এন্টোনিও গুতিয়েরেস (পর্তুগাল)
☑ বিশ্বে অভিবাসী গমনাগমনের বৃহত্তর করিডর- মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র করিডর।

☑ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহজে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সহায়তা দিতে 'টেকনোলজি ব্যাংক' স্থাপিত হয়েছে- গেবজি, ইস্তানবুল, তুরস্কে।
☑ LEED-এর পূর্ণরূপ- Leadership in Energy & Environmental Design.
☑ LEED নামে পরিবেশবান্ধব সনদ প্রদান করে- ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (USGBC)
☑ বিশ্বের প্রথম সৌর সড়ক উদ্বোধন করা হয়- ফ্রান্সে।
☑ পর্যায় সারণিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন চারটি মৌলের নাম- নিহোনিয়াম (Nh), মস্কোভিয়াম (Mc), টেনেসাইন (Ts) ও অগ্যানিসন (Og)
☑ বিশ্বে প্রথম তিন মা-বাবার সন্তান জন্মের আইনি অনুমোদন দেয়- যুক্তরাষ্ট্র।
☑ বিশ্বব্যাংকের ক্যাটাগরিতে দেশ ৪ ভাগে বিভক্ত- নিম্ন, নিম্ন মধ্যম, উচ্চ মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশ।
☑ CDP ৩টি সূচকের ভিত্তিতে LDC'র তালিকা করে- মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও ভঙ্গুরতা।
☑ ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল : শারজাহ (সংযুক্ত আরব আমিরাত)।

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৮

☑ স্বাগতিক দেশ - রাশিয়া
☑ সময়কাল - ১৪ জুন - ১৫ জুলাই
☑ চ্যাম্পিয়ন - ফ্রান্স
☑ রানার্স আপ - ক্রোয়েশিয়া
☑ ৩য় স্থান – বেলজিয়াম
☑ ফেয়ার প্লে ট্রফি – স্পেন
☑ সেরা খেলোয়াড় (গোল্ডেন বল) - লুকা মডরিচ (ক্রোয়েশিয়া)
☑ সেরা গোলকিপার (গোল্ডেন গ্লাভস) - থিবো কর্তোয়া (বেলজিয়াম)
☑ সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় - কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স)
☑ সর্বোচ্চ গোলদাতা - হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড | ৬ গোল)
☑ উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচের ভেন্যু - লুঝনিকি স্টেডিয়াম, মস্কো
☑ এই বিশ্বকাপেই প্রথম দায়িত্ব পায় - বলগার্লরা
☑ অফিশিয়াল বল - টেলস্টার ১৮

☑ নকআউট পর্বের বল - টেলস্টার মেসতা
☑ মাসকট – Zabivaka
☑ প্রথম গোল - ইউরি গাজীনস্কি (রাশিয়া)
☑ প্রথমবার খেলা দেশ - আইসল্যান্ড ও পানামা
☑ অংশগ্রহণকারী মুসলিম দেশ - ৭টি
☑ নকআউট পর্বে খেলা এশীয় দেশ – জাপান
☑ ল্যাটিন আমেরিকার কোন দলকে হারানো প্রথম এশীয় দেশ - জাপান
☑ এই বিশ্বকাপেই প্রথম ব্যবহৃত হয় - VAR প্রযুক্তি
☑ বিশ্বকাপে খেলা আরব দেশ - ৪টি
☑ মোট ম্যাচ - ৬৪টি।

বিভিন্ন রিপোর্ট -সমীক্ষা ও বাংলাদেশ

সূচকের নাম	প্রতিবেদন প্রকাশকারী প্রতিষ্ঠান	শীর্ষ অবস্থানে থাকা দেশ	সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকা দেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন সূচক (IDI)	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF)	নরওয়ে	মোজাম্বিক	৩৪তম
বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচক	ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (EIU)	নরওয়ে	উত্তর কোরিয়া	৯২তম
আইনের শাসন সূচক	The World Justice Project (WJP)	ডেনমার্ক	ভেনিজুয়েলা	১০২তম
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক	থিংক ট্যাংক দ্য হেরিটেজ ফাউন্ডেশন	হংকং	উত্তর কোরিয়া	১২৮তম
দূর্নীতি	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI)	সোমালিয়া	নিউজিল্যান্ড	১৭তম

দূষণের মাত্রা	যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশগত সুরক্ষা সংস্থা (EPA)	কাঠমান্ডু (নেপাল)		৪র্থ (ঢাকা)
শিশু মৃত্যুহার	জাতিসংঘ শিশুবিষয়ক সংস্থা (UNICEF)	পাকিস্তান	জাপান	হাজারে ২০.১ জন
কমনওয়েলথ উদ্ভাবনী সূচক	কমনওয়েলথ	যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, কানাডা		২৪তম
বাল্যবিবাহের হার	জাতিসংঘ শিশুবিষয়ক সংস্থা (UNICEF)	নাইজার		৪র্থ
মানব পুঁজি (Human Capital)	চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সাময়িকী ল্যানসেট	ফিনল্যান্ড	নাইজার	১৬১তম
যানজট	Numbeo	কলকাতা (ভারত)	ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)	২য় (ঢাকা)
অস্ত্র রপ্তানি	SIPRI	যুক্তরাষ্ট্র		১৯তম
উন্নত সড়ক ব্যবস্থা	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF)	সংযুক্ত আরব আমিরাত	মাদাগাস্কার	১১৩তম
ব্যয়বহুল শহর	ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (EIU)	সিঙ্গাপুর সিটি (সিঙ্গাপুর)	দামেস্ক (সিরিয়া)	৭২তম (ঢাকা)
চাষকৃত মাছ উৎপাদন	জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	চীন		৫ম
মিঠা পানির মাছ উৎপাদন	জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	চীন		৩য়

জনসংখ্যা	জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)	চীন	শূন্য জনসংখ্যার দেশ ২টি (আলবেনিয়া ও বেলারুশ)	৮ম
এটলাস পদ্ধতি অনুসারে মাথাপিছু জাতীয় আয়	বিশ্বব্যাংক	সুইজারল্যান্ড (৮০,৫০০ মার্কিন ডলার)	বুরুন্ডি (২৯০ মার্কিন ডলার)	
স্বাস্থ্যসেবার মান ও সহজপ্রাপ্যতা	চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সাময়িকী ল্যানসেট	আইসল্যান্ড	আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১৩৩তম
মানবসম্পদ সূচক	বিশ্বব্যাংক	সিঙ্গাপুর	শাদ	১০৬তম
বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা	বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF)	যুক্তরাষ্ট্র	শাদ	১০৩তম
গণতন্ত্র	ডেমোক্রেটাইজেশন জার্নাল	নরওয়ে	উত্তর কোরিয়া	১৩৫তম
ডুয়িং বিজনেস ২০১৯	বিশ্বব্যাংক	নিউজিল্যান্ড	সোমালিয়া	১৭৬তম
Nation Brands	ব্রান্ড ফাইন্যান্স	যুক্তরাষ্ট্র		৩৯তম
পোশাক রপ্তানি	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	চীন		২য়
পোশাক আমদানি	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	যুক্তরাষ্ট্র		৪র্থ

৯০তম অস্কার ২০১৮

- ☑ ভেন্যু - ডলবি থিয়েটার হল, লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র
- ☑ সেরা চলচ্চিত্র - দ্য শেপ অব ওয়াটার
- ☑ সেরা পরিচালক - গুইলারমো দেল তোরো
- ☑ সেরা অভিনেতা - গ্যারি ওল্ডম্যান
- ☑ সেরা অভিনেত্রী - ফ্রান্সিস ম্যাকডোম্যান্ড
- ☑ সেরা বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র - আ ফ্যান্টাস্টিক ওম্যান (চিলি)
- ☑ সবচেয়ে বয়স্ক বিজয়ী - জেমস আইভরি
- ☑ শ্রদ্ধা জানানো হয় - বলিউডের প্রয়াত অভিনেতা শশী কাপুর এবং প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবীকে।

২০১৮ সালের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনসমূহ ও ভেন্যু

সম্মেলন	ভেন্যু
৪৪তম G7 শীর্ষ সম্মেলন	কুইবেক, কানাডা
১০৭তম আন্তর্জাতিক শ্রমিক কনফারেন্স	লা মালবে, কুইবেক, কানাডা
১৭তম Shangri La Dialogue	সিঙ্গাপুর
৭১তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
২০তম CPD অধিবেশন	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
G7 আউটরিচ	কুইবেক, কানাডা
৫১তম এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বার্ষিক সভা	ম্যানিলা, ফিলিপাইন (প্রতিপাদ্যঃ টেকসই অর্থনীতির জন্য সহযোগিতা)
১০ম BRICS শীর্ষ সম্মেলন	জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা
২৫তম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন (CHOGM)	লন্ডন, যুক্তরাজ্য
৪৮তম বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) বার্ষিক বৈঠক	দাভোসক্লোস্টার্স, সুইজারল্যান্ড (প্রতিপাদ্যঃ Creating a Shared Future in Fractured World)

১৩তম G-20 শীর্ষ সম্মেলন	বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেন্টিনা
৩২তম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন	সিঙ্গাপুর
২২তম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন	আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস
২৯তম আরব লিগ শীর্ষ সম্মেলন	দাহরান, সৌদি আরব
২৯তম NATO শীর্ষ সম্মেলন	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
৪র্থ BIMSTEC শীর্ষ সম্মেলন	কাঠমান্ডু, নেপাল
৩৩তম ASEAN শীর্ষ সম্মেলন	সিঙ্গাপুর সিটি, সিঙ্গাপুর
২৬তম APEC শীর্ষ সম্মেলন	পোর্ট মোসবি, পাপুয়া নিউগিনি
২৪তম COP শীর্ষ সম্মেলন	কেইটুইয়েস, পোল্যান্ড
১৩তম G20 শীর্ষ সম্মেলন	বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেন্টিনা
৫১তম ADB শীর্ষ সম্মেলন	ম্যানিলা, ফিলিপাইন
৩য় AIIB শীর্ষ সম্মেলন	মুম্বাই, ভারত
৭৩তম UNGA শীর্ষ সম্মেলন	জাতিসংঘ সদর দপ্তর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
১৩৯তম IPU শীর্ষ সম্মেলন	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
IMF-World Bank শীর্ষ সম্মেলন	বালি, ইন্দোনেশিয়া
৮৭তম INTERPOL শীর্ষ সম্মেলন	দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
৯ম বৈশ্বিক সামাজিক ব্যবসা শীর্ষ সম্মেলন	উলফসবার্গ, জার্মানি

সম্প্রতি আলোচিত বইসমূহ ও রচয়িতাদের নাম

বইয়ের নাম	রচয়িতা
‘নয়া চীন ভ্রমণ’, ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’, ‘স্মৃতিকথা’	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শিশুতোষ গ্রন্থ ‘হালুম’	সাকিব আল হাসান (১ম গ্রন্থ)
A World of Three Zeros	ড. মুহাম্মদ ইউনুস
Becoming	মিশেল ওবামা

The Red Haired Woman	ওরহান পামুক
What Happened	হিলারি ক্লিনটন
Hit Refresh	সত্য নাদেলা
Unstoppable:My Life So Far	মারিয়া শারাপোভা
The Coalition Years	প্রণব মুখার্জি
VV Putin: Top Leader of the Planet	রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আত্মজীবনী
ফার্স্টবয়দের দেশ	অমর্ত্য সেন
The Golden House	সালমান রুশদি
The Dramatic Decade: The Indira Gandhi Years	প্রণব মুখার্জি Boighar.com
The Bones of Grace	তাহমিমা আনাম
The Ministry of Utmost Happiness	অরুন্ধতী রায়
A Horse Walks into a Bar	ডেভিড গ্রসম্যান
A Small Death	মোহাম্মদ হাসান আলওয়ান
The President is Missing	জেমস প্যাটারসন ও বিল ক্লিনটন
Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors	জর্জ ডব্লিউ বুশ
Lincoln in the Bardo	জর্জ স্যান্ডার্স
Exam Warriors	নরেন্দ্র মোদি
PEACE & HARMONY	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিভিন্ন কবিদের লেখা কবিতার সংকলন
Flights	ওলগা টোকারচুক

নোবেল পুরস্কার ২০১৮

বিষয়	বিজয়ীর নাম	অবদান
চিকিৎসাশাস্ত্র	জেমস প্যাট্রিক এলিসন (যুক্তরাষ্ট্র) ও তাসুকু হনজো (জাপান)	মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন
পদার্থবিদ্যা	আর্থার অ্যাশকিন (যুক্তরাষ্ট্র) জেরার্ড মৌরী (ফ্রান্স) ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড (কানাডা)	লেজার রশ্মির যুগান্তকারী ব্যবহার পদ্ধতি উদ্ভাবন
রসায়ন	ফ্রান্সেস হ্যামিলটন আর্নল্ড (যুক্তরাষ্ট্র) জর্জ পিজজেনিক স্মিথ (যুক্তরাষ্ট্র) ও স্যার গ্রেগরি পল উইন্টার (যুক্তরাজ্য)	প্রাণিদেহের রসায়নঘটিত সমস্যা সমাধানে বিবর্তনের ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রোটিন উন্নয়নে কাজ করা
শান্তি	ডেনিস মুকওয়েগে (কঙ্গো) ও নাদিয়া মুরাদ বাসে তাহা (ইরাক)	যুদ্ধ – সহিংসতার মধ্যে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার নারীদের রক্ষায় বিশেষ প্রচেষ্টা
অর্থনীতি	উইলিয়াম ডি. নর্ডহাস (যুক্তরাষ্ট্র) পল মাইকেল রোমার (যুক্তরাষ্ট্র)	জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রযুক্তি কীভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে গবেষণা

☑ এবারের নোবেল বিজয়ীর সংখ্যা – ১২ জন।

☑ সুইডিশ একাডেমির সদস্যদের যৌন ও আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে ২০১৮ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কারটি স্থগিত করা হয়েছে, যা ২০19 সালের পুরস্কারের সাথে প্রদান করা হবে।

২০১৮ সালে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানগণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন

প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্টের নাম	দেশ
জর্জ উইয়া	লাইবেরিয়া
সিরিল রামাফোসা	দক্ষিণ আফ্রিকা
সেবাস্তিয়ান পিনেরা	চিলি
উইন মিনত	মিয়ানমার
কিউবা	মিগুয়েল দিয়াজ কানেল
ইভান ডিউকি	কলম্বিয়া
আরিফুর রেহমান আলভি	পাকিস্তান
বারহাম সালিহ	ইরাক
ইব্রাহীম মোহামেদ সোলিহ	মালদ্বীপ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর নাম	দেশ
ভিওরিকা ড্যানসিলা	রোমানিয়া (প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী)
কে .পি শর্মা অলি	নেপাল
মাহাথির মোহাম্মদ	মালয়েশিয়া
মিয়া আমর মোটলি	বার্বাডোজ
গিউসেপ্পে কন্তে	ইতালি
পেদ্রো সানচেজ	স্পেন
ইমরান খান	পাকিস্তান
স্কট মরিসন	অস্ট্রেলিয়া
ডা .লোটে শেরিং	ভুটান

২০১৮ সালে বিভিন্ন সংস্থার প্রধান পদে নিযুক্তদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন

নাম	পদের নাম	সংস্থা
মাইথ্রিপালি সিরিসেনা (শ্রীলংকা)	চেয়ারম্যান	বিমসটেক
পল কাগামে (রুয়ান্ডা)	চেয়ারপারসন	আফ্রিকান ইউনিয়ন
কে পি শর্মা অলি (নেপাল)	চেয়ারপারসন	সার্ক
থেরেসা মে (যুক্তরাজ্য)	চেয়ারপারসন	কমনওয়েলথ
মারিয়া ফার্নান্দো এস্পিনোসা গারসেস (ইকুয়েডর)	প্রেসিডেন্ট	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (UNGA)
আব্দুল কাজী আহমেদ ইউসুফ (সোমালিয়া)	প্রেসিডেন্ট	আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ)
ইনগা রহনদা কিং (সেন্ট ভিনিসেন্ট)	প্রেসিডেন্ট	ECOSOC
চিলি ইবোয়ে ওসুজি (নাইজেরিয়া)	প্রেসিডেন্ট	আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)
দাতো পাদুকা লিম জোক হোই (ব্রুনাই)	মহাসচিব	আসিয়ান
কুনি নাইডু (দক্ষিণ আফ্রিকা)	মহাসচিব	এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
জন ডব্লিউ এইচ ডেন্টন	মহাসচিব	ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (ICC)
ফান কিউ থু (ভিয়েতনাম)	মহাসচিব	কলম্বো পরিকল্পনা
হেনরিটা হোলসম্যান ফোর (যুক্তরাষ্ট্র)	নির্বাহী পরিচালক	ইউনিসেফ
ফার্নান্দো আরিয়াজ গঞ্জালেজ (স্পেন)	মহাপরিচালক	রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা (OPCW)
এন্তনিও ভিতোরিনো (পর্তুগাল)	মহাপরিচালক	IOM
মিশেল বাশেলেট (চিলি)	হাইকমিশনার	UNHCR
পেনেলোপি কোজিয়ানাও গোল্ডবার্থ	প্রধান অর্থনীতিবিদ	বিশ্বব্যাংক
গীতা গোপীনাথ	প্রধান অর্থনীতিবিদ	আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

সাম্প্রতিক সময়ে নতুন সদস্য যুক্ত হওয়া কিছু সংগঠন

সংস্থা	বর্তমান সদস্য সংখ্যা	সর্বশেষ সদস্য
UNCTAD	১৯৫	ফিলিস্তিন
Interpol	১৯৪	ভানুয়াতু
OPCW	১৯৩	ফিলিস্তিন
IPU	১৭৮	ভানুয়াতু
IOM	১৭২	পালাউ
IAEA	১৭০	গ্রানাডা
UNIDO	১৬৮	ফিলিস্তিন
IRENA	১৫৯	তুর্কমেনিস্তান
EBRD	৬৯	ভারত
AIIB	৬৮	সুদান
COMESA	২১	সোমালিয়া
Commonwealth	৫৩	২০১৩ এ নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়া গাম্বিয়া ২০১৮ সালে পুনরায় যোগ দেয়
OPEC	১৪	২০১৮ সালে কাতার OPEC ছাড়ার ঘোষণা দেয়
ICC	১২৩	প্রথম দেশ হিসেবে বুরুন্ডি নিজেদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়

Boighar.com